শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জ

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-
সমন্বিত সচিত্র চরিত-গ্রন্থ

মহামহোপদেশক
শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ
বিরচিত
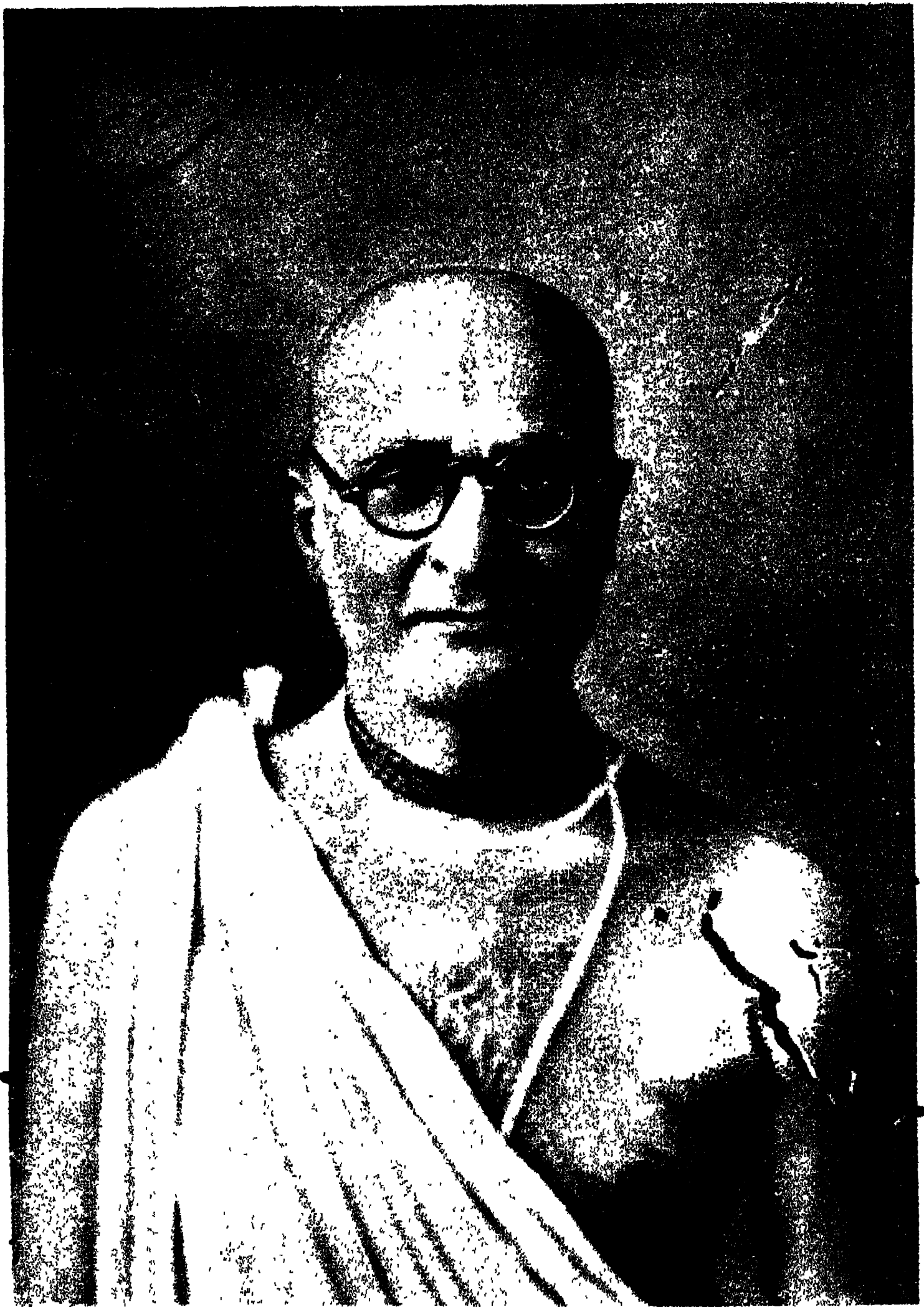
[দুই টাকা

লীলাপ্রবিষ্ট জগদ্গুরু পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী
শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গ্রন্থকারের নিবেদন

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ ও তদভিন্ন-বিগ্রহ তদধস্তন শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক আচার্য্যবর্য্য পরমহংস ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামিপ্রভুর কৃপাশীর্ব্বাদে ভক্ত ও সজ্জনগণের চির-আকাঙ্ক্ষিত সচিত্র শ্রীশ্রীমধ্বচরিতগ্রন্থ এই সর্ব্বপ্রথম এরূপ বিস্তৃতভাবে বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইল। ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপ্রভু যে শ্রীব্রহ্মমাধ্ব-সম্প্রদায়কে স্বীকার করিবার লীলা প্রকাশ করিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যপাদ-পদ্মাশ্রিত গৌড়ীয়গণ আপনাদিগকে যে "শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়" বা "শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়" বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন, সেই পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীশ্রীমন্মধ্বের চরিত্র ও শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা অনেকেই অনভিজ্ঞ। এই অনভিজ্ঞতা দূরীকরণার্থ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এই বঙ্গদেশে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের চরিত্র ও মৌলিক গ্রন্থাদি আলোচনা করিবার সর্ব্বপ্রথম প্রেরণা প্রদান করেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আদেশক্রমে 'বৈষ্ণবমঞ্জুষা' নামক বৈষ্ণব-বিশ্বকোষ-সঙ্কলনে উদ্যোগী হইয়া শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমধ্বাচার্য্যের মৌলিক গ্রন্থসমূহ বিশেষভাবে অনুশীলন, শ্রীমধ্বাচার্য্যের আবির্ভাবস্থলী ও লীলাক্ষেত্রসমূহে বিচরণ ও সেই সকল প্রদেশ হইতে বহু তথ্য আহরণ-পূর্ব্বক সেই সকল মৌলিক দুষ্প্রাপ্য তথ্যরাজি বঙ্গভাষায় 'শ্রীসজ্জনতোষণী', 'গৌড়ীয়', 'দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ', 'Harmonist' প্রভৃতি সাময়িকপত্রে তথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অনুভাষ্য, শ্রীমদ্ভাগবত,

শ্রীচৈতন্যভাগবত ও প্রমেয়রত্নাবলী প্রভৃতি গ্রন্থের গৌড়ীয়-ভাষ্যে প্রচার করেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার সম্পাদিত ১৮শ বর্ষ সজ্জনতোষণীর ১ম সংখ্যায় 'শ্রীমধ্বমুনিচরিত' ও ২য় সংখ্যায় 'শ্রীজয়তীর্থ' নামক প্রবন্ধে পূর্ব্বগুরু শ্রীমধ্বমুনি ও শ্রীজয়তীর্থের সংক্ষিপ্ত চরিত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়াছি যে, বিস্তৃতভাবে শ্রীমধ্বাচার্য্যের চরিতগ্রন্থ-প্রণয়নের জন্য তিনি ঐ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় রূপে সজ্জনতোষণীর অষ্টাদশ বর্ষের প্রথম সংখ্যায় 'শ্রীমধ্বমুনি-চরিত' প্রবন্ধটি লিখিয়াছিলেন। ইহা ঐ প্রবন্ধ পাঠ করিলেও বেশ বুঝা যায়। কারণ, ঐ প্রবন্ধটিতে কেবল শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাবের স্থান, কাল ও পাত্র-সম্বন্ধে বিচার আছে। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার এই অযোগ্যতম দাসাভাসকে একসময়ে শ্রীসজ্জনতোষণীতে প্রকাশিত 'শ্রীরামানুজাচার্য্য' ও 'শ্রীমধ্বমুনিচরিত' প্রবন্ধদ্বয় অনুসরণ ও অসমাপ্তাংশ সমাপ্ত করিয়া দুইটি বিস্তৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করিবার জন্য আদেশ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে তাঁহার সেই মনোঽভীষ্টের সেবা করিতে সমর্থ হই নাই। শ্রীল প্রভুপাদের সেই আদেশের অনুসরণ ও তাঁহার কৃপাশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া তাঁহার পঞ্চষষ্টিবর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীব্যাসপূজোপলক্ষে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল।

এই গ্রন্থের চরিতাংশ-সঙ্কলনের উপকরণরূপে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের গৃহস্থশিষ্য শ্রীত্রিবিক্রম পণ্ডিতাচার্য্যের আত্মজ শ্রীনারায়ণ পণ্ডিতাচার্য্যের রচিত 'শ্রীমধ্ববিজয়' গ্রন্থকেই প্রধান ভাবে অবলম্বন করিয়াছি। শ্রীমধ্ববিজয় দুরূহ সংস্কৃতভাষায় রচিত গ্রন্থ। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সিদ্ধান্ত ও উপদেশ সংগ্রহের জন্য শ্রীমধ্বরচিত ব্রহ্মসূত্রভাষ্যসমূহ (ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, অণুভাষ্য ও অনুভাষ্য বা অনুব্যাখ্যান), তত্ত্বসংখ্যান, তত্ত্ববিবেক, উপনিষদ্‌ভাষ্যসমূহ, গীতাতাৎপর্য্যনির্ণয়, মহাভারত-তাৎপর্য্যনির্ণয়, শ্রীমদ্ভাগবত-তাৎপর্য্য,

সদাচারস্মৃতি, শ্রীকৃষ্ণামৃতমহার্ণব ও দ্বাদশস্তোত্র-গ্রন্থ তথা শ্রীজয়তীর্থ ও শ্রীবাদিরাজতীর্থস্বামীর কতিপয় মূল গ্রন্থ ও ভাষ্যাদির সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং উড়ুপীতে শুভবিজয় করিয়া যে সকল তথ্য সংগ্রহপূর্ব্বক আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন, উহারও কোনও কোনও অংশ এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের গ্রন্থানুশীলন করিয়া যে সকল বিশেষ-বিশেষ তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাও কৃপাপূর্ব্বক তিনি আমাকে প্রদান করিয়াছেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের উদাহৃত শ্রৌত বাক্যসমূহে অচিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্তের নির্দ্দেশ ও শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয় সম্প্রদায়ের অনুকূল বিচারপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীল আচার্য্যদেবের সম্পাদিত 'অণুভাষ্যম্' গ্রন্থ হইতেও এই গ্রন্থ-সঙ্কলনকালে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। উড়ুপীর তত্ত্ববাদি-পণ্ডিত শ্রীমদ্ অদমার বিঠ্ঠলাচার্য্য দ্বৈতবেদান্তবিদ্বান্, পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ষট্তীর্থ সুদর্শনবাচস্পতি, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণরাগতীর্থ, মহোপদেশক শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার, মহোপদেশক শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি পাণ্ডিতবর্গ এই গ্রন্থসঙ্কলন-কার্য্যে কৃপাপূর্ব্বক সহায়তা করিয়াছেন। গৌড়ীয় ষষ্ঠবর্ষে শ্রীমধ্বাচার্য্য সম্বন্ধে মদ্রচিত কএকটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা হইতেও এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে অনেক কথা সঙ্কলিত হইয়াছে। কাশীর উত্তরাদিমঠের শ্রীমদ্ রঘুনাথতীর্থস্বামীও শ্রীমধ্বাচার্য্যের একটি আলেখ্য-সংগ্রহে আমাকে সহায়তা করিয়াছেন।

আধুনিক আধ্যক্ষিক-সম্প্রদায়ের কতিপয় পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি প্রকৃত তত্ত্ব অবধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া গৌড়ীয়-সম্প্রদায়কে শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-আম্নায়-

ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য যে সকল অভিসন্ধিযুক্ত প্রয়াস করিয়াছেন, এই গ্রন্থের অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে তাহা বহু শাস্ত্রযুক্তি ও প্রমাণের দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে।

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত Mr. C. N. Krishnaswami Iyer ও Mr. S. Subba Rao এর রচিত "Sree Madhwa and Madhwaism" ও Mr. C. M. Padmanavachar এর রচিত "The Life and Teachings of Sree Madhwa" প্রভৃতি ইংরাজী ভাষায় লিখিত গ্রন্থে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের বিচার-ধারা উপলব্ধিতে যে সকল ভ্রম প্রবেশ করিয়াছে, তাহাও এই গ্রন্থে সমালোচনামুখে সংশোধিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি এল মহাশয়ের সৌজন্যে স্থানীয় মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কসের সহায়তায় এই গ্রন্থ দ্রুত প্রকাশের সুযোগ হইয়াছে। এজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

শ্রীমধ্ব-তিরোভাব-তিথি
১৫ই মাঘ, ১৩৪৫ ; ২৯শে
জানুয়ারী, ১৯৩৯।

শ্রীগুরুবৈষ্ণব-কৃপাকণা-প্রার্থী
শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ।

বিষয়-সূচী

অধ্যায় ও বিষয়			পত্রাঙ্ক

অধ্যায় ও বিষয়	পত্রাঙ্ক

শ্রীমদ্ আনন্দতীর্থ বা শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

রজতপীঠপুর বা উডুপী

ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিমভাগে গোকর্ণক্ষেত্র হইতে আরম্ভ করিয়া কন্যা-কুমারিকা পর্য্যন্ত একটা সুদীর্ঘ গিরিশ্রেণী বিরাজিত রহিয়াছে।

সহ্যাদ্রি

এই শৈলমালা ভাষা ও দেশভেদে 'সহ্যাদ্রি', 'কোল-পর্ব্বত', 'মলয়গিরি' প্রভৃতি নামে খ্যাত। ঐ গিরিশ্রেণী একটী সুপ্রাচীন পুণ্যময় ভূভাগের পূর্ব্বদিকে মালিকাকারে বেষ্টিত থাকিয়া সেই পুণ্যস্থলীকে নিরন্তর অর্ঘ্যপ্রদানে পূজা করিতেছে; আকাশচুম্বিত বিশাল আরব-সমুদ্র পশ্চিমে বিরাজিত থাকিয়া সেই পুণ্য-তীর্থের পাদধৌত করিয়া দিতেছে।

পরশুরামক্ষেত্র

এই পবিত্র ভূভাগ 'পরশুরামক্ষেত্র'-রূপে পরিচিত। শ্রীপরশুরাম স্বয়ং কর্ম্মলেপ-রহিত হইলেও লোকোপদেশার্থ মাতৃ-হত্যার প্রায়শ্চিত্ত-বিধানের জন্য গোকর্ণক্ষেত্র হইতে কন্যা-কুমারিকা-

ক্ষেত্র পর্য্যন্ত বাণপ্রয়োগে সমুদ্রকে অপসারিত করিয়া তথায় এক নূতন ভূভাগ নির্ম্মাণ করেন এবং উহা বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণগণকে দান করেন। স্কন্দপুরাণের সহ্যাদ্রিখণ্ডে এইরূপ উপাখ্যান শ্রুত হইয়া থাকে। এই পরশুরামক্ষেত্র উত্তরসীমা হইতে দক্ষিণসীমা পর্য্যন্ত আদিকেরল, মধ্য-কেরল ও অন্তকেরল—এই তিনটী ভাগে বিভক্ত। আদিকেরল উত্তর-কর্ণাট ও দক্ষিণ-কর্ণাট—এই দ্বিবিধ প্রদেশে পরিগণিত। উত্তরকর্ণাটকে

দক্ষিণ-কর্ণাটক বা রজতপীঠপুর

'কেনারিজ্' ভাষা আর দক্ষিণকর্ণাটকে 'তুলু' ভাষারই বিশেষ প্রচার লক্ষিত হয়। এই দক্ষিণ-কর্ণাটক-প্রদেশই 'রজতপীঠপুর' বা 'রৌপ্যপীঠপুর'—এই প্রাচীন সংজ্ঞা-পরিমণ্ডিত 'উড়ুপী' ক্ষেত্রদ্বারা সুশোভিত। সুতরাং উড়ুপীর অপর প্রাচীন নাম—'রজতপীঠপুর'।

এই পবিত্র ক্ষেত্র ছয়ক্রোশ পরিধি-বিশিষ্ট। ইহার পশ্চিমদিকে আরব সাগর ও পূর্ব্বদিকে বেধাচল পর্ব্বত বিরাজমান; দক্ষিণে পাপ-নাশিনী এবং উত্তরে সুবর্ণা নাম্নী নদীদ্বয় প্রবাহিতা।

ত্রিসহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে পরশুরাম-ভক্ত রামভোজ নামক কোন ক্ষত্রিয় ভূপতি বিষ্ণুপ্রীতির জন্য একটী মহদ্ যজ্ঞানুষ্ঠানের অভিলাষ

রামভোজ নৃপতি

করিয়া যজ্ঞবিদ্যানিপুণ কতিপয় ব্রাহ্মণের অনুসন্ধানে তৎপর হইয়াছিলেন। কোথায়ও তাঁহার অভীষ্টানু-যায়ী সুনিপুণ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ দেখিতে না পাইয়া পরিশেষে 'পাঞ্চাল-দেশান্তর্ব্বর্ত্তী গঙ্গাতীরস্থ অহিছত্র দেশ হইতে কর্ম্মকাণ্ডনিপুণ, পরম পণ্ডিত, অগ্নিহোত্রী একশত বিশ জন ব্রাহ্মণকে তাঁহাদের কুটুম্ব-গণের সহিত স্বদেশে আনয়ন করেন। সেই সকল কুলীন ব্রাহ্মণের বংশ অদ্যাপি পরশুরামক্ষেত্রে বাস করিতেছেন। কালপ্রভাবে

তাঁহাদের কয়েকটী বংশ লোপপ্রাপ্ত হইলেও এখনও শতাধিক ব্রাহ্মণবংশ তথায় দৃষ্ট হয়। ইঁহারা সকলেই শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাবের পর

মাধ্বব্রাহ্মণ

মধ্বানুগত হইয়া 'মাধ্বব্রাহ্মণ' নামে পরিচয় লাভ করিয়াছেন। রামভোজ নৃপতি ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন করিয়া যখন যজ্ঞস্থলীর শুদ্ধির নিমিত্ত স্বহস্তে লাঙ্গলাদির দ্বারা ভূমির শোধন করিতেছিলেন, তখন একটী মহাসর্প লাঙ্গলপরিসরে পতিত হইয়া আহতের ন্যায় দৃষ্ট হয়। রামভোজ নৃপতি তাঁহার সেই কার্য্যের প্রায়শ্চিত্তার্থ উড়ুপীক্ষেত্রের চতুঃসীমায় 'তাঙ্গোড়ু', 'মাঙ্গোড়ু'' 'অরিতোড়ু', 'মুচ্চিলকোড়ু' নামক দেবালয় চতুষ্টয় নির্ম্মাণ করাইয়া মধ্যপ্রদেশে ক্রোশব্যাপী রজতময় পীঠ সংস্থাপন করেন এবং পীঠোপরি সুবর্ণ-'শেষ'-প্রতিমা প্রকাশ করিয়া তাঁহার পূজা বিধান করেন। কালে সেই পীঠ ভূগর্ভস্থ হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া শ্রুত হয়। যজ্ঞকালে ভগবান্ পরশুরাম রজতপীঠস্থ সুবর্ণ-সর্প-ফণার অধোভাগে লিঙ্গাকারে প্রত্যক্ষীভূত

'রজতপীঠপুর' নামের কারণ

হইয়াছিলেন। সেই শেষশায়ী 'অনন্তেশ্বর', নামক বিষ্ণুর পুরাতন দেবালয় অদ্যাপি উড়ুপীক্ষেত্রে বর্ত্তমান রহিয়াছে। রজতপীঠের সংস্থান-হেতু সেই ক্ষেত্র প্রাচীন কাল হইতে 'রজতপীঠপুর'-আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছে।

এই ক্ষেত্রের 'উড়ুপী'-আখ্যা বিষয়েও একটী উপাখ্যান পুরাণে শ্রুত হইয়া থাকে। অশ্বিনী, ভরণী, রোহিণী, কৃত্তিকা প্রভৃতি সপ্ত-

'উড়ুপী' আখ্যার কারণ

বিংশতি-সংখ্যক তারকা চন্দ্রের পত্নী। ইঁহারা সকলেই দক্ষকন্যা। চন্দ্র দক্ষের অপর পুত্রীগণের প্রতি উদাসীন থাকিয়া কেবলমাত্র রোহিণীতে অত্যাসক্ত ছিলেন। অপর পুত্রীগণের প্রার্থনায় দক্ষ চন্দ্রের এইরূপ অসম ব্যবহারের জন্য শাপ

প্রদান করিয়া বলেন যে, চন্দ্র তাহার ঐরূপ কার্য্যের জন্য কলাহীন হইয়া পড়িবে। চন্দ্র শাপগ্রস্ত হইয়া স্বীয় কলাক্ষয় পরিহারার্থ সেই পরশুরামক্ষেত্রে 'অজারণ্য' * নামক স্থানে তপস্যাদ্বারা রুদ্রকে পরিতুষ্ট করেন। রুদ্রদেব চন্দ্রের তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া রজতপীঠ-ক্ষেত্রস্থ মহা-সরোবর-মধ্যে প্রকটিত হন এবং চন্দ্রের সম্পূর্ণ কলাক্ষয়-নিবারণার্থ চন্দ্রকে বিশাপ প্রদান করিয়া বলেন যে, তাঁহার একপক্ষে ক্রমে কলা ক্ষয় এবং অপরপক্ষে ক্রমে কলা বৃদ্ধি হইবে। সেই সময় হইতেই কৃষ্ণপক্ষ ও শুক্লপক্ষের প্রচলন হইয়াছে, এইরূপ কথা শ্রুত হইয়া থাকে। চন্দ্রের অপর নাম 'উড়ুপ'। 'উড়ু'-পদে নক্ষত্র এবং 'প'—পতি। চন্দ্রের তপঃপ্রসন্ন রুদ্রদেবতার অধিষ্ঠিত-ক্ষেত্র বলিয়া এস্থানের নাম 'উড়ুপী' হইয়াছে। যে সরোবর-মধ্যে রুদ্রদেব প্রকটিত হইয়াছিলেন, তাহার তটপ্রদেশে অধুনা শ্রীরুদ্র 'চন্দ্রমৌলীশ্বর শিব' নামে খ্যাত হইয়া সুবৃহৎ দেবালয়াভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছেন। উড়ুপী-ক্ষেত্রস্থ বৈষ্ণবগণের দ্বারা বিষ্ণু-নির্ম্মাল্য ও বিষ্ণুপাদসরিৎ উপকরণ-সহযোগে চন্দ্রমৌলীশ্বর শিব বিষ্ণুপ্রিয়-বিগ্রহরূপে নিত্য সম্পূজিত হইয়া থাকেন।

চন্দ্রমৌলীশ্বর শিব

সহ্য-গিরিরাজের পশ্চিমে সমুদ্রকূলবাসী ব্রাহ্মণগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। কেহ 'কোন্‌কান্', কেহ বা 'সারস্বত' এবং অন্য কেহ বা 'শিবাল্লী' বলিয়া নিজ ব্রাহ্মণশাখার পরিচয় প্রদান করেন। কোন্‌কান্ ব্রাহ্মণ ও সারস্বত ব্রাহ্মণ, দেশ হইতে শ্রেণী স্থির করিয়াছেন। শিবাল্লীগণ তদ্রূপ নহেন।

শিবাল্লী ব্রাহ্মণ

* উড়ুপী শ্রীকৃষ্ণ-মন্দির হইতে প্রায় অর্দ্ধমাইল দূরে এই ভূখণ্ড বিরাজিত। ইহা বর্ত্তমানে পুষ্পবাটিকায় পরিণত। এই স্থানের পুষ্প দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের পূজা হইয়া থাকে।

প্রথম অধ্যায়—রজতপীঠপুর

ক্যানারি ভাষায় 'শিবাল্লী' বা 'শিববেল্লী' শব্দে 'শিবের রৌপ্য' বুঝায়। ইঁহারা রজতপীঠপুরস্থ অনন্তেশ্বরের রৌপ্য সিংহাসনের উল্লেখে নিজ পরিচয় প্রদান করেন।

কাষারগড় ও বেকালের মধ্যে চন্দ্রগিরি বা পয়স্বিনী নদী প্রাচীন তুলুব রাজ্যের দক্ষিণসীমা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। তুলুব রাজ্যের অধিবাসিগণের ভাষা 'টুলু।' শিবাল্লী ব্রাহ্মণগণ টুলু-ভাষায় কথোপকথন করিয়া থাকেন।

কাষারগড় জনপদের চারি ক্রোশ উত্তরে সমুদ্রকূলে 'কুম্ব্লা' নাম্নী নগরী; এখানে রেলওয়ে ষ্টেশন আছে। এই নগরী পূর্ব্বকালে বিশেষ সমৃদ্ধিশালিনী ছিল। এখানে এক সামন্তরাজের বাস ছিল। ইঁহাদের অধীনেই ম্যাঙ্গালোর ও উড়ুপী তালুকগুলি ছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। আজও কুম্ব্লার সামন্ত রাজবংশ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট বৃত্তিভোগ করিয়া 'রাজা' বলিয়া পরিচিত আছেন।
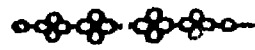
দ্বিতীয় অধ্যায়

মধ্যগেহভট্ট

উড়ুপীক্ষেত্র হইতে সাত মাইল পূর্ব্ব-দক্ষিণ-কোণে পাপনাশিনী নদীর তটে 'বিমানগিরি' নামক একটী উচ্চ পর্ব্বত বিরাজিত। পুরাকালে শ্রীপরশুরাম শিলাখণ্ড ভেদ করিয়া সেই পর্ব্বতের চতুষ্পার্শ্বে পরশুতীর্থ, ধনুস্তীর্থ, বাণতীর্থ ও গদাতীর্থ নামক কুণ্ড-চতুষ্টয় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বিমানগিরির শিখর-প্রদেশে শ্রীপরশুরাম-স্থাপিত যোগমায়া একটী বৃহৎ মন্দিরাভ্যন্তরে বিরাজমানা থাকিয়া বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণগণের দ্বারা নিত্য সম্পূজিতা হইতেছেন। বিমান-গিরি হইতে প্রায় এক মাইল পূর্ব্বদিকে পরশুরাম-স্থাপিত তীর্থ-চতুষ্টয়ের অন্যতম ধনুস্তীর্থ বিরাজিত। সেই

পাজকাক্ষেত্র

ধনুস্তীর্থের সন্নিহিত প্রদেশই 'পাজকাক্ষেত্র' নামে প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমানকালে কেহ কেহ 'পাজকা' শব্দের এইরূপ 'যোগ' নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। পাতি ইতি 'প', ন জায়তে ইতি 'অজ', পশ্চাসৌ অজশ্চেতি পাজঃ, পাজাৎ কং (জলং) যস্মিন্ তৎ পাজকম্ অর্থাৎ উৎপত্তি-রহিত পরশুরাম-বিষ্ণুদ্বারা যে ক্ষেত্রে জল অর্থাৎ ধনুস্তীর্থাদির প্রকাশ হইয়াছে, তাঁহারই নাম পাজকাক্ষেত্র। এই পাজকাক্ষেত্র পাপনাশিনী নদীর তীরে অবস্থিত।

এই পাজকাক্ষেত্রে মধ্যগেহ-কুলোৎপন্ন বেদবেদাঙ্গকুশল, সদাচাররত জনৈক নিঃস্ব ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। পুরাকালে রামভোজ নৃপতি অহিছত্র প্রদেশ হইতে যে বিংশত্যুত্তরশত স্বকুটুম্ব-ব্রাহ্মণকে পরশুরাম-ক্ষেত্রে আনয়ন করিয়াছিলেন, সেই সকল ব্রাহ্মণ তথায় আগমন করিয়া

বিভিন্ন স্থানে তাঁহাদের গৃহাদি নির্ম্মাণ করেন। সেই বিংশত্যুত্তরশত ব্রাহ্মণগণের অন্যতম যে ব্রাহ্মণ গ্রামের মধ্যভাগে তাঁহার গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন, তিনিই 'মধ্যগেহ' নামে পরিচিত হন। এইরূপ যে যে ব্রাহ্মণ পূগবন, লিকুচবন-মধ্যে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা স্থানের নামানুসারে 'পূগবন', 'লিকুচবন' ও তাঁহাদের অধস্তনগণ 'মধ্যগেহ-বংশ', 'পূগবন-বংশ', 'লিকুচবন-বংশ' প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হন। 'মধ্যগেহ'-শব্দটীকে কণ্নড় ভাষায় 'নড্ডন্তিল্লায়' বলা হয়। নড্ (মধ্য)+অন্ত (স্থ)+ইল্লায় (গৃহবান্)। মধ্যগেহ-বংশোৎপন্ন পাজকাক্ষেত্রবাসী সেই সদাচাররত ব্রাহ্মণের নাম 'নারায়ণ ভট্ট'* ছিল। তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণী বেদবতী (বা বেদবিদ্যা) দেবীর সহিত পাজকাক্ষেত্রে বাস করিয়া পরশুরাম-পীঠস্থ স্ব-কুলদেবতা শেষশায়ী ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিতেছিলেন। বেদবতীর গর্ভে একে একে দুইটী পুত্র উৎপন্ন হইয়া অচিরকাল-মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

'মধ্যগেহ'-নামের কারণ

নারায়ণভট্ট ও বেদবতী

মধ্যগেহভট্ট পুত্রসুখে বঞ্চিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"যে নরক হইতে রক্ষা করিতে পারে, সেই পুরুষই 'পুত্র' নামে অভিহিত হয়; কিন্তু অসর্ব্বজ্ঞ ও অপূর্ণ পুরুষ হইতে সম্যক্ রক্ষণ সম্ভবপর নহে; অতএব আমি সাধারণের ন্যায় অবৈষ্ণব-পুত্রের কামনা

* শ্রীমধ্বশিষ্য শ্রীহৃষীকেশতীর্থের 'অনুমধ্বচরিতে' এই নাম পাওয়া যায়। পরন্তু 'মধ্ববিজয়গ্রন্থে' এইরূপ নাম নাই, কেবলমাত্র 'মধ্যগেহ' নাম আছে। আবার কেহ কেহ বলেন, ইঁহার নাম মধেজীভট্ট।

করিব না। কর্দ্দম, পরাশর, পাণ্ডু প্রভৃতি প্রাচীন আর্য্যগণ একমাত্র যাঁহার সেবাবলে সর্ব্বগুণ-বিভূষিত পুত্র লাভ করিয়াছিলেন, আমি সেই পূর্ণ সদ্‌গুণবিগ্রহ করুণাসুধানিধি কুলপতি নারায়ণেরই শরণাগত হইব"—এইরূপ চিন্তা করিয়া তদ্গতচিত্ত শুদ্ধমনা ব্রাহ্মণ পরমাগ্রহের সহিত রজতপীঠপুরাধিপতি শেষশায়ীর ভজনা করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্ম-সেবায় আসক্ত দ্বিজবর স্বভাবতঃ স্বল্প বিষয়ভোগকে আরও লঘু করিলেন, হৃদয় স্বতঃ দান্ত হইলেও তাহাকে আরও দমিত করিলেন এবং স্বভাবতঃ নির্ম্মল দেহ সংযমাদি দ্বারা আরও শুদ্ধ করিলেন। ব্রাহ্মণ-দম্পতি সকলগুণসম্পন্ন অমরপুত্রপ্রাপ্তি-কামনায় অদিতি ও কশ্যপের ন্যায় পয়োব্রত প্রভৃতি বিবিধ তীব্র ব্রতানুষ্ঠানের দ্বারা দ্বাদশবর্ষকাল পর্য্যন্ত অতীব কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। শ্রীশেষশায়ী ভগবান্ ভক্তিনিষ্ঠ ব্রাহ্মণদম্পতির এই কঠোর তপস্যার সমুচিত পুরস্কার প্রদানে উন্মুখ হইলেন।

মধ্যগেহের বিচার

ব্রাহ্মণ-দম্পতির তপস্যা

পাজকাক্ষেত্রেই শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য প্রথম সূর্য্যালোক দর্শন করেন। পাজকাক্ষেত্রে অদ্যাপি তাঁহার জন্মস্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। মধ্বের অভ্যুদয়কালের পর্ণকুটীরাধিষ্ঠিত স্থান তাঁহার ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন কোন সেবক কর্ত্তৃক পরে পাষাণ নির্ম্মিতগৃহে পরিণত হইয়াছে। তবে পাথরের ঘর—ক্ষুদ্র এবং পল্লীটী—জনহীন; পূর্ব্বের স্মৃতিচিহ্ন মাত্র বর্ত্তমান আছে।

মধ্বজন্মভূমি

তৃতীয় অধ্যায়

মধ্বের আবির্ভাবের পূর্ব্বাবস্থা

এই সময়ে সনাতন-ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র শুদ্ধ-ভগবদুপাসনার ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধবাদরূপ নাস্তিকতা জীবকুলকে জীবের নিত্যধর্ম্ম বিষ্ণুভক্তি হইতে দূরে পাতিত করিয়া তমোরাজ্যের প্রতি ধাবমান করাইতেছিল। সুনির্ম্মল ভারতীয় বেদান্ত-গগন একদিন যে কৃষ্ণ-সূর্য্যের উপাসনার প্রভায় উদ্ভাসিত ছিল, বেদান্তের অকৃত্রিমভাষ্য পুরাণার্ক একদিন ভারতীয় গগনে যে প্রোজ্জ্বল কিরণমালা বিতরণ করিতেছিলেন, সে স্থান দুর্ভাগ্য-মেঘের গাঢ় অন্ধকারে আবৃত হইয়া পড়িয়াছিল। এরূপ অন্ধকারে জনসমূহ অন্ধ হইয়া বিষ্ণুর নিত্য-উপাসনা-পথ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলে ব্রহ্মাদি-দেবগণ অত্যন্ত দুঃখিতচিত্তে শ্রীহরির শরণাগত হইলেন। স্বয়ং ভগবানের এই সময় অবতরণকাল নহে, পরবর্ত্তিকালে তিনি স্বয়ংই অবতীর্ণ হইবেন, এরূপ বিচার এবং তাঁহার কৃপায় জগৎপ্রাণ বায়ুরই উপস্থিত-কার্য্যে সামর্থ্য ও সর্ব্বজ্ঞতাশক্তি দর্শন করিয়া শ্রীবিষ্ণু মুখ্য বায়ুকে এইরূপ আদেশ করিলেন,—"হে সুমুখ, তুমি আমার প্রতিনিধিস্বরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া বেদান্ত-গগনের দুর্ভাগ্যকুজ্ঝটিকা অপসারিত কর এবং সন্তপ্ত, নিরাশ্রয় জীবগণকে কৃপা-ভাজন ও আনন্দিত কর।"

আবির্ভাবের পূর্ব্বাবস্থা ও কারণ

মুখ্যবায়ুর প্রতি ভগবদাদেশ

পবনদেব কৃতাঞ্জলিপুটে এই ভগবদাদেশ শিরোভূষণরূপে মস্তকে গ্রহণ করিলেন এবং শ্রেষ্ঠদেবগণের প্রার্থনা মুক্তামালার ন্যায় হৃদয়ে ধারণ করিয়া নিজ-জনের অনুগ্রহ-কামনায় ভূতলে অবতরণ করিতে ইচ্ছা করিলেন।

সজ্জনগণের চিত্তের অবস্থা

এই সময়ে পৃথিবীতেও সাধুগণ চিন্তায় আকুল হইয়া ভাবিতেছিলেন—"হায়! আমরা সৎসম্প্রদায়গত বৈদান্তিক-সিদ্ধান্তে অনভিজ্ঞ হইয়া পড়িয়াছি, আমরা কি করিয়া বিষ্ণুর পরম-পদ দর্শন করিব?"

এক বিষুবসংক্রান্তির দিনে রজতপীঠপুরে প্রভু অনন্তেশ্বরের মন্দিরে কোন এক বিশিষ্ট মহোৎসব দর্শনের জন্য নানা স্থান হইতে বহু লোক

আবিষ্ট পুরুষের মুখে অবতার-বাণী

সমাগত হইয়াছেন। সকলেই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া উৎসব দর্শন করিতেছেন, এমন সময় একটী ব্যক্তি রঙ্গমঞ্চের নটের ন্যায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ ও বিস্ময় উৎপাদন করিয়া নানারূপ অঙ্গভঙ্গীর সহিত অনন্তেশ্বরের মন্দিরের উন্নত ধ্বজ-স্তম্ভের উপর নৃত্য করিতে করিতে জনতাকে সম্বোধনপূর্ব্বক ঊর্দ্ধবাহু হইয়া শপথ সহকারে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন,—"হে জন-মণ্ডলি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন, শ্রবণ করুন। এই ভূমণ্ডলে বিশ্ব-হিতৈষী এক সর্ব্বজ্ঞ মহাপুরুষ অচিরেই অবতীর্ণ হইবেন।" যে সকল সাধু ব্যক্তি ঐ পুরুষের বাক্য শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, নিশ্চয়ই এই ব্যক্তিতে রজতপীঠপুরন্দর প্রভু অনন্তেশ্বর আবিষ্ট হইয়া এই ভবিষ্যদ্বাণী কীর্ত্তন করিতেছেন।

এদিকে মধ্যগেহ নারায়ণভট্ট ও তৎসহধর্ম্মিণী বেদবতীর একান্ত ভগবদারাধনার ফলে ভগবদাদিষ্ট বায়ুদেব ঐ সদ্ভক্তিসংযুক্ত ব্রাহ্মণ-দম্পতিকে আশ্রয় করিয়াই জগতে অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়—মধ্বের আবির্ভাবের পূর্ব্বাবস্থা

যেমন পূর্ব্বে সপ্তদশীয় ত্রেতাযুগে কেশরী-পত্নী অঞ্জনাকে আশ্রয় করিয়া মহাবীর বজ্রাঙ্গজী জগতে শ্রীরামচন্দ্রের মাহাত্ম্য প্রচারার্থ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যেমন অষ্টাবিংশ দ্বাপরযুগে পাণ্ডুপুত্র কুন্তীকে আশ্রয় করিয়া বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ ভীমসেন জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তদ্রূপ অষ্টাবিংশ কলিযুগে ভগবান্ শ্রীবেদব্যাস-প্রণীত নিখিল শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য যথার্থতত্ত্ব সজ্জনগণকে উপদেশ করিবার জন্য পাজকাক্ষেত্রবাসী মধ্যগেহকুলোৎপন্ন নারায়ণভট্টের সহধর্ম্মিণী বেদবতীকে আশ্রয় করিয়া মুখ্য বায়ু জগতে অবতীর্ণ হইলেন।

নারায়ণভট্ট ও বেদবতীর আশ্রয়ে মুখ্যবায়ুর অবতরণ

শ্রীরামানুজাচার্য্য মধ্বজন্মের দুই শতাব্দী পূর্ব্বে অবৈষ্ণব মত নিরসন পূর্ব্বক লোকসমাজে নারায়ণের সর্ব্বোত্তমতা স্থাপন করিলেও সহ্যাদ্রির পশ্চিম বিভাগে তৎকালীন রামানুজীয় বিশিষ্টাদ্বৈতালোক প্রবেশ করে নাই। সহ্যাদির প্রাক্ প্রদেশ কর্ণাট ও চোলদেশে রামানুজের প্রভাব অদ্বৈতপন্থিগণের কঠোর গ্রন্থি অবশ্যই ন্যূনাধিক শিথিল করিয়াছিল। শঙ্করের অহংব্রহ্মোপাসনার কুফল অচ্যুতপ্রেক্ষ্য স্বীয় গুরুর নিকট হইতে অন্তিমকালে গৌণভাবে শ্রুত হইয়াছিলেন। সুতরাং ভাগবত-সম্প্রদায়ের কথঞ্চিৎ অস্তিত্ব মধ্বাবির্ভাব-কালের পূর্ব্বেও তুলুব দেশে লক্ষিত হয়।

মধ্বের পূর্ব্বে তুলুব দেশে ভাগবত-সম্প্রদায়

শ্রীমধ্বাবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতে আমরা পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবত-সম্প্রদায়ের কথা শুনিয়া থাকি। পাঞ্চরাত্রিকগণের মধ্যে শঙ্খচক্রাদি মুদ্রাধারণ-বিধি প্রবর্ত্তিত ছিল, পরন্তু ভাগবতগণ গোপীচন্দন বা গোপীমৃত্তিকা দ্বারা তিলকাদি অঙ্কিত করিতেন। এখনও তুলুব দেশে মাধ্ববৈষ্ণবগণের মধ্যে পাঞ্চরাত্রিক ব্যবহারমত মুদ্রা ধারণের ব্যবস্থা

আছে, কিন্তু তুলুব দেশীয় ভাগবত-সম্প্রদায় মাধ্বগণের ন্যায় মুদ্রাদি ধারণ করেন না। মধ্ব জন্মের পূর্ব্বে রামানুজীয় পাঞ্চরাত্রিক মত সহ্যাদ্রির পশ্চিমে প্রাবল্য লাভ না করিলেও তথায় ভাগবত-সম্প্রদায়ের অধিষ্ঠান প্রশ্নের বিষয় হইতে পারে না। শঙ্কর-মতের প্রবল বিস্তৃতি অনেকটা রামানুজীয়গণের পাঞ্চরাত্রিক ধর্ম্ম এবং ভাগবত-সম্প্রদায়ের বৈভবক্রমে খর্ব্বিত হয়। শিবাল্লীগণের মধ্যে সেই ফল মধ্বের উদয়কালের পূর্ব্বেই কিছু কিছু লক্ষিত হয়।

মধ্বপূর্ব্ব ও পাঞ্চরাত্রিক ভাগবত-সম্প্রদায়

কর্ম্মফলবশে যে প্রকার অবৈষ্ণব জীবগণ ভিন্ন ভিন্ন শরীর ধারণ পূর্ব্বক নিজযোগ্য কর্ম্মফল ভোগ করেন এবং ভোগান্তে বাসনাবশে পুনরায় কর্ম্মযোগ্য শরীর পাইয়া কর্ম্মফল লাভ করেন, নিত্য বিষ্ণুদাস বৈষ্ণবগণ তাদৃশ নহেন। জীবের সৌভাগ্যক্রমে কখনও তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রীনারায়ণ নিজে অবতার হইয়া জীবের মঙ্গল বিধান করেন। কখনও বা বৈকুণ্ঠস্থ নিজ পার্ষদগণকে ধরাধামে অবতারণ পূর্ব্বক লৌকিক তনু গ্রহণ করিবার অনুজ্ঞা প্রদান করেন। যে কালে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়া অধর্ম্মের প্রবলতা হয়, তৎকালে ভগবান্ মর্ত্ত্য জীবলোকে শুভাগমন পূর্ব্বক ধর্ম্ম স্থাপন করেন। শ্রীরামানুজীয় পূর্ব্বতন সিদ্ধ-সূরিসকলও বৈকুণ্ঠ হইতে কালে কালে অবতীর্ণ হইয়া অজ্ঞান-জীব-হৃদয়ে হরি-কৈঙ্কর্য্যের প্রভাব-বিকাশ করিয়াছেন। সকল বৈষ্ণবেরই নিত্য স্বরূপ আছে। বৈকুণ্ঠস্থ নিত্য স্বরূপ সিদ্ধিকালে আপনা হইতেই পরিস্ফুট হয়। সেই নিত্য-পার্ষদতনুর অবতার বলিয়াই বৈষ্ণবগণ সমাজে পরিচিত

বৈষ্ণবাচার্য্য কর্ম্মফল-বাধ্য নহেন

বৈষ্ণবগণ নিত্য-পার্ষদতনুর অবতার

হন। নির্ব্বিশেষবাদী বৈকুণ্ঠের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া সিদ্ধিতে 'সোঽহং' প্রভৃতি ভাবমাত্রের অবস্থান বিশ্বাস করেন। সুতরাং নির্ব্বিশেষবাদের অধীনে যে সকল কর্ম্মফলবাদী জগতে উদিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মতে ভগবানের বা ভক্তের নিত্য স্বনাম, স্বরূপ, স্বগুণ ও স্বক্রিয়া নাই; কেবল মায়া বা কুণ্ঠাদ্বারা পরিমিত হইয়া তাঁহারা কর্ম্মফল ভোগ করেন। অবৈষ্ণবগণের নিত্য পরিচয়ে 'সোঽহং'-ভাব আবদ্ধ, তজ্জন্য তাঁহারা বৈকুণ্ঠ হইতে অবতীর্ণ না হইয়া ভ্রান্তিবশতঃ মায়ারাজ্যে কর্ম্মফলমাত্র ভোগের যোগ্য। আমাদের বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব-মুনি সেইরূপ বিচারের আদর্শে কর্ম্মফল-নিগড়ে আবদ্ধ ছিলেন না বলিয়া বৈকুণ্ঠে তাঁহার নিত্য-বিগ্রহ আছে। বিশেষতঃ নির্ব্বিশেষ-বাদিগণের মতে চিন্ময় বিগ্রহ বা পরিচয়াদি-বিশেষ-সমূহ কুণ্ঠাবৃত্তির ক্রিয়াবিশেষ। স্বর্গ-নিরয়াদি-স্থানে দেব-কীটাদি-দেহ নশ্বর ও মায়াজাত মিথ্যা। সেই জন্য নির্ব্বিশেষবাদিগণ শ্রীশঙ্করাচার্য্যকে 'শঙ্করাবতার'রূপে নির্দ্দেশ করিলেও তাঁহার দেহ অনিত্য ও মিথ্যামাত্র বিচার করেন। বৈষ্ণবের শ্রীঅঙ্গ তাদৃশ নহে।

বৈষ্ণবাচার্য্যের দেহ মিথ্যা নহে

আদিত্যপুরাণ নামে এক উপপুরাণের মধ্যে চত্বারিংশ ৪০ অধ্যায়ে কোন বৈষ্ণব-বিরোধী নির্ব্বিশেষবাদী স্বীয় ষড়্‌রিপুর চাঞ্চল্যে মধ্বাচার্য্য সম্বন্ধে একটী ভ্রান্ত চিত্র প্রতিফলিত করিয়া নিজ ঘৃণিত স্বার্থের পরিপোষণ করিয়াছেন। তাঁহার কল্পনা শ্রীমধ্বাচার্য্যকে 'ঋতুরাজ বসন্তের অবতার' বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড চতুর্থ অধ্যায়ের নিদর্শন-মত

মৎসর নির্ব্বিশেষবাদীর মধ্বসম্বন্ধে কল্পিত মত, মধ্ব—বসন্তের অবতার

আমরা দেখিতে পাই যে, বৈকুণ্ঠধাম এবং গোলোকধাম উভয় নিত্যাশ্রয়ই বায়ু কর্ত্তৃক ধৃত আছে। যেমন দেবীধামে বায়ু 'মরুতাখ্য দেব' বলিয়া পরিচিত, তদ্রূপ বৈকুণ্ঠে বায়ুদেব বৈকুণ্ঠ-ধারণ-সেবায় সর্ব্বদা নিযুক্ত আছেন। বলা বাহুল্য, জড়ের বায়ু বা দেবলোকের মরুদ্দেব বৈকুণ্ঠের অপ্রাকৃত বায়ুদেবের সহ তুল্য নহে।

> বৈকুণ্ঠং পরমং ধাম জরামৃত্যুহরং পরম্।
> বায়ুনা ধার্য্যমাণঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডাদূর্দ্ধমুত্তমম্॥
> ন বর্ণনীয়ং কবিভির্বিচিত্রং রত্ননির্ম্মিতম্।

গোলোক বিষয়ে 'ঊর্দ্ধং বৈকুণ্ঠতোঽগম্যং' এবং 'বায়ুনা ধার্য্যমাণঞ্চ নির্ম্মিতং স্বেচ্ছয়া বিভোঃ' প্রভৃতি ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-বাক্যে বায়ুর শ্রীনারায়ণের বৈকুণ্ঠ-ধারণ-সেবা জানা যাইতেছে। শ্রীমাধ্বগণ বলেন, তাঁহাদের আচার্য্যপাদ—বায়ুর অবতার। সুতরাং শ্রীমধ্বকে 'প্রাণনাথ' সংজ্ঞা দেওয়া হয়।

মধ্ব—বৈকুণ্ঠের মুখ্য-বায়ুর অবতার

তুলুব ও অন্যান্য প্রদেশ যে-কালে জৈন ও প্রচ্ছন্ন মায়াবাদী শঙ্কর-মতাবলম্বিগণ এবং শৈবসমূহ ভাগবত-সম্প্রদায়ের গহণে ব্যস্ত ছিল, তদ্দর্শনে বিরিঞ্চিপ্রমুখ দেবগণ, তাহাদের ক্রিয়া-কলাপে উপদ্রুত অধিবাসিবর্গের মঙ্গলের জন্য শ্রীনারায়ণের সমীপবর্ত্তী হইয়াছিলেন। শ্রীনারায়ণের আদেশক্রমে বৈকুণ্ঠধারক প্রাণনাথ বায়ুদেব তুলুব দেশে জন্ম পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীমধ্ব বায়ুর তৃতীয় অবতার

আচার্য্য শ্রীমৎ পূর্ণপ্রজ্ঞপাদ শ্রীব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪র্থ পাদের ১৩শ সূত্রের—("ওঁ ॥ পঞ্চবৃত্তির্ম্মনোবদ্ব্যপদিশ্যতে ॥ ওঁ ॥)—

বায়ুরূপ বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ

ভাষ্যে বায়ুরূপ বিষয়ে যে সকল প্রমাণ-বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, বিদ্যুল্লোকে বা বায়ুলোকে প্রধান বায়ু বা মুখ্য প্রাণ বিরাজিত। সেই মুখ্য প্রাণের পঞ্চরূপ :—(১) প্রাণ, (২) অপান, (৩) ব্যান, (৪) উদান ও (৫) সমান। তাহাদের আবার 'ভারতী' নাম্নী দেবীগর্ভজাত পঞ্চপুত্র, এই পঞ্চপুত্রও 'প্রাণ', 'অপান', 'ব্যান', 'উদান' ও 'সমান' নামে বিখ্যাত। এই পঞ্চপুত্রের অন্যতম প্রাণই নাসিক্য বায়ু' নামে অভিহিত হন। এই নাসিক্য বায়ুই অষ্টদিক্‌পালের অন্যতম দিগধিপ। এই নাসিক্য বায়ু হইতে অনন্ত বায়ুগণের উৎপত্তি হইয়াছে। এই বায়ুগণের মধ্যে একোনপঞ্চাশৎ বায়ু প্রধান। পূর্ব্বে যে মুখ্য প্রাণ হইতে প্রাণ, অপানাদি পঞ্চ বায়ুর কথা উক্ত হইয়াছে, তাহাই প্রধান বায়ুর নিত্য অবতার অর্থাৎ ইঁহারা সর্ব্বযুগেই প্রধান বায়ুর অবতাররূপে প্রসিদ্ধ।

এতদ্ব্যতীত যুগ-বিশেষে প্রধান বায়ুর তিনটী প্রধান অবতারের কথা শ্রুত হয়।* যথা—ত্রেতাযুগে শ্রীহনুমান, দ্বাপরে শ্রীভীমসেন এবং

---

* সর্ব্বে বা এতে মুখ্যদাসাঃ। প্রাণোঽপানো ব্যান উদানঃ সমান ইতি। অথ প্রাণো বাব সম্রাড়িতি কৌণ্ডিন্যশ্রুতিঃ। প্রাণাপানাদয়ঃ সর্ব্বে মুখ্যদাসা যতোঽনিশম্। অতস্তদাজ্ঞয়া নিত্যং স্বানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বত ইতি যুক্তির্ব্বায়ুপ্রোক্তেঃ। মুখ্যস্যৈব স্বরূপাণি প্রাণাদ্যাঃ পঞ্চবায়বঃ। স এব প্রাণিনাং দেহে পঞ্চধা বর্ত্ততেঽনিশমিতি গোপবনশ্রুতিঃ। অতো বক্তি—অথ পঞ্চবৃত্ত্যেতৎ প্রবর্ত্ততে প্রাণো বা পঞ্চবৃত্তিঃ প্রাণোঽপানো ব্যান

কলিযুগে শ্রীমধ্বাচার্য্য; সুতরাং শ্রীমধ্বাচার্য্য প্রধান বায়ু বা মুখ্য প্রাণের তৃতীয় অবতার। এতৎসম্বন্ধে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ তাঁহার স্বরচিত 'মহাভারত-তাৎপর্য্য-নির্ণয়', 'সূত্রভাষ্য', 'তৈত্তিরীয়ভাষ্য', 'ঐতরেয়-ভাষ্য', 'অনুব্যাখ্যান', প্রভৃতি বহুবিধ গ্রন্থে স্বয়ংই উল্লেখ করিয়াছেন।

মুখ্য বায়ুর প্রধান অবতারত্রয় ও প্রমাণ

এতদ্ব্যতীত তত্ত্ববাদি-সম্প্রদায়ের অধস্তন আচার্য্যগণ, বিশেষতঃ 'দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য' নামে খ্যাত বাদিরাজস্বামী তাঁহার 'যুক্তিমল্লিকা' গ্রন্থের ফল-সৌরভে ৪৯৮—৭২০ শ্লোকে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের বায়ুর তৃতীয়াবতারত্ব সম্বন্ধে বহুবিধ বেদবাক্যের প্রমাণ, উহাদের মধ্বপর ব্যাখ্যা এবং বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই সকল বিস্তৃত বিচার পৃথক্ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইবে। এখানে সংক্ষেপে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের বায়ুর অবতার সম্বন্ধে কয়েকটীমাত্র বেদপ্রমাণ-বাক্য তাৎপর্য্যব্যাখ্যার সহিত প্রদত্ত হইতেছে।

ঋগ্‌বেদের ষষ্ঠাষ্টকে ৭ম অধ্যায়ের ১৬শ বর্গ হইতে আরম্ভ করিয়া সম্পূর্ণ ষষ্ঠাষ্টক অর্থাৎ ষষ্ঠাষ্টকের ৮ম অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত এবং সপ্তমাষ্টকের

পবমান-সূক্ত

১ম হইতে ৫ম অধ্যায় পর্য্যন্ত এক সঙ্গে কিঞ্চিন্ন্যূন সপ্ত অধ্যায়ে যে সূত্র-সমূহ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা 'পবমান সূক্ত' নামে প্রসিদ্ধ। "স্বাদিষ্ঠয়ামদিষ্ঠয়া"—এই ঋক্ হইতে আরম্ভ করিয়া 'পবমান সূক্ত' কথিত হয়। 'পবমান' শব্দের

উদানঃ সমান ইতি। তেভ্যো বা এতেভ্যঃ পঞ্চ দাসাঃ প্রজায়ন্তে প্রাণাদ্বাব প্রাণোঽপানাদপানো ব্যানাদ্ব্যান উদানাদুদানঃ সমানাদেব সমানো যথাহ বৈ মনঃ পঞ্চধা ব্যপদিশ্যতে মনো বুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তং চেতনেতি তেভ্যো বা এতেভ্যঃ পঞ্চ দাসাঃ প্রজায়ন্তে মনসো বাব মনো বুদ্ধের্বুদ্ধিরহঙ্কারাদহঙ্কারশ্চিত্তাচ্চিত্তং চেতনায়া এব চেতনৈবমিতি ॥

অর্থ—'বায়ু', যথা অমরকোষে—"পবমানশ্চ বায়ুরিতি নভস্বদ্বাতপবন-পবমানপ্রভঞ্জনাঃ"। সেই পবমানসূক্তে মূল বায়ু এবং তাঁহার অবতার সম্বন্ধে স্তুতি শ্রুত হয়। নিম্নে সেই সকল ঋক্ তাৎপর্য্যসহ উদ্ধৃত হইল।

পবমানসূক্তোক্ত প্রমাণাবলী "প্রধারা মধ্বো অগ্রিয়ো মহীরপো বিগাহতে। হবির্হবিঃষু বন্দ্যঃ।" ১॥

অগ্রিয়ঃ (দেবাগ্রণীঃ) হবিঃ (প্রলয়ে বিষ্ণোর্হবির্ভূতঃ) হবিঃষু (বিষ্ণোরাহুতিভূতেষু দেবেষু) বন্দ্যঃ (স্তুত্যঃ গুরুত্বেনেতি শেষঃ) মধ্বঃ (মধ্বাচার্য্যঃ) প্রধারাঃ (উৎকৃষ্টজ্ঞানাখ্যধারাবতীঃ) মহীঃ (মহতীঃ) অপঃ (আপ্তিসাধনঋগাদিসপ্তবিদ্যাঃ) বিগাহতে (অর্থবিচারায়াব-গাহতে,—অন্যার্থস্তু) অগ্রিয়ঃ (বদরীগমনে অগ্রেসরঃ) হবিঃ (ব্যাসেনাহূতঃ) হবিঃষু (স্বেনাহূতশিষ্যেষু) বন্দ্যঃ (স্তুত্যঃ) মধ্বঃ (মধ্বাচার্য্যঃ) প্রধারাঃ (প্রকৃষ্টজলধারাঃ) মহীঃ (মহতীঃ) অপঃ (গঙ্গাদিনদীজলানি) বিগাহতে (অবগাহতে)॥ ১॥

প্রলয়কালে সঙ্কর্ষণাখ্য বিষ্ণুর আহুতি-স্বরূপ দেবোত্তম মধ্বাচার্য্য বিষ্ণুর আহুতিভূত দেবগণের মধ্যে বন্দ্য অর্থাৎ গুরুরূপে স্তবার্হ। সেই মধ্বাচার্য্য উৎকৃষ্ট জ্ঞানধারাবতী, মহতী মোক্ষাপ্তি-সাধনভূতা ঋগাদি-সপ্তবিদ্যা বিচারার্থ তাহাতে অবগাহন করেন। অপরার্থ—বদরী গমনে অগ্রণী, ব্যাসের দ্বারা আহূত, আত্মাহূত শিষ্যগণের মধ্যে বন্দ্য অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুরুরূপে পূজিত মধ্বাচার্য্য জলপ্রবাহবিশিষ্টা মহতা গঙ্গাদি-নদী-ধারায় অবগাহন করেন॥ ১॥

অস্মভ্যমিন্দবিন্দ্রয়ুর্মধ্বঃ পবস্ব ধারয়া।
পর্জ্জন্যো বৃষ্টিমান্ ইব॥ ২॥

হে ইন্দো, (ইষ্টদানশীল বায়ো,) ইন্দ্রয়ুঃ (ইন্দ্রং ঐশ্বর্য্যপূর্ণবিষ্ণুং য়ুনক্তীতি সুজনেষু যোজয়তীতি ইন্দ্রয়ুঃ) মধ্বঃ (মধ্বাখ্যস্ত্বং) বৃষ্টিমান্ (বৃষ্টিদাতা) পর্জ্জন্যঃ ইব ((মেঘ ইব) অস্মভ্যং (অস্মানুদ্দিশ্য) ধারয়া (জ্ঞানধারয়া) সহ পবস্ব (পবনসঞ্চারং কুরু, যদ্বা পবস্ব পবিত্রীকুরু) ॥ ২ ॥

হে অভীষ্টপ্রদানকারি-বায়ুদেব, আপনি পরমৈশ্বর্য্যপূর্ণ বিষ্ণুকে সুজনগণের সহিত যোজনা করিয়া দেন অর্থাৎ সুজনগণের সম্বন্ধ জ্ঞান উৎপাদন করেন। আপনার নাম—মধ্ব। বর্ষণকারী-মেঘের ন্যায় আপনি আমাদিগের প্রতি জ্ঞানধারা বর্ষণ করিয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করুন্ অথবা তদ্দ্বারা আমাদিগকে পবিত্র করুন্ ॥ ২ ॥

স পূর্ব্যঃ পবতে যং দিবস্পরি শ্যেনো মথায়দিষিত স্তিরোরজঃ।
স মধ্ব আয়ুবতে বেবিজান ইৎ কৃশানোরস্তুর্মনসা হ বিভ্যুষা ৩

পূর্ব্যঃ (সর্ব্বজীবেষু পূর্ব্বতনঃ) সঃ (বায়ুঃ) পবতে (সর্ব্বদেহেষু শ্বাসরূপেণ সঞ্চরতে) যং (বায়ুং) দিবঃ (দ্যুনামকবৈকুণ্ঠাদিলোকস্য) পরি (পরিতঃ বদন্তীতি শেষঃ।) শ্যেনঃ (শী সুখরূপী বিষ্ণুঃ ইনঃ প্রভুঃ যস্য সঃ) ইষিতঃ (সজ্জনেষ্টঃ বায়ুঃ) রজঃ (ধূলীঃ) তিরঃ (তিরস্কৃত্য) মথায়ৎ (বৃক্ষাদিমথনং কৃতবান্ যদ্বা) শ্যেনঃ ইষিতঃ সঃ (বায়োরবতারঃ) মধ্বঃ (মধ্বাচার্য্যঃ) রজঃ (রজোগুণনির্ম্মিতং উপলক্ষণয়া তমোগুণ নির্ম্মিতং চ দুর্ভাষ্যাদিকং) তিরঃ (তিরস্কৃত্য) বেবিজানঃ (বিজ্ পৃথগ্-ভাবে, ঈশ্বর-জীব-জড়ান্ পৃথক্কুর্ব্বন্) আয়ুবতে (সজ্জনেষু মিশ্রীভবতি) ইৎ (ইত্থমেব) বিভ্যুষা (ভয়ঙ্করেণ) মনসা (চিত্তেন) কৃশানোঃ (প্রলয়াগ্নেঃ) অস্তুঃ (নিরসনশীলঃ) হ (প্রসিদ্ধঃ) ॥ ৩ ॥

সর্ব্বজীবের মধ্যে পূর্ব্বতন সেই বায়ু জীবের সর্ব্বদেহে সঞ্চারিত আছেন। আবার সেই বায়ুই মূলস্বরূপে শুদ্ধ মুক্তভাবে বৈকুণ্ঠাদি লোকে

সর্ব্বত্র বিরাজিত। সুখরূপী বিষ্ণুর নিয়ম্য, সজ্জনগণের প্রিয় বায়ুদেব ধূলি-পটলকে অপসারিত করিয়া বৃক্ষাদি মহদ্‌বস্তুকেও তীব্র সঞ্চালন করিয়াছিলেন। অপরার্থে—আনন্দস্বরূপ বিষ্ণুর দ্বারা পরিচালিত, সজ্জন-গণের অভিলষিত বায়ুর অবতার মধ্বাচার্য্য রজস্তমোগুণ-নির্ম্মিত দুর্ভাষ্যাদিকে খণ্ডন করিয়া ঈশ্বর, জীব ও জড়ে শুদ্ধ পঞ্চভেদবাদ স্থাপন-পূর্ব্বক সজ্জনগণের সহিত মিলিত হন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য যেরূপ প্রবল পরাক্রমে দুর্ভাষ্যাদি খণ্ডন করিয়া জগন্নাশকরী অবস্থার শান্তি বিধান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ প্রলয়কালেও বায়ুদেব ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে প্রলয়াগ্নির নির্ব্বাপণ সাধন করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

উন্মধ্ব ঊর্ম্মির্বননা অতিষ্ঠদপো বসানো মহিষো বিগাহতে।
রাজা পবিত্ররথো বাজমারুহৎ সহস্রভৃষ্টির্জয়তি শ্রবো বৃহৎ ॥ ৪ ॥

বসানঃ (ভূমৌ বাসং কুর্ব্বন্) ঊর্ম্মিঃ (ঊর্দ্ধা মিঃ মতির্যস্য সঃ) মহিষঃ (সকলাধিকারিষু শ্রেষ্ঠঃ) মধ্বঃ (মধ্বাচার্য্যঃ) বননাঃ (ভজনীয়াঃ) অপঃ (আপয়ন্তি জ্ঞাপয়ন্তি পরমাত্মানমিতি ব্যুৎপত্ত্যা অপ্‌পদবাচ্যাঃ ঋগাদি-বিদ্যাঃ) বিগাহতে (বিচারয়তি) পবিত্ররথঃ (পবিত্রং সুদর্শনচক্রং রথো রথ ইব যস্য সঃ, চক্রোপরিস্থিত ইতি যাবৎ) সহস্রভৃষ্টিঃ (সহস্রধা ব্যাপ্ত-কিরণঃ, ভ্রস্‌জ পাকে ইতি ধাতুঃ। সুদর্শনরূপী নারায়ণঃ) রাজা (যস্য মধ্বস্য নিয়ামকঃ) বৃহৎ (সর্ব্বেভ্য উৎকৃষ্টম্) বাজং (অন্নবৎ প্রিয়ং) শ্রবঃ (মধ্বাচার্য্যকৃতং ব্যাসমুখাচ্ছাস্ত্রশ্রবণম্) আরুহৎ (আরোহণং কৃতবান্ তত্র সন্নিহিতোঽভূদিতি যাবৎ) জয়তি (উৎকর্ষেণ বর্ত্ততে) ॥ ৪ ॥

ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ, সর্ব্বোৎকৃষ্ট বুদ্ধিমান্, সকল-সূরিশ্রেষ্ঠ মধ্বাচার্য্য সর্ব্বসেব্যা বিষ্ণুপ্রাপ্তি-সাধনা ঋগাদিবিদ্যা বিচার করিয়া থাকেন। সুদর্শনচক্রাসন সহস্রদিক্‌পরিব্যাপ্তকিরণমণ্ডল সুদর্শনরূপী নারায়ণ সেই

মধ্বাচার্য্যের নিয়ামক। সেই বিষ্ণু অন্নের ন্যায় প্রিয়, ব্যাসমুখ হইতে মধ্বাচার্য্যের শাস্ত্র-শ্রবণরূপ উৎকৃষ্ট সেবার মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজ করিতেছেন। অর্থাৎ মধ্বাচার্য্য যে ব্যাসগুরুর নিকট হইতে শ্রৌতপন্থায় শাস্ত্র শ্রবণ করেন, তাহা পরমোৎকৃষ্ট অন্নের ন্যায় পুষ্টি-তুষ্টি ও ভবক্ষুধানিবৃত্তি-কারক। মধ্বাচার্য্যের সেই শাস্ত্রশ্রবণ-কালে সুদর্শনরূপী বিষ্ণু স্বয়ং তথায় অধিষ্ঠিত থাকেন; তাৎপর্য্য এই যে, শ্রৌতপন্থার মধ্যে কোনও প্রকার কুদর্শন বা মায়ার প্রভাব নাই। সেখানে সাক্ষাৎ সুদর্শনরূপী পরম-ব্রহ্ম সুদর্শন-চক্রে আরূঢ় হইয়া শব্দ-ব্রহ্ম-রূপে বিরাজিত থাকেন। সেই শ্রৌতবাণী-শ্রবণে জীবের সর্ব্বমঙ্গল লাভ হয় ॥ ৪ ॥

সপ্ত স্বসৄররুষীর্ব্বাবশানো বিদ্বান্ মধ্ব উজ্জভারাদৃশে কম্।
অন্তর্যেমে অন্তরিক্ষে পুরাজা ইচ্ছন্ বব্রিমবিদৎ পূষণস্য ॥ ৫ ॥

বাবশানঃ (অতিশয়েন দীপ্যমানঃ) কং (আনন্দরূপং বিষ্ণুম্) বিদ্বান্ (সাক্ষাৎ পশ্যন্) মধ্বঃ (মধ্বাচার্য্যঃ) অরুষীঃ (রোষাদিদোষবিরুদ্ধ-গুণদাঃ। প্রলয়ে ভগবদতিরিক্তৈর্বিরহিতাঃ)। স্বসৄঃ (স্বতন্ত্রভগবৎ স্থতাঃ) সপ্ত (ঋগ্‌যজুঃ-সামাথর্ব্বপঞ্চরাত্র-পুরাণ-ভারতাখ্য-সপ্তবিদ্যাঃ) দৃশে (তত্ত্বজ্ঞানায়) উজ্জভার (ঊর্দ্ধং জহার অপ্রমাণত্ব-পৌরুষেয়ত্ব-মিথ্যাত্বাতত্ত্বাবেদকত্বাদিনাধঃপতিতাঃ অপৌরুষেয়-তত্ত্বাবেদক-প্রমাণত্বেন সাধয়ামাসেতি যাবৎ) পূষণস্য (পূর্ণষড়্‌গুণস্য বিষ্ণোঃ) বব্রিং (বরণং প্রসাদম্) ইচ্ছন্ (বাঞ্ছন্ মধ্বঃ) অন্তরিক্ষে (অব্যাকৃতাকাশে) পুরাজাঃ (সৃষ্টেঃ পূর্ব্বমেব) (অভিব্যক্তাঃ) বিদ্যাঃ অবিদৎ (জ্ঞাতবান্) অন্তঃ (সাধূনাং হৃদয়ান্তঃ) যেমে (নিয়ময়ৎ প্রেরয়ামাসেতি যাবৎ) ॥ ৫ ॥

অতিশয়িত দীপ্তিমান্ আনন্দ-স্বরূপ শ্রীবিষ্ণুর প্রত্যক্ষকারী শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য রোষাদিদোষ-বিরুদ্ধগুণ-প্রদায়িনী অথবা প্রলয়কালে ভগবদতিরিক্ত-ঋষিরহিতা স্বপ্রকাশ-ভগবৎ-শ্রীমুখ নিঃসৃতা ঋগ্-যজুঃ-সামাথর্ব্ব-পঞ্চরাত্র-পুরাণ-মহাভারতাখ্যা সপ্তবিদ্যা জীবের তত্ত্বজ্ঞানার্থ ঊর্দ্ধে স্থাপন করিয়াছিলেন। সৃষ্টির পূর্ব্বে মধ্বাচার্য্য পূর্ণ ষড়্গুণ-বিশিষ্ট বিষ্ণুর প্রসাদ ইচ্ছা করিয়া অব্যাকৃতাকাশে প্রকাশিতা বিদ্যা জ্ঞাত হইয়াছিলেন এবং সাধুগণের অন্তঃকরণে সেই বিদ্যা প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

বিষ্টম্ভো দিবো ধরুণঃ পৃথিব্যাঃ বিশ্বা উত ক্ষিতয়ো হস্তে অস্য। অসত্ত উৎসো গৃণতে নিযুত্বান্ মধ্বো অংশুঃ পবতে ইন্দ্রিয়ায় ॥ ৬ ॥

(হে বায়ো,) দিবঃ (স্বর্গস্য) বিষ্টম্ভঃ (আধারভূতঃ) পৃথিব্যাঃ (ভূলোকস্য) ধরুণঃ (ধারণশীলঃ) উৎসঃ (হরিস্তুতিকরণে উৎসুকঃ) নিযুত্বান্ (নিতরাং হরিবিষয়কযোগবান্ 'যুৎ যোগে' ইতি ধাতুঃ)। তে (তব) অংশুঃ (মূলরূপাংশঃ) মধ্বঃ (মধ্বাচার্য্যঃ) অসৎ (দুর্জ্জনাগম্যং পরংব্রহ্ম) গৃণতে (স্তৌতি) ইন্দ্রিয়ায় (ইন্দ্রিয়াণাং চলনায়) পবতে (সর্ব্বপ্রাণিশরীরেষু সঞ্চরতি যদ্বা) ইন্দ্রিয়ায় (সজ্জনবাগিন্দ্রিয়ায়) পবতে (দেশে দেশে সঞ্চরতি) অস্য (মধ্বস্য) হস্তে (করে) বিশ্বাঃ (সমস্তাঃ) ক্ষিতয়ঃ উত (লোকাশ্চ বর্ত্তন্ত ইতি শেষঃ) ॥ ৬ ॥

হে বায়ো, স্বর্গের আধারভূত, পৃথিবী-ধারণশীল, ভগবৎ স্তুতিকার্য্যে উৎসুক, নিয়ত শ্রীহরি-সেবায় যুক্ত মধ্ব তোমার মূলরূপের অংশ-স্বরূপ। মধ্ব দুর্জ্জনগণের বুদ্ধির অগম্য পরব্রহ্মকে স্তব করিতেছেন। তিনি সর্ব্বপ্রাণীর ইন্দ্রিয় ভগবৎ-সেবার্থ প্রেরণ করিবার জন্য তাহাদের শরীরে সঞ্চরণ করিয়া থাকেন অথবা সজ্জনগণের বাগিন্দ্রিয় ভগবৎ-

কীর্ত্তনে প্রেরণ করিবার জন্য দেশে দেশে বিচরণ করিয়া থাকেন। শ্রীমধ্বাচার্য্যের হস্তে নিখিল লোক বিরাজিত অর্থাৎ তিনি জগদ্-গুরু গোস্বামী ॥ ৬ ॥

সিংহং নসন্ত মধ্বো অয়াসং হরিমরুষং দিবো অস্য পতিম্।
পূরো যুৎসু প্রথমঃ পৃচ্ছতে গা অস্য চক্ষসা পরিপাত্যুক্ষা ॥ ৭ ॥

যুৎসু (বাগ্‌যুদ্ধেষু) শূরঃ (শৌর্য্যবান্) প্রথমঃ (জীবেষু প্রথমঃ) মধ্বঃ (মধ্বাচার্য্যঃ) অস্য (সুজনস্য) দিবঃ (জ্ঞানস্য) পতিম্ (অধিপতিম্) অরুষং (ভক্তেষু কোপরহিতম্) অয়াসং (স্তম্ভাদাগতম্) হরিং (দুর্জ্জন-সংহারকম্) নসন্ত (বিবৃতনাসাপুটং, সুপাং সুলুগিতি সূত্রেণ সুলোপঃ) সিংহং (নরসিংহম্) গাঃ (ঋগাদিবিদ্যাঃ) পৃচ্ছতে (শিষ্যো ভূত্বা অর্থ-বিশেষং পৃচ্ছতি) অস্য (নরসিংহস্য) চক্ষসা (জ্ঞানচক্ষুষা) উক্ষা (জ্ঞান-প্রোক্ষণং কুর্ব্বন্ মধ্বঃ) পরিপাতি (সজ্জনান্ পরিপাতি) ॥ ৭ ॥

বাগ্‌যুদ্ধে প্রবলবীর, নরোত্তম মধ্বাচার্য্য সুজনগণের জ্ঞানের অধি-পতি, স্বীয় ভক্তগণের প্রতি কোপরহিত, স্তম্ভনির্গত, বিস্তারিত-নাসাপুট, দুর্জ্জন-সংহারক নৃসিংহদেবের নিকট শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করিয়া ঋগাদিবিদ্যা শিক্ষা করেন। এই নৃসিংহদেবের কৃপা-দৃষ্টি-লব্ধ জ্ঞানের প্রচার করিয়া মধ্বাচার্য্য সজ্জনগণকে পরিপালন করেন ॥ ৭ ॥

ইদং তে পাত্রং সনবিত্তমিন্দ্র পিবাসোমমেনা শতক্রতো।
পূর্ণ আহাবো মদিরস্য মধ্বো যং বিশ্ব ইদভি হর্যন্তি দেবাঃ ॥ ৮ ॥

হে শতক্রতো, (অপরিমিতজ্ঞানপূর্ণ) ইন্দ্র (পরমৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবন্) সনবিত্তং (দানযোগ্যবৈরাগ্য-জ্ঞানভক্ত্যাদিবিত্তবৎ) ইদং (বক্ষ্যমাণম্) তে (তব) পাত্রং (সন্নিধানযোগ্যং স্থানম্) এন (অনেন দত্তমিতি শেষঃ) সোমং (সোমরসম্) পিব (তস্য পানং কুরু)। মদিরস্য (মত্তঃ ঈরণং

(প্রেরণং যস্য তস্য বেদোৎপন্নজ্ঞানস্যেত্যর্থঃ) পূর্ণঃ (পরিপূর্ণঃ) আহাবঃ (আ সমন্তাৎ হাবঃ জ্ঞানহবনং যস্মাৎ সঃ) মধ্বঃ (মধ্বাচার্য্যঃ ইদং তে পাত্রমিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ)। যং (মধ্বং) বিশ্বে (সর্ব্বে) দেবাঃ (সুরাঃ) ইৎ (ইত্থং) অভি (অভিতঃ) হর্যন্তি (জ্ঞানরসসংগ্রহায় প্রাপ্নুবন্তি) ॥ ৮ ॥

হে অপরিমিত-জ্ঞানবান্ পরমৈশ্বর্য্যপূর্ণ-ভগবন্, দানযোগ্য-বৈরাগ্য-জ্ঞান-ভক্ত্যাদি বিত্তবান্ মধ্ব আপনার আবাসযোগ্য পাত্র। মধ্বকর্ত্তৃক প্রদত্ত সোমরস পান করুন্। এই মধ্বাচার্য্য বেদোৎপন্ন জ্ঞানপূর্ণ। ইনি সজ্জনগণের নিকট জ্ঞানোপদেশ করিয়া থাকেন। নিখিল সূরিগণ জ্ঞানরসলাভের জন্য এই মধ্বাচার্য্যকে আশ্রয় করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

মধ্বো বো নাম মারুতং যজত্রাঃ প্রযজ্ঞেষু শবসা মদন্তি।
যে রেজয়ন্তি রোদসী চিদুর্বী পিন্বন্ত্যুৎসং যদয়াসুরুগ্রাঃ ॥ ৯ ॥

(মরুৎসূক্তে বেদপুরুষঃ বায়্বতারান্ প্রার্থয়তে)। উগ্রাঃ (ক্রূরাঃ হে বায়্বতারাঃ,) যৎ (যস্মাৎ ভবন্তঃ) উর্বী (উর্বীং ভূমিমিতি যাবৎ) অয়াসুঃ (আজগ্মুঃ তস্মাৎ) উৎসং (স্বসেবোৎসুকং পুরুষং) পিন্বন্তি (ভাগ্য-সেচনেন রক্ষন্তি) যে চিৎ (যে কেচিৎ) উর্বী (উৎকৃষ্টে) রোদসী (দ্যাবাপৃথিব্যৌ) রেজয়ন্তি (রাজয়ন্তি প্রকাশয়ন্তীতি যাবৎ তেষু অবতারেষু) বঃ (ভবৎসম্বন্ধী) মধ্বঃ নাম (মধ্বাখ্যাবতারঃ) তং মারুতং (মুখ্যবায়্বাবতারং মধ্বাচার্য্যম্) যজত্রাঃ (যাজকাঃ) শবসা (স্তোত্রেণ) প্রমদন্তি (সন্তোষয়ন্তি যদ্বা). যজত্রাঃ (যজমানঋত্বিক্‌সভ্যাঃ) শবসা (কঠিনার্থকর্ম্মনির্ণয়ব্যাখ্যাত-ব্রাহ্মণখণ্ডার্থদর্শন-সুখেন) প্রমদন্তি (মদ যুক্তা ভবন্তি) ॥ ৯ ॥

মরুৎসূক্তে বেদাভিমানী দেবতা বায়ুর অবতার-সমূহকে স্তব

করিতেছেন,—হে উগ্রবায়ু-অবতারগণ, যেহেতু আপনারা প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়াছেন, সেই হেতু কৃপাপূর্ব্বক আপনাদের সেবায় উৎসাহ-বিশিষ্ট পুরুষগণের প্রতি প্রসাদ বর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করুন্। যে বায়ুর অবতারগণ স্বর্গ, মর্ত্ত্য লোকদ্বয় প্রকাশ করিয়া থাকেন, সেই অবতারগণের মধ্যে ভবৎ সম্বন্ধী 'মধ্ব'-নামক অবতার অন্যতম : সেই মুখ্য বায়ুর অবতার মধ্বাচার্য্যকে ভক্তগণ স্তোত্রের দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন অথবা ঋত্বিগ্‌গণ মধ্বাচার্য্যকৃত 'কর্ম্মনির্ণয়' গ্রন্থে ব্যাখ্যাত 'ব্রাহ্মণখণ্ডার্থ' দর্শনে আনন্দিত হইয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

তদস্য প্রিয়মভিপাথো অশ্যাং নরো যত্র দেবযবো মদন্তি।
উরুক্রমস্য স হি বন্ধুরিত্থা বিষ্ণোঃ পরমে মধ্ব উৎসঃ ॥ ১০ ॥

প্রিয়ং (সর্ব্বমুনিপ্রিয়ম্) তৎ (প্রসিদ্ধম্) অস্য (নারায়ণস্য) অভিপাথঃ (সর্ব্বাঙ্গেষু অভিষিক্তং জলম্) নরঃ (মনুষ্যঃ অহম্) অশ্যাং (প্রাশনং কুর্য্যাম্) যত্র (তীর্থে) দেবযবঃ (ব্রহ্মাদিদেবাঃ) মদন্তি (হর্ষং কুর্ব্বন্তি) পরমে (উত্তমে) বিষ্ণোঃ (নারায়ণস্য) পদে (পাদে) উৎসঃ (উৎসুকঃ) সঃ মধ্বঃ (স মধ্বাচার্য্যঃ) ইত্থা (পূর্ব্বোক্তরীত্যা) উরুক্রমস্য (উৎকৃষ্ট পাদনিক্ষেপবতঃ ত্রিবিক্রমস্য) বন্ধুঃ হি (পুত্রতয়া শিষ্যতয়া চ বন্ধুরেব) ॥

সর্ব্বজন-প্রিয় ত্রিবিক্রম-বিষ্ণু-পাদোদক নররূপী আমি পান করিতে ইচ্ছা করি। উরুক্রমের পদাঘাতে সেই ব্রহ্মাণ্ড-কটাহ-ভিন্ন ঘনোদকে ব্রহ্মাদি দেবতাগণও আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। বিষ্ণুর সেই পরমপদে উৎসাহবিশিষ্ট মধ্বাচার্য্য ব্রহ্মাদি দেবগণের ন্যায় ত্রিবিক্রম দেবের পরম প্রীতিভাজন ॥ ১০ ॥

বলিত্থা তদ্বপুষে ধায়ি দর্শতং দেবস্য ভর্গঃ সহসো যতো জনি।
যদীমুপহ্বরতে সাধতে মতি ঋতস্য ধেনা অনয়ন্ত সস্রুতঃ ॥ ১১ ॥

সহসঃ (বলপূর্ণস্য) দেবস্য (বায়ুদেবস্য) বট্ (বলাত্মকং) দর্শতং (দর্শেন জ্ঞানেন ততং ব্যাপ্তম্) ভর্গঃ (ভরণগমনশীলম্) তৎ (মূলরূপম্) যতঃ (যস্মাৎ বিষ্ণোঃ) অজনি (উৎপন্নমভূৎ) ইত্থা (ইত্থমেব মূলরূপবদেবেতি যাবৎ) বপুষে (অবতাররূপায়) ধায়ি (অধায়ি প্রথমাবতারং হনুমন্তং স্তৌতি)॥ যদীং (য এব) মতিঃ (মতিমান্ হনুশব্দস্য জ্ঞানবাচিত্বাৎ মতিমান্ হনুমান্) উপ (রামসমীপে) হ্বরতে (সঞ্চরতে 'হ্বর' ক্রীড়া কৌটিল্যয়োরিতি ধাতুঃ, রামসমীপে কুটিলঃ নম্রীভূয় তিষ্ঠতি)। সাধতে (রামকার্য্যাণি সাধয়তি) ঋতস্য (জ্ঞানরূপস্য অরণ্যবাসে সত্য প্রতিজ্ঞস্য বা রামস্য) সশ্রুতঃ (অমৃতস্রাবিণীঃ) ধেনাঃ (সজ্জনপোষণকর বাচঃ) অনয়ন্ত (আনীতবান্)॥ ১১ ॥

যেরূপ বিষ্ণু হইতে উৎপন্ন প্রধান বায়ু বা মুখ্যপ্রাণ জ্ঞানবল ও দেহ বল-বিশিষ্ট, সেইরূপ বলপূর্ণ বায়ুদেবের অবতারেও জ্ঞানবল ও দেহবল সঞ্চারিত হইয়াছে অর্থাৎ অবতারীর গুণ অবতারেও প্রবিষ্ট আছে। ইহা দ্বারা প্রধান বায়ুর প্রথম অবতার শ্রীহনুমানকে স্তব করিতেছেন। সেই হনুমান রামসেনামধ্যে বিশেষ বুদ্ধিমান্; তিনি সর্ব্বদা রামচন্দ্রের সমীপে বিনীতভাবে সঞ্চরণ করেন এবং রামকার্য্য-সমূহ সাধন করিয়া থাকেন। এই হনুমানই সত্য-প্রতিজ্ঞ শ্রীরামচন্দ্রের অমৃতস্রাবিণী সজ্জন-পোষণকারিণী বাণী সীতা-সমীপে আনয়ন করিয়াছিলেন॥ ১১ ॥

পৃৎক্ষো বপুঃ পিতুমান্নিত্য আশয়ে দ্বিতীয়মাসপ্ত শিবাসু মাতৃষু॥ ১২ ॥

(বায়োর্দ্বিতীয়াবতারং ভীমসেনং স্তৌতি। পৃৎক্ষ ইতি)। অস্য (বায়োঃ) পৃৎক্ষঃ (কৌরবপৃতনাক্ষয়কারি) দ্বিতীয়ং (হনুমদপেক্ষয়া দ্বিতীয়ম্) বপুঃ (ভীমসেনরূপম্) পিতুমান্ (বহ্বন্নং ভোক্তা পিতুরিত্যন্নমিতি-

শ্রুতিঃ)। নিত্যঃ (নিত্যজ্ঞানত্বাৎ নিত্যঃ) সপ্ত (সপ্তসংখ্যাসু) শিবাসু (মঙ্গলাসু) মাতৃষু (মীয়ন্তে অর্থাঃ আভিরিতি মাতৃশব্দবাচ্যঋগাদিষু) আ (সমন্তাৎ) শয়ে (শেতে সর্ব্বত্র বিমর্শনং করোতি ইতি যাবৎ) ॥ ১২ ॥

বায়ুর দ্বিতীয়াবতার ভীমসেনকে স্তব করিতেছেন,—কৌরব-সৈন্য-ধ্বংসকারী ভীমসেন বায়ুর দ্বিতীয় অবতার। তিনি বহু অন্নের ভোক্তা। তিনি নিত্য জ্ঞানবান্। তিনি সর্ব্বমঙ্গল-প্রদায়িনী সপ্ত-ঋগাদি-বিদ্যা সর্ব্বত্র বিচার করিয়া থাকেন ॥ ১২ ॥

তৃতীয়মস্য ঋষভস্য দোহসে দশপ্রমতিং জনয়ন্ত যোষণঃ। নির্যদীং বুধ্নান্মহিষস্য বর্পস ঈশানাসঃ শবসাক্রন্ত সূরয়ঃ। যদীমনু প্রদিবো মধ্ব আধবে গুহাসন্তং মাতরিশ্বা মথায়তি ॥ ১৩ ॥

(বায়োস্তৃতীয়াবতারং মধ্বং স্তৌতি)। ঋষভস্য (শ্রেষ্ঠস্য) অস্য (বায়োঃ) তৃতীয়ং (বপুঃ তৃতীয়াবতারং) যোষণঃ (বেদাভিমানিশ্রীভূদুর্গাখ্যাঃ যোষিতঃ) দোহসে (জ্ঞানদোহায়) দশপ্রমতিং (পূর্ণপ্রজ্ঞনামকম্ 'দশেতি পূর্ণমুদ্দিষ্টং প্রমতির্জ্ঞানমুচ্যতে' ইতি কোশঃ) জনয়ন্ত (অজনয়ন্ত)। বুধ্নাৎ (জ্ঞানরূপাৎ) যৎ (যস্মাৎ মধ্বাৎ) ঈং (ইত্থং) ঈশানাসঃ (ঈশানাদ্যাঃ) সূরয়ঃ মহিষস্য (সর্ব্বোত্তমস্য নারায়ণস্য) বর্পসঃ (বরণীয়ত্বাৎ পালকত্বাৎ বর্পোনামকান্ গুণান্) শবসা (স্তোত্রেণ) নিরাক্রন্ত ('ক্রন্দিগতি শোষণয়ো'রিতি ধাতোঃ নিতরামজানন্) যৎ (যস্মাৎ) প্রদিবঃ (প্রকৃষ্ট-জ্ঞানপ্রকাশবান্) মধ্বঃ (মধ্বাখ্যঃ) মাতরিশ্বা (বায়ুঃ) অনু (জন্মানন্তর-মেব) গুহাসন্তং (হৃদয়গুহায়াং বিদ্যমানং নারায়ণম্) আধবে (আ সমন্তাৎ ধবে পতিত্বে) মথায়তি (বেদশাস্ত্রাদিমথনং করোতি) ॥ ১৩ ॥

বায়ুর তৃতীয়াবতার মধ্বাচার্য্যকে স্তব করিতেছেন,—শ্রীমন্মধ্ব শ্রেষ্ঠ বায়ুর তৃতীয় অবতার। বেদাভিমানিনী শ্রী-ভূ-দুর্গাখ্যা শক্তি পৃথিবীতে

জ্ঞান-প্রচারার্থ 'পূর্ণপ্রজ্ঞ' নামক পুরুষকে অবতীর্ণ করাইয়াছিলেন অর্থাৎ পৃথিবীতে জ্ঞান-প্রচারার্থ পূর্ণপ্রজ্ঞ-নামক বায়ুর তৃতীয়াবতারের আবির্ভাবের কথা বেদে শ্রুত হইয়া থাকে। এইরূপ জ্ঞানপূর্ণ মধ্বাচার্য্য হইতে শিবাদি দেবতাগণ স্তোত্রাদিপ্রণিপাত-পরিপ্রশ্ন সেবাসহকারে পুরুষোত্তম বিষ্ণুর গুণাবলী শ্রবণ করিয়াছিলেন। যেহেতু প্রকৃষ্ট জ্ঞান-প্রকাশবান্ বায়ুরূপ মধ্বাচার্য্য জগতে আবির্ভূত হইবামাত্রই শাস্ত্রাদিমন্থন করিয়া স্বীয় হৃদয়-গুহায় অবস্থিত বিষ্ণুর সর্ব্বোত্তমত্ব প্রচার করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

বায়োর্দ্দিব্যানি রূপাণি পদ্মত্রয়যুতানি চ।
ত্রিকোটিমূর্ত্তিসংযুক্তস্ত্রেতায়াং রাক্ষসান্তকঃ ॥
হনুমানিতি বিখ্যাতো রামকার্য্য-ধুরন্ধরঃ।
সবায়ুর্ভীমসেনোভূদ্দ্বাপরান্তে কুরূদ্বহঃ ॥
কৃষ্ণং সংপূজয়ামাস হত্বা দুর্য্যোধনাদিকান্ ॥
দ্বৈপায়নস্য সেবার্থং বদর্য্যাং তু কলৌ যুগে।
বায়ুশ্চ যতিরূপেণ কৃত্বা দুঃশাস্ত্রখণ্ডনম্ ॥
ততঃ কলিযুগে প্রাপ্তে তৃতীয়ো মধ্বনামকঃ।
ভূরেখাদক্ষিণে ভাগে মণিমদ্‌গর্ব্বশান্তয়ে।
ধিক্কুর্ব্বন্ তৎপ্রভাং সদ্যোঽবতীর্ণোঽত্র দ্বিজান্বয়ে ॥

(বায়ুপুরাণোক্ত প্রমাণ)

বায়ুপুরাণে বর্ণিত আছে যে,—প্রধান বায়ুর পদ্মত্রয়পরিমিত দিব্যরূপ বিরাজিত আছে। ত্রেতাযুগে ত্রিকোটিমূর্ত্তি-সংযুক্ত অর্থাৎ ত্রিকোটি অনুচরগণের অধিনায়ক রাক্ষসকুলের বিনাশক, রাম-সেবায় সর্ব্বাগ্রণী 'হনুমান' নামে বিখ্যাত বায়ুর প্রথম অবতার। সেই বায়ুদেব দ্বাপরান্তে কুরুবংশে আবির্ভূত হইয়া 'ভীমসেন' নামে খ্যাত হইয়াছিলেন

এবং দুর্য্যোধনাদি দুষ্টগণকে বিনাশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বিশেষরূপে পূজা করিয়াছিলেন। অনন্তর কলিকাল আগত হইলে মধ্ব-নামক বায়ুর তৃতীয় অবতার ভূরেখার দক্ষিণ ভাগে 'শিবাল্লী' ব্রাহ্মণবংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং সন্ন্যাসীরূপে বদরিকাশ্রমে গমন করিয়াছিলেন। তিনি কলিযুগে দুঃশাস্ত্র-সমূহ খণ্ডন করিয়া কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের সেবা-বিধান করিয়াছিলেন। মণিমান রাক্ষসের গর্ব্বপাত ও তাহার প্রতিভা সত্ত্ব ম্লান করিবার জন্যই কলিযুগে মধ্ব-নামক বায়ুর তৃতীয় অবতারের আবির্ভাব।

পঞ্চম অধ্যায়

আচার্য্যের অভ্যুদয়-কাল-নির্ণয়

মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে বহু মতভেদ দৃষ্ট হয়। তত্ত্ব-বাদিগণ বলেন যে, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সাক্ষাৎ শিষ্য শ্রীহৃষীকেশতীর্থ মহাভারত-তাৎপর্য্যধৃত বাক্য হইতে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব-কাল বিষয়ে যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই স্থির সিদ্ধান্ত। মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বের মোক্ষধর্ম্মে ভীষ্ম পঞ্চপাণ্ডবকে বলিয়াছিলেন যে, কলিযুগে চতুঃসহস্র বর্ষের পর পাণ্ডবগণের পুনরায় জগতে আবির্ভাব হইবে। এই ভীষ্মোক্তি অবলম্বনে ভারত-তাৎপর্য্য-নির্ণয়ে এইরূপ দৃষ্ট হয়,—

বর্ত্তমান তত্ত্ববাদিগণের মত

"চতুঃসহস্রে ত্রিশতোত্তরে গতে সংবৎসরণান্ত কলৌ পৃথিব্যাম্।
জাতঃ পুনঃ বিপ্রতনুঃ স ভীমো দৈত্যৈর্নিগূঢ়ং হরিতত্ত্বমাহ॥"

—কলিযুগে ত্রিশতোত্তর চতুঃসহস্র (৪৩০০) সংবৎসর অতীত হইলে পৃথিবীতে পুনরায় ভীমসেন বিপ্রতনুরূপে অবতীর্ণ হইয়া জগতে দৈত্য-কর্তৃক আচ্ছাদিত বিষ্ণুতত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন। এই বাক্য অবলম্বন করিয়া শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সাক্ষাৎ শিষ্য অষ্টমঠের অন্যতম 'পলমার' নামক আদি মঠের মূল মঠাধীশ শ্রীহৃষীকেশতীর্থ তদ্রচিত 'অনুমধ্বচরিত' গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

শ্রীহৃষীকেশতীর্থের মত

"ত্রিশতাব্দোত্তরচতুঃসহস্রাব্দেভ্য উত্তরে।
একোনচত্বারিংশাব্দে বিলম্বিপরিবৎসরে ॥
আশ্বিজ-শুক্লদশমী-দিবসে ভুবি পাবনে।
পাজকাখ্যে শুচিক্ষেত্রে দুর্গয়া চাভিবীক্ষিতে ॥
জাতো মধ্যাহ্ন-বেলায়াং বুধবারে মরুত্তনুঃ।
ভূসুরেন্দ্রোপনীতো যঃ ততঃ একাদশাব্দকে ॥
সৌম্যে জগ্রাহ ভগবান্ তুরীয়াশ্রমমুত্তমম্।
মধ্বনামা জিগায়ায়ং বাদিনো বাদকৌশলী ॥
একোনাশীতিবর্ষাণি নীত্বা মানুষদৃষ্টিগঃ।
পিঙ্গলাব্দে মাঘশুদ্ধনবম্যাং বদরীং যযৌ ॥"

শ্রীহৃষীকেশতীর্থের বিচার গ্রহণ করিলে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব-কাল ৪৩৩৯ কল্যব্দে নির্ণীত হয়। বর্ত্তমানে তত্ত্ববাদিপঞ্জিকার মতে ৫০২৯ কল্যব্দ চলিতেছে। ঐ পঞ্জিকার মতে ভীমসেনের গদাপ্রহারে দুর্য্যোধনের পতনের পর যুধিষ্ঠিরের রাজ্যারম্ভকাল হইতে কলিযুগাব্দ গণনা করা হয়। শ্রীমধ্বের আবির্ভাবকাল শ্রীহৃষীকেশতীর্থের বিচারানুসারে ৪৩৩৯ কল্যব্দে স্থিরীকৃত হইলে বর্ত্তমানকাল হইতে ৬৯০ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমধ্বের আবির্ভাব হইয়াছিল জানা যায়। অনুমধ্বচরিতে শ্রীহৃষীকেশ-তীর্থ বলেন, নারায়ণভট্ট-তনয় বাসুদেব পাজকাক্ষেত্রে ৪৩৩৯ কলিযুগাব্দে বিলম্বি বৎসরে আশ্বিন মাসের শুক্লা দশমী তিথিতে (বিজয়া দশমীতে) বুধবারে মধ্যাহ্নকালে আবির্ভূত হন। অষ্টমঠীয় বর্ত্তমান তত্ত্ববাদিগণ অনেকেই শ্রীহৃষীকেশতীর্থের মতকে সমীচীন বলেন।

কিন্তু এই বিচার সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। এই কাল বিষয়ক গবেষণায় আমরা সর্ব্বাগ্রে ছয়টী মূল প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি :—

পঞ্চম অধ্যায়—আচার্য্যের অভ্যুদয়-কাল-নির্ণয়

(১) শ্রীভাণ্ডারকার দৃষ্ট পূর্ব্ব মঠ তালিকা এবং বায়ুপুরাণ প্রমাণ। ভাণ্ডারকার বলেন,—বার্হস্পত্য বর্ষ নিরূপণ ব্যতীত অতি প্রাচীন মঠ-তালিকায় শকাদির উল্লেখ নাই। পর পর মঠ তালিকায় গণনা দ্বারা অনুমানক্রমে শক বর্ষাদি নিরূপিত হইয়াছে। অদমার মঠস্বামী মহোদয়ের সমক্ষে শ্রীপদ্মনাভাচার্য্য সম্প্রতি উড়ুপীস্থ পণ্ডিতকুলকে আহ্বান পূর্ব্বক বায়ুপুরাণ ও অন্যান্য অপ্রামাণিক উদ্ধৃত শ্লোকাদি হইতে জানিয়াছেন যে, বিলম্বি বর্ষে মধ্বের জন্ম হয়। বায়ুপুরাণের শ্লোকার্থ মাঘী শুক্লা সপ্তমী বিলম্বি বর্ষে আচার্য্যের জন্ম, আবার অন্য শ্লোকের মতে ঐ বর্ষে বিজয়া দশমীতে জন্ম হয়।

ভাণ্ডারকারের মত

(২) উড়ুপীস্থ অষ্টমঠস্বামিগণের এবং উত্তরাঢ়ী মূলমঠের তীর্থস্বামী মহোদয়ের মঠ-তালিকা। সংকথা নামক কানাড়ি ভাষায় ভীমরাও স্বামিরাও লিখিত গ্রন্থ যাহা ধারবাড়ের প্রসাদ রাঘব যন্ত্র হইতে মুদ্রিত হইয়াছে। এই তালিকায় শ্রীমধ্বের অভ্যুদয়-কাল বিলম্বি বর্ষে ১০৪০ শকাব্দ বলিয়া উল্লিখিত আছে। শ্রীমাধ্ব পণ্ডিতগণ এই মঠ-তালিকাকে বিশেষ সম্মান করেন। কেহই ইহাতে সন্দিহান হইতে পারেন না।

উত্তরাঢ়ী মঠের মঠ-তালিকার প্রমাণ

(৩) শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য স্বপ্রণীত মহাভারত-তাৎপর্য্য-নির্ণয় গ্রন্থে কালের বিষয় দুই স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন,—

মধ্বের মহাভারত-তাৎপর্য্য নির্ণয়ের প্রমাণ

প্রায়শো রাক্ষসাশ্চৈব ত্বয়ি কৃষ্ণত্বমাগতে।
শেষা যাস্যন্তি তচ্ছেষা অষ্টাবিংশে কলৌ যুগে।
গতে চতুঃসহস্রাব্দে তমোগাস্ত্রিশতোত্তরে ॥ ১০০ ॥

তা, নি ৯ অধ্যায়।

চতুঃসহস্রে ত্রিশতোত্তরে গতে সম্বৎসরাণাস্তু কলৌ পৃথিব্যাম্।
জাতঃ পুনর্বিপ্রতনুঃ স ভীমো দৈত্যৈর্নিগূঢ়ং হরিতত্ত্বমাহ ॥ ১৩১ ॥

তা, নি ৩২ অধ্যায়।

মহাভারত-তাৎপর্য্য-নির্ণয়ের স্থানদ্বয়ে যে কালের উল্লেখ উদ্ধৃত হইল। তাহাতে শ্রীমধ্বমুনি ৪৩০০ কল্যব্দ অতীত হইলে পর অর্থাৎ চতুশ্চত্বারিংশ কলি-শতাব্দীতে তাঁহার উদয়কাল নিরূপণ করেন। ঠিক শতাব্দী প্রারম্ভেই তাঁহার উদয়কাল এরূপ কথার নির্দ্দেশ নাই। বিলম্বি বর্ষে তাঁহার জন্ম হয়,—একথা ভাণ্ডারকার দৃষ্ট পূর্ব্বমঠ-তালিকাতে উল্লেখ আছে। আবার দেখা যায়, পর মঠ-তালিকার নিরূপিত শক এবং স্মৃত্যর্থসাগরলিখিত শক পরস্পর ভিন্ন হইলেও উভয়েই পরে বিলম্বীকে আশ্রয় পূর্ব্বক শকে পরিণত করিয়াছেন। দক্ষিণদেশে বার্হস্পত্যবর্ষের যথেষ্ট প্রচলন পূর্ব্বে ছিল। পরে ক্রমশঃ শকাদি লিখিত হয়। সুতরাং ৪৩০০ কল্যব্দকে শকে পরিণত করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ স্বামী আয়ার এবং দক্ষিণ কানাড়া জিলা ম্যানুয়েল গ্রন্থে ১১২১ শকাব্দায় অর্থাৎ কল্যব্দ ৪৩০০ বর্ষে শ্রীমধ্বের আবির্ভাব স্থির করেন। ডাক্তার বুকানন ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ১৭২১ শকাব্দে মহীশূর, কানাড়া ও ম্যালেবার রাজ্যের স্থানে স্থানে ভ্রমণ পূর্ব্বক উড়ুপীতে পণ্ডিতমণ্ডলী আহ্বান করিয়া আচার্য্যের জন্মকাল ১১২১ শকাব্দ স্থির করিয়াছেন। বুকাননের মূল প্রমাণ আর কিছুই নাই।

ছলারি নৃসিংহস্মৃতির প্রমাণ

(৪) শ্রীমচ্ছলারিস্মৃতি হইতে শ্রীগোপীনাথরাও "দক্ষিণাপথে শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মের লঘু ইতিবৃত্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় গবেষণা খণ্ডে" শ্রীমধ্বের উদয়-কাল জ্ঞাপক এই শ্লোকদ্বয় উদ্ধার করিয়াছেন।

কলৌ প্রবৃত্তে বৌদ্ধাদি মতং রামানুজং তথা।
শকে হেকোনপঞ্চাশদধিকাব্দে সহস্রকে ॥
নিরাকর্ত্তুং মুখ্যবায়ুঃ সন্মতস্থাপনায় চ।
একাদশ-শতে শাকে বিংশত্যষ্টযুগে গতে ॥

কৃষ্ণাতীরস্থ বাইক্ষেত্রনিবাসী বালাচার্য্যতনুজ উদ্ধবাচার্য্য, শ্রীমদানন্দতীর্থ পূর্ণপ্রজ্ঞ-পাদ-প্রণীত "সর্ব্ব-মূল" গ্রন্থের ভূমিকায় এইরূপ লিখিয়াছেন ঃ—

"উৎসন্নাম্নায়ং পুনর্নিরূপয়িতুং রৌপ্যপীঠে সুপীঠে মধ্যগেহ সুগেহে আবিরাস ভগবান্ দশশত-তম-শক-শতকে শ্রীমৎপূর্ণপ্রজ্ঞঃ সুপ্রজ্ঞঃ।" উক্তমেতচ্ছলারি-নৃসিংহাচার্য্য-কৃত-স্মৃত্যর্থসাগরে। নৃসিংহাচার্য্যের মতে ১১০০ শকাব্দে শ্রীমধ্বের আবির্ভাব-কাল।

(৫) শ্রীনরহরি তীর্থের প্রস্তরফলকত্রয়ের আর্কিয়লজিক্যাল বিভাগ কর্ত্তৃক যেরূপভাবে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, ১১৮৬ শকাব্দা হইতে ১২১৫ শকাব্দা পর্য্যন্ত উক্ত তীর্থস্বামী কলিঙ্গ রাজ্যের শিশুরাজের অভিভাবক থাকিয়া নানাপ্রকার মহিমা বিস্তার করিতেছেন। পুরুষোত্তম তীর্থের সন্ন্যাসী শিষ্য আনন্দতীর্থের নিকট নরহরি তীর্থ দীক্ষিত হইয়াছেন। আনন্দতীর্থ ব্যাসের বিপথগামী অনুচরবর্গকে দণ্ড দ্বারা সুপথে আনয়ন করিয়াছেন। আনন্দতীর্থের বাক্যাবলী পালন করিলে জীব হরিপাদপদ্ম লাভ করেন। আনন্দতীর্থের বাক্য বিষ্ণুর অত্যন্ত প্রিয় এবং তৎপাদপদ্ম-দানে সমর্থ। এই শিলালিপি ১২০৩ শকাব্দে খোদিত হয়। অধ্যাপক কিলহর্ণ এই প্রস্তর-ফলকের তারিখ ২৯শে মার্চ্চ ১২৮১ খ্রীষ্টাব্দে স্থির করিয়াছেন। কূর্ম্মাচল চিকা-

নরহরিতীর্থের প্রস্তর-ফলকের প্রমাণ

কোলে এবং সিংহাচল নৃসিংহ-মন্দিরে ফলকদ্বয়ও নরহরিতীর্থের তথায় অবস্থানের কাল নির্ণয় করে।

বিদ্যারণ্য ভারতী ১২৬৮ শকাব্দে বিজয়নগর-রাজ হইতে তাঁহার শৃঙ্গেরিমঠের জন্য ভূসম্পত্তি লাভ করেন। তিনি শ্রীমাধ্ব চতুর্থ শিষ্য অক্ষোভ্যের সমসাময়িক।

অসিনা তত্ত্বমসিনা পরজীবপ্রভেদিনা।
বিদ্যারণ্যমরণ্যানীমক্ষোভ্যমুনিরচ্ছিনৎ॥

আবার বেদান্ত-দেশিক ত্রয়োদশ শক শতাব্দীতে জীবিত থাকিয়া বিজয়নগর-রাজের অনুরোধে বিদ্যারণ্য ও অক্ষোভ্যের বিচার মীমাংসক হইয়াছিলেন। বেদান্ত-দেশিকের 'বৈভব-প্রকাশিকা' গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ আছে। জয়তীর্থ-বিজয়ে জয়তীর্থের সহিত বিদ্যারণ্যতীর্থের সাক্ষাৎকার উল্লিখিত হইয়াছে। বিদ্যারণ্য নিজ গ্রন্থে জয়তীর্থের ভাষ্য উদ্ধার পূর্ব্বক বিচার করিয়াছেন। সুতরাং বিদ্যারণ্য, জয়তীর্থ, অক্ষোভ্য ও বেদান্ত-দেশিক একই সময়ের ব্যক্তি। উপরি-উক্ত প্রমাণাবলী হইতে আমরা অল্প কথায় এই বুঝি যে, মধ্বের জন্মকাল ;—

বেদান্তদেশিক, বিদ্যারণ্য, জয়তীর্থ ও অক্ষোভ্য সমসাময়িক

(১) শকাব্দা ১০৪০, ১১০০ বা ১১৬০ বিলম্বী বর্ষে।

(২) শকাব্দা ১০৪০।

(৩) ১১২১ শকাব্দার পর কোন বর্ষে।

(৪) শকাব্দা ১১০০।

(৫) নরহরিতীর্থ ১২০৩ শকের পূর্ব্বে মধ্বের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ও ১২১৫ শকের পর তদীয় পীঠে অধিরোহণ করেন। প্রস্তর-ফলকত্রয় ইহার প্রমাণ।

(৬) ভিন্ন ভিন্ন কাল-তালিকা হইতে জানা যায়, বিদ্যারণ্য, মধ্বশিষ্য অক্ষোভ্য ও বেদান্ত-দেশিক ত্রয়োদশ শক-শতাব্দীর মধ্য-ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। এই প্রমাণগুলির মধ্যে কোন্‌টী গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে একটী শুদ্ধ মীমাংসা হওয়া উচিত।

কোন্ প্রমাণ গ্রহণযোগ্য, তদ্‌বিষয়ে বিচার ও সিদ্ধান্ত

প্রমাণগুলি আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, প্রথম প্রমাণ অন্য প্রমাণাবলীর মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও অন্য পাঁচটী প্রমাণের সকল-গুলিরই পোষকতা করে। প্রথম প্রমাণের সহিত অন্য প্রমাণগুলির বিরোধ নাই।

দ্বিতীয় প্রমাণ স্বীকার করিলে যদিও প্রথম প্রমাণের সহিত বিরোধ হয় না, তথাপি তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ—এই প্রমাণ-চতুষ্টয়কে পরিত্যাগ করিতে হয়। তৃতীয় প্রমাণ শুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিলে দ্বিতীয় ও চতুর্থ প্রমাণদ্বয় ত্যাগ করিতে হয়।

চতুর্থ প্রমাণ স্বীকার করিলে যদিও প্রথম প্রমাণের সহিত বিরোধ হয় না, তথাপি দ্বিতীয়, তৃতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রমাণ-চতুষ্টয় ত্যাগ করিতে হয়।

পঞ্চম প্রমাণ শুদ্ধ বলিলে দ্বিতীয় ও চতুর্থ প্রমাণ ব্যতীত প্রথম, তৃতীয় ও ষষ্ঠের বিরোধ হয় না।

ষষ্ঠ প্রমাণ শুদ্ধ হইলে প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম প্রমাণের সহিত বিরোধ হয় না এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ প্রমাণের সত্যতা থাকে না।

এই প্রমাণগুলির প্রত্যেকটী, ভিন্ন ভিন্ন পক্ষের বিরুদ্ধ যুক্তির দ্বারা কিরূপ আক্রমণযোগ্য, তাহার পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। শ্রীমধ্বের নিজ-লিখিত গ্রন্থে, প্রস্তরফলকে বা ইতিহাসে প্রথম প্রমাণোক্ত বিলম্বী

বর্ষের কথা উল্লেখ নাই। পূর্ব্বমঠ তালিকায় শকের উল্লেখ না থাকায়, 'স্মৃত্যর্থসাগর' নামক প্রসিদ্ধ স্মৃতি-লিখিত শকের সহিত পার্থক্য হওয়ায়, শ্রীমধ্বের নিজলিখিত কালের সহিত পার্থক্য হওয়ায়, প্রস্তর-ফলকের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন না হওয়ায় এবং ঐতিহ্যের বিরুদ্ধ হওয়ায় ঐ পাঁচটীর প্রতিপক্ষে শক ১০৪০ নিরূপিত হইতে পারে না। শ্রীমধ্ব-লিখিত তাৎপর্য্য-নির্ণয়-গ্রন্থে কাল-বিষয়ক স্থানদ্বয় প্রক্ষিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় অথবা অর্থান্তর-যোগ্যতা-ক্রমে ৪৩০০ কল্যব্দ লোক-কথিত বিলম্বী বর্ষ না হওয়ায় বা লেখকের কাল-বিষয়ে সূক্ষ্মতার যাথার্থ্যোপলব্ধি না থাকিলে উহা প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইবে না। স্মৃত্যর্থসাগর রচনা-কালে লোকমুখে বিলম্বী বর্ষে মধ্বের জন্মাব্দ শ্রবণ করিয়া অনুমানক্রমে ১১০০ শকাব্দের বিলম্বী বর্ষ মধ্বজন্মকাল নিরূপিত হইয়া থাকিলে প্রস্তরফলকের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন না হওয়ায়, মধ্ব-লিখিত তাৎপর্য্য-নির্ণয়ের কালের সহিত বিরোধ হওয়ায় ইতিহাসের সহিত সামঞ্জস্যাভাবে সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। পঞ্চম প্রমাণের বিরুদ্ধে প্রস্তর-ফলক পরে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক রক্ষিত হইবার অসম্ভাবনা না থাকায়, প্রস্তর-ফলকোক্ত ভাষার প্রকৃত অর্থের বিপর্য্যয় হইবার সম্ভাবনা থাকায় প্রস্তর-ফলক-প্রমাণ নির্ব্বিবাদে ধ্রুব সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। ঐতিহ্য-সমূহের নানাপ্রকার সাপেক্ষতা-নিবন্ধন নানাপ্রকার ভ্রম প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা থাকে বলিয়া উহাকেও ধ্রুব সত্য বলা যাইতে পারে না। যাহা হউক, প্রমাণগুলি অবিশ্বাস করিবার নানাপ্রকার যুক্তি সত্ত্বেও প্রমাণাবলী নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, শ্রীমধ্বাচার্য্য ১১৬০ শকাব্দে বিলম্বী বর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই জন্মকাল নব্য মঠতালিকা বা 'স্মৃত্যর্থ-সাগরে'র

বিরোধী হইলেও অন্য চারি প্রকারের প্রমাণের বিরোধী নহে; পক্ষান্তরে, ১০৪০ এবং ১১০০ শক পক্ষদ্বয় শ্রীমধ্বাচার্য্যের নিজ লেখনীর প্রতিকূল। ১১৬০ শকাব্দায় জন্মগ্রহণ করিলে চারিটী প্রমাণ পক্ষাবলম্বন করে; অথচ ১০৪০ পক্ষে বা ১১০০ পক্ষে প্রথম প্রমাণ অর্থাৎ বিলম্বী বর্ষ ব্যতীত অন্য নিরপেক্ষ প্রমাণাভাব রহিয়াছে। ১১৬০ শক বিলম্বী বর্ষ। মধ্ব-লিখিত ১১২১ শকাব্দের পর ১১৬০ শক। ১১৬০ শকে জাতব্যক্তির ১২০৩ শকের পূর্ব্বে নরহরি তীর্থকে সন্ন্যাস দিতে বাধা নাই, ১১৬০ শকে জাতব্যক্তির নিকট গৃহীত-সন্ন্যাস অক্ষোভ্য তীর্থ, বিদ্যারণ্য ও বেদান্ত-দেশিকের সমসাময়িক হইবার অযোগ্য নহেন। ইতিহাস ও প্রস্তর-ফলকাভাবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিলম্বী বর্ষের উপর নির্ভর করাই স্বাভাবিক। তাঁহারাও এই দুইটীর সাহায্য পাইলে ১১৬০ শকাব্দাই এক বাক্যে স্থির করিতে পারিতেন।

১১৬০ শকাব্দই মধ্বাবির্ভাব-কাল

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাসুদেবের বাল্য-লীলা

পাজকা একটী ক্ষুদ্রা পল্লী;—ক্ষুদ্রা হইলেও পরম সৌভাগ্যবতী। এই পল্লী-লক্ষ্মী নিয়ত পাপনাশিনী তটিনীর বারি-ধারায় স্নান করিতেছে, ধনুস্তীর্থ ইহার অঙ্গভূষণরূপে শোভিত থাকিয়া লোকলোচনানন্দ বর্দ্ধন করিতেছে। আজ আবার এক মহাসৌভাগ্য-সিন্দুর-রেখা তাঁহার ললাটে রাজ-টীকার মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। আজ শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব, বিষ্ণুভক্তগণের মহা-আনন্দের দিন। বিষ্ণুভক্তগণ এই দিনে হরিগুণ-কীর্ত্তনমুখে ঊর্জ্জাব্রতারম্ভের অধিবাস করিয়া থাকেন। এই দিনে ভক্তগণের মধ্যে পরস্পর আনন্দ-আলিঙ্গন হইয়া থাকে। এই মহানন্দের মধ্যে ভবিষ্যতে যিনি 'আনন্দতীর্থ' নামে বিখ্যাত হইবেন, সেই মহাপুরুষ পাজকা-পল্লীর নারায়ণ ভট্টের পর্ণকুটীর অলঙ্কৃত করিয়া বেদবিদ্যার অঙ্কে অবতীর্ণ হইলেন। সেই সময় এক আকাশবাণী হইল; ভূতলস্থ মানবগণ কৌতূহলের সহিত শুনিতে পাইলেন,—"হে সাধুগণ! আপনারা সন্তুষ্ট হউন, দুর্জ্জনগণ সন্তাপগ্রস্ত হউক, পৃথিবীতে সম্প্রতি বায়ুদেব অবতীর্ণ হইলেন।" এই দৈব-বাণীর সহিত দেবপুরে এক গম্ভীর দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল।

রামবিজয়োৎসব-বাসরে মধ্বাবির্ভাব

দৈব-বাণী

পণ্ডিত মধ্যগেহ প্রভু অনন্তেশ্বরের আরাধনা করিয়া গৃহে ফিরিতেছিলেন; গৃহের অনতিদূরে আসিয়াই সেই দুন্দুভিনাদ শুনিতে পাইলেন। পরে পুত্র-রত্নের জন্মবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শ্রীহরির কৃপাভিষেক উপলব্ধি

কারতে লাগিলেন। দ্বিজবর তখন নিজ-কুটীরে প্রবেশ করিয়া নবীন শিশুর চন্দ্রবদন অভিনন্দন করিলেন এবং শ্রীহরির চরণ বন্দনা করিয়া পরম-প্রতিভা-প্রভা-বিকাশী পুত্র-রত্নের জাতকর্ম্মাদি-কৃত্য যথাবিধানে সম্পাদন করিলেন। দ্বিজবর মধ্যগেহ দৈব-বাণী শুনিয়াই জানিতে পারিয়াছিলেন যে, এই বালক অসুদেব অর্থাৎ প্রাণাধিপতি বায়ুর অবতার, জগতে বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রচারের জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন।

'বাসুদেব' নামকরণ

এই বালক নিশ্চয়ই বাসুদেবের চরণে নিরন্তর ভক্তিযুক্ত হইবে,—এই বিচার করিয়া পণ্ডিত মধ্যগেহ বালকের নাম 'বাসুদেব' রাখিলেন। দেবতাগণ আকাশে দুন্দুভিধ্বনি করিয়া মধ্যগেহের এই বিচার অনুমোদন করিয়াছিলেন।

'পূর্ব্বালয়' নামক এক ব্রাহ্মণ এই শিশুর দুগ্ধপানের জন্য মধ্যগেহকে একটী দুগ্ধবতী কামধেনু দান করিলেন। এই ব্রাহ্মণ কিছুকাল

জনৈক ব্রাহ্মণের গাভী-দান

পরেই প্রপঞ্চ-লীলা পরিত্যাগ করিয়া নিজ পুত্ররূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিলেন এবং শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের নিকট হইতে পরম মুক্তিদায়ক পরমাত্মতত্ত্ববিষয়ক-জ্ঞান লাভ করিয়া ধন্য হইলেন।

একদিন সুজ্ঞানা মধ্যগেহ শশধরনিন্দিত-কান্তি, প্রফুল্ললোচন পুত্র-রত্নটীকে লইয়া প্রভু অনন্তেশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং

বাসুদেবকে অনন্তেশ্বরের নিকট উপহার প্রদান

বালককে উপহারস্বরূপে প্রদান করিয়া বলিলেন,—"প্রভো! এই বালক আপনার, আমি কেবল আপনার গচ্ছিত ধনের রক্ষকমাত্র, আমি যেন এই ভগবৎসেবকের সেবা করিতে পারি।" মধ্যগেহ শ্রীহরিকে এইরূপ প্রার্থনা জানাইয়া পুত্র এবং পরিবার-জনের সহিত নিশীথ-সময়ে নিজ

গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। একে নিশীথ কাল, তার মধ্যে আবার চতুর্দ্দিকেই মহারণ্য। মধ্যগেহের সহিত যে সকল যাত্রী অনন্তেশ্বর দর্শন করিয়া ফিরিতেছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে একজনকে সেই অরণ্য-মধ্যস্থ একটী পিশাচ হঠাৎ আক্রমণ করিয়া বসিল। যাত্রীটী প্রচুর রক্ত বমন করিতে আরম্ভ করিল। ইহা দেখিয়া একজন যাত্রী বলিয়া উঠিল,—"কি আশ্চর্য্য! এই প্রৌঢ় পুরুষকে পিশাচ আক্রমণ করিতে পারিল, আর এই কমনীয় সুন্দর বালকটীকে কিছুই করিল না!" যাত্রীটী যখন এইরূপ বলিতেছিল, তখনই পিশাচ সেই রক্তবমনশীল পুরুষে আবিষ্ট হইয়া বলিতে লাগিল,—"ওহে! যাঁহার অমিত শক্তিতে রক্ষিত থাকায় তোমাদিগকে আমি আক্রমণ করিতে পারিতেছি না, এবং বিষ্ণুবিদ্বেষী এই ব্যক্তির উপর সেই অমিত-তেজা মহাপুরুষের শক্তি সঞ্চারিত না থাকায় আমি ইহাকে আক্রমণ করিতে পারিয়াছি, সেই অমিততেজা মহাপুরুষ শিশু হইলেও ইঁহাকে নিখিল জগতের অধীশ্বর বলিয়া জানিবে।"

অনন্তেশ্বর হইতে ফিরিবার পথে পিশাচগ্রস্ত জনৈক যাত্রীমুখে বাসুদেবের মহত্ত্ব শ্রবণ

একদিন বাসুদেব-জননী বেদবতী বালককে স্তন্য-পানে পরিতৃপ্ত করাইয়া নিজ কন্যার উপর পুত্রের পর্য্যবেক্ষণ-ভার প্রদান পূর্ব্বক গৃহ হইতে কার্য্যান্তরে অন্যত্র গমন করেন। শিশু বাসুদেব অতিশয় ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহার সরলা ভগিনী নানাপ্রকার প্রবোধ-বাক্যে বালককে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বালকের কিছুতেই ক্রন্দন-নিবৃত্তি হইল না। বালিকা মাতার প্রত্যাবর্ত্তন-পথ চাহিয়া রহিলেন; কিন্তু এদিকে মাতাও ফিরিতেছেন না, বালকও অধিকতর অশান্ত হইয়া

শিশুর কুলথভোজন

উঠিতেছে দেখিয়া সরলা বালিকা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া নানাপ্রকার বিচার পূর্ব্বক শিশুকে কতকগুলি অত্যন্ত উষ্ণ কুলথকলায় (কুর্ত্তিকলাই) ভোজন করাইলেন। বাসুদেবের জননী কিন্তু বালকের উষ্ণরোগ আশঙ্কা করিয়া বালককে দুগ্ধ পর্য্যন্ত শীতল অবস্থায় পান করাইতেন।

শিশু বাসুদেবকে অধিকক্ষণ সরলা বালিকা কন্যার নিকট রাখিয়া অন্যত্র রহিয়াছেন, ইত্যবসরে বালক নিশ্চয়ই পিপাসিত হইয়া ক্রন্দন করিতেছে,—এইরূপ চিন্তাকুল-হৃদয়ে বাসুদেবের জননী যখন গৃহে ফিরিয়া বালককে শান্ত ও ক্ষুধা-নিবৃত্ত দেখিতে পাইলেন, তখন তিনি অতিশয় বিপদ গণিলেন। বাসুদেব-জননী কন্যার নিকট বালকের ক্ষুধা-নিবৃত্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, বালিকা শিশু বাসুদেবকে কতকগুলি উষ্ণ কলাই ভোজন করাইয়াছে। বাসুদেব-জননী বালিকার এই কথা শ্রবণ করিয়া 'হায় হায়' করিতে লাগিলেন এবং বালিকাকে বহু তিরস্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"যে বস্তু যুবকগণের পক্ষেও দুষ্পাচ্য, সেই কলাই উষ্ণাবস্থায় ভোজন করাইয়া তুই আজ সর্ব্বনাশ করিয়াছিস্! এ বালক আর কিছুতেই পরিত্রাণ পাইবে না, ভীষণ উদরাময়-রোগে শীঘ্রই ইহার মৃত্যু ঘটিবে।" মাতা শিশুকে ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া বারংবার স্তন্য পান করাইতে লাগিলেন, পিতা শিশুর মঙ্গলের জন্য নানাপ্রকার রক্ষা-মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন, প্রতিবেশি-জন নানাপ্রকার ব্যবস্থা দিতে লাগিলেন, কি প্রকারে এই বালকের রক্ষা হয়, তদ্বিষয়ে সকলেই ব্যস্তসমস্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু বালকের কোন অনিষ্টই হইল না; বালক সুস্থ শরীরে বর্ত্তমান থাকিয়া রমণীয় হাস্য-রসায়নে মাতাপিতার হৃদয়ানন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। অনিষ্ট হইবেই বা কেন? পূর্ব্বে যে সর্ব্বশক্তিমান

বায়ুদেবের জননী পুত্রের কালকূট-বিষভক্ষণ দর্শন করিয়া পুত্রের মাহমা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারই জননী একবার পুত্র কুলথ ভক্ষণ করা সত্ত্বেও পুত্রকে সুস্থ শরীরে বর্ত্তমান দেখিয়া পুত্রের অলৌকিকত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন।

অলৌকিক শিশু বাসুদেব লৌকিক-শিশুর অনুকরণে জানু-চংক্রমণ, উত্থান ও গমনাগমন শিক্ষা করিল। একদিন প্রভাতে যখন গাভীকুল গোশালা হইতে নির্গত হইয়া নানা বনে বিচরণের জন্য গমন করিতেছিল, সেই সময় বালক বাসুদেব একটী বৃষভের নিকট উপস্থিত হইল। বাসুদেব এই বৃষভটীকে স্বতঃই কি কারণে খুব ভালবাসিত। অনেক সময়েই এই বৃষটীকে লইয়া নানাপ্রকার খেলা করিত, বৃষটীর সঙ্গে থাকিত, বৃষটীকে দেখিতে চাহিত, বৃষটীর মুখে কত আদর করিয়া তৃণগুচ্ছ দিত। সেইদিন ঐ প্রিয় বৃষভের পুচ্ছের অগ্রভাগ ধারণ করিয়া বালক বাসুদেব মাতা, পিতা ও স্বজনগণের অজ্ঞাতসারেই সহসা বনাভিমুখে প্রস্থান করিল। এদিকে কিছুক্ষণ পরে মাতা, পিতা ও আত্মীয়বর্গ, স্বেচ্ছাচারী বালক কোথায় খেলা করিতেছে, তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। বালককে গ্রামের কোথায়ও দেখিতে পাইলেন না; বালক খেলা করিতে করিতে কূপমধ্যে পতিত হইয়া থাকিবে আশঙ্কা করিয়া তাঁহারা গ্রামের সমস্ত কূপ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কোথায়ও বালকের কোন প্রকার চিহ্ন না পাইয়া পুত্রপ্রাণ মাতা-পিতা অত্যন্ত কাতর ও চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন। মাত্র একবৎসরের শিশু কোথায় যাইবে! কোন দুষ্ট ব্যক্তি কি বালককে অপহরণ করিল বা বালককে বিনষ্ট করিল? মাতা-পিতার বন্ধু-হৃদয়

বৃষপুচ্ছ ধারণপূর্ব্বক শিশু বাসুদেবের বন-ভ্রমণ

বালকের এইরূপ নানা অনিষ্টাশঙ্কা করিতে থাকিল। বালকের বিরহে উপবাসী থাকিয়া তাঁহারা সারাদিন কাটাইলেন। ইতঃপূর্ব্বে একটী গো-পালক বাসুদেব-জননীকে জানাইয়াছিল যে, সে একটী বালককে বৃষভের পুচ্ছ ধারণ পূর্ব্বক বনে বিচরণ করিতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছে। বাসুদেব-জননী ঐ গো-পালক বালকের কথায় কিছুতেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। বেদবতী মনেও স্থান দিতে পারেন নাই যে, এক বৎসরের শিশু-বালক বৃষভের পুচ্ছ ধারণ করিয়া বহু দূরস্থ অরণ্যে যাইতে পারে! বেদবতী মনে করিয়াছেন, বালক-সুলভ চাপল্যবশতঃ ঐ গো-পালক একটী কথা কল্পনা করিয়া তাঁহাকে (বাসুদেব-জননীকে) সান্ত্বনা দিতে আসিয়াছে মাত্র। এইরূপ ভাবিয়াই বাসুদেব-জননী গো-পালকের কথা কোন প্রকারে বিশ্বাস-যোগ্য হইতে পারে—ইহা আদৌ বিচার করেন নাই। সারাদিনের পর গোধূলির সময় পুত্রহারা শোকাতুরা বাসুদেব-জননীর নিকট কতিপয় ব্যক্তি আসিয়া বলিলেন, তোমার শিশুপুত্র কি লীলা করিতেছে, একবার আসিয়া দেখ। বেদবতী পুত্রের নাম শ্রবণমাত্র যেন নবসঞ্চারিত-শক্তি হইয়া পর্ণকুটীরের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, মাত্র সম্বৎসরবয়স্ক শিশু বাসুদেব তাহার প্রিয় বৃষভটীর পুচ্ছ ধারণ করিয়া ঘরের দিকে ফিরিতেছে। মাতা-পিতা পরাণ-পুতলী বাসুদেবের দর্শন পাইয়া যেন নষ্ট-চিন্তামণি পুনরায় লাভ করিলেন এবং ইহা প্রভু অনন্তেশ্বরের অনুগ্রহ মনে করিয়া পুত্রকে অঙ্কে স্থাপনপূর্ব্বক নানাপ্রকার স্নেহ-সম্ভাষণ-সুধা-ধারায় অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন।

আর একদিন বালক বাসুদেব সখাগণের সঙ্গে খেলা-ধুলা করিয়া গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন। জননী বালককে বলিলেন,—"বাসুদেব,

তোমার পিতাকে বহির্দ্দেশ হইতে আহারার্থ আহ্বান করিয়া আন, তাঁহার ভোজনের সময় উপস্থিত হইয়াছে।" মধ্যগেহ ভট্ট বাসুদেবের অস্ফুট বাক্যের মধুরামৃত কর্ণাঞ্জলির দ্বারা এবং পুত্র-রত্নের মুখ-চন্দ্রিকা নয়ন-চকোরের দ্বারা পান করিতে করিতে পুত্রকে ধীরভাবে বলিলেন,—"বৎস, বাসুদেব, আমার এখনও ভোজনে যাইতে বহু বিলম্ব আছে, আমি এই বৃষ-বিক্রেতা বণিকের নিকট হইতে যে বৃষটী ক্রয় করিয়াছি, উহার মূল্য এখনও দিতে পারি নাই। বণিক্ মূল্যের জন্য আমাকে পুনঃ পুনঃ পীড়ন করিতেছে" পিতার এই কথা শুনিয়া বালক মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বৃষভ-মূল্য-মুদ্রার পরিবর্ত্তে কতকগুলি বীজ আনয়ন করিয়া বণিকের হস্তে প্রদান করিল। বণিক্ বালকের অভূতপূর্ব্ব জ্যোতিঃ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া বিনা আপত্তিতে, সাদরে বালকের প্রদত্ত বীজগুলি রৌপ্যমুদ্রা হইতেও শ্রেষ্ঠজ্ঞানে গ্রহণ করিল। বালক বণিককে বিদায় দিয়া পিতাকে গৃহের অভ্যন্তরে লইয়া আসিলেন এবং ভোজন করাইলেন। কিছুদিন পরে মধ্যগেহ বণিককে ডাকাইয়া বলিলেন,—"আমার অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে, তুমি তোমার প্রাপ্য মূল্য গ্রহণ কর।" বণিক্ বলিল,—"আমি আপনার পুত্রের নিকট হইতেই আমার প্রাপ্য অর্থ পাইয়াছি, আর আমি অপর অর্থ গ্রহণ করিব না।" বণিক্! তুমিই ধন্যাতিধন্য! কারণ, তুমি জগদ্গুরু বাসুদেবের নিকট হইতে বীজচ্ছলে পরমার্থ প্রাপ্ত হইয়াছ। সুতরাং অকিঞ্চিৎকর বিনাশযোগ্য ক্ষুদ্র অর্থে আর তোমার কি প্রয়োজন?

বৃষ-বিক্রয়ী বণিককে অর্থের পরিবর্ত্তে বীজ প্রদান

সপ্তম অধ্যায়

বাসুদেবের বাল্যেই বিষ্ণুপ্রীতির পরিচয়

বালকের রমণীয় মুখচন্দ্রচ্ছবি দর্শন করিয়া আত্মীয়-স্বজন সকলেই এত আকৃষ্ট হইতেন যে, তাঁহারা নিজ নিজ গৃহে যাইয়াও বালককে ভুলিতে পারিতেন না। এমন নধর-সুন্দর-কান্তি বালককে দেখিবার জন্য অনেকেই স্ব-স্ব-গৃহের যে কোন উৎসবাদিতে বালকের মাতা-পিতাকে নিমন্ত্রণ করিতেন এবং তাঁহাদের সহিত বালককে প্রাপ্ত হইয়া উৎসবের আনন্দ-প্রদর্শনীর মধ্যে সেই হাস্য-লাস্য-শোভিত বালকের নিরূপম শোভা প্রদর্শন-পূর্ব্বক সকলের চিত্তের আনন্দ বর্দ্ধন করাইতেন।

বাসুদেব-জনক-জননীর পুত্রসহ স্বজনগৃহের উৎসবে গমন ; বাসুদেবের বনপথে বিষ্ণুমন্দিরে প্রবেশ

একদিন ব্রাহ্মণ-দম্পতি নিজ আত্মীয়গণের কোন সামাজিক উৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহাদের গৃহে গমন করেন। সেই গৃহটী উৎসবের কোলাহলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, লোকজন যথেচ্ছভাবে গমনাগমন করিতেছিল, পরস্পর মিলন-সম্ভাষণের ব্যস্ততায় সকলেই প্রমত্ত ছিল, বাসুদেবের জননীর সৌভাগ্য-বর্ণন ও তাঁহার সহিত আলাপে সকলেই অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল ; এমন সময় বালক বাসুদেব জননীর অজ্ঞাতসারে জনতার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উৎসব-ভবন হইতে বহির্গত হইয়া পড়িল। পথিকগণ এমন একটী রমণীয় বালককে পথে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বৎস, তুমি কোথায় যাইতেছ? তুমি অল্পবয়স্ক শিশু, একাকী কোথায়ও যাইতে পারিবে না; চল, তোমার মাতার নিকট লইয়া যাই।" পথিকগণ

বালককে এইরূপ বলিলেও বালকের এমনি কমনীয়-মধুরিমা যে, তাহা সকলের প্রাণ কাড়িয়া লইল, সকলে যেন নশ্বর সুন্দর বালকের স্বভাব-সুলভ স্নেহাকর্ষণী মোহন-বিদ্যায় মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন; তাই বালকের স্বতন্ত্রতার বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিবার আর কাহারও সাহস হইল না। বালক একে একে সকল পথিককে সেই স্নেহ-সম্মোহন-বিদ্যায় বিমোহিত করিয়া দ্রুতপদ-সঞ্চারে বনমধ্যস্থ এক বিষ্ণু-মন্দিরে প্রবেশ করিল। সেই মন্দিরে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী নারায়ণমূর্ত্তি বিরাজমান ছিলেন। যে বয়সে বালকগণ কেবল খেলা-ধূলাতেই প্রমত্ত থাকে—উৎসবাদি পাইলে তাহাতেই প্রমত্ত হইয়া পড়ে, বাসুদেব কিন্তু বাহ্য-দর্শনে সেইরূপ অল্পবয়স্ক শিশু-বালকগণের অন্যতম হইয়াও জগতের সকল বালকের সঙ্গে স্বতন্ত্রতা স্থাপন করিল। সামাজিক উৎসবানন্দ, ভোজনানন্দ, আত্মীয়-স্বজন-মাতা-পিতার স্নেহ-সম্ভাষণ-সুখ সমস্ত পরিহার করিয়া মাতা-পিতার অজ্ঞাতসারে—আত্মীয়-স্বজনগণের বিনা অনুমতিতে পথিকগণকে মোহন করিয়া আপন মনে, গ্রামের কোথায় বিষ্ণুমন্দির আছে—কোথায় তাহার প্রাণারাম চিরারাধ্য-দেবতা আছেন, তাঁহার সন্ধানে ছুটিল!

প্রহ্লাদ ও বাসুদেব

বালক বাসুদেবের এই লীলা ভাগবতের প্রহ্লাদ-চরিত্র স্মরণ করাইয়া দেয়। একদিন শিশু প্রহ্লাদ নিজ পিতা ও সহাধ্যায়িগণকে বলিয়াছিলেন,—

"তৎ সাধু মন্যেঽসুরবর্য্য দেহিনাং
সদা সমুদ্বিগ্নধিয়ামসদ্গ্রহাৎ।
হিত্বাত্মপাতং গৃহমন্ধকূপং
বনং গতো যদ্ধরিমাশ্রয়েত ॥"

সপ্তম অধ্যায়—বাসুদেবের বাল্যেই বিষ্ণু-প্রীতির পরিচয়

"কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্ল্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্॥"

হে অসুরশ্রেষ্ঠ! আমি অনিত্যে নির্ভরকারী, সর্ব্বদাই উদ্বিগ্নচিত্ত দেহিগণের নিজ অমঙ্গল-নিদান অন্ধকূপসদৃশ এই গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক বনবাসী হইয়া হরিপদ আশ্রয় করাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি। প্রাজ্ঞব্যক্তি কৌমার বয়সেই সুখার্থ অন্য প্রয়াস ত্যাগ করিয়া ভাগবত-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন; কারণ সংসারে মনুষ্য-জন্ম অতি দুর্ল্লভ, তাহা আবার অনিত্য;—অনিত্য হইলেও অর্থদ,—ক্ষণস্থায়ী হইলেও ক্ষণকাল ভক্তির অনুষ্ঠানেও সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে।

নিত্যসিদ্ধ আচার্য্যগণের চরিত্রে বাল্যকালেই স্বতঃসিদ্ধ ভক্তির পরিচয়

স্বতঃসিদ্ধ হরিমেধা বালক বাসুদেব গৃহমেধিগণের সামাজিক উৎসব-কোলাহল পরিহার করিয়া অতি কৌমারকালেই হরির অনুসন্ধানের জন্য বনে গমন করিবার আদর্শ দেখাইল। শ্রীহরিকে পরমভক্তিভরে প্রণাম বন্দনা করিল; পাছে আত্মীয়-স্বজন আসিয়া তাহার হরিসেবায় বিঘ্ন উৎপাদন করেন, এই আশঙ্কায় বালক দ্রুতপদ-সঞ্চারে সেই স্থান হইতে 'নারিকেলী' নামক অন্য এক দেবালয়ে গমন করিল এবং শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরস্থ বিষ্ণু-বিগ্রহকে দর্শন ও প্রণাম দ্বারা পূজা করিল; শ্রীহরির পাদপদ্মে সমগ্র হৃদয়খানা প্রেমভক্তিতে যেন তরল করিয়া ঢালিয়া দিল। বালকের নয়ন-পদ্ম প্রেমামোদে বিকশিত হইয়া উঠিল। এই আশ্চর্য্য-মূর্ত্তি শিশু-বালকের এই ভক্তি-সৌন্দর্য্য ও অপূর্ব্ব ব্যবহার দর্শন করিয়া অন্যান্য দর্শকগণ বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চিত্রার্পিতের ন্যায় তাকাইয়া রহিলেন। "অহো! একি স্বর্গের কোন দেব-বালক অপ্রত্যাশিতভাবে

মর্ত্ত্যে আসিয়া এই অত্যদ্ভুত-চরিত্র আবিষ্কার করিতেছে? কিম্বা এ কি কোন প্রহেলিকা, স্বপ্ন অথবা সম্মোহন-বিদ্যা? এরূপ শিশু-বালকেরও কি কখনও ভগবানে এরূপ ভক্তির উদয় হয়?" দর্শকগণ এইরূপ তর্ক-বিতর্ক করিতেছিলেন; ওদিকে স্বর্গস্থ দেবতাগণ এবং ব্রাহ্মণগণ বলিতেছিলেন,—"অহো! এই শিশু-বালকের সভক্তি হরি-নমস্কার সম্পূর্ণাঙ্গ অশ্বমেধ যজ্ঞসমূহকেও অতিক্রম করিতেছে!" কেহ বা বলিতেছিলেন,—"এ বালক নিশ্চয়ই শ্রীহরির দূত, কৌমার-কাল হইতেই বিষ্ণুভক্তি-যাজনের শিক্ষা জগতে বিস্তারের জন্য ভূতলে আগমন করিয়াছে।" নিত্যসিদ্ধ আচার্য্যগণের চরিত্রের প্রথম প্রভাতেই তাঁহাদের মাধ্যাহ্নিক প্রতিভা-গৌরব-ভাস্করের প্রোজ্জ্বলতার সূচনা করিয়া থাকে।

বালক বাসুদেব এইরূপে আত্মীয়-স্বজনগণের গৃহের সাময়িক উৎসবানন্দ পরিত্যাগ করিয়া বন-পথে প্রবেশ করিল এবং বিষ্ণু-সেবানন্দে বিভোর হইয়া রজতপীঠপুরে আসিয়া পড়িল। রজতপীঠপুরে বৈষ্ণবগণের সহিত পীঠস্থ বিষ্ণুর সেবা-মহোৎসবে মগ্ন হইল।

রজতপীঠপুরে বাসুদেব

এদিকে পুত্রবৎসল ব্রাহ্মণবর পুত্রকে দেখিতে না পাইয়া ব্যাকুল-চিত্তে চতুর্দ্দিকে বালকের সন্ধান করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ ভূতলে বালকের বিশিষ্ট পদচিহ্ন-সন্নিবেশ দেখিতে পাইয়া সেই পদ-চিহ্ন অনুসরণ করিতে করিতে দ্রুতপদে চলিতে লাগিলেন এবং পথিকগণের নিকট পুনঃ পুনঃ বালকের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। ভ্রমর যেমন বসন্তানিলের মধ্যে গা' ঢালিয়া দিয়া তৃষিত-প্রাণে পদ্মের সন্ধানে ছুটিয়া বেড়ায়,

মধ্যগেহ কর্ত্তৃক বালকের সন্ধান

মধ্যগেহও তেমনি জল-বায়ুর দ্বারা চালিত হইয়া আকুল-চিত্তে পুত্রের মুখ-কমলের সন্ধানে ছুটিতে লাগিলেন এবং সেই চাঁদমুখ দেখিতে পাইয়া বালককে প্রহারাদি দ্বারা শাসন করা দূরে থাকুক, মরমের-মর্ম্মর-মন্দিরে সযত্নে ভরিয়া রাখিতে ইচ্ছা করিলেন। পুত্রের বিরহ-সন্তাপজনিত বহির্গমনোন্মুখী অশ্রু-উৎসকে যে ক্ষুদ্র নয়ন-পাত্রে অতি কষ্টে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন, তাহা যেন আনন্দোচ্ছ্বাসে সহস্রমুখী হইয়া বাহিরে আসিতে চাহিলে মধ্যগেহ পুনরায় সেই অশ্রু-প্রবাহ নিরোধ করিলেন এবং পরাণ-পুতলিকে আহ্বান করিয়া কহিলেন—"বৎস, বাসুদেব! তুমি আমাদিগকে না জানাইয়া কিরূপে এতদুর চলিয়া আসিলে? এই সুদীর্ঘ পথে কে তোমার সহচর হইয়াছিল? কে-ই বা তোমাকে পথ দেখাইল? পথে ত' তোমার কোনপ্রকার বিপদ-আপদ হয় নাই? বয়স্থ ব্যক্তিও এতদুর পথ পদব্রজে আসিতে কষ্ট অনুভব করেন, সহচরের অপেক্ষা করেন, আর তুমি কাহার সঙ্গে এতদূরে চলিয়া আসিলে? তোমার সহায় কে ছিল? বল বল, বাপ বাসুদেব; আমাকে যথার্থ করিয়া বল।"

পুত্র-দর্শনে আনন্দ ও কুশলাদি জিজ্ঞাসা

বাসুদেব তখন চতুর্দ্দিকে মন্দ-মধুর-হাস্যচন্দ্রিকা লুটাইয়া দিয়া অস্ফুট মধুরস্বরে বলিল,—"পিতঃ! আমি আপনাদের আত্মীয়ের উৎসব-ভবন হইতে বহির্গত হইয়া বনের মধ্যে এক বিষ্ণু-মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিলাম এবং সেখান হইতে নারিকেল-দেবালয়ে গিয়াছিলাম; বন-বিহারী শ্রীহরিই আমার একমাত্র সহায় ছিলেন। আমি আর কাহার সহায়তার অপেক্ষা করিব? মধুসূদন যাহার সহায়, তাহার আর অন্য সহায়ের কি প্রয়োজন? পিতঃ! আমি সেখান হইতে অন্য দেবালয়ে শ্রীহরিকে প্রণাম করিয়া

বালকের হরি নির্ভরতা

যখন আবার তথা হইতে এই রজতপীঠপুরের পূর্ব্বদিকের দেবালয়ে শ্রীহরিকে প্রণাম করিলাম, তখনও শ্রীহরি আমার সহায় ছিলেন। তারপর আমি যখন এখানকার পশ্চিমদিকের দেব-মন্দিরের ঠাকুরকে প্রণাম করিলাম, তখনও শ্রীহরি আমাকে কৃপা করিতেছিলেন।"

বালকের হাস্য-মধুর-অস্ফুট-ছন্দে এই হরি-নির্ভরতার কথা শ্রবণ করিয়া মধ্যগেহ এবং উপস্থিত সকলেই বিস্মিত হইলেন। পুত্রবৎসল মধ্যগেহ বিষ্ণুর নিকট এই চঞ্চল বালকটীর জন্য প্রার্থনা করিয়া বলিলেন,—"হে মধুসূদন! এই হিংস্র-প্রাণীসঙ্কুল ভয়ঙ্কর কাননের মধ্যে এই ইতস্ততঃ-ভ্রমণশীল চঞ্চল বালকটীকে আপনি সর্ব্বদা রক্ষা করুন্। আমি পুণ্যহীন, আমার এমন কিছু নাই, যাহাতে এ বালকের রক্ষা আমার দ্বারা হইতে পারে, আপনার সেবককে আপনি রক্ষা করিবেন।" মধ্যগেহ বিমান-পর্ব্বতাধিষ্ঠাত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া যোগমায়া-দেবীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"হে বিষ্ণুভক্তিপ্রদায়িনি যোগমায়ে! এই বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ বালকটীর যেন কোন বিঘ্ন উপস্থিত না হয়, তুমি এই বালকটীকে রক্ষা করিয়া তাহার ভক্তি বিবর্দ্ধন করিও।"

পুত্রবৎসল মধ্যগেহের বালকের মঙ্গল প্রার্থনা

ব্রাহ্মণবর মধ্যগেহ এবং বেদবতী প্রাণ-পুতলি, পুত্ররত্ন বাসুদেবকে ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া স্ব-গৃহে লইয়া আসিলেন এবং সর্ব্বদাই 'চোখের মণি' করিয়া রাখিলেন।

অষ্টম অধ্যায়

বাসুদেবের বিদ্যারম্ভ

ব্রাহ্মণবর মধ্যগেহ একটী শুভদিবস স্থির করিয়া স্বীয় পুত্র-রত্নের বিদ্যা আরম্ভ করাইলেন। বিদ্যারম্ভ-দিবসেই বালকের সকল বর্ণ-পরিচয় হইল।

শিশুর অলৌকিকী প্রতিভা

মধ্যগেহ তালপত্রে বর্ণমালাগুলি লিখিয়া বাসুদেবকে তদাদর্শে বর্ণমালা লিখিতে বলিলেন। বালক অতি সুন্দররূপে অক্ষরগুলি লিখিয়া ফেলিল। তৎপর-দিবস যখন মধ্যগেহ বালক বাসুদেবকে পূর্ব্বদিবসের লিখিত অক্ষরগুলি পুনরায় অভ্যাস করাইবার জন্য পূর্ব্বদিবসের মত তালপত্র-মধ্যে অক্ষর অঙ্কন করিলেন, তখন বালক পিতাকে বলিয়া উঠিল,—"পিতঃ! গত দিবসের লিখিত অক্ষরগুলি অদ্যও পুনরায় কেন লিখিয়াছেন? আমি ত' এই অক্ষরগুলিতে পূর্ব্বেই অভ্যস্ত হইয়াছি, আমাকে ইহা অপেক্ষা অধিক আর কিছু শিক্ষা দিন্।" মধ্যগেহ পুত্র-রত্নের এই অসামান্যা প্রতিভা দর্শন করিয়া বিস্মিত ও আনন্দে বিহ্বলিত হইলেন। বালকের এই প্রতিভা-দর্শনে লোকে বলিতে লাগিলেন,—"এই শিশু প্রতিভার সমুদ্রস্বরূপ।" মধ্যগেহ কিন্তু লোকের এই বাক্য ও চক্ষু-গ্রহের পীড়ায় পাছে বালকের কোনরূপ অনিষ্ট হয়, এই আশঙ্কায় বালককে আর লোক-সমক্ষে কিছু শিক্ষা দিতেন না; নির্জ্জনে লইয়া গিয়া তাহাকে পাঠ পড়াইতেন এবং লোকের সম্মুখে কোনরূপ প্রতিভা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিতেন। অতি অল্পকালের মধ্যেই বালক বহু বিদ্যা

লাভ করিলেন. আর মধ্যগেহ বালকের অমানুষিক প্রতিভা দর্শন করিয়া পুনঃ পুনঃ বিস্মিত হইতে থাকিলেন।

এক সময়ে বাসুদেবের মাতৃপক্ষীয় স্বজনগণ কোন উৎসব-ব্যাপারে বাসুদেবের মাতাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। বেদবতী পুত্র-বাসুদেবকে লইয়া 'ঘৃতবল্লী' নামক গ্রামে স্বজনগণের উৎসবপূর্ণ ভবনে গমন করিলেন। উৎসবে বহুলোক আসিয়াছিলেন। উৎসবোপলক্ষে পুরাণ-পাঠের ব্যবস্থা হইয়াছিল, অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতও সমাগত হইয়াছিলেন। বালক বাসুদেবের এই সময় বিবিধ গ্রন্থ-আবৃত্তিতে অসামান্য অধিকার জন্মিয়াছিল। উৎসব-ভবনে বাসুদেব সুন্দর বাগ্মিতার সহিত মনোহর বচন-বিন্যাসে যখন স্তোত্র এবং শ্লোকাবলী আবৃত্তি করিতে থাকিলেন, তখন এত অল্পবয়স্ক শিশুর এরূপ স্মৃতি-শক্তি, সংস্কৃত-শাস্ত্রে এত প্রগাঢ় পারঙ্গতি, সুন্দর বচনবিন্যাস-পটুতা এবং বাগ্মিতা-শক্তি লক্ষ্য করিয়া সকলেই বালকের অলৌকিকী প্রতিভার প্রশস্তি গান করিতে লাগিলেন।

ঘৃতবল্লী গ্রামে স্বজন-বর্গের উৎসব-ভবনে বাসুদেবের আবৃত্তি

এদিকে ধৌতপটকুলসম্ভূত 'শিব' নামক একজন পুরাণ-কথক নানা-প্রকার লোক-চিত্তরঞ্জক-ছন্দে ঐ উৎসব-ভবনের বিরাট্ সভা-মধ্যে যখন পুরাণের কথকতা করিতেছিলেন, তখন বালক বাসুদেব সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং পুরাণ-কথকের দুই চারিটী বাক্য শ্রবণ করিয়াই নির্ভীকভাবে শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে মৃদুমন্দ হাসিতে হাসিতে ধীরে ধীরে বলিলেন,—"হে কথক! আপনি প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের জন্য কৃত্রিমভাবে লোকচিত্ত রঞ্জন করিতেছেন

বাসুদেব কর্ত্তৃক 'শিব' নামক পুরাণ পাঠকের সিদ্ধান্ত-বিরোধ নির্দ্দেশ

বটে, কিন্তু আপনার বাক্যগুলি ব্যাস-শুকাদি মহাজনগণের সিদ্ধান্তের বিরোধী। সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ-বাক্য যতই না কেন মধুর শব্দ-বিন্যাসে গ্রথিত হউক, তাহার কোনই মূল্য নাই, উহা উচ্ছিষ্ট-গর্ত্ত কাকতীর্থের ন্যায়। মানস সরোবরের মনস্বী পরমহংসকুল কখনও তাহাতে বিচরণ করেন না। আপনি সাহিত্যের প্রাণ যে সিদ্ধান্ত ও রস—সেই প্রাণ বিনষ্ট করিয়া মৃতা রমণীকে বাহ্য বেষভূষার দ্বারা লোকের অবৈধ উত্তেজনা উৎপাদন করিতে চাহিতেছেন!

শিশু বাসুদেবের এরূপ সিদ্ধান্ত-নিপুণতা ও নির্ভীকতা লক্ষ্য করিয়া সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলী স্তম্ভিত হইলেন। বাসুদেবের এই কথা শুনিবার পর আর কেহই পুরাণ কথককে গ্রাহ্য করিলেন না। অথবা ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সিংহ-শিশু যদি গম্ভীর হুঙ্কার-ধ্বনি আরম্ভ করে, তাহা হইলে কে-ই বা মুখর শৃগালের প্রশংসা করিতে পারে?

বাসুদেবকে পুরাণ-পাঠের জন্য শ্রোতৃমণ্ডলীর অনুরোধ, বাসুদেবের পাঠ-শ্রবণে সকলে মুগ্ধ

শ্রোতৃবৃন্দ তখন বালক বাসুদেবকেই বলিলেন,—"হে বৎস! তুমি আমাদিগকে মহাজনের সিদ্ধান্ত-সম্মত পুরাণ ব্যাখ্যা শ্রবণ করাও আমরা সিদ্ধান্ত-বিরোধকারীর মুখে আর কোন কথা শুনিব না।" বালক বাসুদেব তখন সেই বিরাট্ পণ্ডিত-সভার ব্যাসাসনে উপবিষ্ট হইয়া মহাজনগণের সিদ্ধান্ত-সম্মত পুরাণ ব্যাখ্যা করিতে লাগিল। সেই ব্যাখ্যামৃত কর্ণপুটে পান করিয়া সকলেই চমৎকৃত হইলেন। দেবতাগণ পর্য্যন্ত আকাশমার্গ হইতে আনন্দ প্রকাশ করিতে থাকিলেন।

তারপর বাসুদেব মাতার সঙ্গে ঘৃতবল্লী গ্রাম হইতে পাজকাক্ষেত্রে স্ব-গৃহে ফিরিয়া গিয়া পুরাণ-প্রবীণ পিতার নিকট উপরি-উক্ত সমস্ত ঘটনা নিবেদন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল,—"পিতঃ! পুরাণকথক শিব এবং আমার ব্যাখ্যাত সিদ্ধান্তের মধ্যে কাহার কথা ঠিক, তাহা আপনি আমাকে বলিয়া দিন্।" পণ্ডিতবর মধ্যগেহ বলিলেন,—"বাসুদেব, তোমার ব্যাখ্যাই সমীচীন এবং মহাজনগণের সিদ্ধান্ত-সম্মত।" মধ্যগেহভট্ট এরূপ অল্পবয়স্ক পুত্র-রত্নের এই প্রকার সিদ্ধান্ত-জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য-প্রতিভার কথা সবিস্ময়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং বিচার করিলেন,—"আমার এই শিশু-পুত্রের এইপ্রকার স্বাভাবিক-পাণ্ডিত্য-প্রতিভা নিশ্চয়ই রজতপীঠপুরের অধিদেব আমার ইষ্টদেব অনন্তেশ্বরের দয়া-সম্ভূত, নতুবা এই শিশু বালকে এরূপ গুণাবলী কোথা হইতে প্রকাশিত হইল?"

বাসুদেবের পিতার নিকট নিজকৃত ব্যাখ্যার সমীচীনতা জিজ্ঞাসা

আর একদিন পুরাণকথক-শিরোমণি দ্বিজবর মধ্যগেহ বহু-জন-পরিবৃত হইয়া সভা-মধ্যে পুরাণের কথকতা করিতে করিতে কোন একটী শ্লোকের ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করিয়া যাওয়ায় শিশু বাসুদেব রমণীয় বচন-বিন্যাসে সকলের চিত্ত হরণ পূর্ব্বক পিতাকে ঐ ব্যাখ্যা-পরিত্যক্ত শ্লোকের পুনরায় ব্যাখ্যা করিতে বলিল। তখন মধ্যগেহ ভট্ট ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে শ্লোকোল্লিখিত বহু বৃক্ষবাচক-শব্দের অর্থ বলিলেন; কিন্তু তন্মধ্যে 'লিকুচ'-শব্দটীর অর্থ না করায় বাসুদেব পিতাকে মৃদুমধুরস্বরে বলিল,—"পিতঃ! আপনি ঐ 'লিকুচ'-শব্দটীর কোন ব্যাখ্যা না করিয়া শ্লোক ব্যাখ্যা করিতেছেন কেন?" বাসুদেবের

পিতার পুরাণ-পাঠকালে বাসুদেবের প্রশ্ন

বাসুদেবের 'লিকুচ' শব্দের ব্যাখ্যা

প্রশ্নের উত্তর মধ্যগেহ ভট্ট কিম্বা সভাস্থ কোন লোকই দিতে পারিলেন না; ইহাতে সভাস্থ সকলেই ঐ শব্দটীর অর্থ জানিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়া পড়িলেন। বালক বাসুদেব ঐ শব্দের অর্থ ও সুন্দর তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া সভাস্থ সকলের নিকট হইতে অসামান্য সম্মান লাভ করিল। পিতা দিনের পর দিন পুত্র-রত্নের এই প্রকার অলৌকিক-প্রতিভার উদাহরণ প্রত্যক্ষ করিয়া শ্রীহরির নিকট পুত্রের কেবল মঙ্গল কামনা করিতে থাকিলেন।

নবম অধ্যায়

বাসুদেবের উপনয়ন

বালক বাসুদেব মাতা-পিতার স্নেহ-সম্বৰ্দ্ধিত হইয়া ক্রমে অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করিল। দ্বিজবর মধ্যগেহ পুত্রের বেদ-পাঠের স্বতঃসিদ্ধ যোগ্যতা পূর্ব্ব হইতেই লক্ষ্য করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণোচিত যাবতীয় গুণাবলী বালকে অতি শিশুকাল হইতেই বিকশিত হইতেছিল; তাই শাস্ত্র-প্রবীণ মধ্যগেহ "অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণমুপনয়ীত" অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে অষ্টমবর্ষে উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ করাইবে—এই শ্রুতি-বাক্যানুসারে যোগ্যপাত্র ও কাল উভয়ের সম্মিলন ও সমাগমে বাসুদেবকে বেদ-পাঠের জন্য গুরু-গৃহে উপনীত করাইবার সঙ্কল্প করিলেন।

মধ্যগেহের সঙ্কল্প

নিরবচ্ছিন্ন অষ্টচত্বারিংশ সংস্কারবিশিষ্ট দ্বিজের ব্রাহ্মণ-বৃত্ত পুত্রকে ব্রাহ্মণত্বে বিনির্দ্দেশ করিবার যে বিধান আছে, তাহাতে শৌক্র-পারম্পর্য্যে সংস্কার প্রদত্ত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণের পুত্রের 'ব্রাহ্মণ' হইবার নৈসর্গিক-যোগ্যতা আছে বিচার করিয়া "অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণমুপনয়ীত"—এইরূপ শ্রুতি-বাক্য দৃষ্ট হয়। গোভিলীয় গৃহ্যসূত্রেও "গর্ভাষ্টমেষু ব্রাহ্মণং উপনয়েৎ" বিধান রহিয়াছে। ষোড়শবর্ষকাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের উপনয়ন-কাল। উপনয়নের সেই নির্দ্দিষ্টকাল গত হইলে পতিত-সাবিত্রীক হইতে হয়, ইহাকেই 'ব্রাত্য' বলে। শাস্ত্র বলেন, ব্রাত্যকে উপনয়ন, বেদাধ্যয়ন বা কন্যা-সম্প্রদান করিবে না।

"অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণমুপনয়ীত" শ্রুতির তাৎপর্য্য

নবম অধ্যায়—বাসুদেবের উপনয়ন

স্মৃতিশাস্ত্র উপনয়নের এইরূপ সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন,—

"গৃহ্যোক্তকর্ম্মণা যেন সমীপং নীয়তে গুরোঃ।
বালো বেদায় তদ্‌যোগাৎ বালস্যোপনয়ং বিদুঃ॥"

যে বৈদিক গৃহ্যসূত্রোক্ত বিধান-সম্মত অনুষ্ঠানের দ্বারা বালককে বেদাধ্যয়নের জন্য বেদাধ্যাপক গুরুর সমীপে লইয়া যাওয়া হয়, সেই অনুষ্ঠানকে বালকের 'উপনয়ন' বলে। জ্ঞানের উন্মেষের পূর্ব্বে বেদাধ্যয়ন-কার্য্যের উপযোগিতা নাই, তজ্জন্যই উপনয়নের পূর্ব্বে যে সকল সংস্কার আবশ্যক, তাহার অনুষ্ঠান-যোগ্য কাল অভাব-পক্ষে সাত বৎসর। অধ্যাপনের জন্য ব্রাহ্মণ-বালককে আট বৎসরের পূর্ব্বে আচার্য্য-সমীপে লইয়া যাওয়া বিহিত নহে। ঐরূপ শিশুকালে বালকের মাতা-পিতার গৃহ হইতে অন্য গুরু-গৃহে বাসের সম্ভাবনা নাই। গৃহ্য-বিধানানন্তর বেদাধ্যয়ন-কালেই ব্রাহ্মণ শ্রৌতবিধান-গ্রহণে সমর্থ হন এবং পরিশেষে যজ্ঞ-দীক্ষায় দীক্ষিত হইবার অবকাশ লাভ করেন। যদি ষোড়শবর্ষের মধ্যে ব্রাহ্মণগণকে গুরু-গৃহে বাসের জন্য প্রেরণ-সম্ভাবনা না থাকে এবং ব্রাহ্মণ-বটুর বেদাধ্যয়নে কোন ইচ্ছা বা রুচি না থাকে, তাহা হইলে তিনি নিজ রুচি-বলেই উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ হইতে অভিলাষ করিলেন না জানিতে হইবে। জড়ভরতের আখ্যান হইতেই জানা যায়, ভরত নিরবচ্ছিন্ন-সংস্কারবিশিষ্ট ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও কর্ম্ম-সংস্কার-গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন না। ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য হইবার রুচি না থাকিলেও ব্রাহ্মণবংশজাত বালক সংস্কার গ্রহণ পূর্ব্বক আদৌ গুরুগৃহে যাইতেই অনিচ্ছা প্রকাশ করে।

বৈদিক-কর্ম্মকাণ্ড-পদ্ধতিতে অগ্নি-সংস্কারই আদি উপাদান। এই কর্ম্মকাণ্ড-পদ্ধতি ভাবী-উদ্দেশ্যের জন্য ভব্য-প্রস্তাব মাত্র; কিন্তু ফলকালে ইহার বৈষম্য প্রমাণিত হয়। অক্ষজ-চেষ্টা যে সর্ব্বত্রই সাফল্য লাভ করিবে, এরূপ নহে। বালকের ইচ্ছা হউক বা না হউক, তাহার পিতৃবর্গ বা সামাজিকবর্গ যদি বংশের বা সমাজের পরম্পরাগত-প্রথা রক্ষার জন্য বালককে গুরু-গৃহে যাইতে বাধ্য করেন, তাহাতে ফল এই হয় যে, পিতৃবর্গ বা অপরের প্ররোচনাক্রমে তাঁহাদের প্রস্তাবিত কর্ম্মকাণ্ডে অনেক সময়ে বালকের যোগ্যতার অভাবে অথবা রুচির বৈষম্যে প্রার্থিত ফল লাভ হয় না। এই কারণেই বংশের শুভানুধ্যায়িগণের বিধানমত কার্য্য করিয়াও এবং ব্রাহ্মণ-বালক আনুষ্ঠানিকভাবে উপনীত হইয়াও পরে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র অথবা বর্ণ-বহির্ভূত শ্রেণীবিশেষে পতিত বা পরিণত হইয়া পড়ে।

কর্ম্মকাণ্ডের প্রস্তাবিত ব্রাহ্মণতা

স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহদ্বয়ই বর্ণ ধারণ করে। দেহিসকলের বর্ণ-ধারণ-যোগ্যতা দেহদ্বয় দ্বারাই সম্ভবপর হয়। বিরাট্ সমষ্টি-সমাজকে লক্ষণ-বিচারেই চারিভাগে বিভাগ করা হয়। বিভাগ-পদ্ধতি বা লক্ষণ দ্বারা ব্যক্তিবিশেষকে জানিতে হইলে তাহার স্থূল পরিচয় বা দেহের পূর্ব্ব পরিচয়াদি পিতৃকুলেই আবদ্ধ স্থির করিতে হয়। পরে তাহার সূক্ষ্ম পরিচয় বা বৃত্তগত পরিচয় বর্ণ-বিভাগ-কার্য্যের সহায়তা করে। সূক্ষ্ম-পরিচয়ে ব্রাহ্মণ-লক্ষণ দেখিতে গিয়া আমরা অনেক স্থলে স্থূল-শরীরের মূল অনুসন্ধান করি; কিন্তু যদি তখন সূক্ষ্ম-শরীর স্থূল-শরীর হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, সিদ্ধান্ত করি, তাহা হইলে ফলের খোসা হইতে তন্নিহিত

কে বর্ণ ধারণ করে?

বীজের উদ্ভব মানিয়া লইতে হয়—স্থূল-শরীরই সূক্ষ্ম-শরীরের জনক বলিতে হয়; কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে সেরূপ ধারণা শাস্ত্র বা বিচার-সম্মত নহে। স্থূলের পতনে যখন সূক্ষ্ম-শরীরের পুনরায় স্থূল-গ্রহণ বিচারিত হয়, তখন সূক্ষ্মের পূর্ব্বাবস্থানই স্বীকৃত। যাঁহারা বেদোক্ত জন্মান্তরবাদ বা কর্ম্ম-পদ্ধতি অনুমোদন করেন, তাঁহারা স্থূল হইতে সূক্ষ্মের উদ্ভাবনা মানিয়া সূক্ষ্মই স্থূলাবরণ গ্রহণ করে,—ইহাই বিচার করিয়া থাকেন। বাসনাই গুণময় জগৎ হইতে স্থূল-শরীরের উপাদান গ্রহণ করে। স্থূল-শরীর পরবর্ত্তী সময়ে বহির্জগতের যে উপাদান গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা নিজের বা অপরের সূক্ষ্ম-শরীর বা মনের অনুমোদন-ক্রমেই; এই চিদাভাস মন বা সূক্ষ্ম কারণই স্থূল-গ্রহণের হেতু।

যে-কালে স্থূল-দর্শন-প্রক্রিয়ায় মানবের বাহ্য-পরিচয় লক্ষিত হয়, তৎকালে মানবের বর্ণ-পরিচয় শৌক্র-বিচারেই আবদ্ধ। আবার চিন্তাশীল মানব-বৃন্দ বৃত্ত-বিচারকেই বর্ণ-নির্ণয়ের কারণরূপে নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু সকলেই সুষ্ঠুভাবে চিন্তা-শীলতার পরিচয় দিতে অসমর্থ হইবে, বিচার করিয়া সামাজিক স্থূল-কার্য্যাদি নির্ব্বাহার্থে অর্থাৎ যৌন-সম্বন্ধ প্রভৃতি নিরূপণ-বিষয়ে শৌক্র-পরিচয়কেই প্রাধান্য দেন।

শৌক্র-বিচারে বর্ণপরিচয়

শৌক্র-পরিচয়-প্রাধান্যে লক্ষণ বা বর্ণ-দ্বারা বৃত্ত-নিরূপণ-পন্থা নানা-প্রকারে বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকায় সাধারণ ধর্ম্মশাস্ত্র বা গৃহ্য-সূত্রাদিতে সচরাচর এই বিষয়ের সুষ্ঠু-মীমাংসা দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রৌত-ক্রিয়া যে-কালে বিচার-রহিত ভারবাহিগণের কর্ম্মফল-ভোগ-মার্গে পরিণত হইল, সেই কালেই শ্রৌত-ক্রিয়ার স্থানে পঞ্চরাত্রবিধি সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। বেদ,

পাঞ্চরাত্রিক বিধান

আরণ্যক, শুদ্ধসংখ্যান, ভক্তিযোগ একত্র স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়া পঞ্চবিধ-জ্ঞান বা 'পঞ্চরাত্র' নামে তত্তৎস্থান অধিকার করিল। কর্ম্মিগণ যাহাকে শ্রৌতানুষ্ঠান বলিতেন, আরণ্যকগণ তাহা হইতে তাঁহাদের নিজত্বের পার্থক্য স্থাপন করিলেন। শ্রৌত-বিধান, স্মার্ত্ত-বিধান, পৌরাণিক-বিধান ও পঞ্চরাত্র-বিধান সমতাৎপর্য্যবিশিষ্ট। যেখানে তাহাদের পরস্পর বৈষম্য নিরূপিত হইয়াছে, সেখানেই হরিভজন-কার্য্যে বা অদ্বয়-জ্ঞানে ব্যাঘাত হইয়াছে। পঞ্চরাত্র-বিধান, শ্রৌত-বিধানের প্রতিকূল কল্পনা করিলেই কাল্পনিক পঞ্চরাত্র-বিধি উৎপাতের কারণ বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। শ্রৌত-বিধি-গ্রহণে দেশ-কাল-পাত্র-ভেদজনিত অযোগ্যতা যে শ্রুতির অনুকূল-তন্ত্র বা শ্রুতির বিস্তৃতি দ্বারা অভাব-পূরণে সামর্থ্য এবং সমতাৎপর্য্যবিশিষ্টতা লাভ করে, তাহাই—পঞ্চরাত্র। শ্রৌত-বিধানের আনুগত্যে গৃহোক্ত বর্ণাশ্রম-বিধিগুলির যথাযথ উপযোগিতা বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় সেই অভাব-পূরণ এবং বৈদিক-বিধান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য শ্রীনারায়ণের শ্রীবাক্য হইতে পঞ্চরাত্র-শাস্ত্র উদ্‌গত হইয়াছেন। পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ না করিলে বিবদমান শ্রৌত-পদ্ধতির মীমাংসা হইতে পারে না।

এই বাসুদেব তাহার আচার্য্য-লীলায় অদৈব বিশ্ব-সম্মোহন-লীলা-পর শ্রীশঙ্করাচার্য্যের পঞ্চরাত্র-বিরোধবাদ খণ্ডন করিয়া পঞ্চরাত্রের প্রামাণ্য এবং পাঞ্চরাত্রিক-দীক্ষা-বিধানের সৌন্দর্য্য জগতে প্রচার করিবে। এই বালক বাসুদেবই তাহার আচার্য্য-লীলায় ছান্দোগ্যোপনিষদের ভাষ্য-প্রচারকালে সামসংহিতার প্রমাণ উদ্ধার করিয়া হারিদ্রুমত গৌতমের উপনয়ন-প্রসঙ্গে বৃত্তগত ব্রাহ্মণতার বিচার জগতে জানাইবে।

পঞ্চরাত্র-স্বীকারকারী বাসুদেবের বৃত্ত-বিচার

নবম অধ্যায়—বাসুদেবের উপনয়ন

আর্জ্জবং ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ শূদ্রেঽনার্জ্জবলক্ষণঃ।
গৌতমস্ত্বিতি বিজ্ঞায় সত্যকামমুপানয়ৎ।
(ছান্দোগ্যে মাধবভাষ্যধৃত সামসংহিতা-বাক্য)

ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ সরলতা এবং শূদ্রে কুটিলতা বর্ত্তমান—হারিদ্রুমত গৌতম এইরূপ গুণ বিচার করিয়াই সত্যকামকে উপনয়ন বা সাবিত্র্য সংস্কার প্রদান করিয়াছিলেন।

বৃশ্চিক-তাণ্ডুলীয়ক ন্যায়

এই বাসুদেবই বৃশ্চিক-তাণ্ডুলীয়ক লৌকিক-ন্যায়ের উদাহরণের দ্বারা ভবিষ্যতে জানাইবে যে, ঋষিকুলের মধ্যে শৌক্রগত (যদি নিরবচ্ছিন্ন সংস্কারযুক্ত সাগ্নিক ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব থাকে) এবং অচ্যুত-কুলের মধ্যে বৃত্তগত ব্রাহ্মণতা সিদ্ধ ; কেননা, কেবল শৌক্রগত প্রণালীতেই যদি ব্রাহ্মণতা সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে বিরাট্ পুরুষ—যিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র কোন বর্ণেরই অন্তর্গত নহেন, তাঁহা হইতে আবির্ভূত পুরুষগণকে কিরূপে 'ব্রাহ্মণ' বলা যাইতে পারে ? যেমন দ্বিবিধ-প্রণালীতে কীটাদি প্রাণীর উৎপত্তি হয়, সেই প্রকার দ্বিবিধ প্রণালীতে বর্ণও নিরূপিত হয়। তণ্ডুল হইতে এক প্রকার কীটের উৎপত্তি হইয়া থাকে, অপর কীট ইহাদের জনক নহে ; আবার বৃশ্চিকাদি কীট অপর বৃশ্চিকাদি কীটের দ্বারা শৌক্র-প্রণালীতে উৎপন্ন হয়। বৈষ্ণবগণ শ্রৌত-প্রণালীতে অর্থাৎ শ্রুতি-স্মৃতি-পঞ্চরাত্রোক্ত বৃত্তগত-বিচারে প্রকাশিত হন, আর কর্ম্মফলবাধ্য সাধারণ জীবগণ কর্ম্মকাণ্ডীয় শৌক্র-প্রণালীতে বর্ণগত হইয়া থাকেন ; সুতরাং ঋষিকুল ও অচ্যুতকুলের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ উচিত নহে।

দশ-সংস্কারের উদ্দেশ্য

মানবগণ বীজগর্ভসমুদ্ভূত পাপ হইতে নিষ্কৃতি-লাভের জন্য বৈদিক-বিধান-মতে দশটী সংস্কার গ্রহণ করেন। উপনয়ন-সংস্কার সেই দশ সংস্কারের অন্যতম। এই সংস্কার প্রাপ্ত হইলে মানবের পাপ অপনোদিত হইয়া দ্বিতীয় নিষ্পাপ জন্ম লাভ হয়। যে কুলে সংস্কার-গ্রহণ পৈতৃকাচার নহে, তথায় জন্মাবধি বীজগর্ভ-সমুদ্ভূত পাপ প্রশমিত হয় না। আর যে কুলে সংস্কার-বিধি প্রচলিত, সেই কুলকে 'পুণ্যময় কুল' বলিয়া পণ্ডিতগণ আখ্যা দিয়া থাকেন। প্রাক্তন-পাপবহুল হইয়া মানবগণ শোচ্য শূদ্রকুলে উদ্ভূত হন, আর প্রাক্তন-পাপ ক্ষীণ হইলে পুণ্যলব্ধ জীব দ্বিজকুলে শরীর লাভ করেন।

বেদাধ্যায়ন-বিমুখের সাবয়-শূদ্রত্ব

দ্বিজকুলে স্থূল-শরীর পাইলেই যে বীজগর্ভ-সমুদ্ভূত পাপে আক্রান্ত হইতে হইবে না, এরূপ নহে, পরন্তু দশ-সংস্কার-প্রভাবে প্রবর্ত্তমান পাপ-বিনাশকল্পে উপনয়ন-সংস্কার আবশ্যক। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন,—"এবমেনঃ শমং যাতি বীজগর্ভসমুদ্ভবম্।" উপনয়ন-সংস্কারে আচার্য্য বেদ-সমীপে মানবককে লইয়া যান। উপনীত দ্বিজই বেদ অধ্যয়ন করেন। যিনি বেদাধ্যয়ন-বিমুখ, তিনি উপনয়নবিশিষ্ট হইয়াও উপনয়ন-গ্রহণের একমাত্র তাৎপর্য্যহীন হইয়া ইহ-জন্মেই শূদ্র হইয়া যান এবং বংশ-পরম্পরায় 'দ্বিজ'-শব্দবাচ্য হইবার পরিবর্ত্তে শূদ্রবংশের জনক হন। শূদ্র হইয়া ব্রাহ্মণবংশ বলিয়া পরিচয় দিলে উপনয়ন-সংস্কার-গ্রহণের যোগ্যতা হয় না। ব্রাহ্মণের বংশে জন্মগ্রহণ করিলেই 'ব্রাহ্মণ' হওয়া যায় না। সাবিত্র-সংস্কার গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত তাঁহার এক জন্ম বা শূদ্রতা বর্ত্তমান থাকে। সংস্কার গৃহীত হইলে মানবক দ্বিজ হন।

বিশুদ্ধ মাতা-পিতার নিকট হইতে জন্ম লাভ করিলে তাহাই—শৌক্র-জন্ম। শৌক্রজন্ম-বিধানক্রমে সাধারণতঃ পুরোহিত কর্ত্তৃক দ্বিজত্ব বিচার না করিয়া পূর্ব্ববংশগত প্রথা-মত উপনয়ন-সংস্কার বিহিত হয়। যেখানে শৌক্রজন্মের অসদ্ভাব, তথায় নানাপ্রকার যোগ্যতার বিচার উপস্থিত হয়। পুরোহিত সেইকালে বিচার করিয়া উঠিতে পারেন না। শৌক্র-জন্ম হইলেই যে তিনি ব্রাহ্মণ হইবেন, এরূপ নহে, তাঁহার সাবিত্র বা দ্বিতীয় জন্ম লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত বীজগর্ভ-সমুদ্ভূত প্রবর্ত্তমান পাপের অবসান হয় না। পূর্ব্বপুণ্যফলে প্রাক্তন-দুর্জাতিত্ব অভাবেই তাঁহার বিশুদ্ধ জনক-জননী লাভ হয়। 'বিশুদ্ধ'-শব্দে সংস্কারবিশিষ্ট অর্থাৎ পাপ-বর্জ্জিত বংশেই পুণ্যবানের জন্ম হয়। বেদপাঠের অভাবে লব্ধ-দ্বিতীয়জন্ম দ্বিজের পুনরায় পাপময় শূদ্রত্ব লাভ ও বংশ-পরম্পরাক্রমে শূদ্রতা, অদ্বিজত্ব বা বেদপাঠাযোগ্যতা জানিতে হইবে। ইহাই শৌক্রবিধানক্রমে দ্বিজত্ব।

শৌক্র-বিধানক্রমে দ্বিজত্ব-বিচার

দ্বিজ যে কালে শাস্ত্রবিধিমত দীক্ষা গ্রহণ করেন, তৎকালেই তাঁহার প্রকৃত সংস্কার লাভ হয়। যে সকল মানবক সামাজিক বিধানমতে দ্বিজত্ব-লাভে বাধাপ্রাপ্ত হন, তাঁহারা গুরুর নিকট নিজ যোগ্যতার পরীক্ষা প্রদান করিয়া তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা-লাভের যোগ্যতা লাভ করেন। শিষ্যের যোগ্যতা বা নিজ বৃত্তের পরিচয়—আশ্রয়-গ্রহণ। আশ্রয়-গ্রহণ আর কিছুই নয়, কেবল সেবা-প্রবৃত্তির পরিচয়ে শরণাগত হওয়া। অভক্তির পথে আশ্রয়-গ্রহণের সম্ভাবনা নাই। 'গুরুপদাশ্রয়' বলিতে গুরুকে ঈশ্বর-বোধ এবং আপনাকে দাস বা বশ্য-বোধ। সদ্‌গুরু-বিচারে

প্রকৃত সংস্কার ও দীক্ষা

বেদ বলেন,—"বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠই—সদ্‌গুরু। সচ্ছিষ্যের হস্তে যজ্ঞীয় সমিধাদি যজ্ঞীয় উপায়ন বর্ত্তমান থাকিবে। যে মানবক অক্ষজ-জ্ঞান, অধিরোহ-পন্থা বা মায়ার ভোক্তৃত্ব-রূপ ত্রিগুণাত্মকতা পরিহার করিবার সঙ্কল্প করিয়া অধোক্ষজের সেবা বা অবতীর্ণ অবিসংবাদিত নিরস্তকুহক-সত্যে অবস্থিত হইতে পারিবেন, তাঁহারই গুরু-চরণাশ্রয়-বিষয়ে সিদ্ধি-লাভ হইয়া দীক্ষা-প্রাপ্তি হইবে। "দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্। তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥" অর্থাৎ যে অনুষ্ঠান হইতে মানবক বা দ্বিজের প্রকৃতির অতীত জ্ঞানলাভ হইয়া প্রাকৃত পাপপুণ্যাদির সম্যক্ বিনাশ সাধিত হয়, তাহাকেই বিজ্ঞজন 'দীক্ষা'-সংজ্ঞা দিয়া থাকেন।

এই সকল সাত্বতশাস্ত্র-সম্মত বিচার বৈষ্ণবাচার্য্য-মাত্রেই দেদীপ্যমান আছে; কেবল কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত বা তাহাদের অনুগামি-সম্প্রদায়ে অপ-সাম্প্রদায়িকতা ও বিষ্ণুবিদ্বেষমূলে এতৎপ্রতিকূল-বিচার দৃষ্ট হয়। তাহাতে আর্য্য-ঋষিগণের ব্যবস্থাপিত বৈজ্ঞানিক-সামাজিক-ব্যবস্থা বিড়ম্বিত এবং জগন্নাশকর-কার্য্যের উদ্ভব হইতেছে। এমন কি শ্রীমধ্বান্বয় পরিচয় দিয়াও কেহ কেহ বর্ণবিচারের-সূক্ষ্ম তাৎপর্য্যের প্রতিকূলমত শ্রীআনন্দতীর্থে আরোপ করিতে ব্যগ্র।

আমাদের দ্বিজবর মধ্যগেহ বালক বাসুদেবের বেদ-পাঠে স্বাভাবিকী রুচি এবং তাহার ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী লক্ষ্য করিয়া বাসুদেবকে অষ্টম-বর্ষে গুরু-গৃহে উপনীত করাইবার সঙ্কল্প করিলেন। উপনয়ন-প্রদানের শুভ-দিন ধার্য্য হইলে মধ্যগেহ বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া বহু বেদ-পাঠী বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ ব্রাহ্মণগণের সহিত বিচার পূর্ব্বক পুত্রের উপনয়নোৎসব আরম্ভ করিলেন। শাস্ত্র-

বিহিত দ্রব্য-সম্ভার দ্বারা বিষ্ণুর উদ্দেশে যাবতীয় বৈদিকী-ক্রিয়া নিষ্পাদন করিলেন এবং ব্রহ্মা হইতে বংশ-পরম্পরায় যে বেদাগ্নি প্রজ্জ্বলিত ছিল, যজ্ঞেশ্বরের প্রীতির উদ্দেশে তাহা পুনরুজ্জ্বলিত করিয়া বিবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত, মুণ্ডিত-মস্তক, কমনীয় তেজঃপুঞ্জের মূর্ত্ত-বিগ্রহস্বরূপ বাসুদেবের উপনয়ন-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। যে সকল দেব-ললনা বিবিধ বেদ-বিদ্যারূপে আবির্ভূতা হইয়া বাসুদেবের বদন-রঙ্গমঞ্চে বিহার করিবার জন্য বহুকাল যাবৎ আশা পোষণ করিতেছিলেন, তাঁহারাও বাসুদেবের উপনয়নোৎসবে নিজ নিজ পতির সহিত সম্মিলিতা হইয়া আকাশ হইতে এই উৎসবের অভিনন্দন করিতেছিলেন। পণ্ডিতবর মধ্যগেহ সাধারণ পিতার ন্যায় ছিলেন না। উপনয়ন-প্রদানের যথার্থ তাৎপর্য্য যে স্বরূপোদ্বোধক ব্রহ্মচর্য্যের সহিত গুরু-সেবা এবং উপাসনা-মূলক বেদ-শাস্ত্রের অধ্যয়ন, তাহা তিনি জানিতেন; তাই জগদ্‌গুরু বাসুদেবকে দ্বিজবর মধ্যগেহ আহ্বান করিয়া বলিলেন,—"বৎস বাসুদেব! তুমি সদাচারী হইয়া অগ্নিস্থ বিষ্ণু এবং গুরুদেবের পরিচর্য্যা করিবে। সর্ব্বদা কায়মনোবাক্যে ব্রহ্মচর্য্য পালন পূর্ব্বক নির্দ্দোষ বেদাদি-শাস্ত্রের অধ্যয়ন করিবে।" যিনি কার্ত্তিকেয় হইতেও অধিকতর স্বরূপোদ্বোধক ব্রহ্মচর্য্যে স্বভাবতঃই নিত্য-অবস্থিত, সেই বাসুদেবকে দ্বিজবর মধ্যগেহ আচার্য্য-পরিচর্য্যা-মূলক ব্রহ্মচর্য্যাদি পালনের উপদেশ প্রদান করিলেন। বাসুদেব যখন লোক-শিক্ষার্থ বিষ্ণু-সেবোদ্দেশে দৈব-বর্ণাশ্রম-বিধি-পালনের আদর্শ প্রদর্শন পূর্ব্বক সেবা-স্থির-সৌদামিনীর সান্দ্র-মূর্ত্তিরূপে প্রোজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, তখন মধ্যগেহ এবং ব্রাহ্মণবর্গ সেই সেবা-প্রভাবময় প্রভা-দর্শনে পরম বিস্মিত ও আনন্দিত হইতে থাকিলেন।

বাসুদেবের উপ-নয়নোৎসব

ভুবনাধিপতি বায়ুদেব ব্রাহ্মণ-ব্রহ্মচারীর বৈরাগ্যের বেষ প্রচারের জন্য দরিদ্রের ন্যায় ছিন্ন চীরখণ্ড পরিধান এবং আহার-বিহারাদি সর্ব্ব-বিষয়ে সংযম পালন করিতে থাকিলেন।

দশম অধ্যায়

গুরু-গৃহে বাসুদেব

অষ্টম-বর্ষবয়স্ক বাসুদেব গুরুসেবাপরায়ণ বেদ-পাঠী ব্রহ্মচারীর বেশে তরুণ-তপনের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। এই তেজঃকান্তি বালক অতীব শিশুকালেই যেরূপ প্রতিভা প্রকাশ করিতেছিল, তাহাতে ভবিষ্যৎকালে এই বালক যে বিশ্ব-নায়কত্ব গ্রহণ করিবে, তাহা অনেকেই ন্যূনাধিক বুঝিতে পারিয়াছিলেন। মাতা, পিতা, আত্মীয়-স্বজন, স্নেহশীল গুরুবর্গ এবং সজ্জন-সমাজ বাসুদেবের প্রতিভা দর্শন করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলেও অপস্বার্থপর অসজ্জনগণ মনে মনে বিপদ গণিলেন।

দুষ্ট-প্রকৃতি-ব্যক্তিগণের মৎসরতা

তাঁহারা আশঙ্কা করিলেন যে, যদি এই বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ বালক বড় হইয়া বিশ্ব-নায়কত্ব গ্রহণ করে, তাহা হইলে জগতে বিষ্ণু-বিরোধি-মতবাদ, প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধবাদ প্রভৃতি নাস্তিক্যবাদ বিশেষভাবে আক্রান্ত হইয়া পড়িবে। তাই বালক বাসুদেব যখন মাতা-পিতার স্নেহময়ী-দৃষ্টির কিঞ্চিৎ অন্তরালে গুরুগৃহে বেদ-অধ্যয়নের জন্য গমন করিল, তখন ঐ বিকাশমান কমল-কোরককে উহার মুকুলাবস্থায়ই চিরবিনষ্ট করিবার জন্য দুষ্ট প্রকৃতির ব্যক্তিগণ উপায় উদ্ভাবন করিতে থাকিলেন।

একদিন বাসুদেব গুরুগৃহে বসিয়া বেদ অধ্যয়ন করিতেছিল এবং বেদের সমস্ত মন্ত্র বিষ্ণুভক্তি-তাৎপর্য্যময়—ইহা মনে মনে বিচার করিতেছিল, এমন সময় ক্রূর-সর্পাকৃতি এক অসুর বালক বাসুদেবকে দংশন করিবার জন্য তাহার সমীপস্থ হইল। ঐ সর্পাকৃতি অসুরটী চতুর্দ্দিকে

অবিরল বিষ-বাষ্প উদ্গীরণ পূর্ব্বক সমস্ত লোককে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিল। ঐ সর্পের বিষ-বীর্য্য এত সুতীক্ষ্ণ ও দুঃসহ ছিল যে, মন্ত্রৌষধি প্রয়োগের দ্বারাও ঐ সর্পকে কোনমতেই নিরস্ত করা গেল না। ঐ সর্প ধীরে ধীরে উহার উন্নত ফণা বিস্তার করিয়া বালক বাসুদেবের অবিক্ষত অঙ্গে হঠাৎ দংশন করিয়া বসিল। এরূপ ভীষণ বিষ-বীর্য্য-সর্পকে দংশন করিতে দেখিয়া উপস্থিত সকলে কমনীয়-কান্তি বালক বাসুদেবের প্রাণ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইল, স্থির করিলেন। সকলে খেদে, দুঃখে এবং ক্রোধে অভিভূত হইয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। আজ স্নেহশীল মাতা-পিতার এমন নধর-কান্তি-পুত্র, এমন প্রতিভা-বিকাশী প্রাণ-পুতলি, জগতের ভাবী আশা-ভরসার স্থল বুঝি অকালে কাল-গ্রাসে পতিত হইল! বাসুদেবের আশা সকলেই ছাড়িয়া দিলেন। বাসুদেবের সতীর্থগণের মধ্যে ক্রন্দনের রোল উঠিল। গুরুর কর্ণে এই বার্ত্তা পৌঁছিলে গুরুদেব বাসুদেবের প্রাণাশঙ্কা করিয়া বিশেষ বিহ্বলিত হইয়া পড়িলেন; কিন্তু লোকের আশঙ্কার বিপরীত ফল ফলিল। ঐ সর্পাকৃতি অসুর বাসুদেবের পদদেশ দংশন করিতে যাইয়া বাসুদেবের পদতলের দ্বারা এরূপভাবে পিষ্ট হইয়াছিল যে, উহা তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইল। বাসুদেবের অঙ্গে ঐ সর্পের দংশন বিন্দুমাত্রও কোন বিষ-ক্রিয়া করিতে পারিল না। করিতে পারিবেই বা কেন? বাসুদেবের চিদানন্দ-দেহ যে অমৃত, আর ঐ অসুরের দেহ ত' মৃত। বাসুদেব লোক-সমক্ষে আরও প্রোজ্জ্বলরূপে শোভা পাইতে থাকিল। আজ ঐ দুষ্ট দৈত্য নিগ্রহ হইল দেখিয়া মর্ত্ত্যে সজ্জনগণ এবং স্বর্গে দেবতাগণ বাসুদেবের অভিনন্দন করিলেন।

ক্রুর-সর্পাকৃতি অসুরের বাসুদেবকে দংশন

অসুর-বিনাশ

দশম অধ্যায়—গুরু-গৃহে বাসুদেব

বৃহস্পতি-ইন্দ্র-প্রমুখ সুরপুরবাসিগণ সর্ব্বদা যাঁহার চরণ-রেণু বন্দনা করেন, তিনি আজ ছদ্ম-মানব-বিগ্রহ ধারণ করিয়া বালক বাসুদেব-রূপে বেদাদিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিলেন। যদিও তিনি বাহিরে সাধারণ অজ্ঞজনের ন্যায় পাঠাদি অভ্যাস করিতেন, তথাপি স্বভাবতঃই তাঁহার হৃদয়ে নিখিল-বেদাদি-বিদ্যা অপরাপর কলা-বিদ্যার সহিত চক্রপাণি শ্রীহরিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া সর্ব্বদাই বিরাজমান ছিল।

বাসুদেবের ক্রীড়াময় চাঞ্চল্য

বালক বাসুদেব মাতা-পিতার পরম আদরের সন্তান ছিল। বালকে স্বভাবতঃই যে স্নেহাকর্ষণী সম্মোহন-বিদ্যা দেদীপ্যমান ছিল, তাহাতে স্নেহ-বিগ্রহ মাতা-পিতার কথা দূরে থাকুক, যে কোন ব্যক্তি বালককে আদর না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। সেইরূপ আদর ও স্নেহসুখে সম্বর্দ্ধিত বাসুদেব গুরুগৃহে পাঠের বিরাম হইবামাত্র গুরুদেবের অসাক্ষাতেই অনেক সময় অন্যান্য ব্রহ্মচারী বালক ও বয়স্যগণের সহিত খেলা করিবার জন্য যেখানে সেখানে চলিয়া যাইত এবং বয়স্য বালকগণের সহিত পণ রাখিয়া নানাপ্রকার খেলায় প্রমত্ত হইত। কোন সময় বয়স্যগণকে ডাকিয়া বলিত,—“দেখা যাউক্, কে কত শীঘ্র দৌড়াইতে পারে।” এইরূপ প্রতিযোগিতার পণ লইয়া বাসুদেব তদপেক্ষা অধিক-বয়স্ক, সম-বয়স্ক ও অল্পবয়স্ক বালকগণের সহিত বিস্তৃত প্রান্তর-মধ্যে দৌড়াইতে আরম্ভ করিত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, তদপেক্ষা সমধিকবয়স্ক বালকগণও বাসুদেবের সহিত কখনই প্রতিযোগিতায় জয়ী হইতে পারিত না, প্রত্যেকবারেই বাসুদেব সকলের অগ্রগামী এবং সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী হইয়া সকলকে পরাভূত করিত।

বাসুদেব কখনও বা উল্লম্ফন-ক্রীড়ায় বয়স্যগণের সহিত প্রতিযোগিতার পণ রাখিয়া সহচরগণকে পরাজিত করিত। বাসুদেবের ন্যায় জলক্রীড়া এবং সন্তরণাদি-কার্য্যে নিপুণ আর কেহই ছিল না। সন্তরণ-প্রতিযোগিতায় সে সকলকে পরাভূত করিয়াছিল। কখনও বা বাসুদেব তাহার সহচরগণকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করিত। তাহারা সকলেই সর্ব্বক্ষণ প্রাণপণে বাসুদেবকে পরাভূত করিবার চেষ্টা করিত, কিন্তু বালক বাসুদেব হাসিতে হাসিতে অতি সহজে সকলকে ভূপাতিত করিয়া দিত। এই মল্লযুদ্ধে নানাপ্রকার অদ্ভুত কৌশল ও নিপুণতা প্রদর্শন করায় বয়স্যগণ বাসুদেবকে উপমাচ্ছলে 'ভীম' বলিয়া ডাকিত। কিন্তু এ উপমা কেবল উপমা নহে, ইহা প্রকৃতই সত্য। বাসুদেব—ভীমেরই অবতার।

সন্তরণ প্রতিযোগিতা, মল্লযুদ্ধে পারদর্শিতা, 'ভীম'-আখ্যা

বালক বাসুদেবের পাঠে এই প্রকার অমনোযোগ, বয়স্যগণের সহিত যখন তখন ক্রীড়ামোদ এবং নানাপ্রকার চাপল্যের কথা শুনিয়া উপাধ্যায় বিশেষ অসন্তুষ্ট হইলেন। বাসুদেব সর্ব্বদাই এইরূপ খেলায় মত্ত থাকায় রীতিমত বেদাদি পাঠ করিত না, ভোজনের জন্য বাহির হইতে অনুসন্ধান করিয়া ডাকিয়া আনিলে ভোজন করিয়াই আবার তৎক্ষণাৎ খেলা করিবার জন্য বাহিরে চলিয়া যাইত এবং অতি বিলম্বে গৃহে ফিরিত। ইহা দেখিয়া উপাধ্যায় মহাশয় বালক বাসুদেবের প্রতি বিশেষ অসন্তুষ্ট হইলেন এবং একদিন পাঠকালে বাসুদেবকে অন্যমনস্ক দেখিয়া কোপ প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন,—"বাসুদেব! তুমি প্রবঞ্চক হইয়া পড়িয়াছ, প্রত্যহই আমার অজ্ঞাতসারে বালকগণকে লইয়া নানাপ্রকার

উপাধ্যায় কর্তৃক বাসুদেবের শাসন

খেলায় মত্ত থাক, পাঠে তোমার বিন্দুমাত্র মনোযোগ নাই। এখানেও আমি লক্ষ্য করি, পাঠকালে তুমি অন্যমনা হইয়া তোমার খেলার কথাই ভাবিতে থাক। তোমার ন্যায় অন্যমনস্ক-ছাত্র কোনদিনই কিছু শিখিতে পারিবে না।"

উপাধ্যায়ের কথা শুনিয়া বাসুদেব বলিল,—"আচার্য্য! আপনি আমাকে এত অল্প-মাত্রায় পাঠ দেন যে, ঐ সামান্য পাঠ পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে আমার মোটেই ভাল লাগে না। আমি বেদ-মন্ত্রের আংশিক পাঠ পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে ইচ্ছা করি না।" বাসুদেবের এই কথা শুনিয়া উপাধ্যায় বলিলেন,—"বাসুদেব! তুমি কি আমার সহিত রহস্য করিতেছ? তুমি সামান্য বালক; আমি বেদ-মন্ত্রের যে একচতুর্থাংশ বা অর্দ্ধাংশ পাঠ প্রদান করি, তাহা সামান্য নহে। তোমা অপেক্ষা অধিক বয়স্ক বালকগণও পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিয়া উহা সুষ্ঠুভাবে আবৃত্তি করিতে পারে না। আচ্ছা, যদি এই অল্প পাঠ তোমার রুচিজনক না হয়, তাহা হইলে তোমার ইচ্ছামতই পরবর্ত্তী অংশগুলি আবৃত্তি কর দেখি। তুমি অল্প-বয়স্ক শিশু, পাঠ লইয়াও খেলা করা উচিত নয়।"

বাসুদেবের উত্তর

উপাধ্যায়ের এই কথা শুনিবামাত্র বালক বাসুদেব অপঠিত বেদ-মন্ত্রের সমগ্র অংশ অনর্গল সুষ্ঠুভাবে আবৃত্তি করিয়া ফেলিল; এমনভাবে আবৃত্তি করিল যে, তাহাতে কোথায়ও বিন্দুমাত্র দোষ স্পর্শ করিল না। উপাধ্যায় ঐ আবৃত্তি শ্রবণ করিয়া মহা-আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। "একি! আমি বালককে তিরস্কার-ছলে একটী অসাধ্য ব্যাপারের কথা বলিয়াছিলাম, বালক দেখি, সে অসাধ্য সাধন করিয়া বসিল! শুনিয়া থাকি,

অপঠিত বেদমন্ত্রের আবৃত্তি

এই বালক সর্ব্বদাই খেলা-ধূলায় মত্ত থাকে, পাঠকালেও অন্যমনস্ক থাকে, তাহা হইলে কোন্ সময় সমগ্র বেদ-মন্ত্র অভ্যাস করিল! পূর্ণবয়স্কের পক্ষেও এত পাঠ অভ্যাস করা সম্ভবপর নয়, তাহা হইলে এ বালক কে? ইনি কি কোন দেবতা নররূপে আমার গৃহে আসিয়াছেন?” উপাধ্যায় এইরূপ নানা ভাবনা ভাবিয়া সেইদিন হইতে বালককে আর কোনপ্রকার তিরস্কার বা শাসন করিতেন না, পরন্তু সর্ব্বদাই প্রীতির চক্ষে দর্শন করিতেন।

একদিন বাসুদেব কয়েকজন বয়স্যের সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে একটী বিজন-বনে আসিয়া পড়িল; সেখানে উপস্থিত হইবার পর

ফুৎকার দ্বারা বয়স্যের শিরোবেদনা নিবারণ

বাসুদেবের একটী প্রিয়-বয়স্য দুঃসহ শিরোবেদনায় অভিভূত হইল। বালকটী যন্ত্রণায় চীৎকার আরম্ভ করিল, বালকগণের মধ্যে সকলেই বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িল। বাসুদেব তাহার বয়স্যের কর্ণ ধারণ করিয়া কর্ণের মধ্যে এমন একটী ফুৎকার দিল যে, তাহাতেই ঐ বালকের তীব্র শিরোবেদনা মুহূর্ত্ত-মধ্যে প্রশমিত হইয়া গেল।

একদিন বালক বাসুদেবের নিকট উপাধ্যায় সমগ্র নারায়ণীয় উপনিষৎখানা উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিলেন। উপাধ্যায়ের পাঠ সমাপ্ত

অদ্ভুত শ্রুতিধর বাসুদেবের উপনিষদ্ ব্যাখ্যা, গুরুদক্ষিণা

হইবার পর বাসুদেব গ্রন্থ না দেখিয়াই সমগ্র উপনিষৎ আচার্য্যের নিকট আবৃত্তি করিল। এইরূপ আশ্চর্য্য-শ্রুতিধর বালকের প্রতিভা প্রত্যক্ষ করিয়া আচার্য্য ও সতীর্থগণ সকলেই পরম বিস্মিত হইলেন। একদিন বালক বাসুদেব একাকী গুরুদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট ঐতরেয়-উপনিষৎ পাঠ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন

এবং ঐ উপনিষদের গূঢ় সিদ্ধান্ত উপাধ্যায়ের নিকট ব্যাখ্যা করিলেন। উপাধ্যায় ঐতরেয়-উপনিষদের এরূপ সুন্দর ব্যাখ্যা কোনদিন কোথায়ও শ্রবণ করেন নাই। কিন্তু বাসুদেব ঐতরেয়োপনিষদের প্রতি মন্ত্রকে বিষ্ণুভক্তিপর ব্যাখ্যা করিয়া উপাধ্যায়ের বিস্ময় উৎপাদন করিলেন। বাসুদেব ঐতরেয়-শ্রুতি-তাৎপর্য্য ব্যাখ্যামুখে-গোবিন্দভক্তিরূপ অমূল্য-নিধি আচার্য্যকে গুরুদক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করিলেন।

বাসুদেবের গুরুকুল-বাসের কাল সমাপ্তপ্রায় হইলে দেবতাগণ বাসুদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা জানাইলেন যে, বাসুদেব জগতে দুষ্ট-দমন ও শিষ্টগণের সন্তোষ উৎপাদনের জন্য ভগবদিচ্ছায় আগমন করিয়াছেন; নিখিল ব্রহ্মবিদ্যা বিদ্যাপতি শ্রীহরির সহিত স্বতঃ-সিদ্ধভাবে তাঁহাতে বিরাজমানা, কাজেই তাঁহার গুরুগৃহে আর অধিক সময়ক্ষেপের আবশ্যক নাই। জগৎ নাস্তিক্যবাদে পরিপ্লাবিত হইয়াছে। প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদরূপ রাহু সুদর্শন-সূর্য্যের প্রভাকে লোক-লোচনের নিকট আচ্ছাদিত করিয়াছে; সুতরাং সেই মায়াবাদরূপ অন্ধকার বিদূরিত করিবার জন্য তিনি প্রোজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে প্রকাশিত হউন। জগদ্গুরু বাসুদেব দেবতাগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইল এবং স্বাভিপ্রেত কার্য্য সাধনের জন্য গুরুর নিকট অনুমতি গ্রহণ করিল।

দেবতাগণের আবেদন, বাসুদেবের গুরুর অনুমতি-গ্রহণ

একাদশ অধ্যায়

সন্ন্যাস গ্রহণের সূচনা

গুরুকুল-বাস সমাপ্ত হইবার পর বাসুদেব জগতে পরবিদ্যার প্রতিপাদ্য বিষ্ণুভক্তি-প্রচারে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এ সময়ে ভারতাকাশ

বাসুদেবের সঙ্কল্প

দুর্ভাগ্য-মেঘে আচ্ছাদিত হওয়ায় সজ্জনগণ হৃদয়ে বড়ই দুঃখ অনুভব করিতেছিলেন। নাস্তিকতা-স্থাপনই বেদাধ্যয়নের ফল ও পাণ্ডিত্যের সীমা বলিয়া বিচারিত হইয়াছিল। ভগবান্ বুদ্ধরূপী বিষ্ণুর হৃদয়ের প্রকৃত তাৎপর্য্যোপলব্ধিতে বঞ্চিত হইয়া যাহারা নাস্তিক্যমতাবলম্বী বৌদ্ধরূপে পরিগণিত হইয়াছিল, সেই বৌদ্ধগণের মতবাদ যখন বৈদিক-সনাতন-ধর্ম্মকে লঙ্ঘন করিতে বসিল, তখন এক জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত হইল।

ভগবান্ বিষ্ণু বুদ্ধরূপে শ্রেয়ের পরিপন্থী দক্ষ ও রুদ্রের জীব-হিংসা-ক্রিয়াকে নিবারণ করিয়া জগতে অহিংসাবাদ স্থাপনের জন্য অবতীর্ণ

শ্রীবুদ্ধ-বিষ্ণুর আবির্ভাবের কারণ

হইয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে কর্ম্মকাণ্ডীয়গণ বেদের মধু-পুষ্পিত বাক্যে লুব্ধ হইয়া যখন জন্ম ও ভঙ্গের ক্রিয়াতেই মত্ত হইয়া পড়িয়াছিল, বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য যে যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর উপাসনা. তাহা ভুলিয়া গিয়া দেহৈকসর্ব্বস্ববাদী হইয়া যখন বাহ্যানুষ্ঠানের আড়ম্বরকেই যথাসর্ব্বস্ব মনে করিয়া লইয়াছিল—জীবের স্বাভাবিকী হিংসা-বৃত্তির সঙ্কোচ-উদ্দেশ্যে প্রবর্ত্তিত বৈদিক যজ্ঞ-বিধির তাৎপর্য্য-ভ্রষ্ট হইয়া যখন হিংসাবহুল কর্ম্মকাণ্ডকেই বেদের সঙ্গে ওতপ্রোত-

ভাবে জড়ীভূত করিয়া ফেলিয়াছিল এবং বেদের দোহাই দিয়া তাহাদের জিঘাংসা-বৃত্তির সমর্থন করিতেছিল, তখন সত্ত্বতনু-বিষ্ণু এই ভঙ্গলীলা হইতে—এই জগন্নাশকরী প্রবৃত্তি হইতে জীবগণকে উদ্ধার এবং বেদের যথার্থ তাৎপর্য্য যথাকালে প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীবুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ভগবান্ বুদ্ধের উদ্দেশ্য তর্কপন্থায় বুঝিতে না পারায় যাহারা বুদ্ধের অনুগতাভিমান করিয়াও বুদ্ধের প্রকৃত আনুগত্য-রহিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারাই শ্রীবুদ্ধদেবের উদ্দিষ্ট যে বেদের বিকৃতবাদের প্রতিবাদ, সেই উদ্দেশ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া সাক্ষাদ্‌বিষ্ণুবিগ্রহ বেদের বিরুদ্ধেই দণ্ডায়মান হইল এবং তদ্দ্বারা বেদাভিন্ন-বিগ্রহ বুদ্ধরূপী বিষ্ণুকেও অবমাননা করিয়া ফেলিল। এই বেদ-নিন্দা ও বেদাভিন্ন-বিষ্ণুনিন্দারূপ দুই ভীষণ অপরাধের ফলে বুদ্ধের অনুগতব্রুব বৌদ্ধগণ শ্রৌতপন্থী সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বিগণের নিকট অসম্ভাষ্য বৌদ্ধ-নাস্তিক বলিয়া খ্যাত হইল।

তর্কপন্থি বৌদ্ধগণের বিবর্ত্ত-বুদ্ধি

যখন এই নাস্তিকতা প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া একেবারে শূন্যবাদে পর্য্যবসিত হইল এবং একমাত্র প্রমাণ-শিরোমণি শব্দাবতার বেদকে অপ্রামাণিক বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা হইল, তখন ভগবান্ বিষ্ণু অন্ততঃ ব্রহ্মের অস্তিত্ব এবং বেদের প্রামাণিকত্ব স্থাপনের জন্য শঙ্করকে শক্তিসঞ্চার করিয়া জগতে প্রেরণ করিলেন।

শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব

যে সময়ে শূন্যবাদ ও বেদ-বিদ্বেষ-বাদ প্রবলরূপে রাজত্ব করিতেছিল, সে সময়ে চিদ্‌বিলাসের কথার মোটেই স্থান হইতে পারে না, তাই ভগবান্ বিষ্ণু স্থান, কাল ও পাত্রের অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিবার জন্য অর্থাৎ অচিন্মাত্র-শূন্যবাদের স্থলে অন্ততঃ চিন্মাত্রবাদ এবং বেদ

নিন্দা স্থলে অন্ততঃ বেদের প্রশংসা বা প্রামাণিকতা মাত্র স্থাপনের জন্য নিজ প্রতিনিধি শঙ্করকে জগতে প্রেরণ করিলেন। শঙ্করাচার্য্যের এই উদ্দেশ্য যাহারা বুঝিতে না পারিয়া বুদ্ধের অনুগত-ব্রুবের ন্যায় শঙ্করাচার্য্যের অনুগত অভিমানে চিন্মাত্র নির্ব্বিশেষবাদকেই বেদের একমাত্র তাৎপর্য্য বলিয়া ধারণা করিলেন, তাঁহারা শঙ্করাচার্য্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতে বঞ্চিত হইলেন। সেই বঞ্চনাকামী ব্যক্তিগণ কিছুতেই অমায়ায় আত্ম-মঙ্গল বরণ করিবেন না, সুতরাং তাঁহাদিগকে বঞ্চনা করিয়া ব্যতিরেকভাবেই তাঁহাদের উপকার করা কর্ত্তব্য বিবেচনায় ভগবান্ বিষ্ণু শঙ্করাচার্য্যের প্রতি এই আদেশ প্রদান করিলেন,—

শ্রীশঙ্করাচার্য্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য-ভ্রষ্ট প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধগণ

"স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥
এবং মোহং সৃজাম্যাশু যো জনান্ মোহয়িষ্যতি।
ত্বঞ্চ রুদ্র মহাবাহো মোহশাস্ত্রাণি কারয়॥
অতথ্যানি বিতথ্যানি দর্শয়স্ব মহাভুজ
প্রকাশং কুরু চাত্মানমপ্রকাশঞ্চ মাং কুরু॥"

হে শঙ্কর! তুমি কল্পিত শাস্ত্র দ্বারা মনুষ্যকুলকে আমা হইতে বিমুখ কর; সেই কল্পিত-শাস্ত্রে আমার নিত্য-ভগবৎস্বরূপের বিষয় গোপন করিও, তাহা দ্বারা জগতের বহির্ম্মুখ-সৃষ্টি উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। আমি এইরূপ মোহ সৃষ্টি করিতেছি, যাহা জনগণকে মোহিত করিবে; হে মহাবাহো রুদ্র, তুমিও মোহ-শাস্ত্র প্রণয়ন কর; হে মহাভুজ, অন্যায় ও ভগবৎস্বরূপ-প্রকাশের বিরোধী অক্ষজ যুক্তিজাল

প্রদর্শন কর; তোমার রুদ্ররূপ (আত্মবিনাশরূপ সংহার মূর্ত্তি) প্রকাশ কর, আর আমার নিত্য ভগবৎস্বরূপকে আবৃত কর।

তাই মহাদেব একদিন বৈষ্ণবীশ্রেষ্ঠা পার্ব্বতী দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিয়াছিলেন,—

"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা॥"

শ্রীমহাদেব কহিলেন,—হে দেবি! মায়াবাদ অত্যন্ত অসৎ শাস্ত্র—বৌদ্ধমত বৈদিক-বাক্যের আবরণে প্রচ্ছন্নভাবে আর্য্যদিগের ধর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছে; কলিকালে আমি ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তিতে এই মায়াবাদ প্রচার করিব।

একদিন নীলাচলে ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে বলিয়াছিলেন, বৌদ্ধ-নাস্তিক্যবাদ অপেক্ষাও মায়াবাদ অধিকতর নাস্তিকতাপূর্ণ; কেন না, বৌদ্ধগণ স্পষ্টভাবে বেদের প্রামাণ্য অস্বীকার করিয়া তাহাদের নাস্তিক্য-মতবাদ প্রচার করিয়াছেন; কিন্তু মায়াবাদিগণ মুখে বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াও কার্য্যতঃ বেদের প্রতিপাদ্য নিত্য-ভগবদ্ভক্তি, নিত্য-ভগবদ্বিগ্রহ এবং নিত্য-ভগবদ্ভক্তগণের অধিষ্ঠান স্বীকার করেন নাই। সুতরাং যেরূপ স্পষ্ট শত্রু হইতে প্রচ্ছন্ন শত্রু ভয়াবহ, সেইরূপ স্পষ্ট-নাস্তিক্যবাদ হইতে মায়াবাদরূপী প্রচ্ছন্ন-নাস্তিক্যবাদ অধিকতর বিপজ্জনক;—

বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত' নাস্তিক।
বেদাশ্রয় নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক॥

যখন এইরূপ প্রচ্ছন্ন-নাস্তিক্যমতরূপ মায়াবাদ-রাহু ভগবদ্ভক্তি-প্রভাকে লোক-লোচনের নিকট আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল, সনাতন-

বৈষ্ণবাচার্য্য মধ্ব

ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতে যখন সনাতন-ধর্ম্মের নামে—বৈদিক-ধর্ম্মের নামে—বেদান্তের ধর্ম্মের নামে প্রচ্ছন্ন-নাস্তিক্যবাদ সর্ব্বত্র জীবের জীবত্বকে বিনাশ করিয়া ভীষণ জীব-হিংসার স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিল, সেই সময় সত্ত্বতনু বিষ্ণুর ইচ্ছায় জগতে আবির্ভূত পবনদেবের অবতার বাসুদেব ভট্টের হৃদয় জৈব-জগতের উপকারের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি সজ্জনগণের মনোবেদনা বুঝিতে পারিয়া নিজ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, সম্মান, প্রতিষ্ঠা, মাতাপিতার স্নেহ-সম্ভাষণ, জগতের সুখোপকরণ—সমস্ত বস্তু পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবদ্ভক্তি-প্রচারের জন্য সন্ন্যাসাশ্রম-গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। আচারবান্ না হইলে প্রচারক হওয়া যায় না, ভগবৎ-প্রীত্যর্থে ভোগ-ত্যাগী না হইলে বহির্ম্মুখ লোককে কখনও তাহাদের নৈসর্গিক ভোগ-পিপাসা হইতে ভগবৎসেবার দিকে প্রধাবিত করা যায় না, নিজে দণ্ডধারণের আদর্শ প্রদর্শন না করিলে অপরের কুপ্রবৃত্তি-গুলিকে কখনও দণ্ডিত করা যায় না বিচার করিয়া বাসুদেব চতুর্থাশ্রম গ্রহণে কৃতনিশ্চয় হইলেন।

বাসুদেবের সন্ন্যাস গ্রহণে সঙ্কল্প

কর্ম্মি-সম্প্রদায়ের বিচার,—মানব প্রবৃত্তি-ধর্ম্মে সমৃদ্ধ হইবার জন্য কিছুকাল ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম স্বীকার করিবে এবং প্রবৃত্তি-ধর্ম্মে একান্ত অসমর্থ হইয়া পড়িলে পরকালে ভোগাদি লাভের জন্য বানপ্রস্থ-সন্ন্যাসাদি আশ্রম গ্রহণ করিবে; কিন্তু শ্রুতির বিচারে সেইরূপ কর্ম্ম-মার্গীয় বিচার নিরস্ত হইয়াছে। শ্রুতি সন্ন্যাস-অধিকার সম্বন্ধে বলেন,—

সন্ন্যাস-সম্বন্ধে শ্রুতি-বিচার

"স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ। গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ। বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ। যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব

প্রব্রজেদ্‌গৃহাদ্‌ বা বনাদ্‌বা। অথ পুনরব্রতী বা ব্রতী বা স্নাতকো বাঽস্নাতকো বা উৎসন্নাগ্নিরনগ্নিকো বা যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ ॥" (জাবালোপনিষৎ ৪।১)

রাজর্ষি-জনক মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট বলিলেন,—"ভগবন্‌! সন্ন্যাসাধিকার ও তদ্বিধি আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করুন। অনন্তর যাজ্ঞবল্ক্য বলিতে লাগিলেন, ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত করিয়া গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করিবে, গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করিবার পর বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণ করিবে, বানপ্রস্থাশ্রমে কিছুকাল অবস্থিত হইয়া তৎপরে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবে। যদি ইহার অন্যথা হয় অর্থাৎ যদি কোন লোকের গার্হস্থ্যাদি আশ্রম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই বৈরাগ্য উদিত হয়, তাহা হইলে তিনি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন অথবা গৃহস্থ বা বানপ্রস্থাশ্রম হইতেই পরিব্রাজক হইবেন অর্থাৎ যিনি যে আশ্রমেই থাকুন না কেন প্রকৃত বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে তত্তদাশ্রম হইতে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবেন। কিন্তু যদি কেহ ব্রহ্মচারী প্রভৃতির অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়াও ভগবৎ-প্রীত্যর্থে ভোগ-ত্যাগের জন্য উৎকণ্ঠিত হন, তবে তিনি সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন সমাপ্ত করুন আর নাই করুন, সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন শেষ করিয়া বেদোক্ত স্নান করুন আর নাই করুন, অথবা সাগ্নিক হইয়া অগ্নি-নির্ব্বাপিত করুন কিম্বা নিরগ্নিই হউন, যে দিন সংসারের প্রতি তাঁহার বৈরাগ্য আসিবে, সেই দিনই তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ চতুরাশ্রমের উৎপত্তি সম্বন্ধে উদ্ধবকে বলিতেছেন,—

"গৃহাশ্রমো জঘনতো ব্রহ্মচর্য্যং হৃদো মম।
বক্ষঃস্থলাদ্বনে বাসঃ সন্ন্যাসঃ শিরসি স্থিতঃ। (ভাঃ ১১।১৭।১৩)

শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে কহিলেন, আমার জঘনদেশ হইতে গৃহাশ্রম, হৃদয় হইতে ব্রহ্মচর্য্য ও বক্ষঃস্থল হইতে বানপ্রস্থ উৎপন্ন এবং সন্ন্যাস আমার মস্তকে স্থিত।

ভগবৎসেবামূলা নিবৃত্তিই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য

শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, পঞ্চরাত্র—সকল শাস্ত্রেই এবং জীবের জীবনের স্বাভাবিক চরমগতিতেও ভগবৎসেবামূলা নিবৃত্তিই উদ্দিষ্ট; তবে শাস্ত্রে যে কোথায়ও কোথায়ও বিবাহ, আমিষ-ভক্ষণ, সুরাপানাদি প্রবৃত্তি-ধর্ম্মের অনুমোদন দেখা যায়, তাহা কেবল অত্যন্ত প্রবৃত্তগণের ক্রম-নিবৃত্তির জন্য উদ্দিষ্ট—

লোকে ব্যবায়ামিষ-মদ্যসেবা নিত্যাস্তু জন্তোর্ন হি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞসুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা॥ (ভাঃ ১১।৫।১১)

জগতে স্ত্রী-সঙ্গ, আমিষভক্ষণ ও সুরাপান প্রভৃতিতে সকল প্রাণীরই বিকৃতস্বভাবে নিত্যধর্ম্ম অর্থাৎ তত্তদ্বিষয়ে বদ্ধজীবমাত্রেরই স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি আছে। শাস্ত্রের যে বিধি দেখা যায়, তাহার অকরণে প্রত্যবায় নাই। তবে তত্তদ্বিষয়ে বিবাহ, যজ্ঞ ও সুরাগ্রহাদির যে ব্যবস্থা হইয়াছে, অর্থাৎ বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গ, যজ্ঞীয় আমিষের ভক্ষণ এবং যজ্ঞে সুরাপান প্রভৃতির যে বিধান আছে, ঐ সকল বিধান জীবের স্বাভাবিকী-প্রবৃত্তি নিবৃত্ত করিবার জন্যই নির্দ্ধারিত জানিতে হইবে।

সন্ন্যাস—ত্রিবিধ; জ্ঞান-সন্ন্যাস, বেদ-সন্ন্যাস এবং কর্ম্ম-সন্ন্যাস—

জ্ঞানসন্ন্যাসিনঃ কেচিদ্বেদসংন্যাসিনোঽপরে।
কর্ম্মসন্ন্যাসিনস্ত্বন্যে ত্রিবিধাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥
(পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ড আদি ৩১শঃ অঃ)

কেহ কেহ জ্ঞান-সন্ন্যাসী, কেহ বা বেদ-সন্ন্যাসী, কেহ বা কর্ম্ম-সন্ন্যাসী—সন্ন্যাসের এই ত্রিবিধ-প্রকারই প্রসিদ্ধ।

কলিকালে কর্ম্ম-সন্ন্যাস নিষিদ্ধ হইয়াছে, কারণ কর্ম্ম স্বভাবতঃই প্রবৃত্তি-ধর্ম্মযুক্ত; তাহাতে আবার কলিকালে জীবের চিত্তবৃত্তি আরও অধিকতর ভোগোন্মুখী—

অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জয়েৎ॥

(মলমাসতত্ত্বে ধৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্তীয় কৃষ্ণজন্মখণ্ডের ১৮৫ অঃ ১৮০ শ্লোক)

কলিতে কর্ম্মসন্ন্যাসই নিষিদ্ধ

'অশ্বমেধ', 'গোমেধ', 'সন্ন্যাস', 'মাংস দ্বারা পিতৃ-শ্রাদ্ধ', এবং 'দেবর দ্বারা সুতোৎপত্তি',—কলিকালে কর্ম্ম-কাণ্ডে এই পাঁচটী নিষিদ্ধ হইয়াছে।

ভগবদ্ভক্তগণ কর্ম্মী নহেন, সুতরাং তাঁহারা কখনও কর্ম্ম-সন্ন্যাস গ্রহণ করেন না; নির্ব্বিশেষজ্ঞান-সন্ন্যাসেও "আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততো পতন্ত্যধোঽনাদৃত-যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ"—এই ভাগবতীয় উক্তি অনুসারে পতনাশঙ্কা বর্ত্তমান থাকায় ভগবদ্ভক্তগণ সেরূপ অভক্তপর সন্ন্যাসীর সহিত সন্ন্যাস গ্রহণ করেন না। ভগবদ্ভক্তের সন্ন্যাস কেবল পরাত্মনিষ্ঠার নিদর্শন মাত্র। মুকুন্দ সেবন-ব্রতই তাঁহাদের সন্ন্যাসের উদ্দিষ্ট বিষয়—

এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামুপাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব॥

(ভাঃ ১১।২৩।৫৭)

অবন্তী-দেশীয় ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ কহিলেন,—আমি প্রাচীন মহর্ষিগণের উপাসিত এই পরাত্মনিষ্ঠারূপ ভিক্ষুকাশ্রম আশ্রয় পূর্ব্বক কৃষ্ণপাদপদ্ম-নিষেবণ দ্বারা দুরন্তপার-সংসাররূপ তমঃ উত্তীর্ণ হইব।

শ্রীমদ্ভাগবত ধীর বা বিবিৎসা-সন্ন্যাস এবং নরোত্তম বা বিদ্বৎ-সন্ন্যাসের কথা বলিয়াছেন,—

গতস্বার্থমিমং দেহং বিরক্তো মুক্তবন্ধনঃ।
অবিজ্ঞাতগতির্জহ্যাৎ স বৈ ধীর উদাহৃতঃ॥

(ভাঃ ১।১৩।২৬)

যিনি বিষয়াদিতে আসক্তি-রহিত ও অভিমানশূন্য হইয়া অপরের অজ্ঞাতসারে ঐহিক ও পারত্রিক সুখ-সাধন-স্পৃহা-বিগত দেহকে পরিত্যাগ করেন, তিনিই 'ধীর' বলিয়া কথিত।

যঃ স্বকাৎ পরতো বেহ জাতনির্ব্বেদ আত্মবান্।
হৃদি কৃত্বা হরিং গেহাৎ প্রব্রজেৎ স নরোত্তমঃ॥

(ভাঃ ১।১৩।২৭)

যে আত্মজ্ঞব্যক্তি স্বকীয় বিবেক বা পরকীয় উপদেশ-বশতঃ বৈরাগ্যবান্ হইয়া শ্রীহরিকে হৃদয়ে ধারণ-পূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হন, তিনিই—'নরোত্তম'।

প্রাচীনকালে বৈদিক-সন্ন্যাসিগণ দশটী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বদিক-সন্ন্যাসিগণ কেহ কেহ ত্রিদণ্ড, কেহ বা একদণ্ড গ্রহণ করিতেন।

একদণ্ডী দশনামী সন্ন্যাসী

পরবর্ত্তিকালে নির্ব্বিশেষবাদী জ্ঞানি-সম্প্রদায় উপাসনা-মার্গকে কর্ম্মকাণ্ডের অন্যতম মনে করিয়া ভক্ত ও কর্ম্মী-ত্রিদণ্ডিগণের সহিত মতভেদ স্থাপন পূর্ব্বক ত্রিদণ্ড-গ্রহণের পরিবর্ত্তে একদণ্ডের ব্যবস্থা করেন। ত্রিদণ্ডিগণের বহূদক-অবস্থা কালেও বাগ্‌দণ্ড বা ব্রহ্মদণ্ড, মনোদণ্ড বা বজ্রদণ্ড এবং কায়দণ্ড বা ইন্দ্রদণ্ড প্রাদেশ-প্রমাণহীন জীব-দণ্ডের সহিত সম্মিলিত হইয়া ত্রিদণ্ডে চারিটী দণ্ড একত্র সংশ্লিষ্ট থাকেন। বেদ-শাস্ত্রের নানাস্থানে ত্রিদণ্ড ও একদণ্ডের সম্বন্ধে আলোচনা রহিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত বিশেষভাবে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসের কথা বলিয়াছেন। বিংশতি-ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ অনেকস্থলেই

ত্রিদণ্ডের কথা এবং স্থানে স্থানে একদণ্ডের কথা বলিয়াছেন। শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ে বৈদিক ত্রিদণ্ডি-দশনামী-সন্ন্যাসীর কথা প্রচলিত থাকিলেও তাঁহারা রামানুজীয় আর্য্যস্বামী বলিয়া বিনির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন।

বৈদিক দশনামী-সন্ন্যাসিগণের মধ্যে ত্রিদণ্ডী ও একদণ্ডী উভয়ই ছিলেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য অষ্টোত্তরশতনামী বৈদিক ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসিগণের তালিকা হইতে দশটী নাম গ্রহণ করিয়া উহাদের আনুকরণিক ক্ষুদ্র-সংস্করণরূপে দশনামী-সন্ন্যাসিধারা স্বীয় সম্প্রদায়-মধ্যে প্রবর্ত্তন করেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য-সম্প্রদায়ে দশনামী-সন্ন্যাস-প্রথা দেখিয়া অনেকে মনে করেন, ইহা বুঝি শঙ্কর সম্প্রদায়েরই স্বায়ত্তীকৃত ব্যাপার; কিন্তু প্রকৃত তথ্য তাহা নহে। প্রাচীন বৃদ্ধ মনুসংহিতায় লিখিত আছে, পুরাকালে সন্ন্যাস-প্রবর্ত্তক দশজন আচার্য্য উদ্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই অচ্যুত-গোত্রীয়। কিন্তু শঙ্কর-সম্প্রদায়ে চ্যুত-গোত্রীয় কশ্যপ-সন্তান পদ্মপাদ গোবর্দ্ধন-মঠে, এবং ভার্গব-গোত্রীয় ত্রোটক জ্যোতির্ম্মঠে প্রতিষ্ঠিত হন। শঙ্করপ্রবর্ত্তিত সন্ন্যাসে সকলেরই চ্যুত-গোত্রাভিমান প্রবল। কিন্তু বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায় সেইপ্রকার চ্যুতকুল বা ব্রাহ্মণকুলকেই ব্রহ্ম-সন্ন্যাসের যোগ্য বলিয়া মনে করেন না। স্থূল-শরীর চ্যুত-গোত্র হইতে উৎপন্ন হয় সত্য, কিন্তু যজ্ঞ-দীক্ষাক্রমে ত্রিজগণ সকলেই অচ্যুত-গোত্রীয়। অচ্যুত-গোত্রীয় সকলেই বাহ্য-পরিচয়ে ব্রাহ্মণ-কুল।

অষ্টোত্তর-শতনামী বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী

আমাদের বাসুদেব, বৈদিক-একদণ্ড-সন্ন্যাস কেবলাদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য্যের স্বায়ত্তীকৃত ব্যাপার নহে এবং বেদোক্ত অদ্বয়জ্ঞানেই দ্বৈত নিত্য-বর্ত্তমান আছে, জানাইবার জন্যই একদণ্ড-সন্ন্যাস-গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত-প্রচারক-লীলাভিনয়কারী

এবং ব্রহ্ম-মাধ্বাম্নায়-স্বীকারকারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব পরবর্ত্তিকালে বৈদিক একদণ্ড-সন্ন্যাস স্বীকার করিয়াও তাহার মধ্যে ত্রিদণ্ড ও জীবদণ্ড এই দণ্ড-চতুষ্টয়ে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ব্যূহ-চতুষ্টয়ই—সেই বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সমন্বিত একল-বিষ্ণু,—ইহা প্রদর্শনার্থ বাহ্যে একদণ্ড স্বীকারের লীলা প্রদর্শন করেন।

বাসুদেবের একদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণের কারণ

মধ্যগেহ-নন্দন বাসুদেব বিষ্ণু-বিদ্বেষিগণকে দণ্ডিত করিবার জন্য দণ্ড-ধারণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং বিষয়-পরিত্যাগে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া শ্রীহরির অনুজ্ঞা লাভের জন্য শ্রীহরিকে প্রণাম করিলেন। বাসুদেবের মাতা-পিতা বালককে এইরূপ প্রণাম করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! তুমি উদাসীনের মত কাহাকে লক্ষ্য করিয়া প্রণাম করিতেছ? তুমি বালক, তোমাতে এই প্রকার উদাসীনতা শোভা পায় না, ইহার কারণ কি, আমাদের নিকট ব্যক্ত করিয়া বল।" বাসুদেব তখন মাতা-পিতাকে বলিলেন,—"আমি জগদ্‌গুরু বাসুদেবের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিতেছি।"

একদিন বাসুদেব হস্তে একখানি যষ্টি ধারণ পূর্ব্বক পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"পিতঃ, আমি অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়াছি।' এখন মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া জগতে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত প্রচার করিব।" মধ্যগেহ বালকের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—"যদি তোমার ন্যায় একটী সামান্য বালক মায়াবাদ নিরাস করিয়া জগতে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত প্রচার করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে তোমার হস্তধৃত শুষ্ক যষ্টিখণ্ডের পক্ষেও মহা-বৃক্ষরূপে পরিণত হওয়া অসম্ভব নহে" অর্থাৎ যেমন

বাসুদেবের সিদ্ধান্ত-প্রচারে দৃঢ়সঙ্কল্প

শুষ্ক যষ্টিখণ্ডের পক্ষে বিশাল সজীব বৃক্ষরূপে পরিণত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব, তদ্রূপ বালক বাসুদেবের পক্ষেও প্রবল মায়াবাদ নিরাস করিয়া জগতে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত প্রচার করা সম্পূর্ণ অসম্ভব,—ইহাই মধ্যগেহের অভিপ্রায়। পিতার এই কথা শ্রবণ করিয়া বাসুদেব বলিলেন,—"পিতঃ, ভগবচ্ছক্তি-প্রভাবে এই যষ্টিখণ্ডের যেরূপ মহা-বৃক্ষরূপে পরিণতি কিছুমাত্র অসম্ভব নহে, তদ্রূপ আমার ন্যায় বালকের পক্ষেও মায়াবাদ খণ্ডন পূর্ব্বক জগতে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-স্থাপন কোনরূপে অসম্ভব হইতে পারে না।" এই বলিয়া বাসুদেব তাঁহার হস্তধৃত যষ্টিখণ্ডকে মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত করিবামাত্র উহা মহা-বটবৃক্ষরূপে পরিণত হইল। এখনও পাজকা-ক্ষেত্রে সেই মহা-বটবৃক্ষরাজ বিরাজিত থাকিয়া শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের অলৌকিক প্রভাবের স্মৃতি দর্শকবৃন্দের হৃদয়ে জাগরূক করিয়া দিতেছে!

মধ্যগেহ বালক-কাল হইতেই বাসুদেবের বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার ও পর-মত-খণ্ডনে অসামান্য উৎসাহ এবং প্রবল আত্ম-প্রত্যয় দর্শন করিয়া পুত্র পরবর্ত্তিকালে গৃহধর্ম্মে আসক্ত হইবে না, বুঝিতে পারিলেন। তিনি বাসুদেবকে বিবাহ-বন্ধন-দ্বারা গৃহে আবদ্ধ করিবার জন্য মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন। বুদ্ধিমান বাসুদেব কিন্তু মাতা-পিতার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন। যাঁহার হৃদয় জগতের বন্ধন মোচন করিবার জন্য সদা সমুৎসুক, যিনি নিখিল দুঃশাস্ত্রকে তিরস্কার করিয়া জগতে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-স্থাপনার্থ বিষ্ণু-কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট—বিষ্ণুশক্তি দ্বারা আবিষ্ট, সেই পুরুষ-কেশরীকে বন্ধন করিতে পারেন, জগতে এমন কে আছেন?

দ্বাদশ অধ্যায়

অচ্যুতপ্রেক্ষ

রজতপীঠপুরস্থ মাধ্বগণ বলেন,—হংসরূপী নারায়ণ হইতে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা।দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা হইতে চতুঃসন, চতুঃসন হইতে দুর্ব্বাসা বৈষ্ণবী-দীক্ষায় দীক্ষিত হন। দুর্ব্বাসা হইতে পরতীর্থ-যতি, পরতীর্থ হইতে সত্যপ্রজ্ঞ, সত্যপ্রজ্ঞ হইতে প্রাজ্ঞতীর্থ শিষ্য-পরম্পরায় বিষ্ণূপাসনায় দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এই প্রাজ্ঞতীর্থ-যতি জ্ঞানে ও পাণ্ডিত্যে তদানীন্তন পারমার্থিক-সমাজে অদ্বিতীয় ছিলেন; এমন কি, মায়াবাদিগণও প্রাজ্ঞতীর্থকে তাঁহাদের কেবলাদ্বৈত-মতে সদ্‌গুরুস্বরূপ জ্ঞান করিয়া সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকিতেন।

তত্ত্ববাদ গুরু-পরম্পরা

মধ্বাচার্য্যের শিষ্য ত্রিবিক্রমাচার্য্যের পুত্র নারায়ণ পণ্ডিত বলেন যে, শঙ্করাচার্য্যের দেহত্যাগ-সময়ে পদ্মপাদাদি শঙ্কর-শিষ্য-সমূহ শঙ্করের নিকট উপস্থিত হইয়া স্ব-স্ব কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিলে শঙ্করাচার্য্য শিষ্যগণকে জগতে কেবলাদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠার জন্যই প্রযত্ন করিবার আদেশ প্রদান করেন। আরও বলেন যে, কেবলাদ্বৈতবাদের ভীষণ শত্রুস্বরূপ দ্বৈতসিদ্ধান্ত-পণ্ডিত প্রাজ্ঞতীর্থ-যতিকে যে কোন প্রকারে হউক, কেবলাদ্বৈত-মতে আনয়ন করিতে না পারিলে জগতে অপ্রতিহতভাবে কেবলাদ্বৈতবাদ প্রচারিত হওয়া সম্ভব নহে। গুরুর এইরূপ আদেশ ও অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া পদ্মপাদাদি শিষ্যগণ প্রাজ্ঞ-

কেবলাদ্বৈতবাদিগণের প্রাজ্ঞতীর্থের প্রতি অত্যাচার

তীর্থকে যে কোন প্রকারে হউক কেবলাদ্বৈত-মতে আনয়ন করিবার জন্য চেষ্টান্বিত হইলেন। তৎকালে প্রাজ্ঞতীর্থ-যতি নন্দিগ্রামস্থ কোনও একটী মঠের মঠাধীশরূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অচ্যুতপ্রেক্ষ নামক শিষ্যের দ্বারা সেবিত হইতেছিলেন। কেবলাদ্বৈতিগণ প্রাজ্ঞতীর্থ-যতিকে স্বমতে আনয়ন করিবার জন্য তাঁহার মঠে অগ্নি প্রদান করেন এবং বহু দ্বৈতসিদ্ধান্তপূর্ণ গ্রন্থরাজি নষ্ট করিয়া দেন। এমন কি, প্রাজ্ঞতীর্থ-যতির নিকট হইতে দণ্ড-কমণ্ডলু কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে কেবলাদ্বৈতি-গণের ন্যায় ত্রিপুণ্ড্রাদি ধারণ করাইয়া দেন এবং তাঁহাকে 'সোঽহং' মন্ত্র জপ করিতে আদেশ করেন। প্রাজ্ঞতীর্থ কেবলাদ্বৈতিগণের দ্বারা এইরূপ নির্য্যাতিত হইয়া বাহ্যে কেবলাদ্বৈতিগণের আচার-ব্যবহার গ্রহণ করিলেন ; কিন্তু অন্তরে তিনি বিষ্ণূপাসনা হইতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইলেন না।

অচ্যুতপ্রেক্ষের উপদেশ

অচ্যুতপ্রেক্ষ প্রাজ্ঞতীর্থের উপযুক্ত শিষ্য ছিলেন। তাঁহার সংযম, বৈরাগ্য, দীনতা এবং সর্ব্বোপরি অচ্যুতনিষ্ঠা তাঁহাকে সার্থকনামা করিয়াছিল। কথিত হয় যে, এই অচ্যুতপ্রেক্ষ তাঁহার পূর্ব্ব-জন্মেও মুকুন্দ-সেবায় মত্ত থাকিয়া মধুকর-বৃত্তিতেই জীবনধারণ করিতেন; তিনি কতিপয় বৎসর শ্রীদ্রৌপদী দেবীর স্বহস্ত-পাচিত এবং শ্রীকৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট পবিত্রতম অন্ন গ্রহণ করিয়া হস্তিনাপুরে এবং পাণ্ডব-রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিচরণ করিয়াছিলেন। শ্রীপ্রাজ্ঞতীর্থ-যতি তাঁহার অন্তিমকাল নিকটবর্ত্তী জানিয়া ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞানেচ্ছু উপনিষদ্-বিদ্যাবিশারদ বিনীত শিষ্য অচ্যুতপ্রেক্ষকে একান্তে আহ্বান পূর্ব্বক সস্নেহে বলিলেন,—"অচ্যুত! 'আমি স্বয়ংই—ব্রহ্ম, আমার অতিরিক্ত আর কিছুই নাই'—মায়াবাদীর এইরূপ অবৈদান্তিক স্বকপোল-কল্পিত সিদ্ধান্তে কখনই বিশ্বাস করিও না। বেদান্তে জীব ও ব্রহ্মের

গুণ-সৌসাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া যে একত্বের ইঙ্গিত আছে, তাহা উপাসনার সৌকর্য্যার্থে জানিবে। 'নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ' অর্থাৎ অদেব যে প্রকার দেবতার অর্চ্চন করিতে পারে না, সেইরূপ চেতন না হইলে পরম চেতনের অর্চ্চনা হয় না। সেবার সৌকর্য্যার্থ সেব্য-সেবকের সৌসাদৃশ্য কখনই একত্ব নহে, ইহা কখনই বিস্মৃত হইও না। ভ্রান্ত কেবলাদ্বৈতবাদিগণ অসুরমোহনপর বেদান্তের ভাষ্যের দ্বারা বিমোহিত হইয়া যে আত্ম-বঞ্চনা ও লোক-বঞ্চনায় প্রমত্ত হইয়াছে, প্রাণান্তেও সেই ভ্রান্ত-মত স্বীকার করিও না।" প্রাজ্ঞতীর্থ-যতি স্বীয় স্নিগ্ধ শিষ্য অচ্যুতপ্রেক্ষকে এইরূপ উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক পরলোক গমন করিলেন। এদিকে অচ্যুতপ্রেক্ষ শ্রীগুরুদেবের আদেশ শিরে ধারণ করিয়া মুকুন্দ-সেবায় রত থাকিলেন। ভাবিকালে কেবলাদ্বৈতিগণের মঙ্গলবিধানের জন্য অন্তরে অচ্যুতনিষ্ঠা এবং বাহ্যে বিমুখ-বঞ্চনা করিয়া কেবলাদ্বৈতবাদিগণের ন্যায় অবস্থান পূর্ব্বক মায়াবাদ-ভাষ্য অধ্যয়ন-অধ্যাপনাদি করিতে থাকিলেন। পাজকাক্ষেত্রে শ্রীনারায়ণ ভট্টের গৃহে বাসুদেবের আবির্ভাবের পর হইতে অচ্যুতপ্রেক্ষের হৃদয়ে স্বতঃই নির্ভীকতা ও আনন্দের সঞ্চার হইল। এদিকে অচ্যুতপ্রেক্ষ রজতপীঠপুরস্থ অনন্তেশ্বর দেবালয়ে আগমন করিয়া শেষশায়ী বিষ্ণুর আরাধনা করিতে লাগিলেন।

অচ্যুতপ্রেক্ষের প্রতি দৈব-বাণী

একদিন অচ্যুতপ্রেক্ষ রজতপীঠপুরে একটী দৈববাণী শুনিতে পাইলেন ;—"হে অচ্যুতপ্রেক্ষ! তুমি শীঘ্রই তোমার কোন এক শিষ্যের নিকট আমার তত্ত্ব জানিতে পারিবে, জগৎ হইতে অচিরেই মায়াবাদ-রাহু পলায়ন করিবে, তোমার সেই শিষ্যের দ্বারা ভগবৎসেবাপরায়ণ সজ্জনগণের আনন্দ-বর্দ্ধন হইবে।"

বাসুদেব গুরু-গৃহে পাঠ সমাপন করিয়া পারমার্থিক সদ্‌গুরুর অনুসন্ধানের জন্য ব্যাকুলমনা হইয়া একাকী গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছেন। মাত্র ১০ বৎসর বয়স্ক বালক এই অল্প বয়সেই বেদ-বেদান্ত-বিদ্যায় স্বতঃসিদ্ধ-ভাবে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন—বেদ-বেদান্তের সার-গাথা বুঝিতে পারিয়াছেন,—

বাসুদেবের সদ্‌গুরু অনুসন্ধান

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

(শ্বেতাশ্বঃ ৬।২৩)

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥

(মুণ্ডক ১।২।১২)

তাই তিনি সদ্‌গুরুর অনুসন্ধানে ছুটিয়াছেন—অন্তর্যামী মুকুন্দকে সর্ব্বদা জানাইতেছেন,—"প্রভো! তুমি মহান্ত-সদ্‌গুরুরূপে আমার নিকট প্রকাশিত হও, জগতে ভগবদ্ভক্তির সাম্রাজ্য স্থাপন করিবার শক্তি দাও, তোমার সেবা-প্রথা জগতে প্রকাশিত কর।" জগদ্‌গুরু বাসুদেব আজ লোক-শিক্ষার্থ এই পারমার্থিক সদ্‌গুরুর অনুসন্ধান করিতে করিতে রজতপীঠপুরের অনন্তেশ্বর-দেবালয়ে উপস্থিত হইলেন—উপস্থিত হইয়া অনন্তেশ্বরকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার সম্মুখে এক পরম দিব্যকান্তি সন্ন্যাসি-মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া আকৃষ্ট হইলেন। পরস্পর পরস্পরকে দেখিবামাত্র যেন কতকালের পূর্ব্ব পরিচয়ের অর্গল-রুদ্ধ-দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। উভয়ের হৃদয়ে হৃদয়ে,—নয়নে নয়নে ভাবের বিনিময় হইল—পরস্পরের মধ্যে

ঐক্যতানের তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল। বাসুদেব বুঝিতে পারিলেন, অন্তর্যামী ভগবান্ তাঁহার অন্তরের অভীষ্ট জানিতে পারিয়া আজ এই সন্ন্যাসি-মূর্ত্তিরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। এই সন্ন্যাসি-মূর্ত্তি—অচ্যুতেরই প্রকাশ-বিগ্রহ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বাসুদেবের সন্ন্যাস

বাসুদেব মাতা, পিতা বা আত্মীয়-স্বজন কাহাকেও না জানাইয়াই একাকী সদ্‌গুরুর অনুসন্ধান এবং তাঁহার পাদপদ্মে চিরতরে আত্ম-বিক্রয়ের আদর্শ প্রদর্শনের জন্য গৃহ পরিত্যাগ করিয়া রজতপীঠপুরে চলিয়া আসিয়াছেন। বাসুদেব তখন মাতা-পিতার একমাত্র পুত্র—মাতা-পিতার নয়নের মণি, আত্মীয়-স্বজন, সমাজ, দেশ,—সকলেরই একমাত্র প্রাণস্বরূপ; কিন্তু বাসুদেবের হৃদয় আজ বিশ্ব-জীবের দুঃখে আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছে। সামান্য গৃহ-সুখ, আত্মীয়স্বজনের স্নেহ-সম্ভাষণের আপাত-মোহ—যাহা জীবকে জন্মজন্মান্তর জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত গৃহব্রত-ধর্ম্মে আবদ্ধ করিয়া রাখে, সেই গৃহাসক্তির ক্ষুদ্র মোহ বিশ্বজীব-দুঃখকাতরতার সহিত তুলাদণ্ডে স্থাপন করিলে কত অকিঞ্চিৎকর, তাহা জানাইবার জন্য বাসুদেব মাতা-পিতা প্রভৃতি গুরুবর্গ, এমন কি, বয়স্য স্বজনগণকেও না বলিয়া সন্ন্যাস-গুরুর সন্ধানে ছুটিয়াছেন।

সন্ন্যাসগ্রহণে ব্যাকুলতা

সাধারণ লৌকিক বিচার এই যে, সর্ব্ব-বিষয়েই মাতা-পিতার অনুমতি গ্রহণ করা আবশ্যক। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, মাতা-পিতার অনুমতি ব্যতীত ধর্ম্মাদি যাজন বা সন্ন্যাসাদি আশ্রমান্তর-গ্রহণ করা বিশেষ দোষাবহ। এইরূপ বিচারসম্পন্ন ব্যক্তিগণ বলেন যে, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি লোকমান্য পুরুষগণও যে কোন প্রকারে হউক মাতা-পিতার অনুমতি গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাস-বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপ বিচার যে সম্পূর্ণ

ভোগোন্মুখ সংসার

প্রাকৃত ও কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ ভোগিসম্প্রদায়ের ভোগোত্থ-ধারণাপুষ্ট, তাহা আমরা শ্রীবাসুদেবের আচরণে প্রমাণিত দেখিতে পাই। আব্রহ্মস্তম্ব—কৃষ্ণবহির্ম্মুখ; জীবমাত্রেই নিজে হরিভজনহীন এবং মাৎসর্য্য ও ভোগবুদ্ধি-নিবন্ধন পরের হরিভজনের বিরোধী। জগতে মাতা-পুত্রে, পিতা-পুত্রে, স্বামী-স্ত্রীতে, ভ্রাতা-ভ্রাতায়, স্বজন-স্বজনে, বন্ধু-বন্ধুতে পরস্পর ভোগবুদ্ধি প্রচ্ছন্ন ও অপ্রচ্ছন্নরূপে অবিচ্ছিন্ন স্রোতধারার ন্যায় সর্ব্বদা প্রবাহিত। সুতরাং যখনই ইঁহাদের মধ্যে কেহ হরিভজনের জন্য অগ্রসর হইবার প্রয়াস দেখান, তখনই তন্মধ্য হইতে আর একজন তাঁহার ভোগ্য (?) বস্তু চিরকালের তরে ভগবানের ভোগে উৎসর্গীকৃত হইবে ভাবিয়া, তাহার মুখের গ্রাস অপরে কাড়িয়া লইতেছে মনে করিয়া হরি ভজনোন্মুখ ব্যক্তিকে যে হরিভজনে বাধা প্রদান করিবে, ইহা অতি স্বাভাবিক। মাতা-পিতা 'ভক্ত' অভিমান করেন, পুত্রের ভগবদ্ভজনে বিঘ্নকারী নহেন বলিয়া পুত্রের নিকট 'প্রতিজ্ঞাপত্র' প্রদান করিয়া থাকেন ততক্ষণ, যতক্ষণ না তাঁহারা তাঁহাদের পুত্রকে নিজের অধীনে রাখিয়া—নিজের সেবায় নিযুক্ত করিয়া পুত্রকে ভোগ করিয়া লইতে পারেন। কিন্তু যখন বুঝিতে পারেন যে, পুত্র আর তাঁহাদের কল্পিত ভোগের বস্তু না হইয়া কৃষ্ণের ভোগ্য, কৃষ্ণের নৈবেদ্য—কৃষ্ণসেবার উন্মুক্ত উপকরণ হইবার জন্য অগ্রসর হইতেছে, তখন তাঁহারা সেইরূপ পুত্রের হরিভজনে বাধা প্রদান করিবার জন্য স্বর্গমর্ত্ত্য আলোড়ন করিতেও পশ্চাৎপদ হন না। ইহা যে কেবল পুত্রের প্রতি মাতা-পিতার ব্যবহারে লক্ষিত হয়, তাহা নহে, যেখানে পুত্র নিজের স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া আপনাকে কাহারও পুত্র বলিয়া অভিমান করেন, সেখানে পুত্রও সেইরূপ হরিভজনোন্মুখ মাতা-পিতার হরিভজনে বাধা প্রদান করিবার জন্য

শতমুখী চেষ্টা দেখাইয়া থাকেন। স্বামী, স্ত্রী, স্বজন, বন্ধু অভিমানেও এইরূপ ভোগ-বিলাস-বৈচিত্র্যের তাণ্ডব-নৃত্য জগতে কতই না দৃষ্ট হইয়া থাকে!

বাসুদেবের রজতপীঠ-পুরে পলায়ন

বাসুদেবের চিত্তে বাল্যেই এই সকল কথা স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল। তাই মাত্র দ্বাদশবর্ষ বয়স্ক কিশোর বালক মাতা, পিতা, স্বজন, বন্ধু কাহারও কোনপ্রকার অপেক্ষা না করিয়া কিম্বা তাঁহাদের নিকট নিজ সঙ্কল্প না জানাইয়াই পাজকাক্ষেত্র হইতে রজতপীঠপুরে শ্রীঅচ্যুতপ্রেক্ষের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মাতা-পিতার অনুসন্ধান

এদিকে পুত্রবৎসল জনক-জননী বাসুদেবকে গৃহে দেখিতে না পাইয়া বিভিন্ন স্থানে তাঁহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন এবং লোকমুখে জানিতে পারিলেন যে, বাসুদেব কৃষ্ণানুসন্ধানার্থ সন্ন্যাসাশ্রম-গ্রহণে দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া রজতপীঠপুরে শ্রীঅচ্যুতপ্রেক্ষ নামক এক যতির আনুগত্য করিতেছেন। এই কথা শুনিবামাত্রই মাতা-পিতা উভয়ে পুত্রকে স্ব-গৃহে ফিরাইয়া আনিবার জন্য রজতপীঠপুরে উপস্থিত হইলেন এবং বাসুদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের বিরহ-বেদনা ও নানাপ্রকার অভিযোগ জানাইতে লাগিলেন,—"বৎস বাসুদেব, তুমি আমাদের প্রাণ, তুমি গৃহ পরিত্যাগ করিলে নিশ্চয়ই আমাদের শরীরে প্রাণ থাকিবে না। তুমি বুদ্ধিমান এবং বিদ্বান্, মাতা-পিতাকে ক্লেশ দেওয়া তোমার কখনই উচিত নহে। তুমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তোমার এই জরাজীর্ণ মাতা-পিতার প্রাণবধের ভাগী তোমাকেই হইতে হইবে; সুতরাং এরূপ কার্য্য তোমার ন্যায় সুযোগ্য পুত্রের দ্বারা সাধিত হওয়া উচিত নহে।

আর যদি বল, ইহাতে আমাদের প্রাণবধ হইবে না, তাহা হইলেও বলি, জরাজীর্ণ ও অনাথ মাতা-পিতা জীবিত থাকিতে পুত্রের সন্ন্যাস গ্রহণ হইতে পারে না। জগতে মাতা-পিতাই—প্রত্যক্ষ দেবতা, তাঁহাদের সেবা করিলে ভগবান্ সন্তুষ্ট হন। আর গৃহে থাকিয়া কি ভগবদ্ভজন হয় না? রাজর্ষি জনকাদি রাজৈশ্বর্য্যে পরিবেষ্টিত হইয়াও হরিভজন করিয়াছিলেন, তুমিও গৃহে অবস্থিত হইয়াই হরিভজন কর।”

মাতা-পিতার প্রতি পুত্রের উপদেশ

বাসুদেব মাতা-পিতার এই বিলাপোক্তি ও উপদেশ শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—“আপনাদের উক্তি যথার্থ, আপনারা প্রাণের উপাসনা করুন। শকুনী যেরূপ ব্যাধের জালে আবদ্ধ হইয়া নানাদিকে আশ্রয়ের অনুসন্ধান করে, কিন্তু কোথায়ও আশ্রয় না পাইয়া অবশেষে সেই বন্ধন-দশাকেই স্বীকার করিয়া থাকে, জীবও সেইরূপ জগতের বহু বস্তুকে আশ্রয়নীয় মনে করিয়া তাহাদিগকে অবলম্বন করিতে চাহে, কিন্তু যখন কোথায়ও আশ্রয় পায় না, তখন একমাত্র প্রাণেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। সেই প্রাণের বন্ধনে বদ্ধ হইলেই জীব কৃতকৃত্য হইতে পারে। আপনাদের কৃপায় যখন আচার্য্যের নিকট উপনিষৎ পাঠ করিয়াছিলাম, তখন এই উপদেশই প্রাপ্ত হইয়াছি,—

“স যথা শকুনিঃ সূত্রেণ প্রবদ্ধো দিশং দিশং পতিত্বান্যত্রায়তনমলব্ধ্বা বন্ধনমেবোপশ্রয়ত এবমেব খলু সোম্য তন্মনো দিশং দিশং পতিত্বান্য-ত্রায়তনমলব্ধ্বা প্রাণমেবোপশ্রয়তে প্রাণবন্ধনং হি সোম্য মন ইতি।”

ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুই সকল প্রাণের প্রাণ, নিখিল প্রাণী তাঁহাকে আশ্রয় করিলেই প্রাণময় ও অমৃতময় হইতে পারে। সেই প্রাণকে যাঁহারা আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের মৃত্যু নাই,—

"শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্, বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ।
চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥"

আপনারা যখন আমার শুভানুধ্যায়ী, তখন আমারও যাহাতে প্রাণরক্ষা হয়, সে বিষয়ে আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য রাখিবেন। কারণ, আপনাদের কৃপায় গুরু-গৃহ হইতে শাস্ত্রের বাক্য জানিতে পারিয়াছি,—

> গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
> পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
> দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ
> ন মোচয়েদ্যঃ সমুপেত-মৃত্যুম্ ॥

ভক্তিপথের উপদেশ দ্বারা যিনি সমুপস্থিত মৃত্যুরূপ সংসার হইতে মোচন করিতে না পারেন, সেই গুরু 'গুরু' নহেন, সেই স্বজন 'স্বজন'-শব্দবাচ্য নহেন, সেই পিতা 'পিতা' নহেন অর্থাৎ তাঁহার পুত্রোৎপত্তি-বিষয়ে যত্ন করা উচিত নহে, সেই জননী 'জননী' নহেন অর্থাৎ সেই জননীর গর্ভধারণ কর্ত্তব্য নহে, সেই দেবতা 'দেবতা' নহেন অর্থাৎ যে সকল দেবতা জীবের সংসার-মোচনে অসমর্থ, তাঁহাদিগের মানবের নিকট পূজা গ্রহণ করা উচিত নহে, আর সেই পতি 'পতি' নহেন অর্থাৎ তাঁহার পাণিগ্রহণ করা উচিত নহে। তাৎপর্য্য এই, যাঁহারা জীবকুলকে ভগবদ্বৈমুখ্যজনিত অনর্থ হইতে মোচন করিতে পারেন না, তাদৃশ গুর্ব্বাদিকে পরিত্যাগ করিবে। যেমন, পূর্ব্বকালে মহাত্মা বলি স্বীয় গুরু শুক্রাচার্য্যকে, বিভীষণ স্বীয় স্বজন রাবণকে, প্রহ্লাদ পিতা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে, ভরত স্বীয় মাতা কৈকেয়ীকে, খট্বাঙ্গরাজা দেবতাগণকে, যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণীগণ

স্বীয় পতি যাজ্ঞিক-বিপ্রগণকে তাঁহাদিগের ভগবদ্‌বিমুখতার জন্য 'দুঃসঙ্গ' জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

বাসুদেব আরও বলিলেন,—হে পিতঃ, মুকুন্দ-সেবার্থ সন্ন্যাস-গ্রহণের কোন কালাকাল নাই—কাহারও অপেক্ষা করিতে নাই। যেদিন এই সংসারের প্রতি প্রকৃত বৈরাগ্য আসিবে, সেই দিনই তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবেন,—"যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ।"

দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক হরিভজনের কালাকাল নাই

মাতা-পিতা প্রত্যক্ষ দেবতা বটে, কিন্তু অপরোক্ষ দেবতা—ভগবান্ বিষ্ণু—যিনি নিখিল মাতা-পিতারও দেবতা, তাঁহার সেবা ব্যতীত নিখিল মাতা-পিতা জন্ম-জন্মান্তরের পুন্নামক নরক হইতে ত্রাণ লাভ করিতে পারেন না। "তস্মিন তুষ্টে জগত্তুষ্টম্।" সেই অতীন্দ্রিয় পুরুষোত্তম বিষ্ণু পরিতৃপ্ত হইলেই জগতের সকলের পরিতৃপ্তি ঘটে,—

তস্মিন্ তুষ্টে জগৎতুষ্টম্

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥

যেরূপ বৃক্ষের মূলে জলসেচন করিলে উহার স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা প্রভৃতি সকলই সঞ্জীবিত হয়, প্রাণে আহার্য্য প্রদান করিলে (অর্থাৎ ভোজন করিলে) যেরূপ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধিত হয়, সেইরূপ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের পূজা দ্বারাই নিখিল দেবপিত্রাদির পূজা হইয়া থাকে। পিতঃ, আপনার পূজনীয় পুরাণ-শিরোমণি ভাগবত শাস্ত্র বলিয়াছেন, যিনি সংসারের সকল কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিয়া, বাসুদেবই—সকল,—এই জ্ঞানে সেই অখিললোকশরণ্য শ্রীমুকুন্দের পাদপদ্মে সর্ব্বান্তঃকরণে

শরণাগত হন, তিনি ভগবদ্‌বিমুখ কর্ম্মফলবাধ্য সাধারণ মানবের ন্যায় দেবতা, ঋষি, কোনও ভূত (প্রাণী), স্বজন বা পিতৃলোকের ঋণে ঋণী নহেন।

শরণাগত কোন ঋণে ঋণী নহেন

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্॥

(ভাঃ ১১।৫।৪১)

বাসুদেবের মাতা-পিতা পুত্রের ঐশ্বর্য্য-প্রভাবেই হউক বা তাঁহার অতিমর্ত্ত্য-ব্যক্তিত্বের আকর্ষণেই হউক, পুত্রকে নানা কাতরোক্তি জানাইয়া প্রদক্ষিণ ও দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। তখন বাসুদেব বলিলেন—"এই জগতে পুত্র কখনও মাতা-পিতার প্রণম্য হয় না, কিন্তু আপনারা যখন প্রকাশ্যে আমাকে প্রণাম করিয়াছেন, তখন বুঝিতে হইবে, বিধাতা স্বয়ংই আপনাদের দ্বারা আমার সন্ন্যাসের অনুজ্ঞা প্রদান করাইয়াছেন।" সপত্নীক মধ্যগেহ ইহার কোন উত্তর দিতে না পারিয়া অচ্যুতপ্রেক্ষ যাহাতে বাসুদেবকে সন্ন্যাস প্রদান না করেন, তজ্জন্য তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। গৃহে প্রত্যাগত হইবার পর তাঁহাদের এক একটি ক্ষণ যেন কল্প-পরিমিত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তাঁহারা নিরন্তর পুত্রের মুখচন্দ্র ধ্যান করিতে করিতে উন্মত্তের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

মাতা-পিতার দ্বারা কৌশলে সন্ন্যাস-অনুমোদন

ইহার পর একদিন মধ্যগেহ বেত্রবতীনদী পার হইয়া কোনও এক মঠে পুত্রের অনুসন্ধান করিতে করিতে উপনীত হইলেন। সেখানে দেখিলেন, অচ্যুতপ্রেক্ষের সম্মুখে বাসুদেব অত্যন্ত বিনীতভাবে বসিয়া গুরুর উপদেশ লাভ করিতেছেন। ইহা দেখিয়াই মধ্যগেহ বিচার করিলেন—'বাসুদেব নিশ্চয়ই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে, অতএব যদি আমি বাসুদেব-সমক্ষে আত্মহত্যার প্রতিজ্ঞা করি, তবেই বাসুদেবকে ঐ কার্য্য হইতে বিরত করা যাইবে, এতদ্ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই।' মধ্যগেহ মহাজনলঙ্ঘনভীরু হইলেও পুত্রবাৎসল্যে অধীর হইয়া অচ্যুতপ্রেক্ষকে বলিলেন,—"যদি বাসুদেব কৌপীন ধারণ করে, তবে আমি এখানেই আত্মহত্যা করিব। যদি বাসুদেবকে পিতৃহত্যা ও ব্রাহ্মণহত্যা হইতে রক্ষা করিতে চাহেন, তবে আপনি কিছুতেই বাসুদেবকে সন্ন্যাস প্রদান করিবেন না।"

অচ্যুতপ্রেক্ষের প্রতি মধ্যগেহ

বাসুদেব মধ্যগেহের এই প্রতিজ্ঞা শুনিবামাত্র নিজের পরিধেয় বস্ত্র ছিন্ন করিয়া তাহা কৌপীনাকারে ধারণপূর্ব্বক পিতাকে বলিলেন,—"হে পিতঃ! আপনি আপনার প্রতিজ্ঞাত সাহসিক-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন। দেখি ত' আপনি সত্য-সত্যই আত্মহত্যা করিতে পারেন কি না?" এই কথা বলিয়াই বাসুদেব পুনরায় পিতাকে অনুনয়-সহকারে বলিলেন,—"আপনি শুভকর্ম্মে বিঘ্ন উৎপাদন করিবেন না। যদিও সন্ন্যাসীর বিঘ্ন সাধনের জন্য এ জগতের সকলেই প্রস্তুত, এমন কি, দেবতাগণ পর্য্যন্ত সন্ন্যাসীর পদবীকে দেবতাগণের উচ্চপদ হইতেও অনেক উচ্চে অবস্থিত জানিয়া সন্ন্যাসগ্রহণেচ্ছুর নানাপ্রকার বিঘ্ন উৎপাদন করিবার জন্য প্রস্তুত হন,

পিতা ও পুত্রের মধ্যে কাহার জয়?

তথাপি আপনার ন্যায় শাস্ত্রকুশল ধার্ম্মিক ব্যক্তির পক্ষে পুত্রের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া তাহার উন্নতির পথ প্রতিরোধ করা উচিত নহে।"

মধ্যগেহ ইহা শুনিয়া বলিলেন—"বাসুদেব! ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ মাতা-পিতার রক্ষণ ব্যতীত পুত্রের অন্য কোন মঙ্গলের কথা বলেন নাই, বিশেষতঃ তোমার যে দুইটি কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিল, তাহারাও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। তুমি সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিলে আমাদের এই বৃদ্ধ-কালে আর কেহই রক্ষক থাকিবে না।"

বাসুদেব বলিলেন—'মাতা-পিতার পরিপালনই পুত্রের কর্ত্তব্য'—এরূপ শাস্ত্রীয়-বিধান কেবল অতি সংসারাসক্ত ও অসদ্বিষয়ে ধাবনোন্মুখ ব্যক্তি-গণের জন্য। শ্রুতিশাস্ত্র বলেন,—'যখনই সংসারের প্রতি বৈরাগ্যের উদয় হইবে, তখনই সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবে।' এই পারমার্থিক শাস্ত্রের বিধি আর্থিক শাস্ত্রের বিধি অপেক্ষা অধিক বলবান্।

মধ্যগেহ বলিলেন,—"বৎস বাসুদেব! আমি শাস্ত্রাভ্যাস ও জ্ঞান-বিচার-বলে তোমার বিরহ হয় ত' সহ্য করিব, কিন্তু তোমার জননী যে, কোনও রূপেই তোমার বিরহ সহ্য করিতে পারিবে না!"

তখন বাসুদেব বলিলেন,—"আচ্ছা বেশ, পূর্ব্বে আপনার কথাই হউক, আপনি যখন শাস্ত্রাদির বিচারের দ্বারা আমার বিরহ সহ্য করিতে পারিবেন বলিলেন, তখন আপনি আমাকে সন্ন্যাসের অনুমতি প্রদান করুন। মাতার কথা তাঁহার সহিত বুঝা যাইবে।" মধ্যগেহ পুত্রের বাক্যের উত্তর-প্রদানে অসমর্থ হইয়া বলিলেন,—"যদি তোমার মাতা অনুমোদন করেন, তাহা হইলে তোমার ইচ্ছানুরূপই কার্য্য হউক।" বাসুদেব এইরূপ কৌশলের দ্বারা সন্ন্যাসের অনুমতি গ্রহণ করিলেন।

পিতাকে অনুমতি-দানে বাধ্য-করণ

কিছুকাল পরে মধ্যগেহ ও বেদবিদ্যার গৃহে ভগবদিচ্ছায় বাসুদেবের একটি অনুজ জন্মগ্রহণ করিলেন। লক্ষ্মণ যেরূপ রামচন্দ্রের সেবারত ছিলেন, অর্জ্জুন যেরূপ সর্ব্বদা ভীমসেনের অনুগত ছিলেন, গদ যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন, সেইরূপ বাসুদেবের সেবা করিবার জন্য মধ্যগেহের গৃহেও একটি পুত্ররত্নের আবির্ভাব হইল। এই সংবাদ পাইয়া বাসুদেব এক-দিন গুরুগৃহ হইতে মধ্যগেহের গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং মাতা-পিতাকে বলিলেন,—"আপনারা আমাকে বলিয়াছিলেন যে, আমি যেন আপনা-দিগকে রক্ষকহীন করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ না করি। ভগবদিচ্ছায় আমার এই অনুজ আপনাদের রক্ষক ও পালকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। জননী ঠাকুরাণী যদি আমাকে কোনও সময়ে দেখিবার ইচ্ছা রাখেন, তাহা হইলে সন্ন্যাসগ্রহণের অনুমতি প্রদান করুন। নতুবা আমি চিরকালের জন্য এই দেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইব।"

বাসুদেবের অনুজের আবির্ভাব

বাসুদেব এই কথা বলিলে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া ও স্বভাবতঃ সৎকর্ম্মে অনুরাগ-যুক্তা বাসুদেব-জননী পুত্রের চিরকাল-জন্য অদর্শন মৃত্যুরই তুল্য বিবেচনা করিয়া অতিকষ্টে পুত্রের অভীষ্ট-সাধন-বিষয়ে আর বাধা প্রদান করিলেন না। ইহার পরে বাসুদেব গৃহ হইতে অচ্যুতপ্রেক্ষের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া স্বয়ং আশ্রমাতীত হইলেও সন্ন্যাসাশ্রম-গ্রহণ-লীলা প্রকাশ করিলেন। অচ্যুতপ্রেক্ষ বাসুদেবকে 'পূর্ণপ্রজ্ঞ' এই সন্ন্যাস-নাম প্রদান করিলেন। অচ্যুতপ্রেক্ষ পূর্ণপ্রজ্ঞকে সন্ন্যাসাশ্রমো-চিত আচারাদির শিক্ষা প্রদান করিতে উদ্যত হইয়া তাঁহাকে স্বতঃই ঐসকল আচারের অনুষ্ঠান করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

পূর্ণপ্রজ্ঞের আচার্য্যত্ব প্রকাশ

পূর্ণপ্রজ্ঞ সন্ন্যাসাশ্রম স্বীকার করিবার একমাস দশ দিনের মধ্যেই বাসুদেব প্রভৃতি কতিপয় দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতকে পরাজিত করিয়া জয়পত্র সংগ্রহ করিলেন। অচ্যুতপ্রেক্ষ পূর্ণপ্রজ্ঞকে অধিকতর চতুর করিবার অভিপ্রায়ে ছল-জাতি-নিগ্রহাদি যুক্তি-পূর্ণ 'ইষ্টসিদ্ধি' নামক গ্রন্থ অধ্যয়ন করাইতে ব্যগ্র হইলেন। পূর্ণপ্রজ্ঞের ঐ সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবার আগ্রহ না থাকিলেও গুরুদেবের অভীষ্ট-পূরণের জন্য তিনি ঐ গ্রন্থ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। উক্ত গ্রন্থ-শ্রবণ-কালে পূর্ণপ্রজ্ঞ সর্ব্বপ্রথম শ্লোকেরই বত্রিশ প্রকার দোষ উদ্‌ঘাটন করিতে লাগিলেন। মায়াবাদ-সিদ্ধান্ত-নিপুণ অচ্যুতপ্রেক্ষ তখন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন যে, পূর্ণপ্রজ্ঞের নিকট শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতা অচ্যুতপ্রেক্ষের নাই। তখন পূর্ণপ্রজ্ঞ স্বয়ংই উক্ত মায়াবাদ-গ্রন্থ অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিলেন।

দিগ্‌বিজয়িকুল-বিজেতা শ্রীমধ্বাচার্য্য

আর একদিন অচ্যুতপ্রেক্ষের নিকট পাঁচ ছয় জন ব্রাহ্মণ শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের জন্য উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা নিজ নিজ গ্রন্থানুসারে পৃথক্ পৃথক্ পাঠ বলিতে লাগিলেন; কিন্তু পূর্ণপ্রজ্ঞ ঐ সকল পাঠের মধ্যে মাত্র একটি পাঠকেই দৃঢ়তার সহিত সঙ্গত অর্থাৎ শ্রীব্যাসদেবের অভিপ্রেত বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। ইহাতে অচ্যুতপ্রেক্ষ পূর্ণপ্রজ্ঞকে বলিলেন—"বৎস! বিভিন্ন প্রকার পাঠ বিভিন্ন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। তোমার কথিত

শ্রীব্যাস-কৃত পাঠ নির্দ্দেশ

পাঠটী যে ব্যাসদেবের একমাত্র পাঠ, ইহার কি যুক্তি আছে?" পূর্ণপ্রজ্ঞ অন্যান্য পাঠের সিদ্ধান্ত ও তাঁহার কথিত পাঠের সিদ্ধান্তের তারতম্য ব্যাখ্যা করিয়া সিদ্ধান্তের দ্বারা তাঁহার কথিত পাঠটিকেই শ্রীব্যাসদেবের সম্মত একমাত্র পাঠ বলিয়া বুঝাইয়া দিলেন। অচ্যুতপ্রেক্ষ পূর্ণপ্রজ্ঞের উক্তির যাথার্থ্য এবং ব্যাসদেবের রচনা-বোধ-বিষয়ে পূর্ণপ্রজ্ঞের কতটা প্রকৃত অভিজ্ঞতা আছে, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের গদ্যভাগ ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। পূর্ণপ্রজ্ঞ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ না দেখিয়াই ব্যাসদেবের অভিপ্রেত পাঠসমূহ সিদ্ধান্ত-মূলে ব্যাখ্যা করিয়া যাইতেছেন দেখিয়া অন্যান্য পণ্ডিতগণ ও অচ্যুতপ্রেক্ষ স্বয়ং আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। অচ্যুতপ্রেক্ষ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস পূর্ণপ্রজ্ঞ, তুমি ত' এই জন্মে বেদপুরাণাদি-শাস্ত্র অধ্যয়ন কর নাই, তবে কিরূপে ঐ সকল শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত তোমার আয়ত্ত হইল?" পূর্ণপ্রজ্ঞ কহিলেন—"প্রভো! আমি পূর্ব্ব-জন্মে ঐ সকল অধ্যয়ন করিয়াছি।"

আচার্য্যাভিষেক ও 'আনন্দতীর্থ'নাম

অচ্যুতপ্রেক্ষ পূর্ণপ্রজ্ঞাচার্য্যকে বেদান্ত-বিদ্যা-সাম্রাজ্যের পরিপালনে সমর্থ দেখিয়া শঙ্খপূর্ণ জলের দ্বারা তাঁহার অভিষেক-ক্রিয়া সম্পাদন এবং 'আনন্দতীর্থ' নামকরণ করিলেন। আনন্দরূপী বিষ্ণু পূর্ণপ্রজ্ঞের হৃদয়ে সর্ব্বদা বিশ্রাম লাভ করেন এবং তিনি সজ্জনানন্দ-দায়ক সৎশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার 'আনন্দতীর্থ' নামটি সার্থকতা-মণ্ডিত হইল। গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ 'প্রমেয়রত্নাবলী' গ্রন্থের প্রারম্ভে এইজন্য আচার্য্য আনন্দতীর্থের এইরূপে জয়গান করিয়াছেন—

আনন্দতীর্থনামা সুখময়ধামা যতির্জীয়াৎ।
সংসারার্ণব-তরণীং যমিহ জনাঃ কীর্ত্তয়ন্তি বুধাঃ॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়—পূর্ণপ্রজ্ঞের আচার্য্যত্ব প্রকাশ

একদিন পূর্ণপ্রজ্ঞের এক বন্ধু সন্ন্যাসী তাঁহার বহু শিষ্যের সহিত রজতপীঠপুরে উপস্থিত হইলেন। ইঁহারা সকলেই খুব উদ্ধত ও তর্ক-শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারা পূর্ণপ্রজ্ঞকে বিচারে পরাস্ত করিবার অভিপ্রায়ে একটি অনুমানমূলক তর্ক উত্থাপন করিলেন; কিন্তু সিদ্ধান্ত-নিপুণ পূর্ণপ্রজ্ঞ উক্ত অনুমানকে স্পষ্টভাবে খণ্ডন করিলেন।

আচার্য্য আনন্দতীর্থের 'অনুমানতীর্থ' নাম

তখন ঐ কুতার্কিকগণ 'যাহা কিছু দৃশ্য, তাহাই মিথ্যা'—এইরূপে দৃশ্যত্ব-হেতু-দ্বারা সত্য-মিথ্যারূপ বিবাদের বিষয়ীভূত এই জগতেরও মিথ্যাত্ব সাধন করিতে উদ্যত হইলেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপে তাঁহারা দৃশ্য অথচ সর্ব্বসম্মতিক্রমে মিথ্যাভূত শুক্তি-রজতের অর্থাৎ শুক্তিতে ভ্রান্তি-বশতঃ প্রতীয়মান রজতের বিচার উত্থাপন করিলেন। পূর্ণপ্রজ্ঞ 'দৃশ্যত্ব-বশতঃই জগৎ সত্য'—এইরূপ প্রতিজ্ঞা-পূর্ব্বক দৃষ্টান্ত-স্বরূপ দৃশ্য অথচ সর্ব্বসম্মতিক্রমে সত্য ঘটাদি পদার্থকে উপস্থিত করিলেন। পূর্ণপ্রজ্ঞ বিবাদের বিষয়ীভূত সত্য ও অসত্য-বিষয়ে অনুমান বলিয়া নিজেই আবার তাহার অপ্রামাণ্য প্রতিপাদন করিয়া সভার সমস্ত পণ্ডিতকে পরাজয় করিলেন। তখন হইতে তাঁহার 'অনুমানতীর্থ' নাম হইল।

বেদবিরোধী বুদ্ধিসাগর পরাজিত

এই সময়ে একদিন নিখিল তার্কিকের পরাভবকারী এক অদ্বিতীয় দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত রজতপীঠপুরে উপস্থিত হইলেন; ইঁহার নাম—বুদ্ধিসাগর। ইনি বেদবিরোধী। ইঁহার সঙ্গে আসিলেন আর একজন পণ্ডিত, তাঁহার নাম—বাদি-সিংহ। অচ্যুতপ্রেক্ষ দেখিলেন, ঐ পণ্ডিতদ্বয়কে একমাত্র আনন্দতীর্থ ব্যতীত আর কেহই পরাজিত করিতে পারিবে না। অচ্যুতপ্রেক্ষ তখন মঠান্তরে অবস্থান করিতেছিলেন, আনন্দতীর্থ

গুরুদেবের আহ্বানে তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন এবং বাদিসিংহের সিদ্ধান্তসমূহকে খণ্ডিত-বিখণ্ডিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু বাদিসিংহ অত্যন্ত মাৎসর্য্যপরায়ণ হইয়া কোনও এক অভিধেয়-বিষয়ে অষ্টাদশ-প্রকার বিকল্প উত্থাপন করিলেন। দর্শকগণ তখন যেন জগদ্‌বিজয়ী পূর্ণপ্রজ্ঞের জয়সম্বন্ধেও সন্দিহান হইয়া পড়িলেন। কিন্তু একমাত্র বিষ্ণুপাদপদ্মই যাঁহার আশ্রয়, তাঁহাকে কি কখনও কোন প্রাকৃত-পাণ্ডিত্য-প্রতিভা পরাজিত করিতে পারে? আচার্য্য পূর্ণপ্রজ্ঞ হাস্য করিতে করিতে নিজ বিশুদ্ধসিদ্ধান্তবাক্যসমূহের দ্বারা অতি সত্বরই পরপক্ষের বিকল্পসমূহ খণ্ডন করিয়া ফেলিলেন। বুদ্ধিসাগরের বুদ্ধিও পূর্ণপ্রজ্ঞের ভক্তিসিদ্ধান্তের নিকট অত্যন্ত লঘু হইয়া পড়িল। তখন ঐ খলবুদ্ধি পণ্ডিতদ্বয় বলিলেন—"আগামী কল্য পুনরায় বিচার হইবে, অদ্য বিশ্রাম করা যাউক।" পূর্ণপ্রজ্ঞ বলিলেন—"অদ্যই বিচার হইবে, যদি আপনাদের বুদ্ধিতে আমার সিদ্ধান্তের খণ্ডন কিছুমাত্র থাকে, তবে এখনই বলুন।" দর্শকগণ বুঝিতে পারিলেন যে, পণ্ডিতগণ রাত্রি-যোগে পলায়ন করিবার অভিপ্রায়ে পরদিনের জন্য বিচার স্থগিত রাখিবার ছল অনুসন্ধান করিতেছেন। পূর্ণপ্রজ্ঞের শ্রৌতসিদ্ধান্ত খণ্ডন করিতে পারে, এরূপ ক্ষমতা কোটি কোটি বুদ্ধিসাগর ও বাদিসিংহেরও নাই। তাঁহারা এযাবৎ ভারত পর্য্যটন করিয়া যে বিজয়-শ্রী অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণপ্রজ্ঞ মুহূর্ত্তমধ্যে ম্লান করিয়া দিলেন দেখিয়া দর্শকগণ অতিশয় বিস্মিত হইলেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—যাহার দেহাদিতে আমি ও আমার বুদ্ধি, সেই ব্যক্তিই মূর্খ; আর যিনি বন্ধ-মোক্ষবিৎ, তিনিই পণ্ডিত। বাসুদেব নিত্যসিদ্ধ বন্ধমোক্ষবিৎ আচার্য্য—পণ্ডিতশিরোমণি।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়—পূর্ণপ্রজ্ঞের আচার্য্যত্ব প্রকাশ

একদিন আনন্দতীর্থ ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্য ব্যাখ্যা করিতে করিতে উহার অসংখ্য দোষ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। সেই সভায় বহুতর্ক-নিপুণ পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। আনন্দতীর্থ সূত্র হইতে ভাষ্যের বিপরীত অর্থ ও অসঙ্গতি অতি স্পষ্টভাবে দেখাইতে লাগিলেন। পণ্ডিতগণ কেহই আনন্দতীর্থের সেই সকল যুক্তি ও সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিতে পারিলেন না। কতিপয় বাগ্মী পণ্ডিত আনন্দতীর্থকে বলিলেন—"আপনি কেবল শঙ্কর-ভাষ্যের নিরাকরণ করিতেছেন এবং আপনার যুক্তিসমূহ সকলই সমীচীন হইয়াছে ; কিন্তু এই সূত্রসকলের প্রকৃত অর্থ প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক, যেন আপনার ন্যায় অন্য কোন পণ্ডিত ব্যক্তি আপনার কৃত ভাষ্যকে খণ্ডন করিতে না পারে।" এই কথা শুনিয়া আনন্দতীর্থ সভা-মধ্যেই তৎক্ষণাৎ সহজ শব্দান্বয়-যুক্ত বেদ ও স্মৃতির প্রমাণবিশিষ্ট সুসঙ্গত সূত্রার্থ উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

আনন্দতীর্থ কর্ত্তৃকশ্রৌত-প্রমাণবিশিষ্ট সূত্রার্থ কীর্ত্তন

একদিন আর্য্য মধ্যগেহও স্বীয় পুত্রের এরূপ অতিমর্ত্ত্য প্রতিভা দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিলেন। কোন সাংসারিক কারণে ক্লিষ্ট হইয়া মধ্যগেহ পুত্রের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং হরিকথামৃত শ্রবণ করিয়া পরম-প্রসন্নতা লাভ করিলেন।

একদিন পূর্ণপ্রজ্ঞ অচ্যুতপ্রেক্ষের সহিত তত্ত্ব বিচার করিতেছিলেন ; তখন গুরু ও শিষ্যের মধ্যে একটি কৃত্রিম বিবাদ উপস্থিত হইল। অচ্যুত-প্রেক্ষ আনন্দতীর্থকে আক্ষেপ-পূর্ব্বক বলিলেন,—"যদি তুমি প্রকৃত ব্রহ্মসূত্রার্থ জানিয়া থাক, তাহা হইলে ইহার সুসঙ্গত ভাষ্য প্রণয়ন কর।" রাজহংস যেরূপ জলমিশ্রিত দুগ্ধ হইতে অসার জলভাগ ত্যাগ করিয়া দুগ্ধ গ্রহণ করে, পরমহংস শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যও সেইরূপ গুরুদেবের বাক্যের

নিষ্ফল আক্ষেপাংশ পরিত্যাগ করিয়া 'ভাষ্য প্রণয়ন কর' এই আদেশাংশ-মাত্রই গ্রহণ করিলেন।

বিশেষ বিরাগী, বাগ্মী ও ভক্তিভূষণে বিভূষিত লিকুচবংশজাত 'জ্যেষ্ঠ' নামক এক সন্ন্যাসী মধ্বাচার্য্যকে ব্রহ্মসূত্র ও উপনিষৎসমূহের প্রকৃত অর্থ বিস্তার করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলে আনন্দতীর্থ ব্রহ্মসূত্র ও শ্রুতির ভাষ্য কীর্ত্তন করিলেন।

পূর্ণপ্রজ্ঞ স্বীয় গুরু অচ্যুতপ্রেক্ষের সহিত ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচার করিবার জন্য বহির্গত হইলেন এবং 'বিষ্ণুমঙ্গল' নামক এক ভবনে জগন্মঙ্গল শ্রীহরিকে দর্শন ও বন্দন করিলেন। এই সময় জনৈক গৃহস্থ ব্যক্তি পূর্ণপ্রজ্ঞকে পরীক্ষা করিবার জন্য দুইশত সুপুষ্ট কদলী ভিক্ষা দিলেন। মধ্বাচার্য্য সেইগুলি সকলই ভোজন করিয়া ফেলিলেন। ইহা দেখিয়া অচ্যুতপ্রেক্ষ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন—"বৎস, এতগুলি কদলী ভক্ষণের পরও তোমার উদর স্থূলতা-প্রাপ্ত হয় নাই কেন?" ইহার উত্তরে পূর্ণ-প্রজ্ঞ বলিলেন যে, তাঁহার উদরে বিশ্বদাহ-বিধাতা ও বিশ্বহিতকারী অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত অনল সর্ব্বদা বর্ত্তমান রহিয়াছেন। পূর্ণপ্রজ্ঞ গুরুদেবের সহিত পয়স্বিনী, শেষশায়ী, পদ্মনাভ প্রভৃতি স্থানে গমন করিলেন।

পূর্ণপ্রজ্ঞ সিদ্ধান্তজ্ঞগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সিদ্ধান্তবেত্তাই আচার্য্য-পদবীর যোগ্য। তাই তিনি প্রচারে অভিযানকালে বিভিন্ন সভায় ও শিষ্যগণের নিকট জীব ও ব্রহ্মের দ্বৈত-সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করিয়া ব্রহ্মসূত্রসমূহের ব্যাখ্যা করিলেন।

আচার্য্যের দ্বৈতসিদ্ধান্ত-পর সূত্র-ব্যাখ্যা

তদানীন্তন শঙ্করাচার্য্য অপ্রাংশুনীত্ব নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া পূর্ণপ্রজ্ঞের প্রতি মৎসরতা-বশতঃ বলিয়াছিলেন যে, যাহারা ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যের রচয়িতা নহে, তাহাদের নিকট সূত্রসমূহের

অর্থ বলা অতিশয় অনুচিত। তখন পূর্ণপ্রজ্ঞ শঙ্করাচার্য্যকে বলিলেন,—"আমি জীব ও ব্রহ্মের ভেদ-সম্বন্ধ-যুক্ত যে-সকল সিদ্ধান্ত-বাক্য বলিয়াছি, উহার প্রত্যুত্তর যদি আপনার জানা থাকে, তবে বলুন। এই আমি ভাষ্য প্রণয়ন করিতেছি। এই ভাষ্য-প্রণয়ন কিছু রাজদণ্ডের দ্বারা নিবারিত নহে।"

শঙ্করাচার্য্যের পক্ষীয় ব্যক্তিগণ মৎসরতা-বশতঃ পূর্ণপ্রজ্ঞের প্রশংসা শুনিতে পারিতেন না। এমন কি, তাঁহারা পূর্ণপ্রজ্ঞের দণ্ড ছেদন করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য নিজ-দণ্ড প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, যদি তাঁহারা তাঁহার দণ্ড ছেদন না করেন, তবে তাঁহারা মিথ্যাবাদী ও ক্লীবতুল্য; কিন্তু আচার্য্যের প্রভাবে তাঁহারা দণ্ড স্পর্শ করিতে পারেন নাই। দুর্ব্বল ও দুষ্টচিত্ত ব্যক্তিগণ মৎসরতা-বশতঃ নানা কটূক্তি করিলেও অচ্যুতপ্রেক্ষ ও পূর্ণপ্রজ্ঞ তৎপ্রতি বধির হইয়া সেতুবন্ধে চারিমাস-কাল অবস্থান-পূর্ব্বক শ্রৌত-সিদ্ধান্ত প্রচার করিলেন। শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে শ্রীরঙ্গনাথের দর্শন ও নানা তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে হরিকথা ও দ্বৈতসিদ্ধান্ত বিস্তার করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহারা উত্তরাভিমুখে গমন করিলেন এবং বিভিন্ন জনপদে ভ্রমণ করিতে করিতে এক দেবালয়ে কতিপয় ব্রাহ্মণের নিকট ষড়ঙ্গ-সহিত বেদশাস্ত্রের অর্থ ব্যাখ্যা করিলেন। পূর্ণপ্রজ্ঞকে দর্শন করিবার জন্য চতুর্দ্দিক হইতে অসংখ্য লোকের সমাগম হইতে লাগিল।

শঙ্কর-পক্ষীয়গণের মৎসরতা

পঞ্চদশ অধ্যায়

দিগ্বিজয় ও প্রচার

আনন্দতীর্থ দেশে দেশে ও গ্রামে গ্রামে উপস্থিত হইয়া বিভিন্ন বিদ্বৎসভা আহ্বানপূর্ব্বক শ্রৌতবাণী প্রচার করিয়া শ্রীব্যাসের মনোঽভীষ্ট প্রচার করিতে লাগিলেন। কোন এক সভায় জনৈক শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ঐতরেয় উপনিষদের একটি সূক্ত উল্লেখ-পূর্ব্বক মধ্বাচার্য্যের নিকট হইতে ঐ সূক্তের অর্থ শ্রবণ করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। মধ্বাচার্য্য যোগ্য মাত্রা ও মনোহর বর্ণ যোজনা করিয়া জলদগম্ভীরস্বরে যখন ঐ সূক্ত উচ্চারণ করিলেন, তখন ব্রাহ্মণগণ শ্রীল মধ্বাচার্য্যের বেদোচ্চারণের প্রণালী দর্শন করিয়া, 'মধ্বমুনি এ বিষয়ে বৃহস্পতিকেও অতিক্রম করিয়াছেন',—এইরূপ অনুভব করিতে লাগিলেন। কিন্তু মধ্বাচার্য্য যেরূপ অর্থ করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণগণ সেইরূপ অর্থ না করিয়া অন্যরূপ অর্থ করিলেন। তাহাতে মধ্বাচার্য্য বলিলেন,—"আমি সূক্তের যেরূপ অর্থ বলিয়াছি, তাহাও সঙ্গত এবং আপনাদের অর্থও অসঙ্গত নহে। শ্রুতির তিন প্রকার, মহাভারতের দশ প্রকার ও বিষ্ণুসহস্র-নামের একশত প্রকার ব্যাখ্যা হইয়া থাকে।" এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণগণ পূর্ণপ্রজ্ঞকে পরাজয় করিবার ইচ্ছায় তাঁহার নিকট বিষ্ণুসহস্র-নামের একশত প্রকার অর্থ শুনিতে চাহিলেন।

শ্রীমধ্বাচার্য্য বৃহস্পতি হইতেও শ্রেষ্ঠ

পঞ্চদশ অধ্যায়—দিগ্বিজয় ও প্রচার

পূর্ণপ্রজ্ঞ বলিলেন,—"আমি শতপ্রকার অর্থ বর্ণন করিতেছি; আপনারা সম্যগ্‌ভাবে তাহার অনুবাদ করুন।" এই বলিয়া পূর্ণপ্রজ্ঞ তৎক্ষণাৎ ব্যাকরণ-শাস্ত্র-বিহিত প্রকৃতি-প্রত্যয়ের সম্বন্ধ-ভঙ্গী প্রদর্শন করিয়া অর্থ করিতে লাগিলেন। পূর্ণপ্রজ্ঞ নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে একশত প্রকার অর্থ অনর্গল বর্ণন করিবার পূর্ব্বেই ঐ সকল অর্থের ধারণা করিতে অসমর্থ হইয়া ব্রাহ্মণগণ আকুল হইয়া পড়িলেন। সামান্য কূপ কি কখনও প্রলয়-বারিরাশি-ধারণে সমর্থ হয়? ব্রাহ্মণগণেরও সেই অবস্থা হইল। তাঁহারা মধ্বাচার্য্যের অতিমর্ত্ত্য প্রতিভা দর্শন করিয়া তাঁহাদের চপলতা ও অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। শ্রীমধ্ব এইরূপ ভাবে শত শত দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতের কুসিদ্ধান্ত দলন ও নব নব সৎসিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়া 'আচার্য্য' নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

কেরল দেশীয় পণ্ডিত-মণ্ডলী-বিজেতা

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য পয়স্বিনী-নদীর তীরে কেরল-দেশীয় বহু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-মণ্ডিত এক দেবালয়ে গমন করিলেন। ব্রাহ্মণগণ বলিতে লাগিলেন, যে, মধ্বাচার্য্য তর্ক ও মীমাংসা-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীকে পরাজিত করিতে পারিলেও তথায় সমবেত কেরল-দেশবাসী পণ্ডিতগণকে কিছুতেই পরাভূত করিতে পারিবেন না। এইরূপ কল্পনা করিয়া উক্ত ব্রাহ্মণগণ ভিন্ন দেশীয় জনৈক পণ্ডিতকে অগ্রণী করিয়া মধ্বাচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সৎপাত্রে দাতা ও অদাতার যথাক্রমে স্তুতি ও নিন্দা-সূচক এক সূক্তের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ঐ সূক্তের 'পৃণীয়াৎ' পদের 'পৃণ' ধাতু ও 'প্রীঙ্‌' ধাতুর প্রভেদ-সম্বন্ধে তর্কের মীমাংসা করিয়া উক্ত ব্রাহ্মণগণকে স্তব্ধ করিয়া দিলেন।

অন্যত্র এক সভায় শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য কোন এক সূক্তের 'অপালা' শব্দের ব্যাখ্যা করিয়া ভূত ও ভবিষ্যৎ জ্ঞান-বিষয়ে অদ্ভুত পারঙ্গতির পরিচয় প্রদান করিলেন। যে-কোন সময়ে যে-কোন বিষয় উত্থাপিত হইত, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সেই সকল বিষয়েই পূর্ণ অভিজ্ঞতা প্রদর্শন করিতেন। এইজন্য তিনি সমস্ত পণ্ডিতের সভায় 'সর্ব্বজ্ঞযতি' বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন। এইরূপে বহু দেবালয় ভ্রমণ, তথায় শ্রীহরির বন্দন ও শ্রৌত-সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে করিতে 'সর্ব্বজ্ঞযতি' রজতপীঠপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

বেদসূক্তের 'অপালা'শব্দ ব্যাখ্যা ও 'সর্ব্বজ্ঞ যতি' খ্যাতি

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ভীমসেনের অবতার। ভীম যেরূপ লাঞ্ছিতা দ্রৌপদীকে দর্শন করিয়া দুঃশাসন প্রভৃতি দুর্জ্জনগণকে দমনের প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেইরূপ মায়াবাদিগণের হস্তে শ্রুতিসমূহকে লাঞ্ছিত দেখিয়া শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যও ঐ সকল অপরাধি-ব্যক্তির দমনের জন্য প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইলেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য বদরিকাশ্রমে শুভবিজয় করিবার পূর্ব্বে গুরু ও জ্যেষ্ঠ যতিকে স্বকৃত গীতার ভাষ্য প্রদান করিলেন।

ষোড়শ অধ্যায়

বদরিকাশ্রমে

বদরিকাশ্রম সপার্ষদ শ্রীশ্রীবদরীহরিনারায়ণের বিশ্রাম-স্থল। এই স্থানটি 'ভূবৈকুণ্ঠ' নামে প্রসিদ্ধ। এই ধামের সম্মুখে মহা পুণ্যবতী অলকানন্দা প্রবাহিতা। অলকানন্দার সহিত ঋষি-গঙ্গা মিলিত হইয়া 'ঋষিপ্রয়াগ' নাম ধারণ করিয়াছে। অলকানন্দার পার্শ্বস্থিত পর্ব্বতের নাম 'নরনারায়ণ গিরি'। সম্মুখস্থ পর্ব্বতের নাম—'জয়-বিজয়'। চতুষ্পার্শ্বে গিরিমালা-পরিবেষ্টিতা উপত্যকা-ভূমিতে শ্রীবদরীনারায়ণদেব বিরাজমান। এই বদরীনারায়ণের মন্দিরের সম্মুখে মহাবীর ও শ্রীগরুড় অবস্থান করিতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীসূত গোস্বামি-প্রভু বলিয়াছেন,—

বদরিকাশ্রমের শোভা

ব্রহ্মনদ্যাং সরস্বত্যামাশ্রমঃ পশ্চিমে তটে।
শম্যাপ্রাস ইতি প্রোক্ত ঋষীণাং সত্রবর্দ্ধনঃ॥
তস্মিন্ স্ব আশ্রমে ব্যাসো বদরীষণ্ডমণ্ডিতে।
আসীনোঽপ উপস্পৃশ্য প্রণিদধ্যৌ মনঃ স্বয়ম্॥
ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥

(ভাঃ ১।৭।২-৪)

অর্থাৎ ব্রহ্মনদী সরস্বতীর পশ্চিম তীরে ঋষিগণের যজ্ঞোৎসব-বর্দ্ধন-কারী শম্যাপ্রাস নামক এক আশ্রম আছে। বদরীবৃক্ষ-পরিশোভিত

সেই নিজ-আশ্রমে ব্যাসদেব আসীন হইয়া আচমনান্তে নারদের উপদেশানুসারে সমাধিস্থ হন। ভক্তিযোগ-প্রভাবে শুদ্ধসত্ত্বচিত্তে পূর্ণ পুরুষ অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণকে ও তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে গর্হিতভাবে আশ্রিতা মায়াকে দর্শন করেন।

এদিকে শ্রীআনন্দতীর্থ যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতে করিতে এই ব্রহ্মনারদ-ব্যাস-সংবাদের পীঠস্থান বদরিকাশ্রমের সন্নিকটে আগমন করিলেন।

শ্রীশ্রীবদরীনারায়ণকে গীতাভাষ্য উপহার প্রদান

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য শ্রীব্যাস-নারদ ও ব্রহ্মার আনুগত্যে শ্রীনারায়ণকে প্রণাম করিয়া তৎসম্মুখে নিজ-কৃত গীতা-ভাষ্য উপহার-প্রদান-পূর্ব্বক পাঠ করিলেন। রাত্রিতে নিদ্রিত শ্রীমধ্বশিষ্যগণ শুনিতে পাইলেন যে, ভগবান্ নারায়ণ ভূমিতে আঘাত করিয়া মধ্বদেবকে জাগরিত করিতেছেন এবং পুনরায় গীতা-ভাষ্য বর্ণন করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। পূর্ণপ্রজ্ঞ তৎক্ষণাৎ উত্থিত হইয়া শিষ্যগণের নিকট গীতা-ভাষ্য বর্ণন করিলেন।

শ্রীমধ্বের বদরীতীর্থে স্নানাভিষেক

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য বদরিকাশ্রমে প্রত্যহ অরুণোদয়কালে গঙ্গাস্নান করিতেন। যে স্থানে অন্যান্য লোক হিমভয়ে ভীত হইয়া গঙ্গাজল স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে পারে না, মুখ্যপ্রাণ-বায়ুর অবতার শ্রীমধ্বদেব সেই স্থানে অম্লান-বদনে স্নানাদি ক্রিয়া সমাপন করিতেন। অনন্ত-মঠ নামক দেবালয়ে উপবাসাদি-ব্রত-পালন ও অনুক্ষণ হরিনাম কীর্ত্তনের দ্বারা শ্রীহরির সন্তোষ বিধান করিতেন। এইরূপ কএকদিন অবস্থান করিবার পর ভগবান্ শ্রীব্যাসদেব রাত্রিযোগে আনন্দতীর্থের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিজ বদরিকাশ্রমে প্রবেশ করিতে আদেশ করিলেন। পূর্ণপ্রজ্ঞ

ব্যতীত অন্যান্য লোকও শ্রীব্যাসের দিব্য জ্যোতিঃ দর্শনে তাঁহার আগমন জানিতে পারিয়াছিলেন। পরদিন প্রাতে শ্রীমধ্বাচার্য্য শিষ্যগণের শিক্ষার জন্য এই কএকটি কথা লিখিয়া রাখিয়া বদরিকাশ্রমে প্রবেশ করিলেন,—

আচার্য্য শ্রীমধ্বের শিক্ষা-গাথা

"অনন্ত মঠের ন্যায় পাপ-বিনাশন-ক্ষেত্র আর নাই, এই স্থানের ভাগীরথী-তীর্থের ন্যায় পুণ্য তীর্থ আর নাই, বিষ্ণুর ন্যায় দেবতাও আর কেহ নাই, আমাদের বাক্যের ন্যায় মঙ্গল-জনক বাক্যও আর নাই। আমি শ্রীনারায়ণ-স্বরূপ শ্রীব্যাসদেবের দর্শনাভিলাষী হইয়া অদ্যাই এখান হইতে প্রস্থান করিতেছি। পুনরায় এখানে আসিব কি না, তাহা শ্রীব্যাস-দেবই জানেন। তোমাদের মঙ্গল হউক।"

শ্রীল গুরুদেবের অনুগমন করিবার ইচ্ছা থাকিলেও শ্রীমধ্বশিষ্যগণ তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির ব্যাঘাত হইবে বিচার করিয়া সেই স্থানেই অবস্থান করিলেন। কেবল সত্যতীর্থ শ্রীগুরুদেবের বিরহ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহার অনুগমন করিলেন। সত্যতীর্থ মধ্বাচার্য্যের নিকট হইতে তিনবার ঐতরেয়-ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

সত্যতীর্থকে অনুসরণে নিষেধাজ্ঞা

বদরিকাশ্রমের পথ অতিশয় দুর্গম। কিন্তু মধ্বাচার্য্য সেই দুর্গম পথেও অতিশয় বেগে চলিতে লাগিলেন। সূর্য্যদেব তখন অস্তাচলে আরোহণ করিয়াছেন। সত্যতীর্থ শ্রীগুরুদেবের নিকটবর্ত্তী হইতে পারিলেন না। তখন মধ্বাচার্য্য ঈষৎ পশ্চাতোন্মুখ হইয়া দূর হইতে হস্ত-সঙ্কেতে সত্যতীর্থকে অনুসরণ করিতে নিষেধ করিলেন। সত্যতীর্থ ভ্রান্তবুদ্ধি হইয়া অতি অল্প সময়েই পুনরায় অনন্তমঠে আসিয়া পৌঁছিলেন।

৮

এদিকে বায়ুতুল্য দ্রুতগতি বানরেন্দ্র হনুমানের ন্যায় ও দৈত্যগণের ভয়জনক ভীমসেনের ন্যায় শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য বহু পথ অতিক্রম করিয়া হিমালয় পর্ব্বত দেখিতে পাইলেন। আহা! হিমালয়ের কি শোভা! এখানে প্রস্ফুটিত পদ্ম-শোভিত সরোবর, কত প্রকার বন-কুসুম, বিবিধ বৃক্ষরাজি, বৃক্ষের পাদমূলে ধ্যান-পরায়ণ মুনিগণ, মঞ্জুশ্রী-বিভূষিত হিমালয়শৃঙ্গ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের হৃদয়ে শ্রীহরির পরমৈশ্বর্য্যের উদ্দীপনা করিয়া দিল।

হিমালয়ের শোভা শ্রীহরির ঐশ্বর্য্য-[দী]পক

হিমালয় পর্ব্বতের অন্য প্রান্তে যে-স্থানে বদরী-বৃক্ষ সমূহ শোভা পাইতেছে, সেই সৌন্দর্য্যের আবাসভূমি শ্রীব্যাসপীঠ বিখ্যাত বদরিকাশ্রম শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। এই বদরিকাশ্রমে শীত-বর্ষা-গ্রীষ্ম-সহিষ্ণু নারায়ণের পাদপদ্মাসক্ত, শ্রুতিগাননিরত ঋষিগণ বাস করেন। এখানে নারায়ণে দৃঢ়চিত্ত বিশুদ্ধ-হৃদয় পরমহংসগণ নারায়ণের সেবানন্দসাগরে বিচরণ করিয়া থাকেন। বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শন আনন্দতীর্থের দর্শন লাভ করিয়া ঋষিগণ বিস্মিত হইলেন। কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন,—"বোধ হয় সুচতুর ব্রহ্মা কিংবা স্বয়ং পবনদেব শ্রীব্যাসদেবের দর্শনের জন্য এখানে সন্ন্যাসিবেশ ধারণ করিয়া আসিয়াছেন।"

আনন্দতীর্থ তথায় বদরীবৃক্ষরাজিকে দেখিতে পাইলেন। অনন্তদেবই ভগবান্ শ্রীব্যাসের সেবার জন্য যেন বহু শাখা-বিশিষ্ট বৃক্ষরূপে বিরাজ করিতেছেন। সেই বৃক্ষ ইন্দ্র-বজ্র-নিবারক হরিপ্রেষ্ঠ গরুড়ের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। বৃক্ষবর মহাফলপ্রদ বৃহৎ-শাখা-বিশিষ্ট বেদ-তরুর ন্যায় শোভিত ছিল। বদরীবৃক্ষের বিশাল বেদীর মধ্যে মুনি-মণ্ডলী-মণ্ডিত শ্রীব্যাসদেব উপবিষ্ট আছেন। শ্রীব্যাসের মনঃসমুদ্র যখন সজ্জনগণের

বদরীবৃক্ষের বেদীতে সপার্ষদ শ্রীব্যাস

প্রতি কৃপারূপ মন্দার দ্বারা মথিত হইল, তখনই বেদশ্রীর প্রকাশ হইয়াছিল। মহাভারত পারিজাত-বৃক্ষের সহিত পুরাণ-সুধাকর উৎপন্ন হইলে ব্রহ্মসূত্রামৃতের উদ্ভব হইল।

উত্তম অজিনে নীলোৎপলকান্তি শ্রীব্যাসদেব যোগাসনে বসিয়া আছেন। মুনিবংশচূড়ামণি বেদব্যাস তাঁহার সুবিশাল হৃদয়ে বেদান্ত ও উপবীত—এই দ্বিবিধ ব্রহ্মসূত্র ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার দক্ষিণহস্তের অঙ্গুলিশ্রেণীর জ্ঞানমুদ্রা ভক্তগণের অজ্ঞান নাশ করিতেছে এবং অপর হস্তের অঙ্গুলিপংক্তি সংসারভয় দূর করিয়া পরম মঙ্গল বিতরণ করিতেছে। তাঁহার কণ্ঠদেশের রেখাত্রয় যেন ত্রয়ী দ্বারা অঙ্কিত হইয়াছে। বেদব্যাসের সরস্বতী এককালে দ্বিজগণের সহস্র সহস্র প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছে। স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীও ভগবান্ শ্রীব্যাসদেবের একটিমাত্র পদ-নখের অনন্ত সদ্‌গুণ নিরন্তর গণনা করিয়া নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হন নাই।

শ্রীব্যাসের সংসারভয়-নাশক শিবদ রূপ

শ্রীমধ্বাচার্য্য সেই শ্রীব্যাসদেবের শ্রীচরণ-সমীপে উপস্থিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন। শ্রীব্যাসদেব শ্রীমন্মধ্বকে উত্তোলন করিয়া আলিঙ্গন করিলেন। কনক-কান্তি শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সহিত নীলকান্তি শ্রীব্যাসদেবের সম্মিলনে এক অপূর্ব্ব শোভার উদয় হইল। আশ্রয় ও বিষয়-বিগ্রহের এই আলিঙ্গন দর্শন করিয়া বৈষ্ণবগণ পরমানন্দিত হইলেন। বৈষ্ণবগণ বৈকুণ্ঠে সমাগত ব্রহ্মাকে যেরূপ যোগ্য আসন প্রদান করেন, সেইরূপ ব্যাসদেবের অভিপ্রায়ে সুশিক্ষিত শিষ্যগণও শ্রীমধ্বাচার্য্যকে অতি বিনীতভাবে আসন প্রদান করিলেন।

শ্রীমধ্বাচার্য্যের বিচারে ভগবান্ শ্রীব্যাসের বিষয়বিগ্রহত্ব

সপ্তদশ অধ্যায়

গুরু ও শিষ্য

প্রকৃত শিষ্যের আদর্শ-প্রকটকারী শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য জগদ্‌গুরু ভগবান্ শ্রীব্যাসদেবের শ্রীচরণান্তিকে উপনীত হইলেন। কি ভাবে প্রকৃত শিষ্য সদ্‌গুরুর পাদপদ্মের শুশ্রূষা করেন এবং শ্রীগুরুপাদপদ্ম কি ভাবে শিষ্যকে অমায়ায় কৃপা ও শক্তিসঞ্চার করেন, সেই আদর্শ বদরিকাশ্রমের বিজন-বনে প্রকটিত হইল। দ্বাপরযুগে যেরূপ ভগবান্ বাসুদেব নিজ-দ্বারকাপুরীকে পরমার্থ অর্থাৎ অপ্রাকৃত ধন-রত্নাদি দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ নিজ-নিবাসস্থান-স্বরূপ পূর্ণপ্রজ্ঞের হৃদয় যদিও পরমার্থ-জ্ঞানে পূর্ব্ব হইতেই পরিপূর্ণ ছিল, তথাপি শ্রীব্যাসদেব যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা পরিপূর্ণ করিলেন। সদ্‌গুরু বা আচার্য্য নিজ স্নিগ্ধ শিষ্যকেও আচার্য্যত্বে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি তাহাতে কোনপ্রকার কৃপণতা করেন না। তত্ত্ববিৎই আচার্য্য হইতে পারেন। সেই তত্ত্বই অদ্বয়জ্ঞান বাসুদেব।

শ্রীব্যাসদেব-কর্তৃক শক্তিসঞ্চার

পূর্ণপ্রজ্ঞ বেদব্যাসের নিকট হইতে অল্পকাল মধ্যেই ইতিহাস, পুরাণ, পঞ্চরাত্র, ব্রহ্মসূত্র ও শ্রুতি-সমূহের সিদ্ধান্ত অবগত হইলেন। ব্যাসদেবের অনুগমনে শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ বদরিকাশ্রমের অন্তর্গত আশ্রমান্তরে গমন করিয়া শ্রীনারায়ণকে দর্শন ও বন্দনাদি করিলেন। শ্রীনারায়ণ একান্তে পূর্ণপ্রজ্ঞের হৃদয়ে এরূপ প্রেরণা প্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন,—"আনন্দতীর্থ, একটি দুষ্কর কার্য্য তোমাকে সম্পাদন করিতে হইবে; তুমি ব্যতীত এই

ব্রহ্মসূত্র প্রণয়নার্থ আজ্ঞা-লাভ

কার্য্য অন্য কেহ সম্পন্ন করিতে পারিবে না। অসুর-মোহনের জন্য শ্রুতি-স্মৃতির যে-সকল স্বাভাবিক অর্থ ও সিদ্ধান্ত আবৃত ও বিকৃত হইয়াছে, তাহাতে কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণের মঙ্গলের পথ রুদ্ধ হইয়াছে। আমার বহিরঙ্গা মায়ায় মুগ্ধ অসুরকুল সাধুগণের প্রিয় ব্রহ্মসূত্রের স্বকপোল-কল্পিত ভাষ্য রচনা করায় তত্ত্বজ্ঞান-ভাণ্ডার লুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। তুমি দুর্জ্জনগণের এই অন্যায় আচরণ দূর করিয়া নিজ-জনকে রক্ষা করিবার জন্য ব্রহ্মসূত্রের শ্রৌত-ভাষ্য-রচনা এবং শ্রুতি-স্মৃতির ব্যাস-সম্মত সুসিদ্ধান্ত প্রচার কর। তুমি এই ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচারের দ্বারা প্রকৃত ব্যাসানুগ-আচার্য্য-ধারাকে ও বৈয়াসকি-সম্প্রদায়কে সংরক্ষণ কর।"

শ্রীনারায়ণের এই বাক্য শুনিয়া শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য বলিলেন,—"হে ভগবন্, আমি এই বদরিকাশ্রমে শ্রীব্যাসানুগত্যে আপনার সেবামৃতে যাহাতে নিমজ্জিত থাকিতে পারি, সেইরূপ কৃপা করুন। আপনাদের সেবার বিরহ আমি সহ্য করিতে পারিব না। আর সম্প্রতি কলির প্রভাবে পৃথিবীতে ভক্তি ও তাহার অনুগামী সদ্‌গুণসমূহ সকলই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে যোগ্য কোন সাধু ব্যক্তি নাই। ভক্তিসিদ্ধান্ত উপলব্ধি করিতে পারে, এরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন এক ব্যক্তিও পৃথিবীতে দেখিতে পাওয়া যায় না। অযোগ্য ব্যক্তির নিকট পরতত্ত্ব বর্ণন কুক্কুরকে যজ্ঞীয় ঘৃত প্রদানের ন্যায় কেবল নিন্দারই কারণ হইয়া থাকে।"

শ্রীবদরীনারায়ণ-সমীপে শ্রীমধ্বের প্রার্থনা

পূর্ণপ্রজ্ঞের এই কথা শুনিয়া শ্রীনারায়ণ বলিলেন,—"বৎস, ব্যাস-সম্মত সিদ্ধান্ত-প্রচারের মধ্যেই তুমি শ্রীব্যাস ও আমার সঙ্গ নিরন্তব লাভ করিবে, আর পৃথিবীতে এখনও সুকৃতিশালী গুণবান্ পুরুষসকল আছেন, তবে তাঁহারা সৎসঙ্গের অভাবে প্রকৃত সিদ্ধান্ত অবগত হইতে

পারিতেছেন না, তাঁহাদের নিকট তুমি শ্রৌত-সিদ্ধান্ত-সমূহ প্রচার কর। তবে আচার-প্রচারের দ্বারা তুমি আচার্য্যের কার্য্য আরম্ভ করিলে তোমার উদীয়মান যশঃ দেখিয়া দুর্জ্জনগণের হৃদয়ে অতিশয় ক্লেশ উপস্থিত হইবে ; কিন্তু সজ্জনগণের তাহাতে উল্লাস ও জীবন লাভ হইবে।"

মধ্বাচার্য্য শ্রীবেদব্যাস ও শ্রীনারায়ণের অভীপ্সিত সিদ্ধান্ত-সমূহ অবগত হইয়া জগতে প্রচার করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহাদের আদেশে তিনি বদরিকাশ্রম হইতে অনন্তমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়

ভাষ্য-প্রণয়ন

পূর্ণপ্রজ্ঞ শ্রীব্যাসদেবের হৃদয়ের ভাব অবগত ছিলেন। পূর্ণপ্রজ্ঞের চিত্তবৃত্তি শ্রীব্যাসদেবের সহিত একতাৎপর্য্যপর। গুরুর সহিত সমচিত্ত-বৃত্তিবিশিষ্ট না হইলে কেহ গুরুদেবের শ্রৌত-সিদ্ধান্ত ধারণা ও কীর্ত্তন করিতে পারেন না বা আচার্য্য-ধারার সংরক্ষকও হইতে পারেন না। 'শিষ্য'-নাম-ধারণ বা গুরুদেবের অন্তরঙ্গ ও বিশ্রম্ভ-সেবার অনুকরণ করিলেই শ্রীগুরুদেবের অন্তরের ভাব উপলব্ধি করা যায় না। গুরুদেবের সহিত সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া গুরুদেবের বাণীর শুশ্রূষায় অবিক্ষেপ-নৈরন্তর্য্য-প্রভাবে তাঁহারই কৃপায় তাঁহার শ্রৌত-সিদ্ধান্ত-সমূহ হৃদয়ে প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। গঙ্গার তীরবর্ত্তী আম্র ও নিম্ববৃক্ষ সমভাবে গঙ্গার রস পান করিয়া বর্দ্ধিত ও ফল-ফুলে শোভিত হইয়া থাকে; কিন্তু সমভাবে পাশাপাশি উভয়ে বর্দ্ধিত হইলেও আম্র সুমিষ্ট অমৃতফল ও নিম্ববৃক্ষ তিক্তফল প্রদান করিয়া থাকে; তদ্রূপ একই সদ্‌গুরুর পাদপদ্মে উপনীত হইয়াও যোগ্যতা ও ভাগ্যানুসারে বিভিন্ন শিষ্য বিভিন্ন প্রকারে উপলব্ধি করিয়া থাকেন। কোন কোন শিষ্যব্রুব গুরুদেবের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াও ঐরূপ বিরুদ্ধ কার্য্যকেই গুরুদেবের মতানুযায়িনী সেবা বলিয়া প্রচার করে। ছান্দোগ্য-শ্রুতিতে ব্রহ্মার শিষ্য ইন্দ্র ও বিরোচনের সিদ্ধান্ত-উপলব্ধির

গুরুদেবের সহিত সমচিত্ত বৃত্তিবিশিষ্টতা ও তদ্বাণীর শুশ্রূষায় একান্ত নৈরন্তর্য্যই ভক্তিসিদ্ধান্তে প্রবেশোপায়

পার্থক্য হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়। শঙ্করাচার্য্যও আপনাকে ব্যাসের অনুগত বলিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যের অতিমানুষিক প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা সমগ্র জগৎকে মুগ্ধ করিয়াছে, অথচ তিনি ভগবদিচ্ছায় শ্রীব্যাসের শ্রৌত-সিদ্ধান্ত প্রচার করিবার পরিবর্ত্তে অসুরগণকে বঞ্চনা করিবার জন্য শ্রীব্যাসের বিরুদ্ধ, এমন কি, শ্রীব্যাসের বিচারের উৎসাদনকারী মতবাদ-সমূহ প্রচার করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য শ্রীব্যাসের শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি শ্রৌত-বাণী-সমূহের অনুসরণ না করিয়া কল্পনা-প্রভাবে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ণপ্রজ্ঞ বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্যে ব্যক্তিগত কোন মতের কল্পনা করেন নাই। তিনি ব্যাসকৃত প্রত্যেক সূত্রকে ব্যাসের বাক্য-সমূহের দ্বারাই স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—ইহা যে কেহ শ্রীমধ্বরচিত বেদান্ত-ভাষ্য আলোচনা করিলেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আচার্য্য শঙ্কর 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি চারিটি শ্রুতি-মন্ত্রকে 'মহাবাক্য' বলিয়াছেন; কিন্তু শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য বেদের এক দেশের কোন শ্রুতিকে বাছিয়া লইয়া ঐসকলকে 'মহাবাক্য' বলিবার প্রযত্ন করেন নাই। তিনি একমাত্র প্রণবকেই সার্ব্বদেশিক-মহাবাক্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং তৎ-প্রমাণ-স্বরূপ প্রত্যেক ব্রহ্মসূত্রের আদিতে ও অন্তে প্রণবের উল্লেখ করিয়াছেন।

সম্বন্ধজ্ঞান ও ভক্তি-প্রতিপাদক তথা প্রতি সূত্র ব্যাখ্যায় উত্তম অভিধেয়-বিষয়ের সমর্থক বেদবাক্যযুক্ত স্মৃতিবাক্যরাশিদ্বারা শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ তাঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্য প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। এই ভাষ্যে একবিংশতি প্রকার কুভাষ্যের নিরসন হইয়াছে। ইহাতে স্বকপোল-কল্পিত কোন মতবাদ নাই। সমস্ত সূত্রই শ্রীব্যাসের বাক্য দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ও শ্রেষ্ঠ দেবগণের ও মাননীয়।

অষ্টাদশ অধ্যায়—ভাষ্য-প্রণয়ন

ব্রহ্মসূত্রের একটিমাত্র বর্ণ লিপিবদ্ধ করিলেও পতিতপাবনী ভাগীরথীর তটে সুরম্য শ্রীহরিমন্দির স্থাপনের ফল লাভ হয় বলিয়া শাস্ত্রে ফলশ্রুতি শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের শ্রীমুখ-নিঃসৃত শ্রুতির শ্রুতলিপি উপলব্ধি করিয়া তাহা লিপিবদ্ধ করিলে যে কল্যাণ লাভ হয়, তাহার প্রশস্তি ব্রহ্মাদি দেবতাও কীর্ত্তন করিয়া শেষ করিতে পারেন না। বেদব্যাস যখন মহাভারত রচনা করেন, তখন একমাত্র গণেশই ব্যাসের সমস্ত সিদ্ধান্ত উপলব্ধি করিয়া ব্যাসের শ্রুতলিপি লিখিয়াছিলেন। তদ্রূপ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য যখন ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য-রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, তখন মহাত্মা সত্যতীর্থ শ্রীগুরুদেবের শ্রুতলিপির সমগ্র অংশ লিখিয়াছিলেন।

শ্রীগুরুদেবের শ্রুতলিপি লিখিবার ফলশ্রুতি

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য শ্রীনারায়ণের আদেশ-পালনের জন্য অনুচরগণের সহিত অনন্তমঠ হইতে বহির্গত হইয়া বহু স্থান পর্য্যটন-পূর্ব্বক গোদাবরীর তীরে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে বেদের অষ্টাদশ-শাখায় অভিজ্ঞ কতিপয় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত মধ্বাচার্য্যকে পরীক্ষা করিবার জন্য শ্রুতিবাক্য-সমূহ উত্থাপন করিলেন। শ্রীমধ্ব অনায়াসে ঐ সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া ভাট্ট প্রভৃতি ছয় প্রকার সিদ্ধান্তকে খণ্ডন করিলেন। ঐ সভায় নিখিল-বেদ-সিদ্ধান্তে অভিজ্ঞ শোভনভট্ট নামে এক পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। তিনি শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের নিকট তাঁহার ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য শ্রবণ করিলেন। শোভনভট্ট পণ্ডিত-সভায় সকলকে বলিলেন,—"শ্রীমধ্ব-রচিত ভাষ্যটি যেন দক্ষিণাবর্ত্ত-শঙ্খ। যাহারা চূণ-ব্যবসায়ী, তাহারা চূণ প্রস্তুত করিবার জন্য বহুপ্রকার শঙ্খ আহরণ করিয়া থাকে। যদি দৈবাৎ তাহাদের ভাগ্যে দক্ষিণাবর্ত্ত-শঙ্খ লাভ হয় এবং তাহারা ঐ

শোভন ভট্ট কর্ত্তৃক মধ্বভাষ্য-প্রশস্তি

শঙ্খের মহত্ত্ব না জানিয়া উহাকে চূর্ণ করিতে অসমর্থ হইয়া অপ্রয়োজনীয় শঙ্খ বলিয়া পরিত্যাগ করে, তবে যেরূপ তাহাদের দুর্ভাগ্যের সীমা নাই প্রমাণিত হয়, তদ্রূপ সুদুর্ল্লভ অথচ ভাগ্যবশতঃ প্রাপ্ত শ্রীমধ্ব-ভাষ্যকে যাহারা অপ্রয়োজনীয়-জ্ঞানে পরিত্যাগ করে, তাহাদের মতও দুর্ভাগা কেহ নাই।"

মধ্বাচার্য্য রজতপীঠপুরে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে নানা-স্থানে নানাপ্রকার অদ্ভূত-বিক্রম ও ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া অনন্তেশ্বরের সমীপে উপস্থিত হইলেন।

শ্রীমধ্ব অচ্যুতপ্রেক্ষের নিকট উপস্থিত হইয়া গুরুদেবের শ্রীচরণ বন্দন করিলেন। অচ্যুতপ্রেক্ষ মধ্বাচার্য্যের রজতপীঠপুরে আগমনের পূর্ব্বেই তৎপ্রেরিত বেদান্ত-ভাষ্য দর্শন করিয়াছিলেন। অচ্যুতপ্রেক্ষ বেদান্ত-ভাষ্যের মায়াবাদ-সিদ্ধান্তে অভিজ্ঞ ছিলেন। যদিও অচ্যুতপ্রেক্ষ স্বভাবতঃ সদ্-ভাবযুক্ত ছিলেন, কিন্তু কুসিদ্ধান্তের দ্বারা তাঁহার হৃদয় কাল-বশে আচ্ছন্ন হইয়াছিল। অচ্যুতপ্রেক্ষের নিকট পূর্ণপ্রজ্ঞ নিজ-কৃত ভাষ্যের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী বর্ণন করিলেন।

শ্রীমধ্বকর্ত্তৃক অচ্যুত-সমীপে স্বকৃত ভাষ্য-বৈশিষ্ট্য বর্ণন

এখানে সন্দেহ হইতে পারে যে, অচ্যুতপ্রেক্ষ—গুরুদেব, আর পূর্ণপ্রজ্ঞ—শিষ্য; এমতাবস্থায় পূর্ণপ্রজ্ঞ গুরুদেবের কুসিদ্ধান্ত কিরূপেই বা প্রদর্শন করেন? আর মায়াবাদী ও কুসিদ্ধান্তগ্রস্ত ব্যক্তি কিরূপেই বা মধ্বাচার্য্যের ন্যায় সচ্ছিষ্যের গুরুদেব হইতে পারেন? মায়াবাদী কখনও গুরুপদবাচ্য নহে,—ইহাই বৈষ্ণব-শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। বৈষ্ণব-স্মৃতিশাস্ত্র বলিয়াছেন—

মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়—ভাষ্য-প্রণয়ন

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের ন্যায় জগদ্‌গুরু আচার্য্যগণ এক লীলায় "পাঁচ সাত লীলা" করিয়া থাকেন। তাঁহারা গুরু-পারম্পর্য্যের নিত্যত্ব-সংস্থাপন-কল্পে শিষ্যোপম ব্যক্তিকেও গুরুর সম্মান প্রদান করিয়া তাঁহাদের মঙ্গল বিধান করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্রহ্মানন্দ ভারতীকে গুরুর সম্মান প্রদর্শন করিয়াও তাঁহার মৃগচর্ম্ম-ব্যবহার পরিত্যাগ করাইয়াছিলেন।

লোকোত্তর আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক শিষ্যস্থানীয়-গণকে 'গুরু'রূপে বরণ-লীলার তাৎপর্য্য

বর্ত্তমান যুগের শুদ্ধভক্তিস্রোতঃ পুনঃপ্রবাহের মূল পুরুষ তাঁহার শিষ্য-নামের অযোগ্য স্মার্ত্ত লৌকিক গোস্বামি-নামধারী কোন ব্যক্তিকে গুরুর সম্মান প্রদর্শন করিয়াও তাঁহার মঙ্গলের চেষ্টা করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ, শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু প্রমুখ নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদগণের চরিত্রেও অনর্থগ্রস্ত জীবকে পাঞ্চরাত্রিক গুরুর সম্মান প্রদর্শন-পূর্ব্বক তাঁহাদের মঙ্গল-বিধান করিবার আদর্শ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যেরূপ ব্রহ্মানন্দ ভারতীর মায়াবাদ-সিদ্ধান্ত-নিরাস, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যেরূপ কোন লৌকিক গোস্বামীর কর্ম্মজড়-সিদ্ধান্ত নিরাস করিয়া তাঁহাদিগের নিকট সুসিদ্ধান্ত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেইরূপ ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের পূর্ব্ব গুরুদেব শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যও অচ্যুতপ্রেক্ষের মায়াবাদ-সিদ্ধান্ত নিরাস করিয়া নিজ-কৃত ভাষ্যের ভক্তিসিদ্ধান্ত বর্ণন করিয়াছিলেন। পূর্ণপ্রজ্ঞ সুযুক্তি-পূর্ণ নানা বাক্যের দ্বারা অচ্যুতপ্রেক্ষকে পুনঃ পুনঃ তাঁহার রচিত ভাষ্যের সিদ্ধান্ত বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু অচ্যুত-প্রেক্ষ মায়াবাদ-সিদ্ধান্তেই সুদৃঢ়ভাবে অবস্থান করিতেছেন দেখিয়া

শ্রীগৌরসুন্দর ও ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের আদর্শের দ্বারা শ্রীমধ্বাচরণ-তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যা

সদ্‌বৈষ্ণের ন্যায় সুসিদ্ধান্তে অচ্যুতপ্রেক্ষের হৃদ্‌গত অরুচির মূল কারণ বিশেষভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য মায়াবাদ-সিদ্ধান্ত-সমূহ সুদৃঢ় যুক্তিকৃপাণের দ্বারা ছেদন করিলেন এবং অচ্যুতপ্রেক্ষের হৃদয় হইতে কলি-প্রভাবজাত মায়াবাদ-সিদ্ধান্তসমূহ বিদূরিত করিলেন। বস্তুতঃ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যই হইলেন—গুরুদেব, আর অচ্যুতপ্রেক্ষ হইলেন—শিষ্য; কারণ, যিনি ভক্তিসিদ্ধান্ত শিক্ষা দেন, তিনিই আচার্য্য ও গুরুদেব। মধ্ব-সম্প্রদায়ের প্রাচীন মনীষিগণ বলিয়াছেন যে, পিপাসাতুর ব্যক্তি তাৎকালিক সুলভ লবণাক্ত জল পান করিয়া পরে যেরূপ পুনঃ পুনঃ সুমিষ্ট জলপানে আনন্দ লাভ করে, সেইরূপ অচ্যুতপ্রেক্ষও মোহ-বশতঃ প্রথমে মায়াবাদীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন; কারণ, তৎকালে উহাই সুলভ ছিল, আর শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। পরে যখন লোক-মঙ্গলের জন্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য তাঁহার ভাষ্য-সমূহ প্রচার করিলেন, তখন অচ্যুতপ্রেক্ষ সেই ভাষ্য-ভাগীরথীর সিদ্ধান্তামৃত-পানে নিত্যজীবন লাভ করিলেন।

অচ্যুতপ্রেক্ষ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সিদ্ধান্তে এরূপ অভিনিবিষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি প্রত্যহ ব্রহ্মসূত্রভাষ্য পাঠ সমাপ্ত না করিয়া ভগবৎপ্রসাদ স্বীকার করিতেন না। কোন সময় কলামাত্র দ্বাদশী-তিথি অবশিষ্ট থাকায় শ্রীমন্মধ্বকৃত সূত্রভাষ্য-পাঠ ব্যতীতই তিথি-সম্মানার্থ প্রসাদ সেবন করিতে বাধ্য হইতে হইবে বলিয়া অচ্যুতপ্রেক্ষাচার্য্য অত্যন্ত ব্যথিত হন; কারণ, বিস্তৃত সূত্রভাষ্য-পাঠ ঐ অল্প সময়ে সমাপ্ত করা অসম্ভব। এই কথা জানিতে পারিয়া শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের অতি সংক্ষিপ্ত ভাষ্য 'অণুভাষ্যম্' নামে রচনা করিয়া অচ্যুতপ্রেক্ষাচার্য্যকে

অচ্যুতপ্রেক্ষাচার্য্যের নিত্য শ্রীমধ্বভাষ্য পারায়ণ

প্রদান করেন। তাহা পাঠ করিয়া অচ্যুতপ্রেক্ষাচার্য্য দ্বাদশী তিথির যথাশাস্ত্র সম্মান করিতে পারিয়াছিলেন।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য তিনটী ব্রহ্মসূত্রভাষ্য রচনা করিয়াছেন—(১) শ্রীমদ্ ব্রহ্মসূত্রভাষ্যম্ বা সূত্রভাষ্যম্,—এই ভাষ্যটী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহাতে আধুনিক শ্রেষ্ঠ বিদ্বন্মণ্ডলীর অপরিচিত অসংখ্য শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও পঞ্চরাত্রাদির প্রমাণ দ্বারা ব্যাসের সমস্ত বাক্যই যে একসূত্রে গ্রথিত ও শুদ্ধদ্বৈত-তাৎপর্য্যপর, তাহা শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য প্রদর্শন করিয়া স্বীয় অভূতপূর্ব্ব অদ্বিতীয় ব্যাসানুগত্য প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে অন্য মতের স্পষ্ট খণ্ডন নাই ; কেবল শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতি প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি প্রদর্শিত হইয়াছে।

(২) অনুব্যাখ্যানম্ বা অনুভাষ্যম্—ইহা শ্লোকাকারে রচিত। ইহাতে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বিভিন্ন মতবাদাচার্য্যের সমস্ত মতবাদ খণ্ডন করিয়া স্ব-মত স্থাপন করিয়াছেন।

(৩) অণুভাষ্যম্—চতুরাধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য ইহাতে শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গুম্ফিত হইয়াছে। এই অণুভাষ্যম্ই অচ্যুতপ্রেক্ষ প্রত্যহ পারায়ণ করিতেন।

জ্যেষ্ঠ ও অচ্যুতপ্রেক্ষ—এই যতিদ্বয় শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত ভাষ্যের শ্রৌত-সুসিদ্ধান্ত জগতে প্রচার করিয়া সজ্জনগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিলেন। পূর্ণপ্রজ্ঞ অধিকারি-ব্যক্তিগণকে তাঁহাদের ভুজদ্বয়ে সুদর্শনচক্র অঙ্কিত করিয়া দীক্ষা-প্রদান ও সূত্রভাষ্যের সুদর্শন অর্থাৎ সুসিদ্ধান্ত উপদেশ করিয়া দ্বিতীয় প্রকার সুদর্শনচক্র প্রদান করিয়াছিলেন

ঊনবিংশ অধ্যায়

নর্ত্তক-গোপাল

উড়ুপী হইতে সপ্তক্রোশ দক্ষিণে অদমার গ্রামের অন্তঃপাতী ষরমল্‌দেশস্থ জনৈক নাবিক তাঁহার নৌকা-মধ্যে বিপণিসামগ্রী লইয়া দ্বারকায় গমন করেন। নাবিকের সমস্ত পণ্যদ্রব্য দ্বারকায় নিঃশেষিতভাবে বিক্রীত হইয়া যায়। গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তনকালে ঐ বণিক্ স্বীয় শূন্য নৌকায় কিঞ্চিৎ ভার ন্যস্ত করিবার উদ্দেশ্যে দ্বারকাস্থিত গোপীসরোবর-তট হইতে কয়েকটি বৃহৎ গোপীচন্দন-খণ্ড সংগ্রহ-পূর্ব্বক স্থাপন করেন। সমুদ্রপথে তাঁহার নৌকা মাল্‌পী-বন্দরের নিকট একটি চরায় ঠেকিয়া যায়। শত চেষ্টায়ও নৌকা কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইতেছে না দেখিয়া নাবিক অত্যন্ত হতাশ হইয়া পড়েন। এমন সময়ে সমুদ্রের উপকূলে একজন জ্যোতির্ম্ময়-দর্শন পরমবলী সন্ন্যাসীকে ভগবচ্চিন্তায় নিমগ্ন দেখিতে পাইয়া নাবিক নৌকা হইতেই সেই সন্ন্যাসীর নিকট স্বীয় অবস্থা জ্ঞাপন করেন। এই সন্ন্যাসীই শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য। তিনি সমুদ্রে স্নানাদি সমাপণ করিয়া ভগবানের নাম-কীর্ত্তনে নিমগ্ন ছিলেন। নাবিকের উচ্চ আহ্বান-শ্রবণে নাবিকের তাৎকালিক অবস্থা জানিতে পারিয়া মুদ্রাপ্রদর্শন-পূর্ব্বক (মতান্তরে বস্ত্র-সঞ্চালন-পূর্ব্বক) শ্রীমধ্বাচার্য্য উক্ত নৌকাকে চালিত করেন। নাবিক সন্ন্যাসীর এই প্রকার অদ্ভুত শক্তি-দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত ও পরম উপকৃত হইয়া তাঁহাকে কিঞ্চিৎ

শ্রীমধ্বাচার্য্যের নর্ত্তক-গোপাল প্রাপ্তি

শ্রীমধ্বাচার্য্যের সেবিত শ্রীবালগোপাল

উপহার প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলে মধ্বাচার্য্য নাবিকের প্রার্থনা অঙ্গীকার করিয়া একখণ্ড গোপীচন্দন-মাত্র গ্রহণ করেন। সেই গোপীচন্দন ভগ্ন হইবামাত্র তন্মধ্য হইতে এক অপূর্ব্ব-দর্শন শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি স্বয়ং প্রকটিত হন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সেই শালগ্রামশিলাময়ী প্রতিমা লইয়া উড়ুপী-অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে কতিপয় মধুর স্তোত্র রচনা করিয়া তদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তির বন্দনা করেন। শ্রীমধ্বাচার্য্য-রচিত সেই সকল স্তবগুচ্ছই 'শ্রীমদ্ দ্বাদশ-স্তোত্রম্' নামে খ্যাত। * যে-স্থানে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি প্রকটিত হইয়াছিলেন, সেই স্থানটী পরবর্ত্তিকালে 'বড়ভণ্ডেশ্বর' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অধুনা এই স্থানে 'বড়ভণ্ডেশ্বর' নামক বিষ্ণুমূর্ত্তি বিরাজিত আছেন। 'বড়ভণ্ড' শব্দটী কর্ণাটক-ভাষাজাত। ('বড়'—ভিন্ন, 'ভণ্ড' —পিণ্ড অর্থাৎ চন্দনপিণ্ডভঙ্গ-স্থল)। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য এই গোপী-চন্দনালিপ্ত শ্রীমূর্ত্তিকে উড়ুপীতে আনয়ন করিয়া উড়ুপীস্থ বৃহৎ সরোবরে শ্রীমূর্ত্তির শ্রীঅঙ্গ সম্মার্জ্জন করেন। শ্রীমধ্বাচার্য্যাবির্ভাবের পর হইতে উক্ত দীর্ঘিকা "মধ্বসরোবর" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

'শ্রীমদ্ দ্বাদশ-স্তোত্রম্'

"শ্রীকৃষ্ণ-মন্দিরে" শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-প্রাপ্ত শ্রীবালগোপাল শ্রীমূর্ত্তি বিরাজিত। গোপালের দক্ষিণ হস্তে দধিমন্থন-দণ্ড ও অপর হস্তে মন্থন-দণ্ডসূত্র। শ্রীমূর্ত্তির কমনীয়ত্ব বিশেষ চিত্তাকর্ষক। শ্রীচৈতন্যদেব উড়ুপীতে পদার্পণ করিয়া এই শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি দর্শন ও এই স্থানে প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত-সঙ্কীর্ত্তন-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

* এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে সানুবাদ 'শ্রীমদ্ দ্বাদশ-স্তোত্রম্' প্রকাশিত হইল।

"মধ্বাচার্য্য স্থানে আইলা যাহাঁ 'তত্ত্ববাদী'।
উড়ুপীতে 'কৃষ্ণ' দেখি' তাহা হৈল প্রেমাস্বাদী॥
'নর্ত্তক গোপাল' দেখে পরম-মোহনে।
মধ্বাচার্য্যে স্বপ্ন দিয়া আইলা তাঁর স্থানে॥
গোপীচন্দন-তলে আছিল ডিঙ্গাতে।
মধ্বাচার্য্য-ঠাঞি আইলা কোনমতে॥
মধ্বাচার্য্য আনি' তাঁরে করিলা স্থাপন।
অদ্যাবধি সেবা করে তত্ত্ববাদিগণ॥
কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখি' প্রভু মহাসুখ পাইল।
প্রেমাবেশে বহুত নৃত্য-গীত কৈল॥"

উড়ুপীতে শ্রীচৈতন্যের নর্ত্তকগোপাল দর্শন

(চৈঃ চঃ ম ৯।২৪৫-২৪৯)

এই শ্রীমূর্ত্তির সেবা শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য তাঁহার আটজন সন্ন্যাসি-শিষ্যের উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন। মধ্বানুগত সন্ন্যাসী ব্যতীত অপর কাহারও এই শ্রীমূর্ত্তির সেবায় অধিকার নাই। পূর্ব্বকালে দুইমাস অন্তর এক একজন সন্ন্যাসীর সেবাকাল নির্দ্ধারিত ছিল। 'সোদে'-মঠস্থ আচার্য্য-পরম্পরায় পঞ্চদশ অধস্তন শ্রীমদ্‌বাদিরাজ স্বামীর সময় হইতে দুই বর্ষকাল প্রত্যেকের সেবার পালা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। অদ্যাপি সেই নিয়ম তথায় বর্ত্তমান। শ্রীকৃষ্ণমন্দির-চত্বরের বহির্দ্দেশে পশ্চিমোত্তরদিকে মুখ্যপ্রাণ বা শ্রীমদ্‌ হনুমদ্বিগ্রহের পূজা হয়। শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তির দক্ষিণ-পশ্চিমে মুখ্য-প্রাণের মন্দিরের সম্মুখে শ্রীগরুড়মূর্ত্তি বিরাজমান। শ্রীকৃষ্ণ-মন্দিরের দ্বারদেশে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের মূর্ত্তি বিরাজমান। এই শ্রীমূর্ত্তি শ্রীবাদিরাজস্বামিকর্ত্তৃক

শ্রীমধ্বের শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তির সেবাদির ইতিবৃত্ত

স্থাপিত হয়। শ্রীবাদিরাজস্বামী মধ্ব-সম্প্রদায়ের 'দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য' বলিয়া কথিত হন। শ্রীকৃষ্ণ-মন্দিরের পশ্চিমদিকে ব্রাহ্মণেতর কুলজাত 'কনকদাস' নামক এক দাসকূটস্থ মাধ্ব-ভাগবতের শ্রীমূর্ত্তির দর্শনের উদ্দেশ্যে দ্রষ্টৃ-সাধারণের জন্য শ্রীমন্দিরের একটি গবাক্ষ উন্মুক্ত আছে। দূরে শ্রীকনকদাসের একটি গৃহও বর্ত্তমান রহিয়াছে। অধুনা এই স্থানে বেদান্তাদি শাস্ত্রের অধ্যাপনা হইয়া থাকে। কন্নড় ভাষায় শ্রীকনকদাস-রচিত বহু সুললিত পদ্যগ্রন্থ বিরাজিত আছে। তাঁহার রচিত 'হরিভক্তিসার' নামক গ্রন্থটি মধ্ব-সম্প্রদায়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-মন্দিরের একদিকে গোশালা। কিয়দ্দূরে কতিপয় মাধ্ব-সন্ন্যাসীর সমাধি বর্ত্তমান।

বাদিরাজস্বামী ও কনকদাস

উড়ুপীক্ষেত্র হইতে কএক ক্রোশ ব্যবধানে আটটি মঠ বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত। সেই অষ্ট মঠের প্রতিভূস্বত্রে উড়ুপীক্ষেত্রে অনন্তেশ্বর ও চন্দ্রমৌলীশ্বরের শ্রীমন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে আটটি মঠ অবস্থিত। মূলগ্রামী মঠের নামানুসারে এই অষ্ট মঠের নাম হইয়াছে। মাধ্ব-সম্প্রদায়িগণ বলেন যে, মধ্বাচার্য্যের সময় মধ্ব-শিষ্য আটজন সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণমন্দিরে একত্র বাস করিতেন। পরবর্ত্তিকালে এই আটজন সন্ন্যাসী বিভিন্ন স্থানে আটটি মঠ স্থাপন করেন। এই আটটি মঠ শ্রীকৃষ্ণমন্দির হইতে পৃথক্। পালাক্রমে এই মঠাধীশ সন্ন্যাসিগণই অধুনা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। এই আটটি মঠ আবার দুইটি দুইটি করিয়া 'দ্বন্দ্ব-মঠ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই দ্বন্দ্ব-মঠের অন্যতর মঠের সেবক অর্চ্চনাদি সেবাকার্য্যে অন্যমঠের সেবকের সহযোগী। দ্বন্দ্ব-মঠাধীশ কোনও সন্ন্যাসী যদি শিষ্য না করিয়াই অপ্রকট হন, তাহা হইলে দ্বন্দ্ব-মঠের অন্যতর মঠের মঠাধীশ নিজ-শিষ্যকে সেই মঠের অধিকারী করিতে

পারেন। কথিত হয় যে, কণ্বতীর্থে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য তাঁহার আটজন শিষ্যকে সমকালে সন্ন্যাস প্রদান করেন। সন্ন্যাস-মন্ত্রোপদেশ-প্রদানের পর সন্ন্যাস-বেদিকার চতুর্দ্দিক্ হইতে এই আটজন সন্ন্যাসী দুই-দুই জন করিয়া চারিভাগে বিভক্ত হইয়া বহির্গত হন। তাঁহারাই পরবর্ত্তিকালে দ্বন্দ্ব-মঠাধিকারী হন।

শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির প্রত্যহ নববিধা পূজার ব্যবস্থা আছে। শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপূজা-ক্রম, যথা—

প্রাত্যহিক নববিধা পূজা		
	(১) নির্ম্মাল্য-বিসর্জ্জন-পূজা—	পূর্ব্বাহ্ণ ৫ ঘটিকায়
	(২) উষঃকাল-পূজা	” ৬ ”
	(৩) পঞ্চামৃত পূজা ও অভিষেক	” ৮ ”
	(৪) উদ্বর্ত্তন-পূজা	” ৯ ”
	(৫) তীর্থপূজা ও মহাকলসাভিষেক	” ১০ ”
	(৬) অলঙ্কার-পূজা	” ১১ ”
	(৭) অবসর-পূজা	” ১১-৩০ ”
	(৮) মহাপূজা	অপরাহ্ণ ১২-৩০ হইতে ১টা
	(৯) রাত্রি-পূজা	সায়াহ্নে ৮-৩০ টা

এই নববিধা পূজা ব্যতীত মধ্যে মধ্যে উষঃকাল-পূজার পর গো-পূজা, উদ্বর্ত্তন-পূজার পর শ্রীনবনীত-পূজা, তদনন্তর সুবর্ণকলস-পূজা, সায়াহ্নে চামরসেবা প্রভৃতি পঞ্চপূজা হইয়া থাকে।

বিংশ অধ্যায়

আচার্য্যের ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ-লীলা

একদা ঈশ্বরদেব-নামক জনৈক ভূপতি একটি সরোবর খনন করাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তিনি রাজ্য-মধ্যে ঘোষণা করিলেন যে, প্রত্যেক পথিককে কোন নির্দ্দিষ্ট পথ দিয়া যাতায়াতের সময় ঐ সরোবর খনন করিয়া যাইতে হইবে। পথিকগণের শ্রমফলেই অর্থাৎ নিজের কোন অর্থ ব্যয় না করিয়া একটি সুবৃহৎ সরোবর খনন-পূর্ব্বক আত্মমহত্ত্ব-প্রচারই ঐ নৃপতির উদ্দেশ্য ছিল।

সেই সময় পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীমধ্ব তাঁহার বাণী-প্রচারার্থ দেশান্তরে গমনকালে সেইপথ অতিক্রম করিতেছিলেন। পূর্ব্বকথিত নরপতি অন্যান্য পথিকগণের ন্যায় শ্রীমধ্বাচার্য্যকেও রাজাজ্ঞা পালন করিতে বলিলেন। তদুত্তরে মধ্বাচার্য্য বলিলেন যে, তিনি খননকার্য্যে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ; তবে যদি রাজা তাঁহাকে নিজহস্তে খনন-প্রণালী একবার শিখাইয়া দেন, তাহা হইলেই তিনি অতি দ্রুতবেগে একাকীই ঐ সরোবর খনন করিয়া দিতে পারিবেন। রাজা ঈশ্বরদেব শ্রীমধ্বকে খনন-প্রণালী শিক্ষা দিবার জন্য স্বয়ং খনন আরম্ভ করিলেন। কিন্তু বায়ুর অবতার শ্রীমধ্বদেব এমন এক ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন যে, ঈশ্বরদেব ক্রমাগত খননই করিতে থাকিলেন, আর কিছুতেই তাহা হইতে বিরত হইতে পারিলেন না।

ঈশ্বরদেবের শ্রীমধ্বকে স্বহস্তে সরোবর-খননার্থ আদেশ

গুরু, বৈষ্ণব ও ভগবান্—ইঁহাদিগকে যদি রাজা তাঁহার অধীন প্রজাশ্রেণীর অন্তর্গত বিবেচনা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের চরণে অপরাধ উপস্থিত হয় এবং তৎফলে এই কর্ম্মময় সংসারে পরিভ্রমণ করিতে হয়। এইজন্য পৃথু মহারাজ সপ্তদ্বীপবতী পৃথিবীর দণ্ডমুণ্ড-বিধাতা একচ্ছত্র সম্রাট্ হইয়াও ঋষিকুল ব্রাহ্মণ ও অচ্যুতগোত্রীয় বৈষ্ণবগণকে কখনও নিজদণ্ডার্হ প্রজা বলিয়া বিচার করেন নাই। বৈষ্ণবগণ সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র।

সর্ব্বত্রাস্খলিতাদেশঃ সপ্তদ্বীপৈকদণ্ডধৃক্।
অন্যত্রব্রাহ্মণকুলাদন্যত্রাচ্যুতগোত্রতঃ॥

(ভাঃ ৪।২১।১২)

[পৃথু মহারাজ সপ্তদ্বীপবতী পৃথ্বীর একচ্ছত্র দণ্ডমুণ্ডবিধাতা সম্রাট্ ছিলেন। তাঁহার আজ্ঞা সর্ব্বত্রই অপ্রতিহতা ছিল;—কেবলমাত্র ঋষিকুল-ব্রাহ্মণ ও অচ্যুতগোত্রীয় বৈষ্ণবগণের উপরই তিনি কোন আধিপত্য বিস্তার করেন নাই।]

দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু বৈষ্ণবপ্রবর প্রহ্লাদকে নিজপুত্র বা প্রজা জ্ঞান করিয়া তাঁহার উপর শত শত অত্যাচার করিয়াও কিছুই করিতে পারে নাই।

আচার্য্য বা লোকোত্তর পুরুষগণ কি পার্থিব শাসকের অধীন?

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ও নবদ্বীপস্থ কতিপয় 'পাষণ্ডী হিন্দু' নিমাই পণ্ডিতকে কাজির দণ্ডাধীন প্রজা বিচারে নিমাইকে নূতন ধর্ম্মমত-প্রচারক ও নাগরিকগণের শান্তিভঙ্গকারী বলিয়া তদ্বিরুদ্ধে কাজির নিকট অভিযোগ আনয়ন করিয়াছিল। তদানীন্তন কাজি নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসকে তাঁহার আজ্ঞাধীন প্রজা কল্পনা করিয়া ঠাকুরকে বাইশ বাজারে বেত্রাঘাতের আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। গৌড়েশ্বর হুসেনশাহ্ শ্রীচৈতন্যকে গৌড়দেশের জনৈক প্রজা (?) মনে করিয়া শ্রীচৈতন্যের

পশ্চাৎ পশ্চাৎ বহুলোককে রাজ্যৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধাবিত হইতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন।

আচার্য্য বা বৈষ্ণবগণ পার্থিব রাজা বা সার্ব্বভৌম সম্রাট্—কাহারও অধীন নহেন। তাঁহারা একমাত্র সর্ব্বেশ্বরেশ্বরের নিত্য আশ্রিত, অতএব তাঁহারা সর্ব্বজগৎপূজ্য।

একদা শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য তাঁহার প্রিয় শিষ্যগণকে সঙ্গে লইয়া উত্তর দিকে গমন করিতে করিতে গঙ্গার তীরে উপস্থিত হইলেন। তখন শত্রুভয়ে গঙ্গার তটে একখানিও নৌকা ছিল না। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সকলের অগ্রণীরূপে অবস্থান করিলেন, আর তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ শিষ্যগণ ক্রমশঃ পূর্ব্বপূর্ব্ববর্ত্তী ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া, পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজন-গণের আশ্রয়ে যেরূপ পরবর্ত্তী লোকসকল সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হয়, সেইরূপ মধ্বাচার্য্যের আদেশে নদী উত্তীর্ণ হইয়া গেলেন। বহুলোক তাঁহাদিগকে উক্ত নদীর গভীরতা ও নানাবিপৎ-সঙ্কুলতার কথা বলিয়া ঐ নদী অতিক্রম করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য তাঁহাদের কোন কথাই শ্রবণ করেন নাই।

বিনা জলযানে সশিষ্য শ্রীমধ্বের বিপৎসঙ্কুল গঙ্গা-উত্তরণ

সেই সময় নদীর অপর পারে তুরস্ক রাজপুরুষগণ শত্রুপক্ষকে প্রতিরোধ করিবার জন্য বিশেষ সতর্কতার সহিত পাহারা দিতেছিলেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ও তাঁহার শিষ্যগণকে ঐরূপভাবে নদী পার হইতে দেখিয়া তুরস্কসৈনিকগণ সশিষ্য মধ্বাচার্য্যকে শত্রুপক্ষীয় লোক বিচার করিলেন। রাজপুরুষগণ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিলেন এবং তিনি পারে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই

বিধর্ম্মি-তুরস্করাজের শ্রীমধ্বকে অর্দ্ধরাজ্য প্রদান

তাঁহাদের দ্বারা বিনষ্ট হইবেন, এইরূপ বলিতে বলিতে তীরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। তখন মধ্বাচার্য্য তুরস্করাজপুরুষগণকে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—'আপনারা সংখ্যায় অধিক, আমরা অল্প। অতএব আমাদের নিকট হইতে আপনাদের কোন ভয় নাই, আমরা আপনাদের রাজাকে দর্শন করিতে যাইতেছি; আমাদিগের সহিত বিরোধ করিবার কোন কারণ নাই।' ওঝা যেরূপ মন্ত্রবলে সর্পকে নিবারণ করে, মধ্বাচার্য্যের বাণীবলে তুরস্করাজপুরুষগণ সেইরূপই নিবারিত হইয়াছিলেন। তুরস্করাজ প্রাসাদশিখরে আরোহণ করিয়া সশিষ্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকে নিজ রাজধানীর দিকে আসিতে দেখিলেন। মধ্বাচার্য্য নিকটে আসিলে তুরস্করাজ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—তাঁহার কঠোর-স্বভাব সৈন্যগণ মৃত্যুসেনার ন্যায় পথিকগণকে শত্রুরাজ্যের গুপ্তচর মনে করিয়া বিনাশ করিয়া থাকে; কিন্তু সশিষ্য মধ্বাচার্য্য কিরূপে তাহাদের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন! আর কিরূপেই বা কোনরূপ ভেলার আশ্রয় না করিয়া নদী পার হইয়াছেন!

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য তখন তুরস্করাজকে উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, বিশ্বের একমাত্র প্রকাশক পরমপুরুষের পরম অনুগ্রহবলেই তিনি ঐরূপ অসম্ভবকার্য্য সম্ভব করিতে পারিয়াছেন। তুরস্করাজ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের গাম্ভীর্য্য, ধৈর্য্য, বীর্য্য, শৌর্য্য ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব দেখিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকে অর্দ্ধরাজ্য প্রদান করিলেন। শ্রীমন্মধ্বপাদ সেই সকল ঐশ্বর্য্য শুদ্ধদ্বৈতবাদ প্রচারে ব্যয় করিয়াছিলেন।

একদা কতকগুলি চৌর চুরি করিবার জন্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের শিষ্যগণের

মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য একখণ্ড বস্ত্রকে পিণ্ডাকৃতি করিয়া —যেন উহার মধ্যে অনেক অর্থ আছে,— এইরূপভাবে তাহা হস্তে ধারণপূর্ব্বক চোরগণের মধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে অর্জ্জুনের সম্মোহন-অস্ত্রবলে কুরুপক্ষের সৈন্যগণের মোহন ও পরস্পর আত্মবিনাশের ন্যায় শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের দ্বারাও ঐ চৌরগণ মোহিত হইয়া পরস্পরকে বধ করিয়াছিল। অন্যস্থানে একশত পরাক্রমশালী দস্যু সশিষ্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের বধের জন্য উপস্থিত হইলে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য তাঁহার জনৈক শিষ্যের দ্বারা দস্যুগণের হস্ত হইতে কুঠার কাড়িয়া লইয়া উহা দ্বারাই দস্যুদলপতিকে ও তাহার সহচর দস্যুগণকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন।

চোর ও দস্যুগণকে মোহন

অন্য একস্থানে সশিষ্য মধ্বাচার্য্যকে দস্যুগণ শিলাস্তূপ মনে করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিল; কিন্তু পুনরায় সশিষ্য মধ্বাচার্য্যকে দেখিতে পাইয়া কৌতূহলের সহিত তাঁহাকে প্রণাম করিয়াছিল।

যখন শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য বদরিকাশ্রমে গমন করিতেছিলেন, সেই সময় হিমালয় পর্ব্বতের নিকট তাঁহার শিষ্য সত্যতীর্থকে বধ করিবার জন্য এক ব্যাঘ্রাকৃতি দৈত্য উপস্থিত হয়। কিন্তু শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সামান্য হস্ত-সঞ্চালনেই ঐ ব্যাঘ্রকে নিবারিত করিয়াছিলেন। ইহার পর শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হন। বদরীনারায়ণ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকে শুদ্ধ-শিলাময় ভগবদ্বিগ্রহ প্রদান করেন। সেই সময় বেদব্যাস শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকে মহাভারতের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতে নিযুক্ত করেন।

স্বহস্তে ব্যাঘ্রাকৃতি দৈত্য-নিবারণ

শ্রীমধ্ব বদরিকাশ্রম হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে প্রসিদ্ধ তীর্থসমূহে শ্রীনারায়ণ-বিগ্রহ দর্শন ও বন্দনা করিতে করিতে ভাগীরথীর তীরে উপস্থিত হইলেন। নদীতে কোন নৌকা ছিল না।

নদীর জল স্তম্ভন পূর্ব্বক অনার্দ্রবসনে নদী উত্তরণ

পূর্ণপ্রজ্ঞ জল স্তম্ভন করিয়া অনার্দ্র বসনেই নদী উত্তীর্ণ হইলেন। শিষ্যগণ মধ্বাচার্য্যের এই ঐশ্বর্য্যলীলা দেখিতে পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। কিন্তু ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। যিনি হনুমদ্‌রূপে সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, ভীম-অবতারে এই ভাগীরথীতে স্বেচ্ছায় বিহার করিতেন, সেই শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সম্বন্ধে অসম্ভব কি হইতে পারে? শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য অনায়াসে গঙ্গা পার হইলেও তাঁহার শিষ্যগণ তাহা পারিলেন না। গঙ্গায় কেবল সময়ে সময়ে ধীবরগণের দুই একখানি নৌকা দেখা যাইত; কিন্তু তাহারাও শত্রুর ভয়ে অতিশয় ভীত হইয়া কোন লোককে পার করিত না। মধ্বাচার্য্যের অদ্ভুত ঐশ্বর্য্যের কথা শুনিয়া সেই প্রদেশের নরপতি নৌকাযোগে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের শিষ্যগণকে গঙ্গা পার করাইলেন।

শিষ্যগণ অপর পারে উপনীত হইয়া দেখিলেন যে, গঙ্গাতীরস্থ পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য বেদ ব্যাখ্যা করিতেছেন। তথা হইতে শ্রীমধ্ব হস্তিনাপুরে গমন করিলেন এবং

'ইন্দ্রপুরী' নামক মায়াবাদি-সন্ন্যাসীর পরাজয়

গঙ্গা হইতে কিঞ্চিৎ দূরে নির্জ্জন-প্রদেশে অবস্থিত কোন এক মঠে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত উদ্‌যাপন করিবার জন্য চারিমাস বাস করিলেন। সেই সময় গঙ্গাদেবী শ্রীমধ্বকে স্পর্শ করিয়া সুখী হইবার জন্য মৃত্তিকা ভেদ করিয়া একটি শাখারূপে শ্রীমধ্বের বাসস্থানের নিকট উপস্থিত হইলেন। চাতুর্ম্মাস্য-

বিংশ অধ্যায়—আচার্য্যের ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ-লীলা

ব্রতের উদ্‌যাপনান্তে শ্রীমধ্ব কাশীধামে উপস্থিত হইলেন। তথায় ইন্দ্রপুরী-নামক এক মায়াবাদী সন্ন্যাসী মধ্বাচার্য্যকে বিচারে পরাজয় করিবার দুষ্ট অভিসন্ধি লইয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ইন্দ্রপুরীর প্রশ্নের অসঙ্গতি প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে পরাভূত করিলেন। শ্রীমধ্ব বিভিন্ন বিদ্বৎসভায় শ্রৌতসিদ্ধান্তসমূহ ব্যাখ্যা করিয়া পণ্ডিতসমাজে বহুমানিত হইলেন।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সত্যতীর্থ প্রভৃতি শিষ্যগণের সহিত কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া শিষ্যগণকে নিজ ভীমাবতারের গদাস্ত্র প্রদর্শন করিলেন। তথায় তপস্যানিরত এক ব্যক্তিকে দেখাইয়া বলিলেন যে, ঐ তপস্বী ভবিষ্যৎ জন্মে হরিবিদ্বেষী মারীচ-নামে জন্মগ্রহণ করিবে।

হৃষীকেশে মহাদেব ব্রাহ্মণবেষ ধারণ করিয়া তাঁহার আশ্রমে শ্রীমধ্বকে ভিক্ষাগ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলেন। শম্ভু তাঁহার এক বিশিষ্ট ভক্তকে স্বপ্নে জানাইলেন যে, মধ্বাচার্য্য তাঁহার (শম্ভুর) গুরুদেব। এই স্বপ্ন দেখিয়া সেই ভক্ত শ্রীমধ্বকে প্রচুর পরিমাণে উত্তম ভোজ্য দ্রব্য প্রেরণ করিয়া ভিক্ষা করাইলেন। ইষুপাত নামক ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া শ্রীমধ্ব ক্ষেত্রাধিপতি পরশুরামরূপী নারায়ণকে ভক্তির সহিত স্মরণ করিলেন। তথায় তাঁহাকে রাজকেলি নামক কদলীফল প্রদান করিলে শ্রীমধ্বপাদ এক সহস্র পরিপুষ্ট কদলী ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন। ইহার পর শ্রীমধ্ব গোবা-নামক স্থানে শঙ্কর-নামে খ্যাত কোন এক ব্যক্তির প্রদত্ত অতি স্থূল ও সরস চারি সহস্র কদলী ফল ও ত্রিশটি কলসে পরিপূর্ণ দুগ্ধ সেবন করিয়া ফেলিলেন। ঐ দেশের রাজা শ্রীমন্মধ্বের ঐরূপ অপূর্ব্ব শক্তির কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকে নিজরাজ্যে

বিভিন্নস্থানে বিভিন্ন ঐশ্বর্য্য-লীলা প্রকাশ

রাখিবার জন্য বহু প্রার্থনা জানাইলেন ; কিন্তু শ্রীমধ্বপাদ রাজপুরুষগণের অলক্ষ্য গতিতে তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন ।

গো-নামক স্থানে এক সভায় শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য অপুষ্পিত ও অফলিত বৃক্ষে পুষ্প ও ফল প্রকাশিত করিয়াছিলেন। এইরূপে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য নানা ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া ঐশ্বর্য্য-প্রিয় বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণকে তাঁহার পাদপদ্মে প্রণত করাইয়াছিলেন । কিন্তু একান্ত আত্মমঙ্গল-কামী ব্যক্তিগণ ঐশ্বর্য্যের সেবক নহেন । তাঁহারা শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের অপ্রাকৃত ব্যক্তিত্বকে, সিদ্ধান্তকে ও শ্রৌতবিচার-সমূহকে অধিকতর মঙ্গলদায়ক বলিয়া বরণ করেন ।

বহির্ম্মুখগণের জন্যই আচার্য্যের ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ-লীলা

একবিংশ অধ্যায়

আচার্য্যলীলার ঘটনা-পরম্পরা

সনকাদি মুনিগণের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতবক্তা ভগবান্ শ্রীশেষদেব শ্রীমাধ্ব-ভাষ্যব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়াছিলেন। মুনিগণ সেই সহস্রশীর্ষা অনন্তদেবকে এই মাধ্বভাষ্যের তাৎপর্য্য ও তাহার শ্রবণের ফল জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে শ্রীঅনন্তদেব মুনিগণকে বলেন যে, মাধ্বভাষ্য-শ্রবণের মুখ্যফল মুক্তিপদ ভগবানের সেবালাভ। শুকদেব, সরস্বতী প্রভৃতি পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞগণ ভগবৎসেবালাভকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োজন বলিয়াছেন। যাঁহারা শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের বিরচিত ও বেদাদিশাস্ত্রের তাৎপর্য্য-নির্ণায়ক ভাষ্যাদি গ্রন্থের সেবা করেন, ভগবান্ বিষ্ণু সেই পরমবৈষ্ণবত্ব-প্রাপ্ত মহাপুরুষগণের সুখবিধানের জন্য নিজবৈকুণ্ঠলোক প্রদান করিয়া থাকেন। সেই বৈকুণ্ঠ চিদ্বিলাসবৈচিত্র্যে উদ্ভাসিত, তথায় কোনপ্রকার কুণ্ঠাধর্ম্ম নাই, সকলেই বৈকুণ্ঠপতির সেবায় তন্ময়। তথায় অগণিত ব্রহ্মা, গরুড়, অনন্ত ও ইন্দ্রপ্রমুখ দেবতাগণ দিব্য-ললনাগণের সহিত ভগবানের সেবায় সর্ব্বদা নিরত থাকিয়া আনন্দের চরমসার নিত্য অনুভব করিতেছেন। তথায় চতুর্ভুজ, কমললোচন, পীতবসন, উত্তম অলঙ্কার-বিভূষিত, অরুণবর্ণ, নবজলদকান্তি ভগবানের সারূপ্যপ্রাপ্ত মহাপুরুষগণ বিচরণ করিতেছেন। তথায় জন্ম, মৃত্যু, জরা বা আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক তাপ কিছুই প্রবেশ করিতে পারে না। অথবা কোনপ্রকার অমঙ্গল কিংবা জন্মমৃত্যু-প্রভৃতির মূল কারণ সত্ত্বাদিগুণ ও অদৃষ্ট প্রভৃতিও থাকিতে পারে না।

শ্রীমাধ্বভাষ্য-শ্রবণের ফল-শ্রুতি

মধ্বাচার্য্যের অভ্যুদয়-দর্শনে

মায়াবাদিগণের মৎসরতা

শ্রীমধ্বাচার্য্যকৃত ভাষ্য ও তৎসিদ্ধান্তের বহুল প্রচার দেখিয়া মায়াবাদি-সম্প্রদায় বিপদ গণিলেন। বৈদান্তিককেশরী পূর্ণপ্রজ্ঞ রজতপীঠপুরে সমাসীন হইলে মায়াবাদিগণ ভয়ে চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহারা অত্যন্ত মৎসরতার বশীভূত হইয়া পদ্মতীর্থ ও পুণ্ডরীকপুরীর সহযোগে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ও তাঁহার সিদ্ধান্তকে উৎপীড়ন করিবার জন্য নানাপ্রকার মন্ত্রণা ও ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। উহার মধ্যে একব্যক্তি শকুনির ন্যায় ক্রূরপ্রকৃতি ছিল। সে যেমন বাচাল, তেমন কপট। যাহাতে শ্রীমধ্বপাদের প্রতি পদ্মতীর্থের কোপ ও মাৎসর্য্য বদ্ধমূল হয়, তজ্জন্য ঐ ক্রূর ব্যক্তি নানাপ্রকার যুক্তি প্রদর্শন করিয়া এইরূপ বলিতে লাগিল,—শ্রীমধ্ববিজয় বা সুমধ্ববিজয়-প্রণেতা তাহা এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—"ভগবান্ শঙ্কর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দর্শনাচার্য্য, তাঁহার ভাষ্য ও সিদ্ধান্ত নিখিল জগতের মিথ্যাত্ব বা মায়াময়ত্ব ও একমাত্র নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবস্তুকেই তত্ত্বরূপে প্রতিপাদন করিতেছে, এই সিদ্ধান্ত অতি পুরাতন ও সুদুর্ল্লভ। এই জগৎ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ও বেদাদি বাক্যের দ্বারা ভেদ-বিশিষ্ট বলিয়াই প্রতীত হইতেছে। এরূপ অবস্থায় আচার্য্য শঙ্করের অভেদশাস্ত্র পাঠ না করিলে দেব, অসুর, মনুষ্য, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল প্রভৃতির দ্বারা পরিপূর্ণ এই দৃশ্য জগৎকে ভেদশূন্য বলিয়া কেই বা সাধন করিতে পারে? অজ্ঞানদশায় জীবের নিকট যে বিশ্ব 'সত্য' বলিয়া প্রতীত হইতেছে, আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্য সেই বিশ্বের ব্যবহারিক সত্যতা স্বীকার করিয়াছে। অতএব শ্রীশঙ্করভাষ্য সমস্ত বিষয়েরই সামঞ্জস্যরক্ষক। যখন জীবের জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখন এই বিশ্ব দগ্ধপটের ন্যায় মিথ্যা এবং জ্ঞান পরিপক্ক হইলে এই জগৎ তপ্তলৌহপ্রাপ্ত জলের ন্যায় অপৃথক্ অর্থাৎ অভেদরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। এইরূপ সর্ব্বসুশোভন মায়াবা

বর্ত্তমানে উৎসন্ন হইয়া যাইতেছে! যে মায়াবাদরূপ দুর্গম অরণ্যানীতে ভট্টনামক মীমাংসকের মতাবলম্বী ভট্টগণ ভ্রষ্ট হইয়াছে, প্রভাকরের প্রতিভা-প্রভা লোপ পাইয়াছে, বৌদ্ধগণ ভয়গ্রস্ত হইয়াছে, সম্প্রতি সেই মায়াবাদকে দগ্ধ করিবার জন্য তত্ত্ববাদরূপ অগ্নিশিখা প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব উহা আমাদের উপেক্ষণীয় নহে। পূর্ব্বে আনন্দতীর্থ যে যে স্থানে গমন করিয়াছে, সেই সেই দেশ হইতে যাহাতে তাহার প্রত্যাবর্ত্তন না হয়, সে বিষয়ে আপনি প্রকাশ্যে প্রতিজ্ঞাও করিয়াছিলেন। তথাপি মধ্ব আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। আমরা নিতান্তই ভাগ্যহীন। আনন্দতীর্থ অখণ্ডনীয় সঙ্গতযুক্তির প্রয়োগ-সহকারে প্রশ্ন-জিজ্ঞাসুর প্রশ্নের উত্তর প্রদান-পূর্ব্বক বাদিগণকে লজ্জিত, বিশেষতঃ আমাদিগকে নিরস্ত করিয়া থাকে। এমতাবস্থায় আমরা কি করিব? আনন্দতীর্থ একটিমাত্র বাক্যের দ্বারাই একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার প্রাচীনগ্রন্থের মত খণ্ডন করিয়াছে। এ ব্যক্তি কি বেদব্যাস কিংবা সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ বেদস্বরূপ! আমাদের পক্ষীয় ব্যক্তিগণও বলেন যে, মধ্বাচার্য্যকৃত সূত্রভাষ্য অতীব প্রবলপ্রমাণযুক্ত। তাঁহাদের এইরূপ বাক্য শুনিয়া আমরা দুঃসহ লজ্জাসমুদ্রে নিমগ্ন হই। এখন আপনি ইহার প্রতিকার না করিলে আমাদের আর রক্ষা নাই।”

অপর এক দুর্জ্জন বলিতে লাগিল,—“হায়! হায়! এই নবীন ব্যক্তি (মধ্বাচার্য্য) প্রাচীন পরম্পরায় আগত অভেদ-প্রতিপাদক তত্ত্বশাস্ত্রকে বিনাশ করিতেছে! আমাদের পক্ষীয় চতুর ব্যক্তিগণ মধ্যস্থ লোক-সমাজে এই সকল কথা জানাইয়া মধ্বাচার্য্যের দোষসকল প্রচার করিতে থাকুক। শ্রীমধ্বাচার্য্য বা তাঁহার শিষ্যগণ যাহাতে কোন গ্রামে প্রবেশ, সম্মান বা ভিক্ষাদি লাভ না করিতে পারে, সামাদি উপায়

আচার্য্যকে হেয় করিবার জন্য ষড়যন্ত্র

অবলম্বনপূর্ব্বক আমাদের প্রথম হইতেই প্রতিগ্রামে সেরূপ চেষ্টা করিতে হইবে। যদিবা ইহারা কোনরূপে কোন গ্রামে প্রবেশ করে, তখন উহাদের গর্ব্ব নাশ করিবার জন্য উহাদিগের গ্রন্থ অপহরণাদি করিতে হইবে।"

আচার্য্যের গ্রন্থরাজি অপহৃত

কুটিলবুদ্ধি মায়াবাদিগণ এইরূপ নানা চক্রান্তের দ্বারা শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইল। বিষ্ণুবৈষ্ণববিদ্বেষী সন্ন্যাসিবেশধারী পণ্ডিতাভিমানী পুণ্ডরীকপুরীকে উহারা শ্রীমধ্বের সহিত বিচারার্থ প্রস্তুত করিয়াছিল। আনন্দতীর্থ পুণ্ডরীকপুরীকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিলেন এবং স্বমত স্থাপন পূর্ব্বক বিষ্ণুবৈষ্ণবের প্রীতির জন্য বেদ ব্যাখ্যা করিলেন। যখন পুণ্ডরীকপুরী শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের নিকট পরাজিত ও বিদ্বৎসভায় হাস্যাস্পদ হইয়া পড়িলেন, তখন তৎপক্ষীয় পদ্মতীর্থ একটি দুষ্ট উপায় উদ্ভাবন করিল। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য তাঁহার গ্রন্থরাজি শঙ্কর-নামক এক সদ্ ব্রাহ্মণের নিকট রাখিয়াছিলেন, পদ্মতীর্থ ঐ সকল অপহরণ করাইয়া ফেলিল। শ্রীমন্মধ্বপাদ আর্য্য জ্যেষ্ঠ-যতির সহিত দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া প্রাঙ্গুবাট্ নামক গ্রামে পদ্মতীর্থকে প্রাপ্ত হইলেন এবং সেই গ্রন্থাপহরণকারী ব্যক্তিকে বাক্যবাণে জর্জ্জরিত করিলেন। শ্রীমধ্ব ঐ গ্রামে এক বিষ্ণুমন্দিরে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত-পালনের জন্য চারিমাস অবস্থান করিলেন। ব্রতান্তে শ্রীমন্মধ্ব তাঁহার অপহৃত গ্রন্থসমূহ পুনরায় উদ্ধার করিলেন এবং সহ্য-প্রদেশে উপনীত হইলেন। রাজা জয়সিংহ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া নিজ রাজধানীতে শ্রীমন্মধ্বের পদার্পণের প্রার্থনা জানাইলেন এবং বলিলেন যে, তিনি পদ্মতীর্থ কর্ত্তৃক গ্রন্থসমূহের অপহরণের প্রতিকার করিবেন। শ্রীমধ্ব স্তম্ভনগরে

মদনাধিপতি নামক বিষ্ণুর মন্দিরে একরাত্রি অবস্থান করিয়া প্রাতঃকালে শিষ্যগণ-সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন। এই স্থানে রাজা জয়সিংহ শ্রীমন্মধ্বের পাদপদ্মে সমাগত হইয়া তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য বিষ্ণুমঙ্গলক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তথায় শিষ্য হৃষীকেশ-তীর্থকে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিবার জন্য আদেশ করিয়া শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণলীলার অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা করিলেন। বিদ্বান্ ও মূর্খ যাবতীয় শ্রোতৃমণ্ডলী শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের কৃষ্ণলীলা ব্যাখ্যা শ্রবণে পরমানন্দ-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইলেন। রাজা জয়সিংহ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের অনুগমন করিয়া সেই ভাগবত-ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

বিষ্ণুমঙ্গলবাসী লিকুচবংশীয় সুব্রহ্মণ্য নামক এক কাব্যশাস্ত্রের সুপণ্ডিত তখন বর্ত্তমান ছিলেন। দৈববশে তাঁহার সন্তানসমূহ জন্মের পরেই বারংবার বিনষ্ট হইতেছিল। সুব্রহ্মণ্যের সহধর্ম্মিণী কৃষ্ণভক্তিপরায়ণা ছিলেন। তিনি ভুবনপতি হরিহরের নিকট কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ এক পুত্র কামনা করিলেন। কিছুকাল পরে তাঁহাদের গৃহে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করিল। সুব্রহ্মণ্য পুত্রের নাম রাখিলেন—ত্রিবিক্রম।

ত্রিবিক্রমাচার্য্য

ত্রিবিক্রম অতি অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার স্বাভাবিক প্রতিভাসমূহ প্রকট করিলেন। তিনি অতি অল্পবয়সেই উষাহরণ নামক একটি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ত্রিবিক্রম বিদ্যাভ্যাসকালেই সুবিস্তৃত মায়াবাদশাস্ত্রে নানাপ্রকার অসঙ্গতি-দোষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার অধ্যাপক সেই সকল যুক্তির কোন খণ্ডন করিতে পারেন নাই। ত্রিবিক্রম বয়স্যগণের বিশেষ অনুরোধে অশ্রদ্ধার সহিত মায়াবাদশাস্ত্র অভ্যাস করিলেন এবং সম্পূর্ণ একলক্ষ পঁচিশ হাজার মায়াবাদ-শাস্ত্রগ্রন্থে পারদর্শী হইলেন। ইহা দেখিয়া সুব্রহ্মণ্যাচার্য্য পুত্রকে বলিলেন যে, কলিযুগে

জ্ঞানশাস্ত্র আত্মমঙ্গলকর নহে ; শ্রীহরির উপাসনাপথই মঙ্গলদায়ক। পিতার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়াও তরলমতি ত্রিবিক্রম বেদান্তশাস্ত্রের রহস্য বিচারপূর্ব্বক মায়াবাদিগণের শাস্ত্রই আলোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি বিচার করিলেন যে, ব্যাসদেবের রচিত বেদান্তশাস্ত্রসমূহই প্রমাণ-শিরোমণি। কিন্তু জগতে ইহার যে সকল ভাষ্য প্রচারিত হইয়াছে, সেইগুলির মধ্যে পরস্পর সঙ্গতি নাই। তথাপি পূর্ব্বপরম্পরাপ্রাপ্ত শাঙ্করভাষ্যই শ্রদ্ধাসহকারে অধ্যয়ন করিব। ত্রিবিক্রম শাস্ত্রসমূহ আলোচনা করিয়া ইহা বুঝিতে পারিলেন যে, জ্ঞানানন্দ-বিগ্রহ শ্রীহরিই জীবের একমাত্র উপাস্য ; তিনি যদি নিত্য-বিগ্রহবান্ না হন, তাহা হইলে তাঁহার জ্যোতির্ম্মাত্রস্বরূপও সম্ভবপর নহে ; নির্ব্বিশেষস্বরূপে তমোরূপা মুক্তিই সম্ভবপর, কাজেই ঐরূপ উপাসনা জীবের কল্যাণপ্রদ নহে। যখন ত্রিবিক্রম এই সকল বিচার করিতেছিলেন, সেই সময় শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের বিশুদ্ধ কীর্ত্তি তাঁহার কর্ণ-গোচর হইল।

ত্রিবিক্রম মায়াবাদশাস্ত্রে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন দেখিয়া মায়াবাদিগণ সেই সময় ত্রিবিক্রমাচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে,—মধ্বনামক এক ব্যক্তি পূর্ব্ব-পরম্পরাগত প্রাচীন মায়াবাদ-মত খণ্ডন করিয়া নবীন দ্বৈত-সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতেছে। সুনিপুণ যুক্তি-প্রয়োগে সুপণ্ডিত ত্রিবিক্রম-ব্যতীত সেই মধ্বমত নিরাস করিবার উপযুক্ত দ্বিতীয় ব্যক্তি আর কেহ তৎকালে নাই। মায়া-বাদিগণ ত্রিবিক্রমকে স্বজন মনে করিয়া এইরূপ প্রার্থনা জানাইলে ত্রিবিক্রম তাহাদের অনুরোধ অঙ্গীকার করিলেন।

ত্রিবিক্রমের নিকট মায়াবাদিগণের আবেদন

মধ্বাচার্য্যের শিষ্যগণের সহিত ত্রিবিক্রমের শাস্ত্রীয় বিচার আরম্ভ হইল।

ত্রিবিক্রম তাঁহাদের মতবাদ খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু যখন রাত্রিকালে অন্যের অলক্ষ্যে শ্রীমধ্বপ্রণীত শাস্ত্রতাৎপর্য্য দর্শন করিলেন, তখন তিনি অন্তরে প্রসন্নতামিশ্রিত মহাবিস্ময়ে অভিভূত হইলেন, তথাপি সহসা সেই মত গ্রহণ করিলেন না। পণ্ডিত ব্যক্তিগণ সকল কার্য্যই বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক করিয়া থাকেন। যাহা হউক, ত্রিবিক্রম বিষ্ণুমঙ্গলদেবালয়ে শ্রীমধ্বকে অন্তরের সহিত প্রণাম করিলেন।

রাজা রাজসিংহ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের অনুগমন করিয়াছিলেন। বিষ্ণুমঙ্গল-গ্রামে আনন্দতীর্থ প্রত্যহ শিষ্যগণের সহিত প্রত্যূষকাল হইতে স্নান, নির্ম্মাল্যাপসরণ, পূজা, উপনিষদ্ ব্যাখ্যা ও জিজ্ঞাসুগণের সদুত্তর দান করিতেন। কোন এক শিষ্য সমস্ত রাত্রি হরিকথা-শ্রবণ-মনন-কার্য্যে জাগ্রত থাকিয়া প্রভাতকালে হঠাৎ নিদ্রাগ্রস্ত হইলে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য স্বয়ংই স্নানবস্ত্রাদি বহনপূর্ব্বক স্নানার্থ গমন করেন। ঐ শিষ্য নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া গুরুসেবা বঞ্চিত হওয়ায় অনুতাপানলে দগ্ধ হইলেন। শ্রীমধ্ব শিষ্যগণের শিক্ষার্থ তাঁহাদিগকে শাসন করিয়া গুরু-বৈষ্ণবের উত্থানের পূর্ব্বে তাঁহাদের সেবার্থ শয্যাত্যাগের উপদেশ প্রদান করিলেন।

শিষ্যের কর্ত্তব্য শিক্ষা-দান

সেই বিষ্ণুমঙ্গলগ্রামস্থ অন্য এক সাধারণ দেবালয়ে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের নিজকৃত ভাষ্য ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। সেই সময় মায়াবাদসিদ্ধান্তে সুনিপুণ ত্রিবিক্রমাচার্য্য প্রতি-পক্ষ যোদ্ধার ন্যায় শ্রীমধ্বাচার্য্যের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তর্ক আরম্ভ করিলেন। পূর্ণপ্রজ্ঞ শ্রুতিপ্রমাণ ও সদ্যুক্তি-দ্বারা জ্ঞান-

ত্রিবিক্রমের শ্রীমধ্বের সহিত তর্ক ও আচার্য্যের খণ্ডন

সুখাদি অনন্তগুণশালী বেদপ্রতিপাদিত 'ব্রহ্ম'-সংজ্ঞক নারায়ণকেই বিশ্বের কর্ত্তা বলিয়া প্রতিপাদন করিলেন। শ্রীমধ্ব সাংখ্যমত অর্থাৎ প্রকৃতির জগৎকর্ত্রীত্ব নিরাস করিলেন। তিনি বলিলেন, চেতনের ইচ্ছানুসারেই যাবতীয় সৃষ্টি হইয়া থাকে, যেমন বস্ত্রের সৃষ্টি চেতন তন্তুবায়ের ইচ্ছানুসারেই সিদ্ধ হয়। ব্রহ্ম জগতের বিকারী কারণ হইতে পারেন না, যেহেতু তিনি চেতনবস্তু। যে বস্তু বিকারী কারণ, উহা চেতন নহে,—যেমন দুগ্ধাদি বস্তু। স্বয়ং মহাদেবও এই জগতের কর্ত্তা হইতে পারেন না, যেহেতু তিনিও "সোঽরোদীৎ" অর্থাৎ তিনি রোদন করিয়াছিলেন—এই শ্রুতি-বাক্যানুসারে দুঃখাদি দোষের অধীন। যিনি দুঃখাদির অধীন, তিনি কখনও জগতের কারণ হইতে পারেন না—যেমন চৈত্র প্রভৃতি ব্যক্তিবিশেষ। অতএব যদি সাক্ষাৎ মহাদেবেরই জগৎকর্ত্তৃত্ব অসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে অবিবেকিজনগণের পরিকল্পিত বিনায়ক, সূর্য্য প্রভৃতির জগৎকর্ত্তৃত্ব কোন মতেই সঙ্গত হইতে পারে না। ভগবান্ ও তাঁহার গুণে ভেদ নাই। তবে 'বিশেষ' নামক ধর্ম্মের দ্বারা তাঁহার গুণের আনন্দ সাধিত হয়। বেদবিরোধী মাধ্যমিক (বৌদ্ধ) নামে এক সম্প্রদায় শূন্যকেই জগতের তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারাও ব্যক্ত ও প্রচ্ছন্নভেদে দ্বিবিধ। মায়াবাদিগণই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। তাঁহারা বেদমন্ত্র ব্রাহ্মণভাগের প্রামাণ্য অস্বীকার করায় বেদবিরোধী। তাঁহারা নির্ব্বিশেষ-শূন্য-পদার্থকেই 'ব্রহ্ম' নামে অভিহিত করিয়া নিজদিগকে 'বেদান্তী' বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। ইঁহারা নিখিল প্রপঞ্চকে ব্রহ্মের বিবর্ত্তস্বরূপ বলেন। ইঁহাদের কল্পিত ব্রহ্মপদার্থ ও শূন্যপদার্থের কোন বিশেষ না থাকায় এই উভয়মতের কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না। মায়াবাদীর কল্পিত শূন্যপদার্থ কখনও জগতের কারণ হইতে পারে না; কারণ উহা অসৎ।

যাহা 'সৎ', তাহাই কার্য্যের প্রতিকারণ, যেমন কুম্ভকার। শূন্য পদার্থকে জগতের আরোপ-বিষয়ে অধিষ্ঠান বলাও সঙ্গত নহে; কারণ, উহা অসৎ। যে পদার্থ সৎ, তাহাতেই অন্য-পদার্থের আরোপ সম্ভবপর, যেমন শুক্তিপদার্থ সৎ বলিয়াই উহাতে রজত প্রভৃতির আরোপ হইয়া থাকে।

মায়াবাদিগণ বেদকে অতত্ত্বজ্ঞতাজ্ঞাপক বলিয়া পুনরায় তাহার প্রামাণ্য স্বীকার করেন। কিন্তু এরূপ বাক্য স্বতঃই অসঙ্গত ও স্ববিরোধী। অতএব প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা বেদের প্রামাণ্যও ইচ্ছা করেন না। বেদদূষক মায়াবাদিগণ যে বেদান্ত-ভাগকে তত্ত্বজ্ঞাপক বলেন, উহা কিরূপে তত্ত্বজ্ঞাপক হইতে পারে?—যেহেতু ব্রহ্মনামক তত্ত্ব তাঁহাদের মতে অবাচ্য বস্তু!

মায়াবাদীর মতে "সত্যং জ্ঞানং" বাক্যসকল নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে সত্যত্ব, জ্ঞানত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের সমর্থন করিতে পারে না। মায়াবাদিগণ বলিতে পারেন—'সত্য প্রভৃতি শব্দ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে জড়ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের অভাব-মাত্র সমর্থন করে।

ব্রহ্ম—নিত্য-সবিশেষ

মায়াবাদীর এই উক্তিও সমর্থিত হইতে পারে না, কারণ, ব্রহ্ম—'ভাব'-পদার্থ, তিনি কখনও জড়ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের অভাব-স্বরূপ হইতে পারেন না। যদি মায়াবাদী বলেন যে, 'ব্রহ্ম জড়ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের অভাবস্বরূপ নহেন, পরন্তু জড়ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের অভাব ব্রহ্মে আছে', তাহা হইলে এরূপ বিচারও সঙ্গত নহে; কারণ, মায়াবাদীর মতেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে ভাব ও অভাব, এই উভয়বিধ পদার্থের অভাব স্বীকৃত হইয়াছে। অতএব শূন্যবাদ ও মায়াবাদ উভয়ই সমান; কারণ, মায়াবাদি-কল্পিত ব্রহ্ম ও শূন্যবাদি-কল্পিত শূন্যতত্ত্বে কোন আন্তরিক ভেদ নাই। মায়াবাদী যদি ব্রহ্মের সত্তা স্বীকার করেন, তাহা হইলে ব্রহ্ম সবিশেষ হইয়া পড়েন। আর তাহা না হইলে ব্রহ্মের অসত্তাই লাভ হয়। বিপ্রতিপন্ন ও অদ্বৈত-স্বরূপ এই শূন্যাত্মক ব্রহ্মাদি

বস্তু কখনও বিচার্য্য, চিন্তনীয় কিংবা কোনরূপ ফলপ্রদ হইতে পারেন না। ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ বস্তু বলিয়া উহা বিধি প্রত্যয়ের বিষয়ীভূত নহে—যেমন আকাশ-কুসুম। যাহা সবিশেষ বা সদ্বস্তু, তাহাই বিচারাদি বিধির বিষয়ীভূত—যেমন প্রমাণ ও প্রমেয় প্রভৃতি বস্তু।

যদি নির্ব্বিশেষ মুক্তিবাদীকে জিজ্ঞাসা করা যায়, 'কোন্ সময়ে তোমার সম্মত মোক্ষলাভ হয়?' তাহা হইলে তিনি যদি উত্তর করেন যে, ঐক্যজ্ঞানের উত্তরকালে মুক্তি হয়, তাহা হইলে মুক্তির সহিত ঐক্যজ্ঞানের উত্তরকালের সম্বন্ধ থাকায় উহা আর নির্ব্বিশেষ হইল না। অতএব তাঁহার এই উত্তরেই নিজ-সম্মত সিদ্ধান্তের বিনাশদোষ ঘটে। আর যদি তিনি কিছু উত্তর না দেন, তাহা হইলেও 'অনুক্তি' নামক পরাজয়ই হইয়া থাকে। চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়হীন মুক্তপুরুষ কাষ্ঠ-পুত্তলিকার ন্যায় কোন বিষয়ের অনুভব করিতে পারে না বলিয়া পুরুষার্থলাভে সমর্থ নহে। জ্ঞান, প্রযত্ন, ইচ্ছা প্রভৃতি শুদ্ধ কল্যাণগুণশালীশ্রীনারায়ণ স্বরূপশক্তির বলেই দুঃখভাগী নহেন। তিনি সেই স্বরূপশক্তি-প্রভাবেই মুক্তজনগণকেও জ্ঞানাদিযুক্ত করেন। যে ব্যক্তি বদ্ধজনের মধ্যে সুখকে দুঃখ-সংযুক্ত দেখিয়া মুক্তজনে সুখ অস্বীকার করে, সে মুক্তিতে স্বরূপেরও অস্বীকার করিয়া থাকে; অতএব সে শূন্যবাদীই হইয়া পড়ে।

মায়াবাদীর নিজ যুক্তির দ্বারাই তন্মতবাদের অযৌক্তিকতা স্থাপন

প্রাকৃত দেহই বিকারের কারণ, বিশুদ্ধ মুক্তদেহ নহে। মায়াবাদী যে বলিয়াছেন,— 'দেহ থাকিলেই বিকার জন্মিবে', তাঁহার এইরূপ হেতুও সুনিশ্চিত নহে; কারণ ঈশ্বরের দেহ আছে, অথচ বিকার নাই। যদি ঈশ্বরকেও দেহহীন বলা যায়, তাহা হইলে তিনি শশশৃঙ্গাদির ন্যায় ইচ্ছা, জ্ঞান প্রভৃতি গুণশূন্যই হইয়া পড়েন। যদি শশশৃঙ্গাদি হইতে ঈশ্বরের পার্থক্য-

সিদ্ধির জন্য মায়াবাদী ব্রহ্মের জ্ঞাতৃত্বাদিরূপ স্বীকার করেন, তাহা হইলে আমরা বলিব যে, এই জ্ঞাতৃত্বাদিরূপই দেহ। ঐ ঈশ্বর প্রাকৃতশরীরধারী নহেন, তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। মুক্তগণেরও এইরূপ অপ্রাকৃত দেহ আছে বলিয়া তাঁহারা প্রাকৃত-শরীরযোগ্য দুঃখাদি ভোগ করেন না।

শ্রীমন্মধ্বপাদ ত্রিবিক্রমাচার্য্যকে মায়াবাদীর যুক্তির খণ্ডন পূর্ব্বক এই সকল সিদ্ধান্ত শ্রবণ করাইলেন। তথাপি ত্রিবিক্রম ক্ষান্ত হইলেন না,—

ত্রিবিক্রমের শ্রীমধ্ব-চরণে আশ্রয়-প্রার্থনা

তিনি নানাবিধ তর্ক উপস্থিত করিলেন। পূর্ণপ্রজ্ঞও হাসিতে হাসিতে অনায়াসে ততোধিক প্রবল তর্কবাণের দ্বারা ত্রিবিক্রমের সমস্ত তর্ককে প্রয়োগ-মাত্রেই খণ্ডন করিলেন। ত্রিবিক্রম বহু বেদ-প্রমাণের দ্বারা শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সিদ্ধান্তকে খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিলেন। মধ্বপাদও অতি বলবান্ বৈদিক বাক্যসমূহের দ্বারা অর্থান্তর প্রকাশপূর্ব্বক ঐ সমস্ত নিবারিত করিলেন। এই ভাবে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ত্রিবিক্রমের সহিত পনর দিন বিচার করিয়া অবশেষে তাঁহাকে নিরুত্তর ও প্রশ্নহীন করিলেন। তখন ত্রিবিক্রম শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞের পাদপদ্মে পতিত হইয়া বলিলেন,—"হে প্রভো! আমার চপলতা ক্ষমা করুন এবং আপনার পাদপদ্মরজোরাশির নিশ্চল দাস্য প্রদান করুন।"

শ্রীমধ্বাচার্য্য ত্রিবিক্রমের নিকট ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মধ্ব ত্রিবিক্রমকে সূত্রভাষ্যের একটি টীকা রচনা করিবার আদেশ

শ্রীমধ্ব-কর্তৃক ত্রিবিক্রমকে সূত্র-ভাষ্যের টীকা-রচনায় আদেশ

করিলেন। ত্রিবিক্রম শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের ভাষ্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন—"ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ যশোদার নিকট আত্মপরিচয় প্রদানের জন্য নিজ ক্ষুদ্র বদনের মধ্যে অনন্ত অর্থ (প্রপঞ্চ) প্রকাশ করিয়াছিলেন, আপনিও সেইরূপ আত্মপরিচয়-প্রদানের জন্য ক্ষুদ্রভাষ্য-সংগ্রহের মধ্যে

অনন্ত অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। আপনি সূত্রভাষ্য, উপনিষদ্ভাষ্য, গীতা-তাৎপর্য্য, মহাভারত-তাৎপর্য্য, ভাগবত-তাৎপর্য্য, তন্ত্রসার, কথা-লক্ষণ ও প্রমাণ-লক্ষণাদি গ্রন্থের দ্বারা সর্ব্বলোকে পূজিত হইয়াছেন। পাদাদি প্রকরণ বিপক্ষগণকে নাশ করিয়াছে। যমক-ভারতে চিত্রকবিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। আপনার বিরচিত বিবিধ সুমধুর স্তোত্রগাথাদি রত্নাকরের রত্নসমূহের ন্যায় কে গণনা করিতে পারে? পুরাকালে দেবতাগণ যেরূপ ইন্দ্রাদি বীরগণের বর্ত্তমানতা-সত্ত্বেও কার্ত্তিকের জন্ম অপেক্ষা করিয়াছিলেন, সেইরূপ আপনার প্রণীত ঐ সকল গ্রন্থ বর্ত্তমান সত্ত্বেও আমরা অপর একটি গ্রন্থ প্রার্থনা করিতেছি। ঐ সমস্ত গ্রন্থ অগাধ বলিয়া আমাদের ন্যায় মন্দবুদ্ধি ব্যক্তির পক্ষে ঐ সকল হইতে যুক্তি উদ্ধার করা অসাধ্যপ্রায়। অতএব কৃপাপূর্ব্বক একখানি পরিস্ফুট যুক্তিপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করুন।" ত্রিবিক্রমাচার্য্যের প্রার্থনানুসারে শ্রীমন্মধ্বপাদ অনুভাষ্য বা অনুব্যাখ্যান নামক একটি ভাষ্য প্রণয়ন করিলেন। একদিন এই অনুভাষ্য বা অনুব্যাখ্যান রচনা করিতে করিতে মধ্বাচার্য্য তাঁহার চারিজন শিষ্যের দ্বারা এককালে অনবরত চারি অধ্যায়ের শ্রুতলিপি লেখাইলেন।

আচার্য্যের মাতা-পিতার পরলোক-গমন

কালক্রমে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের পূর্ব্বাশ্রমের মাতাপিতা বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হইলেন। দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ তাঁহার অনুজেরও ধন, ধান্য ও গোসমূহ বিনষ্ট হইল। এইরূপ জাগতিক বিপদ্ শ্রীমন্মধ্বানুজের পক্ষে হরিভজনের অনুকূলই হইয়াছিল। তিনি শ্রীমধ্বপাদের পাদপদ্মে শরণাগত হইয়া পুনঃ পুনঃ সন্ন্যাস প্রার্থনা করিলেন। পূর্ণপ্রজ্ঞ সময়ান্তরের আশ্বাস দিয়া অনুজকে নিজগৃহে প্রেরণ করিলেন।

পূর্ণপ্রজ্ঞের অনুজ গৃহে গমন করিলেও তাঁহার চিত্ত শান্ত হইল না।

তিনি আহার, নিদ্রা ও হাস্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল শ্রীমন্মধ্বের পাদপদ্ম স্মরণ করিতে লাগিলেন এবং কখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সর্ব্বতোভাবে হরিভজন করিবেন, তজ্জন্য ব্যাকুল হইলেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য অনুজের আর্ত্তিতে আকৃষ্ট হইয়া পূর্ব্বাশ্রমের জন্মভূমিতে উপস্থিত হইলেন এবং বৈরাগ্যবান্ অনুজকে সন্ন্যাস প্রদান করিয়া 'বিষ্ণু তীর্থ' নামে অভিহিত করিলেন।

শ্রীমধ্বানুজের শ্রীমধ্বের নিকট সন্ন্যাস-গ্রহণ

বিষ্ণুতীর্থ শ্রীমধ্বের নিকট হইতে বেদান্তশাস্ত্রের শ্রবণ, অনুবাদ ও মননের দ্বারা সময়ের সার্থকতা সম্পাদন করিতে লাগিলেন। গুরুদেব শ্রীমধ্ব কৃপাপূর্ব্বক বিষ্ণুতীর্থের অন্তরে যে কৃপাঙ্কুর নিহিত করিয়াছিলেন, বিষ্ণু তীর্থ গুরুসেবা-দ্বারা তাহাকে মহাবৃক্ষে পরিণত করিলেন। বিষ্ণুতীর্থ যথার্থই পূর্ণপ্রজ্ঞদেবের কারুণ্য-কল্পবৃক্ষাশ্রিত হইয়া মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিলেন। অনন্তর শ্রীবিষ্ণুতীর্থ মলিন জলের দ্বারা কলুষিত বিষ্ণুতীর্থ-সমূহকে পুনরায় তীর্থীভূত করিবার জন্য উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তীর্থপর্য্যটন-কালে তাঁহার সংযম ও নিরন্তর ভগবৎসেবা আদর্শস্থানীয় হইয়াছিল। যখন বিষ্ণুতীর্থ এইরূপ ভগবৎ প্রসাদ লাভ করিলেন, তখন পরম পণ্ডিত ও অতীন্দ্রিয়জ্ঞানশালী অনিরুদ্ধ নামক এক প্রিয় শিষ্য বিষ্ণুতীর্থের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে রজতপীঠপুরে লইয়া গেলেন। কবিকুলতিলক বিদ্বজ্জনচূড়ামণি ব্যাসতীর্থ নামক মধ্বপাদের অতিপ্রিয় এক মহাত্মা তথায় বিষ্ণুতীর্থের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সর্ব্বব্যাপী গুণে আকৃষ্ট হইয়া যে দ্বিজবর পূর্ব্বে গোদাবরীর

শ্রীবিষ্ণুতীর্থের গুরু-সেবা ও তীর্থপর্য্যটন

শ্রীব্যাসতীর্থ

নিকট হইতে সমাগত হইয়াছিলেন, সেই পদ্মনাভতীর্থ মধ্বাচার্য্যের শিষ্যত্ব লাভ করিলেন এবং বেদান্ত-সিদ্ধান্তের দ্বারা মায়াবাদিগণকে নিরাস করিয়া অনুব্যাখ্যানের টীকা ও 'সন্ন্যায়রত্নাবলী' নামক অমূল্য গ্রন্থ রচনা করিলেন। বিষ্ণুতীর্থ ও পদ্মনাভতীর্থের পূর্ব্বে ও পরে আরও অনেক সন্ন্যাসী মধ্বপাদের শিষ্য হইয়াছিলেন।

শ্রীপদ্মনাভ তীর্থ

তন্মধ্যে হৃষীকেশতীর্থ, জনার্দ্দন তীর্থ, নরসিংহতীর্থ, উপেন্দ্রতীর্থ, বামনতীর্থ, রামতীর্থ, অধোক্ষজ তীর্থের গুরুভক্তি আদর্শস্থানীয় হইয়াছিল। ইঁহারা পৃথিবীর পবিত্রতা সম্পাদন ও হরিপদ প্রদর্শন করিয়া সূর্য্যদেবের ন্যায় যাবতীয় কুসিদ্ধান্ত-তমঃ বিনাশ করিয়াছিলেন। বহু গৃহস্থ ব্যক্তিও শ্রীমধ্বপাদের পূর্ণ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে ত্রিবিক্রমাচার্য্য, তদনুজ শঙ্কর ও আর একজন শঙ্কর—এই তিন জনই লিকুচকুল-প্রদীপ ছিলেন। শ্রীমন্মধ্বের শিষ্য ও প্রশিষ্যগণ সকলেই অপসিদ্ধান্ত খণ্ডনে বিশারদ হইয়াছিলেন। কেহ কেহ অল্প শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াও ভক্তিপরায়ণ বহু গুণান্বিত ও সিদ্ধান্তজ্ঞ ছিলেন। অনেক ভূম্যধিকারী পূর্ণপ্রজ্ঞের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন সজ্জন-রক্ষণ ও দুর্জ্জনশাসনই তাঁহাদিগের সেবাকার্য্য হইয়াছিল। পূর্ণপ্রজ্ঞ কণ্বতীর্থের নিকট এক গ্রামস্থ মঠে বাস করিয়া নিরন্তর হরিকথা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

শ্রীমধ্বাচার্য্য-শিষ্যবৃন্দ

দ্বাবিংশ অধ্যায়

নানা অভক্তিমতবাদ-নিরাস ও ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের কোন এক বিদ্বান্ শিষ্য গোমতী নদীর তট-সমীপে সজ্জনগণের নিকট সংসার-বন্ধন-নাশক, সাক্ষাৎ বেদান্তশাস্ত্রতুল্য গুরু-মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছিলেন, সেই সময় সাধু ও বেদবিদ্বেষী কোন এক বাচাল শূদ্রজাতীয় রাজা শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের নিকট ধৃষ্টতা-সহকারে বলিতেছিল যে,—"বেদের মন্ত্রগুলি উন্মত্তের প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই নহে, উহাদের কোনও প্রামাণিকতা নাই, বেদের কথাগুলি মিথ্যা। কারণ বেদে আছে যে, ওষধিবীজ হস্তে লইয়া বেদের নির্দ্দিষ্ট মন্ত্র পাঠ করিলে সদ্যই উহা অঙ্কুরপুষ্পফলাদিরূপে পরিণত হয়; কিন্তু ইহা কোন ক্ষেত্রেই ফলবান্ দেখিতে পাওয়া যায় না ইত্যাদি।"

বেদ-বিদ্বেষী শূদ্র রাজার উক্তি

শ্রীমধ্বাচার্য্য উক্ত বেদবিদ্বেষী শূদ্র-জাতীয় রাজার কথা শুনিয়া বলিলেন,—'অধিকার অনুসারেই বেদোক্ত ফল লাভ হয়।'

ধূর্ত্ত রাজা বলিল—"অধিকার পদার্থটি প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত; কিন্তু যখন কাহাকেও সেরূপ অধিকারী দেখিতেছি না, তখন উহা গর্দ্দভশৃঙ্গের ন্যায় চিরকালই অসত্য।"

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য শূদ্ররাজার ঐরূপ তুচ্ছ ভাব সহ্য করিতে না পারিয়া কিছু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ নিজের হস্তে ওষধি-বীজ গ্রহণপূর্ব্বক সূক্তমন্ত্র জপ করিবামাত্রই তাহা হইতে অঙ্কুর, পত্র, পুষ্প ও বীজের উদ্গম হইল।

কোনও এক রাত্রিতে শ্রীমধ্ব শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, তখন হঠাৎ প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইল। তথায় প্রদীপ পুনঃ প্রজ্জ্বলিত করিবার কোন উপকরণও ছিল না। অথচ শাস্ত্রব্যাখ্যাও রহিত করা যায় না। তখন মধ্বাচার্য্য নিজের নখজ্যোতির্দ্বারাই শিষ্যগণকে শাস্ত্র পড়াইলেন। শিষ্যগণ গুরুপদনখের জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

সহস্র লোকেরও ধারণ-সামর্থ্যাতীত শিলাখণ্ড একহস্তে উত্তোলন

কোন এক সময়ে স্নানঘাট নির্ম্মাণের জন্য উচ্চ তীর হইতে পতিত জলধারা-সহনক্ষম একটি বৃহৎ শিলাখণ্ড এক হাজার লোক মিলিয়া অতিকষ্টে কিছুদূর আনিল, কিন্তু যথাস্থানে লইয়া যাইতে পারিল না। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ইহা দেখিয়া ঐ ব্যক্তিগণকে বলিলেন, 'তোমরা শিলাখণ্ড স্নান-ঘাটে না লইয়া অর্দ্ধপথে ফেলিয়া যাইতেছ কেন?' তাহারা বলিল,—'ঐ শিলা বহনের শক্তি মানুষের নাই; স্বয়ং ভীমও উহা উত্তোলন করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ।' তখন হনুমান্ অবতারে গন্ধমাদন-পর্ব্বতের বহনের ন্যায় ঐ শিলাখণ্ডকে শ্রীমধ্বপাদ একহস্তে অনায়াসে বহন করিয়া লইয়া গেলেন এবং যথাস্থানে স্থাপন করিলেন। অদ্যাপি তুঙ্গভদ্রা নদীর নিকটে ঐ শিলা বর্ত্তমান থাকিয়া মধ্বপাদের অদ্ভুত শক্তির সাক্ষ্য দিতেছে।*

* Rice's Mysore Gazetteer, Page 400.

"Going through Melangadi and keeping on to the river, a sacred bathing place, called 'Ambu Theertha', is reached where the stream rushes very deep between some water-worn rocks. At one point, is a large boulder, a big square shaped stone, placed horizontally on another. On the former, is an

এক সময়ে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সমুদ্রে স্নান করিতেছিলেন। শ্রীমধ্বপাদকে সমুদ্রের বিশাল তরঙ্গমালায় আচ্ছাদিত দেখিয়া মৎসর দুর্জ্জন ব্যক্তিগণ উপহাস করিয়া বলিতেছিল—"হায় হায়, যিনি ত্রিলোকবিজয়ী 'গুরু' বলিয়া বিখ্যাত, তিনি আজ লঘু তরঙ্গ-লীলায় পতিত হইলেন!" পূর্ণপ্রজ্ঞ নীচ ব্যক্তিগণের ঐ নিন্দাবাক্য গ্রাহ্য করিলেন না।

মৎসর দুর্জ্জনগণের আচার্য্যের প্রতি কটাক্ষ

কারণ, শৃগালগণের শব্দে কুক্কুরই বিচলিত হইয়া কলরব করিয়া থাকে, কিন্তু মহাবীর্য্যবান্ সিংহ তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করে না। পূর্ণপ্রজ্ঞ সমুদ্রের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলে সমুদ্র চাঞ্চল্য পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থির হইল। কিন্তু দুর্জ্জনগণ শ্রীমধ্বের ঐরূপ অসাধারণ ক্রিয়া-কলাপ দর্শন করিয়াও তাঁহার প্রতি কোন সম্মান প্রকাশ না করিয়া পুনরায় বিদ্বেষই প্রকাশ করিতে লাগিল। মন্দভাগ্য মৎসর ব্যক্তিগণের পক্ষে ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য বিবিধ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া ঐশ্বর্য্যপ্রিয় ব্যক্তিগণের নিকট তাঁহার মহিমা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। 'গণ্ডবাট্' নামক এক বলশালী ব্যক্তি ত্রিশজন লোকের বহনোপযোগী এক ধ্বজদণ্ড বহন করিতে পারিতেন এবং ক্ষুদ্র গদাঘাতে নারিকেল বৃক্ষসমূহকে কম্পিত করিয়া তাহা হইতে যথেষ্ট ফল সংগ্রহ করিতেন। সেই

গণ্ডবাট্ ও তাহার ভ্রাতার গর্ব্ব-বিনাশ

inscription in Sanskrit, stating that Sri Madhvacharya brought and placed it there with one hand.

This inscription is of Kadur District, Mudgeri No. 89. It runs :—'শ্রীমধ্বাচার্য্যৈরেকহস্তেন আনীয় স্থাপিতশিলা'।"

গণ্ডবাট্ ও তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা মধ্বাচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইলে আচার্য্য স্বীয় কণ্ঠ-নিষ্পেষণের দ্বারা তাঁহাদের শক্তি প্রদর্শন করিতে বলিলেন। তাঁহারা কিছুকাল বৃথা পরিশ্রম করিয়া অবসন্ন হইয়া পতিত হইলেন। তথাপি অভিমান পরিত্যাগ করিলেন না দেখিয়া মধ্বপাদ তাঁহাদিগকে স্বীয় ভূমিস্থিত অঙ্গুলিটিকে উত্তোলনের আদেশ করিলেন। তাঁহারা সমস্ত বল প্রয়োগ করিয়াও অঙ্গুলিকে কম্পিতও করিতে পারিলেন না।

'পারন্তী' নামক দেবালয়ে উপস্থিত হইয়া শ্রীমধ্বপাদ গ্রামাধ্যক্ষ ও রাজগণের সহিত অর্দ্ধদিবসের মধ্যেই বিরাট্ মহামহোৎসব সম্পন্ন করিয়াছিলেন। পারন্তী দেবালয়ের সরোবর শুষ্ক হইয়া গেলে পূর্ণপ্রজ্ঞ তথায় প্রচুর বৃষ্টিপাত করাইয়া সেই সরোবর পূর্ণ করাইয়াছিলেন। কতিপয় খল ব্যক্তির দুর্ম্মন্ত্রণায় সরিদন্ত গ্রামের অধিপতি এক শূদ্র রাজা শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকে বধ করিবার অভিসন্ধি লইয়া আচার্য্য-সমীপে উপস্থিত হইলে আচার্য্যের অভূতপূর্ব্ব ব্যক্তিত্বে সে বিমোহিত হইয়াছিল। শ্রীমধ্বাচার্য্য ধন্বন্তরিক্ষেত্রে গমন করিয়া '**শ্রীকৃষ্ণামৃতমহার্ণব**' নামক গ্রন্থ রচনা করিলেন। এই গ্রন্থ-ধৃত শ্রীমধ্বোপদেশামৃত স্থানান্তরে উদ্ধৃত হইবে।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

বৈকুণ্ঠ-বিজয়

সংসারার্ণব-তরণীস্বরূপ আচার্য্য শ্রীমধ্ব ভগবদিচ্ছায় ভুবনমঙ্গলের জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি যে জন্য জগতে আসিয়াছিলেন, সেই কার্য্য পরিপূর্ণ হইয়াছে—মায়াবাদ অন্ধকার বিনাশ করিয়া শ্রীমন্মধ্ব তথায় তত্ত্ববাদের দিব্য আলোক অবতরণ করাইয়াছেন। জৈন, বৌদ্ধ, হৈতুক, কেবলাদ্বৈতবাদী প্রভৃতি বেদবিদ্বেষিগণকে দলন করিয়াছেন, পাষণ্ডদলনের সঙ্গে সঙ্গে সজ্জনগণকে শুদ্ধভক্তি দান করিয়াছেন, ঐশ্বর্য্যমুগ্ধ অজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট ঐশ্বর্য্য বিস্তার করিয়া নিজপাদপদ্ম-মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন, বহু লুপ্ত বেদশাখা ও শ্রুতিমন্ত্রসমূহ উদ্ধার করিয়া ভক্তির নিত্যত্ব স্থাপন করিয়াছেন, ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য, গীতা-ভাষ্য, শ্রুতি-ভাষ্য প্রভৃতি রচনা করিয়া নির্ব্বিশেষ মতবাদকে বিধ্বস্ত করিয়াছেন, শুদ্ধ দ্বৈতবাদ সংস্থাপন করিয়া অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্তের ভিত্তি পত্তন করিয়াছেন, বৈষ্ণবসমাজে বৈষ্ণবস্মৃতির ব্যবহার প্রচলন করিয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাভারতের তাৎপর্য্য রচনা করিয়া অশেষ লোককল্যাণ ও সনাতন ভাগবতধর্ম্মের সংরক্ষণ করিয়াছেন, আম্নায়-পরম্পরার নিত্যত্ব ও বৈষ্ণবসেবার মহত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন, শ্রীমূর্ত্তিপূজাপ্রচার, শাস্ত্রগ্রন্থপ্রচার, পরিব্রাজকরূপে দেশে দেশে ভক্তিসিদ্ধান্ত-প্রচার ও সম্প্রদায়-রক্ষার যাবতীয় কার্য্য সমাধা করিয়াছেন, অতএব শ্রীমধ্ব তাঁহার বৈকুণ্ঠ-বিজয়ের

দুষ্টদলন, শিষ্টতোষণ ও ভুবনমঙ্গল-বিধানান্তে আচার্য্যের বৈকুণ্ঠ-বিজয়

সময় উপস্থিত দেখিয়া নিজশিষ্য পদ্মনাভতীর্থের উপর দ্বৈতসিদ্ধান্ত প্রচারের ভার প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে তদধস্তন আচার্য্যপদে অভিষিক্ত করিলেন। শ্রীপদ্মনাভতীর্থ, নৃহরিতীর্থ ও মাধবতীর্থ—এই তিনজনই শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সাক্ষাৎ শিষ্য এবং তিনজনই আচার্য্যোপযোগী সর্ব্বগুণে বিভূষিত ছিলেন। কিন্তু সম্প্রদায়-রক্ষার জন্য প্রথমে শ্রীপদ্মনাভ, পরে শ্রীনৃহরি ও পরে শ্রীমাধবতীর্থ মাধ্ব-সম্প্রদায়ের আচার্য্যের কার্য্য করেন। শ্রীপদ্মনাভ ১১২০ শকাব্দায়, শ্রীনরহরি ১১২৭ শকাব্দায় ও শ্রীমাধব ১১৩৬ শকাব্দায় যথাক্রমে আচার্য্যাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন।

শ্রীপদ্মনাভ, নৃহরি ও মাধব তীর্থের শ্রীমধ্বের সাক্ষাৎ শিষ্য হইয়াও সম্প্রদায়-রক্ষার্থ যথাক্রমে আচার্য্যের কার্য্য

অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে শ্রীশ্রীআনন্দতীর্থ মধ্বমুনি মাঘী শুক্লা নবমী তিথিতে শিষ্যগণের নিকট ঐতরেয় উপনিষদের ভাষ্য ব্যাখ্যা করিতে করিতে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। যখন শ্রীমধ্বপাদ বৈকুণ্ঠবিজয়লীলা প্রকাশ করিলেন, তখন দেবতাগণও আচার্য্যের স্তব করিয়াছিলেন। শিষ্যগণ শ্রীমধ্বাচার্য্যকে স্তব করিতে করিতে বলিলেন,—

শ্রীমন্মধ্বের ঐতরেয় ভাষ্য ব্যাখ্যা করিতে করিতে নিত্যলীলা-প্রবেশ

"হে গুরুদেব, আপনি আপনার বাণীরূপ্তাস্তের দ্বারা অসৎ শাস্ত্রের নাগপাশসমূহ ছেদন করিয়াছেন। আপনার বাণী নিরন্তর পাষণ্ডদলন ও বিষ্ণুভক্তিপ্রচারণকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। আপনি সদ্‌গুণের দ্বারা চতুর্দ্দশভুবন জয় করিয়াছেন। আমাদিগকে আপনার পাদপদ্ম-ভেলায় আশ্রয় প্রদান করুন। হে প্রাণেশ্বর, আপনি প্রণতগণকে তত্ত্বজ্ঞান-প্রদানের জন্য ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। হে স্বামিন্! রামপ্রিয়তম

শিষ্যগণের শ্রীমন্মধ্ব-বিজয়স্তুতি

মহাগুণশালিন্ হনুমন্! আপনাকে পুনঃ পুনঃ সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেছি।”

দেবতাগণ ও শিষ্যগণ এইরূপ স্তুতি-দ্বারা সুমহৎ গুরুবিজয়-মহোৎসবের সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন এবং হরিপ্রিয়গণের শ্রেষ্ঠ শ্রীমধ্বপাদের শ্রীঅঙ্গে সকলের সম্মুখে সুগন্ধি পুষ্পরাশি বর্ষণ করিয়াছিলেন।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়

শ্রীমধ্বাচার্য্যকৃত গ্রন্থাবলী

১। **গীতাভাষ্যম্**—এই গ্রন্থে প্রথমতঃ মহাভারতকে সমস্ত বেদের অর্থদ্বারা পরিপুষ্টরূপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। যে সমস্ত বিষয় কোন বেদেই উল্লিখিত নাই, কেবলমাত্র ভগবান্ বেদ-ব্যাসের নিজেরই উপলব্ধ, স্ত্রী শূদ্র প্রভৃতি বেদে অনধিকারী ব্যক্তিগণের উপযোগিরূপে সেইসমস্ত বিষয়ই বিস্তৃতভাবে এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। অতএব মহাভারত বেদ অপেক্ষাও উত্তম মহাশাস্ত্র এবং তন্মধ্যে শ্রীভগবদ্গীতা ও বিষ্ণুসহস্র-নাম-স্তোত্র মহাসার-স্বরূপ। এই ভাবে গীতাভাষ্যে মহাভারত ও গীতার মাহাত্ম্য বিশেষভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

প্রথম ছয় অধ্যায়ে ভগবানের অপরোক্ষ-জ্ঞানের সাধনরূপে নিজ নিজ বর্ণাশ্রমোচিত সমস্ত কর্ম্ম নিষ্কামভাবে অবশ্য কর্ত্তব্য—ইহাই যে শ্রীকৃষ্ণের বাণীর তাৎপর্য্য—এই বিষয়ে বহু প্রমাণ কথিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে বিবিধ বিভূতিপ্রদর্শনক্রমে ভগবানের মাহাত্ম্য প্রতিপাদিত হইয়াছে। তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে ভগবানের উপাসনাবিরোধী বস্তুসমূহের স্বাভাবিক ধর্ম্মসমূহ বিস্তৃতভাবে বর্ণনপূর্ব্বক ভগবদ্ভক্তিই যে অবশ্য কর্ত্তব্য এবং উহাই যে বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভরূপা মুক্তির অন্তরঙ্গ সাধন, ইহা স্পষ্টভাবে নিরূপিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্য প্রধানভাবে গীতার তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়া নিজকথিত বিষয়ের সমর্থকরূপে বহু প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন।

২। **ব্রহ্মসূত্রভাষ্য**—এই গ্রন্থে শ্রীবেদব্যাসের সাক্ষাৎ ভগবদ্-

অবতারত্ব, সর্ব্ববেদের বিভাগের কারণ, ব্রহ্মসূত্রসমূহের সর্ব্ববেদার্থনিরূপকত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। সমন্বয়, অবিরোধ, সাধন ও ফলরূপ অধ্যায়-তুষ্টয়-মধ্যে প্রথম সমন্বয়-অধ্যায়ে অন্য বস্তুতে প্রসিদ্ধ নামলিঙ্গাত্মক সমস্ত াব্দের ব্রহ্মবিষয়েই পরমমুখ্যবৃত্তি ও বিদ্বদ্রূঢ়িহেতু ব্রহ্মবাচকত্ব প্রতি-াাদিত হইয়াছে এবং প্রসঙ্গক্রমে বেদবিদ্যায় দেবগণের অধিকার ও দ্রেগণের অনধিকার নিরূপিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে যুক্তি, াাচার, শ্রুতি ও ন্যায়যুক্তশ্রুতিরূপ বিরোধচতুষ্টয়ের পরিহার রা হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে বৈরাগ্য, ভক্তি, উপাসনা ও জ্ঞানরূপ াদচতুষ্টয়ে মোক্ষের অন্তরঙ্গ সাধনসমূহ বর্ণন করিয়া অপরোক্ষজ্ঞানেরই র্ব্বপাপ-বিনাশকত্বরূপ মাহাত্ম্য কথিত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে র্ম্মনাশ, উৎক্রান্তি, মার্গ ও ভোগরূপ পাদচতুষ্টয়ে অপ্রারব্ধ সর্ব্বকর্ম্মনাশ, ানিগণের দেহ হইতে উৎক্রান্তির ক্রম, অর্চ্চিরাদি মার্গক্রমে মোক্ষলাভের কার এবং মোক্ষের চতুর্ব্বিধত্ব বর্ণনপূর্ব্বক তৎকালীন বৈকুণ্ঠানন্দ-বিস্তার রূপিত হইয়াছে। সর্ব্বশেষে শ্রীমধ্বাচার্য্যের বায়ুরূপত্ব প্রতিপাদিত ইয়াছে। এইরূপেই সূত্রপ্রস্থানে প্রমাণসহ নিজসিদ্ধান্তের স্পষ্ট বিবরণ বং প্রসঙ্গক্রমে পরমতের কিঞ্চিৎ খণ্ডনেই এই গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে।

৩। **অণুভাষ্য**—এই গ্রন্থে অধ্যায়-চতুষ্টয়যুক্ত ব্রহ্মসূত্রসমূহের ত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য অতি সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। মধ্বাচার্য্যের সন্ন্যাসগুরু শ্রীঅচ্যুতপ্রেক্ষাচার্য্য প্রত্যহ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য ঠ না করিয়া ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণ করিতেন না। একদিন সূর্য্যোদয়ের কলামাত্রকাল দ্বাদশীতিথির অবস্থানহেতু তন্মধ্যে পারণ কর্ত্তব্য য়ায় সেইদিন সূত্রভাষ্য পাঠ না করিয়াই প্রসাদ সেবন করিতে হইবে ায়া তিনি দুঃখিত হইলেন। তখন শ্রীমধ্বাচার্য্য ব্রহ্মমীমাংসার

সারস্বরূপ অণুভাষ্য বিরচনপূর্ব্বক গুরুদেবকে প্রদান করিলে তিনি তাহা পাঠ করিয়া দ্বাদশী-মধ্যেই প্রসাদ-গ্রহণে সমর্থ হইলেন,--এইরূপ একটি কিংবদন্তী রহিয়াছে। এই গ্রন্থটি মূল, বঙ্গানুবাদাদির সহিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুর সম্পাদকতায় বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রথম প্রচারিত হইয়াছে।

৪। **অনুভাষ্য বা অনুব্যাখ্যান**—'মধ্বশাস্ত্রবিরুদ্ধ পরশাস্ত্রসমূহকে শ্রুতি-স্মৃতি-প্রতিপাদিত যুক্তি ও লৌকিক যুক্তিসমূহদ্বারা খণ্ডন করিতে সমর্থ, এরূপ একটি ভাষ্যগ্রন্থ কৃপাপূর্ব্বক রচনা করিয়া আমাদের সকলের মঙ্গল বিধান করুন'—প্রিয়শিষ্য ত্রিবিক্রমাচার্য্য এরূপ প্রার্থনা করিলে শ্রীমধ্বাচার্য্য 'অনুব্যাখ্যান' প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থে প্রথমতঃ ব্রহ্মসূত্রসমূহের প্রামাণ্য নিরূপিত হইয়াছে। অতঃপর বন্ধের যথার্থত্ব সমর্থিত ও মায়িকত্ব নিরাকৃত হইয়াছে। এইরূপে আরোপবাদী ও অন্যথাখ্যাতিবাদিগণের মত বিশ্লেষণপূর্ব্বক খণ্ডন, 'বেদসমূহ যাগাদিক্রিয়া-প্রতিপাদনপর'—এই মীমাংসকমতের খণ্ডন, চার্ব্বাক্, বুদ্ধ প্রভৃতির অনাপ্তত্বনিশ্চয়হেতু তত্তৎশাস্ত্রসমূহের পরিত্যাজ্যত্ব-কথন, ব্রহ্মশাস্ত্রসমূহের পরমতীয় ব্যাখ্যায় দোষ উদ্ভাবনপূর্ব্বক খণ্ডন, প্রথমাধ্যায় চতুর্থপাদে সাংখ্যমত-নিরাসকত্ববাদিগণের মতসমূহের সবিস্তর খণ্ডন, দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথমপাদে পরোক্ত প্রমাণ-প্রণালীর খণ্ডন, বেদপ্রামাণ্য সমর্থন, দ্বিতীয়পাদে সাংখ্যাদি সর্ব্ববিধ বিরোধিমতসমূহের বিস্তৃত খণ্ডন, তৃতীয়াধ্যায়ে বিশেষভাবে মায়াবাদিগণের মত নিরাকরণ, শ্রৌত বৈষ্ণবধর্ম্মের সত্যত্ব স্থাপন, ঐশ্বরিক প্রত্যক্ষের প্রবল প্রামাণ্য নির্দ্ধারণ, পরকর্ত্তৃক অভেদ-প্রতিপাদকরূপে উক্ত শ্রুতিসমূহের ভেদপর ব্যাখ্যান,

ব্রহ্মাদি দেবগণের তারতম্য কথনপূর্ব্বক তদীয় সাধন-তারতম্য নিরূপণ, তাঁহাদের ভগবদ্‌বিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞানবিষয়ে বৈশিষ্ট্য কথন, কর্ম্মাদি সাধনসমূহের পারম্পর্য্য-ক্রমনির্ণয়, দ্বেষের বিরোধিতা স্থাপন, শাস্ত্র-ব্যাখ্যানফলের উত্তরোত্তর আধিক্য-কথন, চতুর্থাধ্যায়ে উপাসনার ক্রম, সৃজ্য দেবগণের স্রষ্টৃপুরুষগণে লয় কথন, মনুষ্যগণের অর্চ্চিরাদিমার্গনিরূপণ, পরমতোক্ত মোক্ষের ক্রম ও স্বরূপ নিরাকরণ, মোক্ষে সাযুজ্য, সারূপ্য, সালোক্য ও সামীপ্যরূপ প্রকার চতুষ্টয় উল্লেখপূর্ব্বক তন্মধ্যে আনন্দের তারতম্য-কথন ও অনেক প্রমাণদ্বারা তৎসংস্থাপন, মুক্তগণের সংসারে পুনরাবৃত্তি নিষেধ এবং মোক্ষে ব্রহ্মাদি দেবগণের তারতম্যরূপেই আনন্দভোগ নিরূপিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

৫। **প্রমাণ-লক্ষণ**—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগমরূপ ত্রিবিধ প্রমাণ কথন; প্রত্যক্ষাদির বিভাগপূর্ব্বক বিষয়-নিরূপণ; প্রত্যক্ষাদির প্রতিবন্ধক দোষসমূহের বর্ণন; পরোক্ষ প্রমাণ-ব্যবস্থার সংক্ষেপে নিরা-করণাদি এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে।

৬। **কথা-লক্ষণ**—বাদ, জল্প ও বিতণ্ডারূপ কথাত্রয়ের স্বরূপ-নিরূপণ, তদধিকারিনিরূপণ, প্রশ্নকর্ত্তার স্বরূপবিচার, প্রশ্নকর্ত্তার অভাবে কথাকরণে দোষ, জয়-পরাজয়-নির্ণয়-প্রণালী ও নিগ্রহস্থান-নিরূপণ প্রভৃতিই এই গ্রন্থের বিষয়।

৭। **উপাধি-খণ্ডন**—মায়াবাদিকর্ত্তৃক ব্রহ্মবস্তুতে প্রতিপাদিত অজ্ঞানাদি উপাধির স্বরূপ খণ্ডন, ব্রহ্মে অজ্ঞানের অসম্ভবত্ব প্রতিপাদন এবং ভেদসমূহের উপাধিকত্ব নিরাকরণ প্রভৃতি এই গ্রন্থে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

৮। **মায়াবাদ-খণ্ডন**—ঐক্য অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের অভেদরূপ

পদার্থটি ব্রহ্মের স্বরূপ বা অস্বরূপ—এইরূপ বিকল্পের নিরাকরণপূর্ব্বক ঐক্যের যাথার্থ্য নিরাস এবং অযথার্থভূত ঐক্যের প্রতিপাদনহেতু অপ্রামাণ্য-নিবন্ধন মায়াবাদের অগ্রাহ্যত্বনিরূপণ প্রভৃতি এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে।

৯। **প্রপঞ্চ-মিথ্যাত্বানুমান-খণ্ডন**—মায়াবাদিগণ-কর্তৃক প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদনার্থ কথিত অনুমানসমূহে সংক্ষেপে দোষোদ্ভাবন এবং সংক্ষেপে অনুমানপ্রণালী এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে।

১০। **তত্ত্বসংখ্যান**—এই গ্রন্থে তত্ত্ববিভাগ, চেতনগণের বিভাগ, মুক্ত-চেতনগণের বিভাগ, তমোভাবযোগ্য চেতনগণের বিভাগ, নিত্যবস্তু-বিভাগ, অনিত্যবস্তু-বিভাগ, সংস্পৃষ্ট ও অসংস্পৃষ্টবিভাগ এবং জীবগণের মোক্ষপ্রাপ্ত ও মোক্ষ-অপ্রাপ্তরূপ বিভাগ বর্ণিত হইয়াছে।

১১। **তত্ত্ববিবেক**—'তত্ত্বসংখ্যান' গ্রন্থোক্ত বিষয়সমূহের প্রমাণরূপে বেদব্যাসোক্ত তত্ত্ববিবেকগ্রন্থের শ্লোকসমূহ এই গ্রন্থে উদাহৃত হইয়াছে। 'তত্ত্বসংখ্যান' গ্রন্থোক্ত বিষয় এই গ্রন্থেরও বিষয়।

১২। **তত্ত্বোদ্যোত**—এই গ্রন্থে প্রবল মায়াবাদী পুণ্ডরীকপুরীর সহিত বিচারকালীন শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কথিত প্রমাণযুক্তিসমূহ বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে মায়াবাদোক্ত যাবতীয় প্রমেয়পদার্থের সযুক্তিক নিরাস, বিশেষভাবে ভেদের মিথ্যাত্ব ও জগতের মিথ্যাত্ব-নিরাকরণ, মায়াবাদিগণের দৈত্যরাক্ষসজাতিত্বে প্রমাণ, বৌদ্ধ ও মায়াবাদিগণের সাম্য-প্রতিপাদন এবং শ্রীমধ্বাচার্য্যের শিষ্যগণকর্ত্তৃক মায়াবাদিগণের প্রতি প্রযুক্ত উপহাসবাক্যসমূহ বর্ণিত হইয়াছে।

১৩। **কর্ম্মনির্ণয়**—বেদসমূহে কর্ম্মপররূপে প্রসিদ্ধ অংশসমূহের ব্রহ্মস্বরূপপরত্বনির্ণয়, দুরূহ বেদভাগসমূহের অর্থপ্রকাশপূর্ব্বক শ্রীবিষ্ণুবিষয়ে

তাৎপর্য্যনিরূপণ, নিষ্কামকর্ম্মসমূহের ভগবজ্‌জ্ঞানসাধনরূপত্বকথনপূর্ব্বক তাহার অবশ্যকর্ত্তব্যতানিরূপণ এবং মেঘগর্জ্জনাদি যাবতীয় শব্দের ভগবৎ-স্বরূপপরত্বনিরূপণ—এই গ্রন্থে বিচারিত হইয়াছে।

১৪। **শ্রীমদ্‌বিষ্ণুতত্ত্ববিনির্ণয়**—এই গ্রন্থে শ্রীবিষ্ণু কেবলমাত্র সৎ-আগমসমূহদ্বারাই জ্ঞেয়,—ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ঋক্ প্রভৃতি বেদসমূহ, মূলরামায়ণ, মহাভারত, সাত্ত্বিকপুরাণ ও পঞ্চরাত্রসমূহই সৎ-আগম এবং এতদ্বিরুদ্ধ শাস্ত্রসমূহই দুষ্ট-আগম। এই গ্রন্থে বেদের অপৌরুষেয়ত্ব-সমর্থন; বর্ণসমূহের নিত্যত্ব-সমর্থন; পুরাণসমূহের প্রতি-কল্পে (সৃষ্টিতে) ক্রমভেদহেতু অনিত্যক্রমনিবন্ধন পৌরুষেয়ত্বনিরূপণ; বেদসমূহ যজ্ঞাদি ক্রিয়াপ্রতিপাদনপর বলিয়াই প্রমাণ,—এইরূপ মতাবলম্বী মীমাংসকগণের মতনিরসন; দিক্‌সমূহের স্বাভাবিকত্ব-নিরূপণ; প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ-প্রমাণ নিরূপণপূর্ব্বক তাহাদের স্বরূপবিভাগ; ব্রহ্মাদি সর্ব্বজীবগণের প্রত্যক্ষাদির স্বরূপনির্ণয়; বেদসমূহের ভেদপরত্ব-সমর্থন; বেদসমূহ অনুবাদস্বরূপ হইলেও তাহা যে অতত্ত্বজ্ঞাপক নহে—ইহার সমর্থন; জীব ও ঈশ্বরপ্রভৃতির ভেদবিষয়ে পরমতোক্ত দোষসমূহের পরিহার; বহুবিধ প্রমাণকথন; বেদসমূহ যে বিষ্ণুরই সর্ব্বোত্তমত্ব-প্রতি-পাদক—এই বিষয়ের সমর্থন; ছান্দোগ্য ষষ্ঠ অধ্যায়ে উক্ত নয়বার উপদেশের অভেদপ্রতিপাদনবিষয়ে পূর্ব্বাপর বিরোধ-প্রদর্শন; নববিধ-দৃষ্টান্তের ভেদপ্রকাশকত্ব-সাধন; জগতের মিথ্যাত্বপ্রতিপাদকরূপে মায়া-বাদিগণ-কর্ত্তৃক উল্লিখিত শ্রুতিসমূহের অর্থান্তরকথনপূর্ব্বক সত্যত্বপ্রতিপাদ-কত্বকথন; মায়াবাদিগণের মধ্যে একজীববাদী ও অনেকজীববাদিগণের মত বিশ্লেষণ-পূর্ব্বক খণ্ডন; ভেদবিষয়ে ও জগতের সত্যতা-বিষয়ে বহু প্রমাণকথন; দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বিষ্ণু ও জীবের স্বরূপবিচার; তৃতীয়

পরিচ্ছেদে বিষ্ণুর জন্মাদির অভাব-প্রতিপাদন ; সর্ব্বাবতারের মূলস্বরূপের সর্ব্বসাম্য ও অভেদ কথন ; তাঁহাদের দুঃখ ও অজ্ঞানাদির নিরাস ; তদীয়দাস্যদ্বারাই সকলের মোক্ষ-বর্ণন ইত্যাদি বিষয় বিচারিত হইয়াছে।

১৫। **ঋগ্ভাষ্য**—এই গ্রন্থে মায়াবাদিগণের অন্যপ্রকার ব্যাখ্যাত অংশমাত্রেরই অপব্যাখ্যানিরসনপূর্ব্বক ভাষ্য কৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থে প্রথমতঃ বেদমন্ত্রসমূহের ঋষিপ্রভৃতি ক্রম বর্ণিত হইয়াছে। ভগবান্, লক্ষ্মী, চতুর্ম্মুখপ্রভৃতি বেদোপদেশকগণ সকলেই 'ঋষি'-পদবাচ্য। অনুষ্টুপ্, উষ্ণিক্ প্রভৃতি ছন্দঃসমূহ দেবগণের ভার্য্যাস্বরূপ। মন্ত্রসমূহে বিষ্ণুর বিবিধরূপসমূহ পৃথক্ পৃথক্ উদাহৃত হইয়াছে। সর্ব্ববিধ বেদমন্ত্রই অর্থত্রয়-বিশিষ্ট, বৈদিকজপাদির ফল যোগ্যতার তারতম্যানুসারে লব্ধ হয়। তন্মধ্যে দেবগণই উত্তম অধিকারী। তদপেক্ষা ঋষিগণ, তদপেক্ষা পিতৃগণ, তদপেক্ষা রাজগণ ও তদপেক্ষা মনুষ্যগণ নিকৃষ্ট অধিকারী। বেদ অনধিকারিদ্বারা অধীত হইলে অনিষ্টকারক হয়। ভক্তিপূর্ব্বক আচরিত সমস্তকর্ম্মই বিষ্ণুর প্রীতিদায়ক হয় ;—ইত্যাদি বিষয় এইগ্রন্থে কথিত হইয়াছে।

১৬। **ঐতরেয়ভাষ্য**—বিশাল নামক চতুর্ম্মুখপুত্রের পত্নী ইতারাদেবীর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ বিষ্ণু মহীদাস-নামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনিই ব্রহ্মার যজ্ঞসভায় ব্রহ্মকর্ত্তৃক স্তুত হইয়া লক্ষ্মীদেবীর নিকট এই উপনিষদ্ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, ইহা ভূমিকায় কথিত হইয়াছে। তৎপরে আপাততঃ অভেদ-প্রতিপাদকরূপে প্রতীয়মান শ্রুতিসমূহের ভেদপরত্ব-স্থাপন ; দেবগণের মধ্যে যাঁহার যাঁহার যাবৎ পরিমিত ভগবদ্গুণ উপাসনাযোগ্য, তৎসমুদয়ের বিস্তৃত বিবরণ ; অনন্তর ঋষি প্রভৃতি সকলের উপাস্য ভগবদ্গুণসমূহের সবিস্তর বর্ণন ; ভগবদ্-

বিদ্বেষী দৈত্য প্রভৃতির স্বভাব ও চরিতাদি নিরূপণ এবং মধ্বাচার্য্যের স্বরূপবিবরণ এইগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

১৭। **বৃহদারণ্যকভাষ্য**—শ্রীহয়গ্রীব এই উপনিষদের প্রথম ঋষি। অনন্তর লক্ষ্মী, ব্রহ্মা, সূর্য্য, যাজ্ঞবল্ক্য ও কর্ণ—ইঁহারা ক্রমশঃ ঋষিরূপে কথিত। প্রথমতঃ এই গ্রন্থে যে সকল ঋঙ্‌মন্ত্র অশ্বমেধ-যজ্ঞ-ক্রিয়ার প্রতিপাদকরূপে প্রতায়মান হয়, তাহাদিগকে ভগবানের স্বরূপ-প্রতিপাদকরূপে বর্ণন করা হইয়াছে। অনন্তর ঐক্য-প্রতিপাদকরূপে প্রতীত বাক্যসমূহকে বিস্তৃতভাবে ভেদপররূপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। অভেদবাদ যুক্তি-বিচার-মূলে খণ্ডিত হইয়াছে। পরে বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা প্রভৃতি কথায় জয় পরাজয় প্রভৃতির নির্ণয়-প্রণালী এবং শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের বায়ুরূপত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

১৮। **ছান্দোগ্যভাষ্য**—এই উপনিষদে দেবগণের তারতম্য বিশেষভাবে কথিত হইয়াছে। ওঙ্কার সর্ব্ববেদের উত্তম বস্তু, সর্ব্ববেদের মূল ও সর্ব্বোত্তমমন্ত্ররূপে কথিত হইয়াছে। জীবগণের পাপাদি হেতু অধোগতি, সৎকর্ম্মহেতু ঊর্দ্ধগতি এবং ব্রহ্মজ্ঞানহেতুই মোক্ষ প্রতিপাদিত হইয়াছে। শূদ্রগণ বেদে যে অনধিকারী এবং সদ্গুরুপ্রাপ্তিই যে, পরম-পুরুষার্থলাভের সাধন, ইহাও বিবৃত হইয়াছে। এইরূপ আদিত্যমণ্ডলে বিদ্যমান বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই মূর্ত্তি-চতুষ্টয়ের বর্ণ, আকার, স্থান ও পদগত বৈশিষ্ট্য কথিত হইয়াছে। অতঃপর মধুবিদ্যায় অধিকারী বসুপ্রভৃতির উপাস্য রূপসমূহ, আধিপত্যক্ষেত্রসমূহ এবং অবান্তর রূপবিশেষসমূহ বিস্তৃতভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। জীব ও ব্রহ্মের অভেদপর বাক্যসমূহকে সঙ্গতি-বিরোধহেতু ভেদ-প্রতিপাদকরূপে নির্ণয় করা হইয়াছে। এইরূপ দেবগণের মধ্যে ক্রম-তারতম্য, যোগ্যের

যোগ্য ও অযোগ্যের মধ্যে যোগ্যেরই উপদেশ-গ্রহণে সামর্থ্য এবং অযোগ্যের উদ্দেশ্যে উপদেশ করিলে পরম অনিষ্ট-প্রাপ্তির নিশ্চয়তা কথিত হইয়াছে। এইরূপ বৈকুণ্ঠাদি বিষ্ণুলোকসমূহের মাহাত্ম্য ও তথায় লক্ষ্মীর বিলাসসমূহ বহু প্রকারে বর্ণন করিয়া তথায় প্রবিষ্ট জীবগণের অপুনরাবর্ত্তন প্রতিপাদিত হইয়াছে।

১৯। **তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ভাষ্য**—এই গ্রন্থে প্রথমতঃ গুরু-কর্ত্তৃক উপদেষ্টব্য শিক্ষাক্রম, শিষ্যের প্রতি আচার্য্যের কার্য্যোপদেশ, অতঃপর বাসুদেব প্রভৃতি পঞ্চমূর্ত্তির অধ্যাত্ম, অধিদৈব, অধিভূত ও অধিপ্রজ্ঞনামক প্রকরণসমূহে অবস্থাননিয়ম, অন্নময়প্রভৃতি পঞ্চপ্রকরণের বাসুদেবাদি পঞ্চরূপপরত্বনিয়ম, সাধারণভাবে প্রমাণের স্বরূপবিচার, ব্রহ্মজ্ঞানের মোক্ষসাধনত্ব, ব্রহ্মলক্ষণ, ব্রহ্মপ্রাপ্তিপ্রকার, অধিকারিগণের আনন্দের তারতম্যবিচার, মোক্ষদশায় আনন্দভোগপ্রণালী, তৎকালে মুক্তগণের গায়নাদি লীলা-বর্ণন এবং মধ্বাচার্য্যের স্বরূপবিচার ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

২০। **ঈশাবাস্যোপনিষদ্ভাষ্য**—এই গ্রন্থে বেদবিহিত বর্ণা-শ্রমোচিত নিত্যনৈমিত্তিক সমস্তকর্ম্মের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্যতা প্রমাণের সহিত নিরূপিত হইয়াছে এবং ভগবানের গুণসমূহের চিন্তা, দোষশূন্যতা-বিচার, সৃষ্টিবিষয়ে কর্ত্তৃত্ব ও জগতের সংহারবিষয়ে কর্ত্তৃত্ব প্রভৃতির চিন্তা এবং ব্রহ্মজ্ঞানের আবশ্যকতা ও অন্যথাজ্ঞানীর নিন্দা মুক্তির হেতু ইত্যাদি যুক্তিসহ প্রতিপাদিত হইয়াছে।

২১। **কাঠকোপনিষদ্ভাষ্য**—এই গ্রন্থে নচিকেতার প্রতি যম-কর্ত্তৃক উক্ত প্রশ্নত্রয়ের মধ্যে পিতৃসন্তুষ্টিরূপ প্রথমটি পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট প্রশ্নদ্বয়ের ভগবৎস্বরূপপরত্বের সমর্থন; বিভিন্ন লোকসমূহে

দৃশ্যমান ভগবদ্রূপপ্রকাশবৈশিষ্ট্য প্রতিপাদন করা হইয়াছে এবং আত্মা ও অন্তরাত্মার স্বরূপ ও স্থানাদি বিবৃত হইয়াছে।

২২। **অথর্ব্বণোপনিষদ্ভাষ্য**—এই গ্রন্থে প্রথমতঃ ঋষিগণের উৎপত্তিক্রম, ঋক্প্রভৃতি বিদ্যাসমূহের পরত্ব ও অপরত্বের ব্যবস্থা, সর্ব্ববিধ-নামের বাচ্যত্বরূপে বিষ্ণুর নির্ণয়, যোগ প্রভৃতি ভেদে ভগবানের আরাধনার ভেদ, অক্ষরদ্বয়ের ব্যবস্থা, জীব ও ঈশ্বরের ভেদ-সাধন এবং অভেদ-প্রকাশকরূপে প্রতীত বচনসমূহের যুক্তিসহ সরলার্থ প্রকাশ প্রভৃতি প্রদর্শিত হয়।

২৩। **মাণ্ডূক্যোপনিষদ্ভাষ্য**—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও মোক্ষরূপ অবস্থার প্রেরক ভগবদ্রূপসমূহের নাম ও আকারাদিগত ভেদ-বিষয়ে প্রমাণ কথন; প্রণবমন্ত্রের অকারাদি অক্ষরের কেবল বিষ্ণুরূপ অর্থপ্রকাশবিষয়ে প্রমাণ-কথন এবং ঐ সকল অক্ষরের পৃথক্ অর্থ-বিবরণ প্রভৃতি কথিত হইয়াছে।

২৪। **ষট্প্রশ্নোপনিষদ্ভাষ্য**—দম্পতির মধ্যে প্রাণ ও ভারতী অবস্থানপূর্ব্বক সন্তান উৎপাদন করেন,—এই বিষয়ে প্রমাণ বর্ণন; দেবগণের স্বরূপ ও সংখ্যা কথন, ষোড়শ কলার নিরূপণ এবং বিশেষভাবে ভেদ-সমর্থন—ইত্যাদি এই গ্রন্থে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

২৫। **তলবকারোপনিষদ্ভাষ্য**—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রেরকরূপে ভগবানের নিরূপণ। দেবগণকে মোহিত করিবার জন্য মহাপ্রাণী যক্ষরূপে উপস্থিত পুরুষই যে ভগবান্ বিষ্ণু—এই বিষয়ের সমর্থন; তত্ত্বশ্রবণবিষয়ে যোগ্য গুরু কথন প্রভৃতি এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ দশবিধ উপনিষদের ভাষ্যেই আপাততঃ অভেদপ্রতিপাদক ও ভগবানের গুণ-বিরোধিরূপে প্রতীয়মান বাক্যসমূহকে প্রমাণসহ পারমার্থিক ভেদ-

প্রকাশকরূপে নির্ণয় করিয়া সর্ব্বতোভাবে বিষ্ণুর সর্ব্বোত্তমত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য বিষয়েরও সমর্থন এবং অতি বিরুদ্ধার্থ-বাদী অন্যমতাবলম্বিগণের আপাত অর্থের খণ্ডন এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

২৬। **শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতাৎপর্য্যনির্ণয়**—পূর্ব্বোক্ত গীতা-ভাষ্যে গীতার শ্লোকসমূহের পদগুলির উল্লেখ এবং তাহাদের অর্থ প্রকাশ করা হইয়াছে। আর কোন কোন স্থলে দুর্ব্বোধ্যরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। পরন্তু এই গীতাতাৎপর্য্যনির্ণয়ে পদসমূহের উল্লেখ প্রায় নাই; শ্লোকসমূহের তাৎপর্য্যমাত্র উল্লেখ করিয়া তদ্‌বিষয়ে বহু প্রমাণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অন্যমতাবলম্বিগণের সিদ্ধান্তের দোষপ্রদর্শনও প্রকারান্তরে করা হইয়াছে। এক ভাষ্যগ্রন্থেই সকল বিরুদ্ধবাদিগণের কুমত খণ্ডিত হইলে পাঠকগণের বোধগম্য হইবে না বলিয়া অপরগ্রন্থেও কতিপয় কুমতের খণ্ডন করিয়াছেন। এইরূপে প্রকারান্তরেও গীতার ব্যাখ্যা হইয়াছে। গীতার তাৎপর্য্যনির্ণয় গীতা-ভাষ্য অপেক্ষাও মনোরম। ভাষ্যে যেস্থল সংক্ষিপ্ত, তাৎপর্য্যনির্ণয়ে তাহা বিবৃত হইয়াছে এবং ভাষ্যে বিস্তৃতভাবে যাহা উল্লিখিত, এই গ্রন্থে তাহার তাৎপর্য্যমাত্র লিখিত হইয়াছে। পরন্তু উভয় গ্রন্থেরই মুখ্য বিষয় একই; অবান্তরবিষয়েই কেবলমাত্র ভেদ রহিয়াছে। মহাভারতের যে দশবিধ অর্থ বর্ত্তমান রহিয়াছে, এই গ্রন্থদ্বয়ে তাহার দুই অর্থের সঙ্কলন হইয়াছে।

২৭। **শ্রীমন্ন্যায়বিবরণ**—ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ও অনুব্যাখ্যানে বিস্তৃত-রূপে উপপাদিত পূর্ব্বপক্ষযুক্তি ও সিদ্ধান্তযুক্তিসমূহের স্পষ্ট বিবরণ এই গ্রন্থে করা হইয়াছে এবং সংক্ষেপে প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্যবর্ণন স্পষ্টভাবে করা হইয়াছে। আর রূঢ়ি, মহারূঢ়ি ও যোগপ্রভৃতি শব্দবৃত্তিসমূহ বিশেষভাবে এইগ্রন্থে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

২৮। **নরসিংহ-নখস্তোত্র**—শ্রীত্রিবিক্রম পণ্ডিতাচার্য্য একদিন শ্রীমধ্বাচার্য্যের ভগবৎ-পূজাকালে রুদ্ধকপাটের ছিদ্রদ্বারা তাঁহাকে হনুমান্, ভীম ও মধ্ব—এই ত্রিবিধরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া তৎক্ষণাৎ বায়ুর অবতারগণের স্তুতিরূপা বায়ুস্তুতি বিরচনপূর্ব্বক পূজান্তে শ্রীমধ্বাচার্য্যকে দিলে তিনি ভগবৎস্তুতিহীন নিজস্তুতি দর্শন করিয়া স্বয়ং নরসিংহস্তুতিরূপে শ্লোকদ্বয় বিরচনপূর্ব্বক উহার পূর্ব্বে সংযোগ করিয়া দিয়াছিলেন।

২৯। **যমক-ভারত**—ইহাতে মহাভারতের কথা ও শ্রীকৃষ্ণচরিত সংক্ষেপে নিরূপিত হইয়াছে। ইহার সমস্ত শ্লোকই যমকপূর্ণ, মহাজটিল ও অনুপ্রাসাদি-অলঙ্কারযুক্ত। সমগ্র মাধ্বকাব্য ও অন্য কোন সম্প্রদায়ের কাব্যসমূহের মধ্যেও এরূপ দুর্ব্বোধ্য কাব্য আর নাই।

৩০। **দ্বাদশ-স্তোত্র**—ইহা দ্বাদশাধ্যায়াত্মক মনোহর শ্রীবিষ্ণুস্তোত্র। ইহাতে দশাবতার ও কেশবাদি দ্বাদশ মূর্ত্তির ভক্তিরসপরিপূর্ণ মাহাত্ম্য-সূচক স্তোত্র আছে; সুতরাং ইহা প্রত্যহ পাঠযোগ্য। এই স্তোত্রই মাধ্বসম্প্রদায়ে প্রধান ও প্রসিদ্ধ।

৩১। **শ্রীকৃষ্ণামৃতমহার্ণব**—এই গ্রন্থ মধ্বাচার্য্যকৃত উপদেশরূপ অমৃতরাশি-পরিপূর্ণ। ইহাতে বিষ্ণুভক্ত, বৈষ্ণবসঙ্গ, হরিনামোচ্চারণ, ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারণ ও শঙ্খচক্রাদি চিহ্নধারণের মাহাত্ম্য এবং একাদশীর উপবাসবিধি, বিদ্ধা একাদশীর ত্যাগবিধি ও বিশেষভাবে নবধা ভক্তির অবশ্য-কর্ত্তব্যতা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

৩২। **তন্ত্রসার-সংগ্রহ**—এই গ্রন্থে ব্যাসকৃত 'তন্ত্রসার' নামক গ্রন্থোক্ত মন্ত্রসমূহের উদ্ধার, ভগবানের যাবতীয় রূপের মূলমন্ত্রসমূহের বিবরণ, ধ্যান ও ষড়ঙ্গ ন্যাসাদির প্রতিপাদন, প্রতিমার্চ্চনবিধি, বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠাবিধি, বিগ্রহভঙ্গে প্রায়শ্চিত্ত, দেবালয়-নির্ম্মাণের ক্রম, বিষ্ণুমন্ত্রের

জপক্রম, তর্পণবিধি, হোমবিধি, কলস-প্রতিষ্ঠাবিধি এবং মন্ত্রসমূহের সর্ব্ববিধ পাপরোগাদি-পরিহারকত্বরূপ মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

৩৩। **সদাচার-স্মৃতি**—এই গ্রন্থে এক ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া অপর দিনের তৎকাল-পর্য্যন্ত চতুরাশ্রমী ব্রাহ্মণগণের নিত্য-কর্ত্তব্য-কর্ম্ম বিস্তৃতভাবে বর্ণিত এবং সন্ধ্যাবন্দনাদিকালে পাঠ্য বেদমন্ত্রসমূহ সূচিত হইয়াছে। আর ব্রহ্মযজ্ঞ বৈশ্বদেবক্রিয়াদির বিধি ও চতুরাশ্রমি-গণের আচারভেদও কথিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা হইতে বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে।

৩৪। **শ্রীমদ্ভাগবত-তাৎপর্য্য**—ইহা সংক্ষেপে শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা। যে স্থলে আপাততঃ পূর্ব্বাপর-বিরোধ দৃষ্ট হয়, তাহার পরিহার, তথা অভেদপররূপে প্রতীয়মান বাক্যসমূহের ভেদপর ব্যাখ্যান,ভাগবতোক্ত কঠিন শব্দসমূহের সঙ্গত অর্থ বর্ণনপূর্ব্বক তদ্‌বিষয়ে প্রমাণ-নির্দ্দেশ এবং ভূতগণের সৃষ্টি-প্রলয়াদির ক্রম এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই গ্রন্থটি মাধ্বশাস্ত্রগত প্রমেয় বস্তুসমূহের কোষাগার-স্বরূপ। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা হইতে প্রকাশিত সান্বয় সানুবাদ সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে এই ভাষ্যটিও বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত হইয়াছে।

৩৫। **শ্রীমন্মহাভারত-তাৎপর্য্য-নির্ণয়**—এই গ্রন্থে জীবগণের সৃষ্টিক্রম, দেবতাগণের তারতম্য, ভগবানের অবতারগণের সংক্ষেপে স্বরূপ-নির্দ্দেশ, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় ও মুক্তিপ্রদানের ক্রম, বিষ্ণুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্বে প্রমাণ, দেবগণের মধ্যে চতুর্ম্মুখ ও বায়ুর প্রাধান্য, ভরতবংশে ভীমসেনের জ্ঞান ও বলদ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব, বায়ুর মাহাত্ম্য, মহাভারতে বিরুদ্ধরূপে শ্রুত শ্লোকসমূহের উল্লেখ ও বিরোধ-পরিহারনীতি, মৎস্যাদি পরশুরাম পর্য্যন্ত বিষ্ণ্বতারগণের সংক্ষেপে বর্ণন, শ্রীরামচন্দ্রাবতারে

অবতীর্ণ কপিগণের স্বরূপ-কথন, শ্রীরামাবতারের বিস্তৃত-বর্ণন, ব্যাসাবতারের কারণ-কথন, ব্যাসাবতার বর্ণন, বেদবিভাগ, চন্দ্রবংশ-বর্ণন, যদুবংশ-বর্ণন, পুরুবংশ-বর্ণন, ভীষ্মোৎপত্তি-কথা, ধৃতরাষ্ট্রাদির উৎপত্তি, কর্ণোৎপত্তি, পাণ্ডবাবতার-বর্ণন, বসুদেবাদি-কথা, শ্রীকৃষ্ণ-বলদেবাবতার-কথা, মহাভারত-গত প্রধান পুরুষগণের নিজস্বরূপাবেশাদি বর্ণন, গোকুলে ও বৃন্দাবনে কৃষ্ণলীলা, দৈত্যবধ, কংসবধ, যাদবগণের তুষ্টিজনন, জরাসন্ধ-যুদ্ধ, পাণ্ডব-কথা, দ্রৌপদী স্বয়ংবর-বৃত্ত, ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্যাধিকার, দ্বারকা-নির্ম্মাণ, রুক্মিণ্যাদি-পরিণয়, বিরাট্-পর্ব্বকথা, ভারত-যুদ্ধ-বর্ণন, যুধিষ্ঠির-রাজ্য-প্রাপ্তি, অশ্বমেধ-যজ্ঞ, যাদব-শাপ, যাদবগণের তিরোধান, লোক-দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণলীলার বিরাম, পাণ্ডবগণের স্বর্গারোহণ, বুদ্ধাবতার-কথা, কল্কিরূপ-বর্ণন, মধ্বাবতার-কথন,—এই সমুদয় সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে।

৩৬। **যতি-প্রণবকল্প**—এই গ্রন্থে সন্ন্যাস-গ্রহণবিধি, মন্ত্রোপদেশ-বিধি, শিষ্য-শিক্ষাবিধি, যতিগণের আচার, মন্ত্রজপের সংখ্যা-নির্দ্দেশ এবং অন্য মন্ত্রসমূহের জপক্রম বর্ণিত হইয়াছে।

৩৭। **জয়ন্তী-নির্ণয়**—ভাদ্রমাসে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীর দিন-নির্দ্দেশ, তাঁহার অবতার-সময়ে কর্ত্তব্য পূজাবিধি, প্রাতঃকাল হইতে কর্ত্তব্য-কর্ম্মসমূহের নিয়ম, বিশেষতঃ পঠনীয় মন্ত্রসমূহ, শ্রীকৃষ্ণাবতরণকালে পূজনীয় দেবতাগণ, অর্ঘ্যদান-মন্ত্র, চন্দ্রপূজা, চন্দ্রার্ঘ দান, নিদ্রাবিধি, পরদিবসীয় কর্ত্তব্যবিধি এবং পারণবিধি প্রভৃতি এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

৩৮। **শ্রীকৃষ্ণ-স্তুতি**—শ্রীমধ্বাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণের প্রেরণায় তৎপ্রীতির জন্য সর্ব্বশাস্ত্রের অর্থ নির্দ্দেশক গ্রন্থসমূহ রচনাপূর্ব্বক পরিশেষে তৎসমুদয় শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্র গুণসমূহের স্মরণ-সহকারে এই গ্রন্থে স্তুতি করিয়াছেন।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

শুদ্ধ-দ্বৈত-আম্নায়

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের উর্দ্ধতন গুরুপরম্পরা ও অধস্তন শিষ্যপরম্পরা নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

১। শ্রীহংসরূপী বিষ্ণু, ২। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, ৩। সনকমুনি, ৩। সনন্দন, ৩। সনৎসুজাত, ৩। সনৎকুমার, ৪। দুর্ব্বাসা, ৫। জ্ঞাননিধিতীর্থ, ৫। গরুড়বাহনতীর্থ, ৫। কৈবল্যতীর্থ, ৫। জ্ঞানেশ-তীর্থ, ৫। পরতীর্থ, ৬। সত্যপ্রজ্ঞ, ৭। প্রাজ্ঞতীর্থ, ৮। অচ্যুত-প্রেক্ষ, ৯। শ্রীমৎপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্দ্বৈত-মত-প্রতিষ্ঠাপক-শ্রীমুখ্যপ্রাণ-তৃতীয়াবতার শ্রীমৎপরমহংসকুলতিলকসর্ব্বজ্ঞচূড়ামণি শ্রীমৎ-আনন্দতীর্থাভিধ **শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য**চরণ, ১০। শ্রীপদ্মনাভতীর্থ, ১০। শ্রীহৃষীকেশতীর্থ, ১০। শ্রীনরহরিতীর্থ, ১০। শ্রীজনার্দ্দনতীর্থ, ১০। শ্রীউপেন্দ্রতীর্থ, ১০। শ্রীবামনতীর্থ, ১০। শ্রীবিষ্ণুতীর্থ (মধ্বশিষ্য ও বাসুদেবানুজ), ১০। শ্রীরামতীর্থ, ১০। শ্রীঅধোক্ষজতীর্থ।

১০। শ্রীপদ্মনাভতীর্থ (উড়ুপীক্ষেত্রস্থ উত্তরাদি মঠের মূল মঠাধীশ) ১১২০ শক, ১০। নরহরি ১১২৭ শক, ১০। মাধব ১১৩৬ শক, ১১। অক্ষোভ্য ১১৫৯ শক, ১২। জয়তীর্থ ১১৬৭ শক, ১৩। বিদ্যাধিরাজ ১১৯০ শক, ১৪। কবীন্দ্র ১২৫৫ শক, ১৫। বাগীশ ১২৬১ শক, ১৬। রামচন্দ্র ১২৬৯ শক, ১৭। বিদ্যানিধি ১২৯৮ শক, ১৮। শ্রীরঘুনাথ ১৩৬৬ শক, ১৯। রঘুবর্য্য ১৪১৪ শক, ২০। রঘূত্তম

১৪৭১ শক, ২১। বেদব্যাস ১৫১৭ শক, ২২। বিদ্যাধীশ ১৫৪১ শক, ২৩। বেদনিধি ১৫৫৩ শক, ২৪। সত্যব্রত ১৫৫৭ শক, ২৫। সত্যনিধি ১৫৬০ শক, ২৬। সত্যনাথ ১৫৮২ শক, ২৭। সত্যাভিনব ১৫৯৫ শক, ২৮। সত্যপূর্ণ ১৬২৮ শক, ২৯। সত্যবিজয় ১৬৪৮ শক, ৩০। সত্যপ্রিয় ১৬৫৯ শক, ৩১। সত্যবোধ ১৬৬৬ শক, ৩২। সত্যসন্ধ ১৭০৫ শক, ৩৩। সত্যবর ১৭১৬ শক, ৩৪। সত্যধর্ম্ম ১৭১৯ শক, ৩৫। সত্যসঙ্কল্প ১৭৫২ শক, ৩৬। সত্যসন্তুষ্ট ১৭৬৩ শক, ৩৭। সত্যপরায়ণ ১৭৬৩ শক, ৩৮। সত্যকাম ১৭৮৫ শক, ৩৯। সত্যেষ্ট ১৭৯৩ শক, ৪০। সত্যপরাক্রম ১৭৯৪ শক, ৪১। সত্যবীর ১৮০১ শক, ৪২। সত্যধীর ১৮০৮ শক।

১৩। শ্রীবিদ্যাধিরাজতীর্থের অপর শিষ্য, ১৪। রাজেন্দ্র ১২৫৪ শক, ১৫। বিজয়ধ্বজ, ১৬। পুরুষোত্তম, ১৭। সুব্রহ্মণ্য, ১৮। ব্যাসরায় ১৪৭০—১৫২০ শক। এই মঠের পরম্পরাক্রমে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত আরও ১৯।২০ জন শ্রীমাধ্বতীর্থ হইয়াছেন।

১৬। শ্রীরামচন্দ্রতীর্থের অপর শিষ্য, ১৭। বিবুধেন্দ্র ১২১৮ শক তৎশিষ্য, ১৮। জিতামিত্র ১৩৪৮ শক, ১৯। রঘুনন্দন, ২০। সুরেন্দ্র, ২১। বিজয়েন্দ্র, ২২। সুধীন্দ্র, ২৩। রাঘবেন্দ্র ১৫৪৫ শক। এই পরম্পরায় অদ্যাবধি আরও ১৫।১৬ জন মাধ্বতীর্থ হইয়াছেন।

• **শ্রীপদ্মনাভতীর্থ, শ্রীনরহরিতীর্থ ও শ্রীমাধবতীর্থ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-শিষ্যত্রয় পরপর ক্রমশঃ ১১২০, ১১২৭ এবং ১১৩৬ শকাব্দে উত্তরাদি মঠের গাদিতে উপবিষ্ট হন। পরন্তু উঁহারা তিন জনেই গুরুভ্রাতা।**

১০। শ্রীহৃষীকেশতীর্থ (শ্রীপলমার মঠের মূল মঠাধীশ ও সাক্ষাৎ

মধ্বশিষ্য), ১১। বিদ্যামূর্ত্তি, ১২। শ্রীনিধি, ১৩। বিদ্যেশ, ১৪। শ্রীবল্লভ, ১৫। জগদ্ভূষণ, ১৬। রামচন্দ্র ১৭। বিদ্যানিধি, ১৮। রাঘবেন্দ্র, ১৯। রঘুনন্দন, ২০। বিদ্যাপতি, ২১। রঘুপতি, ২২। রঘুনাথ, ২৩। রঘূত্তম, ২৪। রামভদ্র, ২৫। রঘুবর্য্য, ২৬। রঘুপুঙ্গব, ২৭। রঘুবর, ২৮। রঘুপ্রবীর, ২৯। রঘুভূষণ, ৩০। রঘুরত্ন, ৩১। রঘুপ্রিয়, ৩২। রঘুমান্য (বর্ত্তমানে পলমার মঠের অধিপ)।

১০। শ্রীনরহরিতীর্থ (শ্রীঅদমার মঠের মূল মঠাধীশ ও সাক্ষাৎ মধ্ব-শিষ্য), ১১। কমলেক্ষণ, ১২। রামচন্দ্র, ১৩। বিদ্যাধীশ, ১৪। বিশ্বপতি, ১৫। বিশ্বেশ, ১৬। বেদনিধি, ১৭। বেদরাজ, ১৮। বিদ্যামূর্ত্তি, ১৯। বৈকুণ্ঠরাজ, ২০। বিশ্বরাজ, ২১। বেদগর্ভ, ২২। হিরণ্যগর্ভ, ২৩। বিশ্বাধীশ, ২৪। বাদীন্দ্র, ২৫। বিদ্যাপতি, ২৬। বিবুধপতি, ২৭। বেদবল্লভ, ২৮। বেদবন্দ্য, ২৯। বিদ্যেশ, ৩০। বিবুধবল্লভ, ৩১। বিবুধবন্দ্য, ৩২। বিবুধবর্য্য, ৩৩। বিবুধেন্দ্র, ৩৪। বিবুধাধিরাজ, ৩৫। বিবুধপ্রিয়তীর্থ (ইনি বর্ত্তমানে অদমার মঠের মূল মঠাধিপ এবং বর্ত্তমানে উডুপীস্থ মঠাধীশগণের মধ্যে বিশেষ পণ্ডিত)।

১০। শ্রীজনার্দ্দনতীর্থ (কৃষ্ণাপুর মঠের মূল মঠাধীশ ও সাক্ষাৎ মধ্ব-শিষ্য), ১১। শ্রীবৎসাঙ্ক, ১২। বাগীশ, ১৩। লোকেশ, ১৪। লোকনাথ, ১৫। বিদ্যারাজ, ১৬। বিশ্বাধিরাজ, ১৭। বিশ্বাধীশ ১৮। বিশ্বেশ, ১৯। বিশ্ববন্দ্য, ২০। বিশ্বরাজ, ২১। ধরণীধর, ২২। ধরাধর, ২৩। প্রজ্ঞান, ২৪। তপস্তীর্থ, ২৫। সুরেশ্বর, ২৬। সুরেশ, ২৭। বিশ্বপুঙ্গব, ২৮। বিশ্ববল্লভ, ২৯। বিশ্বভূষণ,

৩০। যাদবেন্দ্র, ৩১। প্রজ্ঞানমূর্ত্তি, ৩২। বিদ্যাধিরাজ, ৩৩। বিদ্যাবল্লভ, ৩৪। বিবুধেন্দ্র, ৩৫। বিদ্যানিধি, ৩৬। বিদ্যাসমুদ্র, ৩৭। বিদ্যাধীশ, ৩৮। বিদ্যাপূর্ণ (ইনি বর্ত্তমানে কৃষ্ণাপুর মঠের মূল মঠাধিপ)।

১০। শ্রীউপেন্দ্রতীর্থ (পুত্তিগে মঠের মূল মঠাধীশ ও সাক্ষাৎ মধ্ব-শিষ্য), ১১। কবীন্দ্র, ১২। যাদবেন্দ্র, ১৩। ধরণীধর, ১৪। দামোদর, ১৫। রঘুনাথ, ১৬। শ্রীবৎসাঙ্গ, ১৭। গোপীনাথ, ১৮। রঙ্গনাথ, ১৯। লোকনাথ, ২০। রমানাথ, ২১। শ্রীবল্লভ, ২২। শ্রীনিবাস, ২৩। শ্রীনিধি, ২৪। গুণনিধি, ২৫। আনন্দ-নিধি, ২৬। তপোনিধি, ২৭। যাদবেন্দ্র, ২৮। কবীন্দ্র, ২৯। রাঘবেন্দ্র, ৩০। বিবুধেন্দ্র, ৩১। সুরেন্দ্র, ৩২। ভুবনেন্দ্র, ৩৩। যোগীন্দ্র, ৩৪। সুমতীন্দ্র, ৩৫। সুধীন্দ্র, ৩৬। সুজ্ঞানেন্দ্র (ইনি বর্ত্তমানে পুত্তিগে মঠের মঠাধিপরূপে বর্ত্তমান)।

১০। শ্রীবামনতীর্থ (শীরুরু মঠের মূল মঠাধীশ, সাক্ষাৎ মধ্ব-শিষ্য), ১১। বাসুদেব, ১২। বেদগম্য, ১৩। বেদব্যাস, ১৪। মহীশ, ১৫। বেদবেদ্য, ১৬। কৃষ্ণতীর্থ, ১৭। রাঘব, ১৮। সুরেশ, ১৯। বেদভূষণ, ২০। বেদনিধি, ২১। শ্রীধর, ২২। রাঘবোত্তম, ২৩। লক্ষ্মীনারায়ণ, ২৪। বিশ্বভূষণ, ২৫। ত্রৈলোক্যপাবন, ২৬। লক্ষ্মীকান্ত, ২৭। যাদবেন্দ্র, ২৮। কবীন্দ্র, ২৯। লক্ষ্মীনারায়ণ, ৩০। লক্ষ্মীপতি, ৩১। লক্ষ্মীধর, ৩২। লক্ষ্মীরমণ, ৩৩। লক্ষ্মী-মোহন, ৩৪। লক্ষ্মীপ্রিয়, ৩৫। লক্ষ্মীবল্লভ, ৩৬। লক্ষ্মীসমুদ্র, ৩৭। লক্ষ্মীন্দ্র (বর্ত্তমান মঠাধিপ)।

১০। শ্রীবিষ্ণুতীর্থ (সোদে মঠের মূল মঠাধীশ, মধ্ব-শিষ্য ও মধ্বা-

চার্য্যের পূর্ব্বাশ্রমের অনুজ ভ্রাতা), ১১। বেদব্যাস, ১২। বেদবেদ্য, ১৩। পরেশ, ১৪। বামন, ১৫। বাসুদেব, ১৬। বেদব্যাস, ১৭। বরাহ, ১৮। বেদাঙ্গ, ১৯। বিশ্ববন্দ্য, ২০। বিশ্বতীর্থ, ২১। বিঠ্ঠল, ২২। বরদরাজ, ২৩। বাগীশ, ২৪। **বাদিরাজ** (ইনি তত্ত্ববাদি-সম্প্রদায়ে 'দ্বিতীয়-মধ্বাচার্য্য' নামে খ্যাত ; শ্রীমধ্বাচার্য্যের পরে মধ্বসম্প্রদায়ে এত বড় শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত আর উদিত হন নাই), ২৫। বেদবেদ্য, ২৬। বিদ্যানিধি, ২৭। বেদনিধি, ২৮। বরদরাজ, ২৯। বিশ্বাধিরাজ, ৩০। বেদবন্দ্য, ৩১। বিশ্ববেদ্য, ৩২। বিশ্বনিধি, ৩৩। বিশ্বাধীশ, ৩৪। বিশ্বেশ, ৩৫। বিশ্বপ্রিয়-বৃন্দাবনাচার্য্য, ৩৬। বিশ্বাধীশ, ৩৭। বিশ্বেন্দ্র (সোদে মঠের বর্ত্তমান মঠাধীশ)।

১০। শ্রীরামতীর্থ (কাণূরু মঠের মূল মঠাধীশ ও সাক্ষাৎ মধ্বশিষ্য), ১১। রঘুনাথ, ১২। রঘুপতি, ১৩। রঘুনন্দন, ১৪। যদুনন্দন, ১৫। বিশ্বনাথ, ১৬। বেদগর্ভ, ১৭। বাগীশ, ১৮। যদুপতি, ১৯। বিশ্বপতি, ২০। বিশ্বমূর্ত্তি, ২১। বেদপতি, ২২। বেদরাজ, ২৩। বিদ্যাধীশ, ২৪। বিবুধেশ, ২৫। বারিজাক্ষ, ২৬। বিশ্বেন্দ্র, ২৭। বিবুধবন্দ্য. ২৮। বিদ্যাধিরাজ, ২৯। বিশ্বরাজ, ৩০। বিবুধপ্রিয়, ৩১। বিদ্যাসাগর, ৩২। বাসুদেব, ৩৩। বিদ্যাপতি, ৩৪। বামন, ৩৫। বিদ্যানিধি, ৩৬। বিদ্যাসমুদ্র (ইনি বর্ত্তমানে কাণূরু মঠের মঠাধীশ)।

১০। শ্রীঅধোক্ষজতীর্থ (ইনি পেজাবর মঠের মূল মঠাধীশ ও সাক্ষাৎ মধ্ব-শিষ্য), ১১। কমলাক্ষ, ১২। পুষ্করাক্ষ, ১৩। অমরেন্দ্র, ১৪। বিজয়, ১৫। মহেন্দ্র, ১৬। **বিজয়ধ্বজ**, ১৭।

দামোদর, ১৮। বাসুদেব, ১৯। বাদীন্দ্র, ২০। বেদগর্ভ, ২১। অমুপ্রজ্ঞ, ২২। বিশ্বপ্রজ্ঞ, ২৩। বিশ্বেশ্বর, ২৪। বিশ্বভূষণ, ২৫। বিশ্ববন্দ্য, ২৬। বিশ্বাবিরাজ, ২৭। বিশ্বমূর্ত্তি, ২৮। বিশ্বপতি, ২৯। বিশ্বনিধি, ৩০। বিশ্বাধীশ, ৩১। বিশ্বাধিরাজ, ৩২। বিশ্ববোধ, ৩৩। বিশ্ববল্লভ, ৩৪। বিশ্বপ্রিয়, ৩৫। বিশ্ববর্য্য, ৩৬। বিশ্বরাজ, ৩৭। বিশ্বমনোহর, ৩৮। বিশ্বজ্ঞ, ৩৯। বিশ্বমান্য (ইনি বর্ত্তমানে পেজাবর মঠের মঠাধীশ)।

শুদ্ধদ্বৈতসম্প্রদায়ের মঠসমূহ—

১।	পলমার মঠ,	২।	অদমার মঠ—দ্বন্দ্ব মঠদ্বয়
৩।	কৃষ্ণাপুর মঠ,	৪।	পুত্তিগে মঠ " "
৫।	শীরুরু মঠ,	৬।	সোদে মঠ " "
৭।	কাণূরু মঠ,	৮।	পেজাবর মঠ " "
৯।	উত্তরাদি মঠ		

এতদ্ব্যতীত শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের গুরুদেব শ্রীঅচ্যুতপ্রেক্ষস্থাপিত (১০) 'ভণ্ডারিকে মঠ'। এই মঠীয়গণের কোন অধস্তনকর্ত্তৃক স্থাপিত (১১) 'ভীমসেতু মঠ', শ্রীমন্মধ্ব-শিষ্য পদ্মনাভ তীর্থস্থাপিত (১২) 'শ্রীপাদরায় মঠ', শ্রীমন্মধ্ব-শিষ্য শ্রীমন্নরহরি তীর্থ-স্থাপিত (১৩) 'শ্রীনরহরি তীর্থ মঠ', শ্রীমধ্ব-শিষ্য শ্রীমাধবতীর্থকর্ত্তৃক স্থাপিত (১৪) 'মজ্জিগেহল্লী মঠ', শ্রীঅক্ষোভ্যতীর্থকর্ত্তৃক স্থাপিত (১৫) 'অক্ষোভ্যতীর্থ মঠ', শ্রীঅক্ষোভ্য তীর্থের শিষ্য-পরম্পরায় (১৬) 'ব্যাসরায় মঠ' ও (১৭) 'মন্ত্রালয় মঠ' স্থাপিত হইয়াছে। উড়ুপীস্থ মূল অষ্ট মঠের অন্যতম সোদে মঠের মূল মঠাধীশ বিষ্ণুতীর্থ-কর্ত্তৃক স্থাপিত (১৮) 'সুব্রহ্মণ্য মঠ', পেজাবর মঠের

অধোক্ষজ তীর্থের শিষ্য-পরম্পরায় (১৯) 'চিত্রাপুর মঠ' প্রভৃতি বহু দ্বৈতসম্প্রদায়ের মঠ অদ্যাপি শ্রীউড়ুপী ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে বিরাজিত আছে।

শ্রীকৃষ্ণমঠে—শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-স্থাপিত 'বালকৃষ্ণ মূর্ত্তি', পলমার মঠে—'শ্রীরামবিগ্রহ', অদমার মঠে—'চতুর্ভুজ কালিয়মর্দ্দন শ্রীকৃষ্ণ', পুত্তিকা বা পুত্তিগে মঠে—'বিঠ্‌ঠল দেব', শীরুরু মঠে—'বিঠ্‌ঠল দেব', সোদে মঠে—'বরাহদেব', কাণূরু মঠে—'শ্রীনৃসিংহদেব', পেজাবর মঠে—'বিঠ্‌ঠল দেব', উত্তরাদি মঠে—'শ্রীরামচন্দ্র'।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

দাসকূট ও ব্যাসকূট

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য জগতে বিষ্ণু-বিরোধি-মতবাদসমূহ নিরাকরণ-কল্পে শুদ্ধদ্বৈতমত-প্রতিষ্ঠাপক সকল গ্রন্থ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তৎপরেও তাঁহার শিষ্যপরম্পরা শ্রীবিষ্ণুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা-প্রতিপাদক এবং মায়াবাদাদি-অপবাদ-নিরাসক বহু গ্রন্থাদি প্রকাশ করিয়াছেন। সর্ব্বসাধারণে ঐ সকল গ্রন্থ প্রচারিত না থাকিলেও এবং সমস্ত গ্রন্থাদি মুদ্রিত না হইলেও তত্ত্ববাদি-সম্প্রদায়ের পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে ঐ সকল গ্রন্থাদির পঠন-পাঠন আছে। তত্ত্ববাদি-সম্প্রদায়ের ঐকান্তিকগণ অন্য সম্প্রদায়ের গ্রন্থাদি আলোচনাকে বিশেষ আদর করেন না এবং তাঁহাদের স্ব-সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তি ব্যতীত অপর লোকের নিকটও নিজ সম্প্রদায়ের কোন কথা প্রচার করিতে ইচ্ছুক নহেন।

তত্ত্ববাদি-সম্প্রদায়ের সম্প্রদায়-নিষ্ঠা

শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ের মধ্যে পরবর্ত্তিকালে **'দাসকূট'** ও **'ব্যাসকূট'** নামে দুইটি বিভাগ পরিলক্ষিত হয়। যাঁহারা সংস্কৃত-শাস্ত্রাদি আলোচনা অপেক্ষা কীর্ত্তন-ভজনাদির প্রতি অধিক রুচিবিশিষ্ট, তাঁহারা সাধারণতঃ 'দাসকূট' সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত। **দাসকূটগণকে** অপর ভাষায় **'ভজনানন্দী'** বলা যাইতে পারে। দাসকূট-সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণ যে শাস্ত্রাদিতে অজ্ঞ, তাহা নহে; তাঁহারা তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত অবগত হইয়াও

দাসকূট ও ব্যাসকূট

ভজনাদিতেই বিশেষ রুচি-বিশিষ্ট। দাসকূট-সম্প্রদায়েরও বহু গ্রন্থাদি আছে, তবে সেই সকল গ্রন্থাদি তাঁহাদের মাতৃভাষায় লিখিত অর্থাৎ দাসকূটসম্প্রদায়ের গ্রন্থগুলি কনড় ভাষায় রচিত এবং অধিকাংশই পদ্যাত্মক। শ্রীকনক দাস প্রভৃতি মধ্ব-সম্প্রদায়স্থ বহুসম্মানিত ব্যক্তি এই দাসকূট-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া প্রসিদ্ধ। আবার ব্যাসকূট-সম্প্রদায়স্থ অনেক ব্যক্তিও কনড়-ভাষায় বহু গ্রন্থাদি লিখিয়াছেন। যেমন—বাদিরাজ স্বামী ব্যাসকূটসম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ও বিখ্যাত পণ্ডিত হইলেও কনড়-ভাষায় বহু ভজনাদি-বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ব্যাসকূট-সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণকে 'গোষ্ঠ্যানন্দী' বলা যাইতে পারে অর্থাৎ তাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় সাম্প্রদায়িক বিচার-গ্রন্থ অধ্যয়ন, অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। নিম্নে মধ্ব-শিষ্য-পরম্পরায় প্রসিদ্ধ পণ্ডিতাচার্য্যগণের নাম ও তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাবলীর তালিকা প্রদত্ত হইল।

প্রসিদ্ধ পণ্ডিতাচার্য্য ও তদ্রচিত গ্রন্থাবলী

আমাদের সাম্প্রদায়িক পরিচয় শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হইলেও আমরা অনেকেই আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীমন্মধ্বমুনি বা তৎসম্প্রদায়ের খবর খুব কমই রাখি। অস্মৎ-সম্প্রদায়ের পূর্ব্বগুরু-পরম্পরায় উড়ুপী ক্ষেত্রস্থ, উত্তরাদি-মঠীয় শ্রীপদ্মনাভতীর্থ, শ্রীনরহরিতীর্থ ও শ্রীজয়তীর্থ বিশেষ বিখ্যাত পণ্ডিতাচার্য্য ছিলেন।

১। **শ্রীপদ্মনাভতীর্থ** (উত্তরাদিমঠীয় শ্রীমধ্বশিষ্য), তদ্রচিত গ্রন্থ—সন্ন্যায়রত্নাবলী।

২। **শ্রীনরহরিতীর্থ** (উত্তরাদিমঠীয় শ্রীমধ্বশিষ্য), তদ্রচিত গ্রন্থাবলী—মধ্বগ্রন্থাবলীর সংক্ষিপ্ত টীকা। [অধুনা এই সকল টীকা

কোথায়ও দৃষ্ট হয় না, তবে শ্রীজয়তীর্থপাদের গ্রন্থে সেই সকল টীকার পরিচয় পাওয়া যায়।]

৩। **শ্রীজয়তীর্থ** (উত্তরাদিমঠীয়, অপর নাম—'টীকাচার্য্য'), তদ্রচিত গ্রন্থাবলী—(১) ন্যায়সুধা, (২) তত্ত্বপ্রকাশিকা, (৩-১২) দশ-প্রকরণ-টীকা, (১৩) ষট্‌প্রশ্নটীকা, (১৪) ঈশাবাস্য-টীকা, (১৫) গীতাভাষ্য-টীকা, (১৬) গীতাতাৎপর্য্যনির্ণয়-টীকা, (১৭) ভাগবত-তাৎপর্য্য-টীকা, (১৮) ঋগ্‌ভাষ্য-টীকা, (১৯) ন্যায়-বিবরণ-টীকা, (২০) প্রমাণ-পদ্ধতিঃ, (২১) বাদাবলী।

শ্রীজয়তীর্থপাদের **'ন্যায়সুধা'** মধ্ব-সম্প্রদায়ের বিশেষ প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। মাধ্ব-ন্যায়ে বিশেষরূপে পারদর্শিতা না থাকিলে যত বড় পণ্ডিতই হউন না কেন, কেহই এই গ্রন্থের মর্ম্মাবধারণে সমর্থ হইতে পারেন না। মধ্ব-সম্প্রদায়ে কাহার কতদূর পাণ্ডিত্য আছে, তাহা জানিতে হইলে তৎসাম্প্রদায়িকগণ অন্য কোন প্রশ্ন না করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন,—'মহাশয়, আপনি কয়বার 'সুধা' পান করিয়াছেন?' যিনি যত অধিক বার 'ন্যায়সুধা' পাঠ করিবেন, মধ্ব-সম্প্রদায়ের বিচারানুসারে তিনি ততদূর পণ্ডিত। অদ্যাপি বিদ্বৎসমাজে এই উক্তিটি প্রসিদ্ধ আছে,—'সুধা বা পঠনীয়া, বসুধা বা পালনীয়া!' 'ন্যায়সুধা' গ্রন্থ একবার মুদ্রিত হইয়াছিল; কিন্তু এখন আর পাওয়া যায় না।

৪। **শ্রীত্রিবিক্রম পণ্ডিতাচার্য্য** (গৃহস্থ, মধ্বাচার্য্য-শিষ্য), তদ্রচিত গ্রন্থমালা—(১) তত্ত্বপ্রদীপঃ, (২) সূত্রভাষ্য টীকা, (৩) বায়ু-স্তুতিঃ, (৪) বিষ্ণু-স্তুতিঃ, (৫) উষাহরণকাব্যম্।

৫। **শ্রীনারায়ণ পণ্ডিতাচার্য্য** (ত্রিবিক্রমপণ্ডিতাত্মজ, গৃহস্থ), তদ্‌রচিত গ্রন্থমালা—(১) মধ্ববিজয়ঃ, (২) মধ্ববিজয়-টীকা—ভাব-

প্রকাশিকা, (৩) অনুমধ্ববিজয়ঃ, (৪) মণিমঞ্জরী, (৫) নৃসিংহস্তুতিঃ, (৬) শিবস্তুতিঃ, (৭) নয়চন্দ্রিকা, (৮) সংগ্রহরামায়ণম্।

৬। **শ্রীবিজয়ধ্বজতীর্থ** (পেজাবর মঠীয় যতি, শ্রীমধ্ব হইতে ৭ম অধস্তন), ইনি শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যরচিত ভাগবত-তাৎপর্য্যের ব্যাখ্যা-স্বরূপ **'পদরত্নাবলী'** টীকার নির্ম্মাতা। শ্রীবিজয়ধ্বজতীর্থ তাঁহার ভাগবতীয় টীকার মঙ্গলাচরণে গুরু-প্রণাম-মুখে স্বীয় গুরু-পরম্পরা প্রদর্শন করিয়াছেন, যথা—

"চরণনলিনে দৈত্যারাতের্ভবার্ণবোত্তরসত্তরীম্।
দিশতু বিশদাং ভক্তিং মহ্যং **মহেন্দ্রতীর্থ**যতীশ্বরঃ॥
আনন্দতীর্থ-বিজয়তীর্থৌ প্রণম্য মস্করিবরবন্দ্যৌ।
তয়োঃ কৃতিং স্ফুটমুপজীব্য প্রবাচ্ম্ ভাগবত-পুরাণম্॥"

৭। **শ্রীব্যাসতীর্থ** (ব্যাসরায়মঠীয় যতি, ইনি মাধ্বগৌড়ীয় সম্প্রদায়ের গুরু-পরম্পরায় শ্রীমন্মধ্ব হইতে চতুর্দ্দশ অধস্তন। ইঁহারই শিষ্য—শ্রীলক্ষ্মীপতিতীর্থ। লক্ষ্মীপতিতীর্থের অনুগত—শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী), ইঁহার রচিত গ্রন্থাবলী—(১) ন্যায়ামৃতম্, (২) তাৎপর্য্য-চন্দ্রিকা, (৩) তর্কতাণ্ডবঃ, (৪) ভেদোজ্জীবনম্, (৫-৭) খণ্ডন-ত্রয়মন্দারমঞ্জরী, (৮) তত্ত্ববিবেক-মন্দারমঞ্জরী।

শ্রীব্যাসতীর্থকৃত 'ন্যায়ামৃত' গ্রন্থ বৈদান্তিক সমাজের মধ্যে পরম-শক্তিশালী, নিখিল-প্রতিপক্ষ-খণ্ডনকারী, পাশুপতাস্ত্র-তেজো-নিস্তেজস্কারী, পরম তেজোবান্ বিষ্ণুভক্তের রক্ষাকারী ও পরম-প্রীতিদ সাক্ষাৎ বিষ্ণুহস্তস্থ সুদর্শনের ন্যায় শোভমান। মায়াবাদিসম্প্রদায় এই সুদর্শন-চক্রতুল্য 'ন্যায়ামৃত' গ্রন্থরাজের অত্যাশ্চর্য্য প্রভার কণিকামাত্রে নিস্তেজাঃ হইয়া পড়িয়াছে। 'ন্যায়ামৃত' গ্রন্থটি এতদূর অকাট্য সুযুক্তিভূষিত যে,

মায়াবাদি-সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণও ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অদ্বৈতবাদী শ্রীমধুসূদন সরস্বতী এই সুদর্শনচক্রতুল্য 'ন্যায়ামৃত' গ্রন্থের প্রতিপক্ষে দণ্ডায়মান হইবার জন্য 'অদ্বৈতসিদ্ধি' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থটি লিখিয়াও ন্যায়ামৃতের দার্শনিক সিদ্ধান্তের বিন্দুমাত্রও খণ্ডন করিতে পারেন নাই, তাহা আমরা শ্রীমধুসূদন সরস্বতীর অদ্বৈতসিদ্ধির খণ্ডন-স্বরূপ মধ্ব-সম্প্রদায়ের শ্রীরামাচার্য্যতীর্থরচিত 'তরঙ্গিণী' গ্রন্থে বিশেষরূপে দেখিতে পাই। 'তরঙ্গিণী'র খণ্ডন-প্রয়াস-স্বরূপ কেবলাদ্বৈতবাদি-সম্প্রদায় হইতে যে 'ব্রহ্মানন্দীয়' নামক গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, তাহাও যে সুদর্শনচক্ররূপ 'ন্যায়ামৃত' গ্রন্থরাজের অত্যদ্ভুত বৈষ্ণবতেজের নিকট সম্পূর্ণ ম্লান হইয়া পড়িয়াছে, তাহার সাক্ষ্যও আমরা 'ব্রহ্মানন্দীয়' গ্রন্থের খণ্ডন-স্বরূপ মধ্ব-সম্প্রদায়ের 'বনমালামিশ্রীয়' নামক গ্রন্থরাজে সুন্দররূপে দেখিতে পাই। যদি কেহ এই **'পঞ্চভঙ্গী'** * একত্র আলোচনা করেন, তাহা হইলে তিনি যে, আমাদের পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীব্যাসতীর্থের অলৌকিক পাণ্ডিত্য-প্রতিভা, সুদার্শনিক বিচারপ্রণালী, অভূতপূর্ব্ব সদ্‌যুক্তিজাল এবং পরপক্ষের মতবাদ-নিরাকরণে অদ্বিতীয় ক্ষমতা লক্ষ্য করিয়া বিস্ময়ে ও আনন্দে পরিপ্লুত হইবেন, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

৮। **শ্রীবাদিরাজতীর্থ**—ইনি শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে সোদে মঠীয় শিষ্য-পরম্পরায় ষোড়শ অধস্তন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের বদরীবিজয়ের পর প্রায় ৩০০ তিন শত বৎসর মধ্যে শ্রীবাদিরাজতীর্থের অভ্যুদয়কাল। ইনি মাধ্ব-সম্প্রদায়ের মধ্যে 'দ্বিতীয়মধ্বাচার্য্য' নামে খ্যাত। বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-

* পঞ্চভঙ্গী—(১) ন্যায়ামৃত, (২) অদ্বৈতসিদ্ধি, (৩) তরঙ্গিণী, (৪) ব্রহ্মানন্দীয়, (৫) বনমালামিশ্রীয়—এই পাঁচটি গ্রন্থকে এক সঙ্গে 'পঞ্চভঙ্গী' বলে।

প্রচার ও বাদি-নিগ্রহে এইরূপ অসীম শক্তিশালী পুরুষ মধ্ব-সম্প্রদায়ের মধ্যে মধ্বাচার্য্যের পর আর দ্বিতীয় উদিত হন নাই। রজতপীঠপুর হইতে প্রায় ১৩ ক্রোশ উত্তরে 'হুবিনকের' নামক গ্রামে কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। এই দরিদ্র-ব্রাহ্মণ-বালকের অতিশয় সৌম্যা ও পরমলাবণ্যময়ী মূর্ত্তি-দর্শনে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া সোদে মঠীয় বাগীশতীর্থ যতি ঐ ব্রাহ্মণ-তনয়কে স্ব-শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন এবং উঁহাকে সন্ন্যাস প্রদানপূর্ব্বক 'শ্রীবাদিরাজতীর্থ'—এই সন্ন্যাস-নাম প্রদান করেন। সোদে মঠের পূর্ব্বগুরু-পরম্পরানুবর্ত্তনে শ্রীবরাহদেবের পূজায় নিযুক্ত হইলেও শ্রীবিষ্ণুর হয়গ্রীব-মূর্ত্তির প্রতিই ইনি বিশেষ আকৃষ্ট ছিলেন। শ্রীহয়গ্রীবে ইঁহার এতদূর প্রীতি ছিল যে, ভগবান্ হয়গ্রীব ইঁহার পৃষ্ঠভাগ হইতে ইঁহার ভুজদ্বয়ে স্ব-পাদদ্বয় স্থাপন করিয়া ইঁহার মস্তকোপরি স্থাপিত মধুর পক্ব চণক (ছোলা বা বুট) ভোজন করিতেন এবং ভোজনানন্তর প্রত্যহ কিঞ্চিৎ অবশেষ রাখিয়া অদৃশ্য হইতেন। বাদিরাজের উপাসনা, পূজা, ভক্তি প্রভৃতিতে ভগবান্ হয়গ্রীব বাদিরাজকে প্রত্যহ এইরূপে দর্শন দান করিতেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর রজতপীঠপুর হইতে বাদিরাজ স্বামীর এইরূপ ভাবের একটি চিত্র সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন।

শ্রীবাদিরাজস্বামী যাবতীয় দুর্ব্বাদি-নিগ্রহে বিশেষ যত্নবান্ হইলেও শৈব-সিদ্ধান্ত ও জৈনমত-খণ্ডনে বিশেষ বদ্ধাদর ছিলেন। তিনি জনৈক প্রবল জৈন সন্ন্যাসীকে বাদে পরাজয় করিয়া 'জয়চিহ্ন' স্বরূপ উক্ত জৈন সন্ন্যাসীর কিরীট, বেত্রাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই কিরীট-বেত্র অদ্যাপি উত্তর কন্নড় জিলায় সোদা গ্রামে ত্রিবিক্রম-দেবালয়-নিকটবর্ত্তী শ্রীবাদিরাজ যতির সমাধি-মণ্ডপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। উক্ত সোদা গ্রামে

বাদিরাজ স্বামী 'ত্রিবিক্রম-দেবালয়' ও 'প্রাণ-দেবালয়' নামক মন্দিরদ্বয় প্রতিষ্ঠা করিয়া সেখানে 'ধবলগঙ্গা' নামক একটি সরোবর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বাদিরাজস্বামী রজতপীঠপুর হইতে আরম্ভ করিয়া প্রদক্ষিণাকারে ভারত-মহীমণ্ডলস্থ নিখিল ক্ষেত্র, নদী, পর্ব্বত, দেবালয় প্রভৃতি বিচরণ করিয়াছিলেন এবং স্বীয় ক্ষেত্রপরিচয়াদির সহিত স্বীয় ভারতভ্রমণ-কাহিনী একখানি গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সেই গ্রন্থখানি পদ্যাত্মক এবং 'তীর্থপ্রবন্ধ' নামে খ্যাত। এই 'তীর্থপ্রবন্ধে' অনেক উৎকৃষ্ট কথা পাওয়া যায়।

বাদিরাজস্বামী শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত অনেক সাম্প্রদায়িক আচার-পদ্ধতির পুনঃপ্রবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনাদি করিয়াছেন; তিনি শ্রীকৃষ্ণ-দেবালয়ের সেবার সুষ্ঠুতার জন্য রজতপীঠপুরে সম্প্রদায়-বিশেষ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য অষ্টমঠীয় যতিগণের প্রত্যেকের শ্রীকৃষ্ণ-পূজাকাল পালাক্রমে দুই দুই মাস করিয়া ধার্য্য করিয়া গিয়াছিলেন, বাদিরাজ স্বামী তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া প্রত্যেকের সেবাকাল দুই মাসের স্থানে দুই বৎসর ব্যবস্থা করিয়া দেন। বিশেষতঃ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের কএক পুরুষ পরে অনেকে স্ব-সাম্প্রদায়িক শাস্ত্রপ্রচারে কিঞ্চিৎ উদাসীন হইয়া পড়িয়াছিলেন; কিন্তু বাদিরাজস্বামী বিশেষভাবে স্বদেশীয় আপামর সাধারণে মধ্বসিদ্ধান্ত প্রচারার্থ প্রাকৃত-কর্ণাটক-পদ্যাদি রচনা করিয়া তন্মধ্যে ভগবন্মাহাত্ম্য ও শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন এবং ঐ সকল যাহাতে সর্ব্বদা আলোচনার বিষয় হইতে পারে, তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ-দেবালয়ে 'হরিনাম-সংকীর্ত্তন-সম্প্রদায়' রচনা করিয়া প্রত্যহ সেই সকল পদ্যাদি সঙ্গীতাকারে সংকীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মধ্ব-সম্প্রদায়িগণ বলেন যে, বাদিরাজস্বামীই মধ্ব-সম্প্রদায়ে প্রত্যহ দেব-মন্দিরে বিশেষ-

ভাবে হরিনামসংকীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রজতপীঠপুরে অদ্যাপি দাসকূটীয় মাধ্বগণ বাদিরাজ-যতিকৃত-কর্ণাটক-ভগবৎকীর্ত্তন-পদ্যাদি পাঠ ও কীর্ত্তনাদি করিয়া থাকেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-বিরচিত দ্বাদশ স্তোত্রের তান-লয়-স্বর-সহযোগে সংকীর্ত্তন বাদিরাজস্বামীই প্রচার করিয়াছেন।

মাধ্বগণের মধ্যে কিংবদন্তী এই যে, বাদিরাজস্বামী দিগ্বিজয় করিয়া বিপুল সুবর্ণভার আহরণ করিয়াছিলেন এবং এত অধিক পরিমাণে সুবর্ণ-ভার আহৃত হইয়াছিল যে, তিনি সেই সুবর্ণভারের দ্বারা সমগ্র শ্রীকৃষ্ণ-দেবালয়কে সুবর্ণমণ্ডিত করিয়া দিলেও স্বর্ণের অভাব হইত না। বাদিরাজ-স্বামী শ্রীকৃষ্ণ-দেবালয়কে সুবর্ণদ্বারা বিমণ্ডিত করিতে ইচ্ছা করিলে শ্রীকৃষ্ণদেব তাঁহাকে স্বপ্নে আদেশ করেন যে, কলিকালে সুবর্ণ-মন্দির-নির্ম্মাণ অনর্থকর, তাহাতে ভগবদ্‌বিরোধী, লোভী, দস্যুপ্রতিম পাষণ্ড-কুলের দৃষ্টি পড়িতে পারে। বাদিরাজস্বামী এই স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া স্ব-সংকল্প হইতে বিরত হইলেন এবং তাঁহার আহৃত সুবর্ণভার শ্রীকৃষ্ণ-দেবালয়ের উত্তর-ভাগস্থ ভূমির অভ্যন্তরে প্রোথিত করিয়া তদুপরি 'নাগ' প্রতিষ্ঠা করিলেন; সেই স্থানে অদ্যাপি সুব্রহ্মণ্য পূজিত হইতেছেন। এইরূপে বাদিরাজস্বামী বহু ব্যক্তিকে শিষ্য এবং বহু গ্রন্থ নির্ম্মাণ করিয়া সেই সকল শাস্ত্ররাজি প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে :—

(১) যুক্তিমল্লিকা, (২) সুধাটিপ্পনী, (৩) তত্ত্বপ্রকাশিকাটিপ্পনী, (৪) সমগ্র মহাভারতটীকা—লক্ষালঙ্কারঃ, (৫) সরসভারতীবিলাসঃ, (৬) পাষণ্ডমতখণ্ডনম্, (৭) অধিকরণনামাবলিঃ, (৮) মহাভারত-তাৎপর্য্যনির্ণয়টীকা, (৯) রুক্মিণীশবিজয়কাব্যম্, (১০) তীর্থপ্রবন্ধঃ, (১১) জৈনমতখণ্ডনম্।

৯। **শ্রীরাঘবেন্দ্রতীর্থ** (মন্ত্রালয়মঠীয় যতি), তদ্‌রচিত গ্রন্থাবলী—(১) সুধা-পরিমল, (২) তত্ত্বপ্রকাশিকাভাবদীপঃ, (৩) তন্ত্রদীপিকা, (৪) মন্ত্রার্থমঞ্জরী, (৫) পুরুষসূক্তটীকা, (৬—১৫) দশোপনিষৎখণ্ডার্থঃ, (১৬) গীতাবিবৃতিঃ, (১৭—২৬) দশপ্রকরণটীকাটিপ্পনী, (২৭) পদ্ধতিটিপ্পনী।

১০। **শ্রীবিশ্বপতিতীর্থ** (পেজাবরমঠীয় যতি), তদ্‌রচিত গ্রন্থাবলী—(১) মধ্ববিজয়টীকা, (২) মণিমঞ্জরীটীকা, (৩) তীর্থপ্রবন্ধটীকা, (৪) রুক্মিণীশবিজয়টীকা, (৫—৯) পঞ্চস্তুতিটীকা, (১০) সংগ্রহরামায়ণটীকা, (১১) রামসন্দেশটীকা।

১১। **শ্রীযদুপত্যাচার্য্য** (গৃহস্থ), তদ্‌রচিত গ্রন্থ—(১) সুধাটিপ্পনী।

১২। **শ্রীরামাচার্য্য** (গৃহস্থ), তদ্‌রচিত গ্রন্থ—(১) ন্যায়ামৃত-টীকাতরঙ্গিণী।

১৩। **শ্রীশ্রীনিবাসতীর্থ** (গৃহস্থ), তদ্‌রচিত গ্রন্থাবলী—(১—১০) দশপ্রকরণটিপ্পনী, (১১) ন্যায়ামৃতটিপ্পনী, (১২) সুধাটিপ্পনী, (১৩) তৈত্তিরীয়টীকা।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

শ্রীমধ্বাচার্য্যের সিদ্ধান্ত

"শ্রীমন্মধ্বমতে হরিঃ পরতমঃ সত্যং জগত্তত্ত্বতো
ভেদো জীবগণা হরেরনুচরা নীচোচ্চভাবং গতাঃ।
মুক্তির্নৈজসুখানুভূতিরমলা ভক্তিশ্চ তৎসাধনং
হ্যক্ষাদি ত্রিতয়ং প্রমাণমখিলাম্নায়ৈকবেদ্যো হরিঃ ॥"

উপরি-উক্ত শ্লোকনিবন্ধে শ্রীমন্মধ্বসিদ্ধান্ত সংক্ষেপে পরিপুটিত রহিয়াছে। এই শ্লোকটি শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের গ্রন্থরাজিতে শ্রীমধ্বসিদ্ধান্ত-সম্পুটরূপে সর্ব্বত্র উদাহৃত হইয়া থাকে। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়াম্নায়ের পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীপাদ জয়তীর্থও তাঁহার গ্রন্থমধ্যে এই শ্লোকটি আহরণ করিয়াছেন। তত্ত্ববাদি-সম্প্রদায়ের প্রধান পণ্ডিতাচার্য্য শ্রীপাদ-বাদিরাজ তীর্থও তাঁহার গ্রন্থমধ্যে এই শ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, এই শ্লোকটি শ্রীমন্মধ্ব-শিষ্য শ্রীমৎ ত্রিবিক্রমাচার্য্যবিরচিত। এই শ্লোকটির তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সিদ্ধান্তানুসারে—

শ্রীমন্মধ্বসিদ্ধান্ত-সংক্ষেপ

ভগবান্ বিষ্ণুই সর্ব্বোত্তম, জগৎ সত্য, ঈশ্বর, জীব ও জড়ে পরস্পর পঞ্চভেদ সর্ব্বদা নিত্য, জীবসমূহ শ্রীহরির অনুচর, জীবগণের মধ্যে পরস্পর যোগ্যতার তারতম্য বর্ত্তমান, জীবের স্বরূপানুগত ধর্ম্মের অভিব্যক্তিই 'মুক্তি', নির্ম্মলা, শুদ্ধা বা অহৈতুকী ভক্তিই জীবের স্বরূপানুগত ধর্ম্মের অভিব্যক্তির সাধন।

সপ্তবিংশ অধ্যায়—শ্রীমধ্বাচার্য্যের-সিদ্ধান্ত

শব্দ, অনুমান ও প্রত্যক্ষ—এই তিনটিই প্রমাণ, শ্রীহরিই একমাত্র অখিল-আম্নায়-বেদ্য অর্থাৎ শ্রৌতপথেই শ্রীহরি জ্ঞেয়।

মাধ্ব-গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীপাদ বলদেব-বিদ্যাভূষণ-প্রভুও স্ব-রচিত 'প্রমেয়রত্নাবলী'-গ্রন্থে প্রমেয়-সমূহের নির্দ্দেশ-মুখে নিম্নলিখিত শ্লোকটি গ্রথিত করিয়াছেন:—

> "শ্রীমধ্বঃ প্রাহ বিষ্ণুং পরতমমখিলাম্নায়বেদ্যঞ্চ বিশ্বং
> সত্যং ভেদঞ্চ জীবান্ হরিচরণ-জুষস্তারতম্যঞ্চ তেষাম্।
> মোক্ষং বিষ্ণ্বঙ্‌ঘ্রিলাভং তদমলভজনং তস্য হেতুং প্রমাণং
> প্রত্যক্ষাদিত্রয়ঞ্চেত্যুপদিশতি হরিঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ॥"

শ্রীমধ্ব বলেন,—

(১) বিষ্ণুই—পরতম বস্তু, (২) বিষ্ণু—অখিল-বেদবেদ্য, (৩) বিশ্ব—সত্য, (৪) জীব—বিষ্ণু হইতে ভিন্ন, (৫) জীবসমূহ—হরিচরণ-সেবক, (৬) জীবের মধ্যে বদ্ধ ও মুক্তভেদে তারতম্য বর্ত্তমান, (৭) বিষ্ণুপাদপদ্মলাভই—জীবের মুক্তি, (৮) জীব-মুক্তির কারণ—বিষ্ণুর শুদ্ধভজন, (৯) প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ বা শ্রুতিই প্রমাণত্রয়। শ্রীমধ্ব-কথিত এই নয়টি প্রমেয়ই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র উপদেশ করিয়াছেন।

গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভুর উপরি-উক্ত বাক্য হইতে স্পষ্টই জানা যায় যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীমন্মধ্ব-আম্নায় স্বীকার করিয়াছেন। এই জন্যই শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায় 'মাধ্ব-গৌড়ীয়' বা 'ব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়' নামে সজ্জন-সমাজে পরিচিত।

বিষ্ণু

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য বলেন, 'স্বতন্ত্র' ও 'পরতন্ত্র'ভেদে দ্বিবিধ তত্ত্ব; তন্মধ্যে বিষ্ণুই একমাত্র সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র তত্ত্ব।

স্বতন্ত্রং পরতন্ত্রঞ্চ প্রমেয়ং দ্বিবিধং মতম্।
স্বতন্ত্রো ভগবান্ বিষ্ণুর্নির্দ্দোষাখিলসদ্‌গুণঃ॥
(তত্ত্ববিবেকে আদি শ্লোক)

স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্র ভেদে দ্বিবিধ তত্ত্ব

স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্র—এই দুইপ্রকার তত্ত্বই প্রমেয়। ভগবান্ বিষ্ণুই একমাত্র সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রতত্ত্ব, তিনি অনন্ত নির্দ্দোষ-গুণবান্ অর্থাৎ তিনি অনন্ত-নির্দ্দোষ-কল্যাণগুণৈকনিলয়। তিনি সর্ব্ব-শক্তিমান্, স্বরাট্, চেতন-অচেতন জগতের নিয়ামক, আনখ-কেশাগ্র স্বরূপজ্ঞানানন্দাত্মক শ্রীসচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, স্বগতভেদ-রহিত। তাঁহার দেহ-দেহীতে ভেদ নাই। তাঁহার অবয়ব, গুণ, ক্রিয়া ও স্বরূপে অত্যন্ত অভেদ অর্থাৎ তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলায় কোনও ভেদ নাই। তিনি সনাতন, সর্ব্বনিয়ামক, সর্ব্বপ্রভু, ব্রহ্ম-মহেশ-লক্ষ্ম্যাদিরও ঈশ্বর, এইজন্য তিনি ঈশ্বরতম অর্থাৎ সর্ব্ব ঈশ্বর-গণের ঈশ্বর।

সর্ব্বত্রাখিল-সচ্ছক্তিঃ স্বতন্ত্রোঽশেষদর্শনঃ।
নিত্যাস্তাদৃগচিচ্চিন্নিয়ন্তেষ্টো নো রমাপতিঃ॥
(তত্ত্বোদ্যোতে আদি শ্লোক)

সকল দেশ ও কালে নিখিল বিশুদ্ধশক্তির শক্তিমদ্‌বিগ্রহ। স্বরাট্, সর্ব্বজ্ঞ, সুবিলক্ষণ, চেতন ও অচেতন জগতের নিয়ামক সেই রমাপতিই আমাদের ইষ্ট।

সপ্তবিংশ অধ্যায়—শ্রীমধ্বাচার্য্যের সিদ্ধান্ত

মৎস্যকূর্ম্মাদিরূপাণাং গুণানাং কর্ম্মণামপি।
তথৈবাবয়বানাঞ্চ ভেদং পশ্যতি যঃ ক্বচিৎ॥
ভেদাভেদৌ চ যঃ পশ্যেৎ স যাতি তম এব তু।
পশ্যেদভেদমেবৈষাং বুভূষুঃ পুরুষস্ততঃ॥

(গীতাতাৎপর্য্যে ২য় অঃ ২৫শ শ্লোক)

মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতারগণের রূপ, গুণ, লীলা ও তাঁহাদের অবয়বে কদাচিৎ ভেদ বা ভেদাভেদ দর্শনকারী নিশ্চয়ই তমোলোকে প্রবিষ্ট হয়।

শ্রীবিষ্ণুর নামনামী, দেহদেহী অভিন্ন

অতএব মঙ্গলেচ্ছু পুরুষ বিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও দেহ-দেহীতে পরস্পর অভেদই দর্শন করিয়া থাকেন; ভেদ বা ভেদাভেদ দর্শন করেন না।

যথা মহাভারত-তাৎপর্য্যনির্ণয়ে ১।১১ শ্লোকে
শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-বাক্য—

নির্দ্দোষপূর্ণগুণবিগ্রহ আত্মতন্ত্র-নিশ্চেতনাত্মকশরীর-গুণৈশ্চ হীনঃ।
আনন্দমাত্রকরপাদমুখোদরাদিঃ সর্ব্বত্র চ স্বগতভেদ-বিবর্জ্জিতাত্মা॥

ভগবান্ শ্রীহরি সর্ব্বদোষরহিত, তিনি পরিপূর্ণগুণাত্মক দেহবান্, সম্পূর্ণ স্বাধীন, তাঁহার দেহ বা গুণাবলী সম্পূর্ণ চিন্ময়, তাঁহাতে অচেতন-তার লেশমাত্র নাই, তিনি হস্ত-পদ-মুখ-উদরাদি-যুক্ত শ্রীবিগ্রহবান্, সমস্তই আনন্দমাত্র-স্বরূপ। তিনি সর্ব্বত্র স্বগতভেদ-রহিত বাস্তব বস্তু।

শ্রীবিষ্ণু বিগ্রহবান্ ও স্বগত ভেদ-রহিত

কালাচ্চ দেশগুণতোঽস্য ন চাদিরন্তো বৃদ্ধিক্ষয়ৌ ন তু পরস্য সদাতনস্য।
নৈতাদৃশঃ ক্ব চ বভূব ন চৈব ভাব্যো নাস্ত্যুত্তরঃ কিমু পরাৎপরমস্য বিষ্ণোঃ॥

(মঃ ভাঃ তাঃ নিঃ ১।১২)

ভগবান্ শ্রীহরি পরাৎপর ও সনাতন বস্তু। দেশ, কাল বা জড় ব্যাপার হইতে তাঁহার জন্ম, বিনাশ, বৃদ্ধি ও ক্ষয় সাধিত হইতে পারে না। বিষ্ণুর ন্যায় পরম তত্ত্ব আর কেহই পূর্ব্বেও হয় নাই, পরেও হইবে না, এখনও নাই। ত্রিকালে ভগবান্ বিষ্ণুর সদৃশ যখন কাহারও অস্তিত্ব নাই, তখন তাঁহা অপেক্ষা উত্তম আর কে হইতে পারে ?

শ্রীবিষ্ণু পরতম তত্ত্ব

সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরতমঃ স চ সর্ব্বশক্তিঃ পূর্ণাব্যয়াত্মবলচিৎসুখবীর্য্যসারঃ।
যস্যাজ্ঞয়া রহিতমিন্দিরয়া সমেতং ব্রহ্মেশপূর্ব্বকমিদং ন তু কস্য চেশম্॥
(মঃ ভাঃ তাঃ নিঃ ১।১৩)

তিনি স্বেচ্ছায় সৃষ্টি-সংহার-নিয়মনাদি-লীলা করিয়া থাকেন।

সৃষ্টিঃ স্থিতিশ্চ সংহারো নিয়তির্জ্ঞানমাবৃতিঃ।
বন্ধমোক্ষাবপি হ্যাস্য শ্রুতিযুক্তা হরেঃ সদা॥
(অনুব্যাখ্যান ১ম অঃ ১ম পাঃ ২য় সূত্র-ভাষ্য)

এই সকল শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীবিষ্ণু হইতেই সর্ব্বদা সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, জীবের নিয়তি, জ্ঞান, আবরণ, বন্ধ, মোক্ষ প্রভৃতি হইয়া থাকে।

ভগবান্ বিষ্ণু অনাদি-কাল হইতেই স্বীয় বিভিন্নাংশ জীবকুলের 'বিম্বরূপে' বিরাজিত। অর্থাৎ চিদ্‌বিলাস-রাজ্যে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহবান্ অনন্ত জীবকুল নিত্য অবস্থিত; সেইসকল জীব ব্রহ্মাদি-দেবতা' হইতে আরম্ভ করিয়া নৃপ-কীটাদি আকারে শুদ্ধস্বরূপে সেই চিদ্ধামে বর্ত্তমান; সেইসকল বিভিন্ন আকারবান্ সচ্চিদানন্দময় **শুদ্ধজীব বিষ্ণুরই নিরুপাধিক প্রতিবিম্বস্বরূপ**। তাৎপর্য্য এই যে, সমস্ত বিচিত্রতা একমাত্র বিষ্ণু হইতেই প্রকাশিত হইয়াছে। বিষ্ণুই সর্ব্ববিধ বৈচিত্র্যের মূল

শুদ্ধজীব বিষ্ণুরই নিরুপাধিক প্রতিবিম্ব

আদর্শ। অনন্ত-আকার-বিশিষ্ট বিষ্ণুর যে সকল নিত্যরূপ বিরাজমান, তাহারই নিরুপাধিক প্রতিবিম্বরূপে তত্তদাকার-বিশিষ্ট জীবসমূহ বৈকুণ্ঠাদি-চিদ্ধামে বর্ত্তমান। ভগবান্ বিষ্ণু যদি ব্রহ্মাদি-দেবতা হইতে নৃপ-কীট পর্য্যন্ত নিত্য সচ্চিদানন্দময়রূপধৃক্ না হইতেন, তাহা হইলে জীবকুলেরও সেইসকল আকার-সম্ভাবনা হইত না। বৈকুণ্ঠ-জগতে যে-সকল পশু-মৃগ-বৃক্ষাদি বর্ত্তমান, তাহারা সচ্চিদানন্দাকার শুদ্ধ জীব। তাহারা সেই নিরুপাধিক বিম্ব-স্বরূপ ভগবান্ বিষ্ণুরই নিরুপাধিক প্রতিবিম্ব। মায়াবাদিগণ যেরূপ জীবকে ঔপাধিক প্রতিবিম্ব মনে করেন, মধ্বাচার্য্য-সিদ্ধান্ত তদনুরূপ নহে। শ্রীমধ্বাচার্য্য বলেন,—বৈকুণ্ঠ-জগতে শুদ্ধস্বরূপে খগ-মৃগ-নর-তৃণাদি বিভিন্ন আকারে জীবকুল বিরাজমান। শ্রীভগবান্ও সেই সকল **নিরুপাধিক প্রতিবিম্বের বিম্বরূপে** খগ-মৃগ-নর-তৃণাদিরূপে বিরাজমান। সেইসকল নিরুপাধিক প্রতিবিম্ব-স্বরূপ জীবের সহিত তাঁহাদের নিরুপাধিক বিম্ব-স্বরূপ ভগবানের আকার ও পরিমাণ-গত সাদৃশ্য আছে বটে। কিন্তু জীব ও ভগবানে পার্থক্য এই যে, **জীব—স্বল্প-জ্ঞানানন্দাত্মক বিগ্রহ**, আর **ভগবান্ পূর্ণ**-**জ্ঞানানন্দাত্মক বিগ্রহ**। এমন কি, অসুর-স্বরূপ-দেহ-সমানাকার **বিম্বরূপী** ভগবান্ও নিত্যনির্দ্দোষগুণানন্দাত্মক-বিগ্রহরূপে বিরাজমান, অর্থাৎ যে-সকল জীব স্বাভাবিক অসুর-দেহবিশিষ্ট এবং তদনুকূলেই বিষ্ণুবৈষ্ণব-দ্বেষাদি-অপরাধ-প্রবণ, সেইসকল নিরুপাধিক অসুর-স্বরূপের **বিম্বরূপেও** ভগবানের নিত্য আকার রহিয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, কতকগুলি জীব স্বরূপতঃ অসুরাকার-বিশিষ্ট; তাহাদিগের সেই আকার স্বভাবতঃ নিত্য বলিয়া

ভগবান্ নিরুপাধিক প্রতিবিম্বের বিম্ব

জীব স্বল্পজ্ঞানানন্দাত্মক ও ভগবান্ পূর্ণ-জ্ঞানানন্দাত্মক

নিরুপাধিক; কিন্তু প্রপঞ্চে (ব্রহ্মাণ্ডে) পাপকর্ম্মফলে তাহা নিত্য রজস্তমোগুণাদি-বিশিষ্ট। ভগবান্ সেইসকল অসুর আকারের বিম্ব-স্বরূপ; কিন্তু ভগবানে সেই প্রকার রজস্তমোগুণাদি নাই। এখানে আর একটি বিচার্য্য বিষয় এই যে, বর্ত্তমানে জীব কর্ম্মফল-বশতঃ যে সকল বিভিন্ন দেহ প্রাপ্ত হইয়াছে বা হইবে, সেই সকল স্থূল দেহ নিরুপাধিক প্রতিবিম্ব নহে। বর্ত্তমানে কোন ব্যক্তি মনুষ্য-দেহ প্রাপ্ত হইলেও তাহার স্বরূপদেহ মর্কট-রূপ-বিশিষ্ট হইতেও পারে; আবার কোনও জীব বর্ত্তমানে মৎস্য-দেহ লাভ করিলেও তাহার নিত্য স্বরূপদেহ চিদানন্দময় নরদেহ থাকিতে পারে; অর্থাৎ বর্ত্তমান স্থূলদেহ-দর্শনে নিত্য স্বরূপ-দেহের অনুমান করা যাইতে পারে না। স্থূল ও লিঙ্গ দেহ সেই স্বরূপদেহের আবরণ মাত্র। স্বরূপদেহই নিরুপাধিক ও নিত্য; তাহা বিভিন্নাকার হইতে পারে। তাহাকেই নিরুপাধিক প্রতিবিম্ব বিভিন্নাংশ শুদ্ধজীব (জীবাত্মা) বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। এইসকল নিরুপাধিক প্রতিবিম্বেরই মূল আদর্শ বা বিম্বস্বরূপ—অনন্তশক্তিক অনন্ত-আকার সচ্চিদানন্দময় ভগবদ্‌বিষ্ণু-বিগ্রহসকল। ইহাই হইল শ্রীমধ্বাচার্য্যের সিদ্ধান্ত।

জীবের স্থূলদেহ বিষ্ণুর নিরুপাধিক প্রতিবিম্ব নহে, স্বরূপদেহই নিরুপাধিক, নিত্য

দ্বিরূপাবংশকৌ তস্য পরমস্য হরের্বিভোঃ।
প্রতিবিম্বাংশকশ্চাথ স্বরূপাংশক এব চ॥
প্রতিবিম্বাংশকা জীবাঃ প্রাদুর্ভাবাঃ পরে স্মৃতাঃ।
প্রতিবিম্বেষল্পসাম্যং স্বরূপাণীতরাণি ত্বিতি॥
সোপাধিরনুপাধিশ্চ প্রতিবিম্বো দ্বিধেয়তে।
জীব ঈশস্যানুপাধিরিন্দ্রচাপো যথা রবেঃ॥ —পৈঙ্গীশ্রুতিঃ

(ব্রঃ সূঃ ২য় অঃ ৩য় পাঃ ৫০ সূত্রের মূল ভাষ্য)

বিভু পরমেশ্বর শ্রীহরির দ্বিবিধ অংশ—প্রতিবিম্ব-অংশ ও **স্বরূপাংশ**। প্রতিবিম্ব-অংশ-সমূহই—অনন্ত জীবগণ; আর মৎস্যাদি অবতারগণ—স্বরূপাংশ বলিয়া খ্যাত। প্রতিবিম্বরূপ জীবের সহিত বিভু শ্রীহরির অল্পসাম্য আছে, আর মৎস্যাদি অবতারগণ—শ্রীহরির স্বরূপভূত। প্রতিবিম্ব দ্বিবিধ,—সোপাধিক ও নিরুপাধিক। জীব—ঈশ্বরের নিরুপাধিক প্রতিবিম্ব, আর আকাশে দৃষ্ট ইন্দ্রধনু—সূর্য্যের সোপাধিক প্রতিবিম্ব, অতএব অনিত্য।

শ্রীহরির প্রতিবিম্বাংশ ও স্বরূপাংশ

ব্রহ্মকল্পারম্ভে ভগবান্ বিষ্ণু লীলাবশতঃ সৃষ্ট্যাদি কার্য্যার্থ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্বিধরূপে প্রকাশিত হন। বাসুদেব-রূপে তিনি জীবগণকে গতি প্রদান করেন; **বাসুদেবের পত্নীর নাম—'রমা' বা 'মায়া'।** সঙ্কর্ষণরূপে তিনি জগৎ সংহার করেন; **সঙ্কর্ষণের পত্নীর নাম—'জয়া'।** প্রদ্যুম্নরূপে তিনি জগৎ সৃষ্টি করেন; **প্রদ্যুম্নের পত্নীর নাম—'কৃতি'।** অনিরুদ্ধরূপে তিনি বিশ্ব পালন করেন; **অনিরুদ্ধের পত্নীর নাম—'শান্তি'।**

চতুর্ব্ব্যূহ ও তাঁহাদের লক্ষ্মী

ইত্থং বিচিন্ত্য পরমঃ স তু বাসুদেব-
নামা বভূব নিজমুক্তিপদ-প্রদাতা।
তস্যাজ্ঞয়ৈব নিয়তাথ রমাপি রূপং
বব্রে দ্বিতীয়মপি যং প্রবদন্তি মায়াম্॥
সঙ্কর্ষণশ্চ স বভূব পুনঃ সুনিত্যঃ
সংহারকারণবপুস্তদনুজ্ঞয়ৈব।
দেবী জয়েত্যনুবভূব স সৃষ্টিহেতোঃ
প্রদ্যুম্নতামুপগতঃ কৃতিতাঞ্চ দেবী॥

স্থিত্যৈ পুনঃ স ভগবাননিরুদ্ধনামা
দেবী চ শান্তিরভবচ্ছরদাং সহস্রম্।
স্থিত্বা স্বমূর্ত্তিভিরমূভিরচিন্ত্যশক্তিঃ
প্রদ্যুম্নরূপক ইমঞ্চরমাত্মনেঽদাৎ॥

(মঃ ভাঃ তাঃ নিঃ ১ম অঃ ৬-৮ শ্লোক)

'আমি আমার উদরগত চেতন-সমূহকে তাঁহাদের স্বরূপ অভিব্যক্তির জন্য সৃষ্টি করিব'—এই সঙ্কল্প করিয়া সেই পরমেশ্বর শ্রীহরি নিজজনের মুক্তিপদ-প্রদাতৃরূপ 'বাসুদেব' নামে প্রকটিত হইলেন। তাঁহার আজ্ঞানুসারেই তদধীনা রমাদেবীও দ্বিতীয় রূপ ধারণ করিলেন। এই বাসুদেব-পত্নীকেই পণ্ডিতগণ 'মায়া' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। সেই পরম নিত্য ভগবান্ পুনরায় প্রলয়-কারণ-ভূত দেহ প্রকটিত করিয়া 'সঙ্কর্ষণ' নামে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার আজ্ঞানুসারেই লক্ষ্মী দেবী 'জয়া' নামে অনুপ্রকাশিত হইলেন। সেই ভগবান্ সৃষ্টির জন্য প্রদ্যুম্নরূপে আবির্ভূত হইলে লক্ষ্মী দেবী 'কৃতি' নাম ধারণ করিলেন। সেই ভগবান্ বিষ্ণু জগৎপালনের জন্য 'অনিরুদ্ধ' নামে আবির্ভূত হইলে লক্ষ্মী দেবী 'শান্তি' নাম ধারণ করিলেন। ভগবান্ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধরূপে সহস্র সম্বৎসরকাল অবস্থিতি করিলে অচিন্ত্যশক্তি সেই প্রদ্যুম্ন-ভগবান্ জীব-সমূহকে (পালনার্থ) অনিরুদ্ধের নিকট প্রদান করিলেন।

সৃষ্টি ও সংহার—এই কার্য্যদ্বয় ভগবান্ বিষ্ণু আধিকারিক দেবতা বা মহত্তম জীবকে প্রতিভূরূপে গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারাই করাইয়া থাকেন। প্রদ্যুম্নরূপী বিষ্ণু চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাতে সৃষ্টিসামর্থ্য এবং সঙ্কর্ষণরূপী বিষ্ণু রুদ্রে সংহার-সামর্থ্য প্রদান করেন। অনিরুদ্ধরূপে স্বয়ংই পালন এবং বাসুদেব-

রূপে স্বয়ং মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন। এই চতুর্ব্বিধ রূপ ব্রহ্মকল্পান্ত পর্য্যন্ত এবং মৎস্য-কূর্ম্মাদি রূপ মধ্যে মধ্যে জগতে প্রকাশিত হইয়া পুনরায় অপ্রকট-প্রকাশে গমন করেন। ভগবান্ বিষ্ণু কেশবাদি দ্বাদশমূর্ত্তি ও বাসুদেবাদি দ্বাদশ-মূর্ত্তি—সর্ব্বসমেত এই চতুর্ব্বিংশতি মূর্ত্তিতে চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বাভিমানী দেবতাগণের নিয়ামক এবং

সৃষ্টি, সংহার, পালন ও মোক্ষ প্রদানকার্য্যে বিষ্ণুর কৃত্য

বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ও নারায়ণ—এই পঞ্চরূপে অন্নাদি পঞ্চকোষের নিয়ামক; বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ ও তুরীয় —এই চতুর্ব্বিধরূপে জীবের অবস্থা-চতুষ্টয়, যথা—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও মোক্ষের নিয়ামক; 'আত্মা' ও 'অন্তরাত্মা' রূপে স্থূলদেহ ও স্বরূপদেহের নিয়ামক এবং জীবের সর্ব্ব-শরীরে অনন্তরূপে ব্যক্ত থাকিয়া তাঁহাদের নিয়ামক হন। তিনি তত্ত্বাভিমানী দেবতা ও ইন্দ্রিয়গণকে প্রেরণা করিয়া থাকেন।

শ্রীবিষ্ণুর সর্ব্বনিয়ামকত্ব

জীবের যোগ্যতা ও স্বতন্ত্রতানুসারে পাপপুণ্যাদির জন্য ভগবান্ বিষ্ণু দায়ী নহেন। ভগবান্—প্রয়োজক কর্ত্তা, জীব—প্রযোজ্য কর্ত্তা।

ভগবান্ প্রয়োজক কর্ত্তা, জীব প্রযোজ্য কর্ত্তা

ভবিষ্যপুরাণে—

পুণ্যপাপাদিকং বিষ্ণুঃ কারয়েৎ পূর্ব্বকর্ম্মণা।
অনাদিত্বাৎ কর্ম্মণশ্চ ন বিরোধঃ কথঞ্চন॥

চতুর্ব্বেদশিখায়াং—

ন কারয়েৎ পুণ্যমথাপি পাপং
ন তাবতা দোষবানীশিতাপি।
ঈশো যতো গুণদোষাদিসঙ্গে
স্বয়ং পরোঽনাদিরাদিঃ প্রজানাম্॥
(২য় অঃ ১ম পাঃ ৩৬-৩৭ সূত্রের মূলভাষ্য)

ভগবানের বৈষম্যে নৈর্ঘৃণ্য-দোষের প্রসক্তি নাই, যেহেতু জীবের দ্বারা অনাদি-কর্ম্মবাসনাক্রমে পূর্ব্বকর্ম্মানুসারেই ভগবান্ বিষ্ণু পুণ্য-পাপাদি করাইয়া থাকেন। অনাদি কর্ম্মের অনুসরণ করিয়া জীবের পুণ্য-পাপাদি-কর্ম্মে প্রবৃত্তি করাইয়া থাকেন বলিয়া বিষ্ণু কখনও দোষী সাব্যস্ত হইতে পারেন না, যেহেতু তিনি গুণদোষাদির নিয়ামক। তিনি স্বয়ং পর অর্থাৎ তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অন্যনিরপেক্ষ, তিনি অনাদি এবং জীব-সমূহের আদি।

অবতার

প্রতিযুগে ভুবনসমূহ দুষ্ট দৈত্যগণের দ্বারা উপদ্রুত ও ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইলে স্বয়ং ভগবান্ সর্ব্বপ্রকার প্রাণিরূপে অবতরণ করিয়া কখনও জলজন্তু, কখনও মৃগ, কখনও পক্ষী, কখনও ব্রাহ্মণ, কখনও বা ক্ষত্রিয়-মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি নানা প্রাণিরূপে অবতীর্ণ হইলেও প্রাকৃত সুখ ও দুঃখাদির দ্বারা স্পৃষ্ট হন না। কিন্তু নিজেই মায়াদ্বারা প্রাকৃত লোকের দৃষ্টিতে কখনও গর্ভস্থের তুল্য, নবজাত স্তন্য-পায়ী বালকের ন্যায়; কামুক, ভীত, দুঃখী, বিরহী, ক্ষুধার্ত্ত, বদ্ধ, ছিন্ন, মুগ্ধ, মলিন, বিরক্ত, মূর্খ এবং আঘাত বা পরাজয়-প্রাপ্ত ইত্যাদি প্রাকৃত লোকের সদৃশ অবস্থান দেখাইয়াও স্বভাবতঃ সর্ব্বদোষশূন্য থাকিয়া অজ্ঞলোকদিগকে বিড়ম্বিত করেন, দৈত্যগণকে ভ্রান্ত ও বঞ্চিত করেন।

ভুবন-মঙ্গল-বিধানার্থ শ্রীভগবানের সর্ব্ব-বিধ প্রাণিরূপে অবতরণ

শ্রীভগবান্ সর্ব্ববিধ প্রাকৃত-দোষ-স্পর্শ-পরিশূন্য

এই সমুদয় ব্যাপারের পারমার্থিক রহস্য না জানিয়া যাহারা বিষ্ণুর নিন্দা করে, তাঁহার তত্ত্ব না জানিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি করে না, তিনি তাহা-

দিগকে 'অন্ধতামস' নামক নরকে পাতিত করেন। যাঁহারা ভগবানের সেবক ও শরণাগত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক উপাসনা করেন, তাঁহাদিগকে উচ্চ পদবীতে লইয়া যান। যাহারা এই উভয় বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তাহাদিগকে সংসারে পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন করান।

শ্রীভগবানের অনন্ত লীলা-বৈচিত্র্য

ভুবনসমূহে তিনি নানারূপে অবতরণ করিয়া বিচিত্র লীলা প্রদর্শন করেন। বিবিধ লীলা-দ্বারা ভক্তদিগের ভক্তি উৎপাদন করেন, বিদ্বেষিগণের বিরোধ বর্দ্ধন করেন। তাঁহার অবতারসমূহে জ্ঞানাবতার, বলাবতার ও উভয়াবতার, এই ত্রিবিধ অবতার হয়। জ্ঞানাবতারসমূহে জ্ঞানদানে ভক্তগণের উদ্ধার, বলাবতারে দুষ্টনিগ্রহ-দ্বারা ভক্তগণের পালন এবং উভয়াবতারে দুইপ্রকার কার্য্য করেন।

বেদব্যাস, কপিল, দত্তাত্রেয়, পার্থসারথি কৃষ্ণ, নর, হরি, মহিদাস, হংস ও বুদ্ধ—ইঁহারা জ্ঞানাবতার বিষ্ণু; কূর্ম্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন,

জ্ঞানাবতার, বলাবতার, উভয়াবতার

পরশুরাম, দশরথনন্দন রাম, কল্কি, শিশুমার, যজ্ঞ, গোপেশ কৃষ্ণ, ধন্বন্তরি—ইঁহারা বলাবতার বিষ্ণু; হয়গ্রীব, ঋষভ, মৎস্য ও যাদব কৃষ্ণ—ইঁহারা উভয়াবতার বিষ্ণু।

> কৃষ্ণরামাদিরূপেষু বলকার্য্যো জনার্দ্দনঃ।
> দত্তব্যাসাদিরূপেষু জ্ঞানকার্য্যস্তথা প্রভুঃ।
>
> (মঃ ভাঃ তাঃ নিঃ ২য় অঃ ২৫শ শ্লোক)

জনার্দ্দন শ্রীহরি, কৃষ্ণ ও রামাদিরূপে বলকার্য্য এবং দত্তব্যাসাদিরূপে জ্ঞানকার্য্য করিয়া থাকেন। সকল-অবতারই জ্ঞান ও বলাদিসর্ব্বশক্তিতে পূর্ণ হইলেও বিশেষভাবে জ্ঞানপ্রচারহেতু 'জ্ঞানাবতার', বলের কার্য্য-

প্রদর্শনহেতু 'বলাবতার' নামে লক্ষিত হন। কোন কোন অবতার কেবল ভক্তের প্রতি **অনুগ্রহ করিয়াই কৃতকার্য্য হন।**

তাঁহার নিত্যধাম বৈকুণ্ঠ। সৃষ্টির আদিতে **"শ্বেতদ্বীপ"** ও **"অনন্তাসন"** নামে ধামদ্বয় প্রকাশিত হন। ব্রহ্মাণ্ডের উপরিপ্রদেশে

বৈকুণ্ঠ, শ্বেতদ্বীপ ও অনন্তাসন

বৈকুণ্ঠ, মধ্যপ্রদেশে শ্বেতদ্বীপ ও নিম্নভাগে অনন্তাসন। সকল স্থানেই মুক্ত ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবগণ ও মুক্ত শেষ, গরুড়, বিষ্বক্সেন, নন্দ ও সুনন্দ, জয় ও বিজয় প্রভৃতি পরিবারবর্গ-দ্বারা সেবিত হইয়া প্রেয়সী লক্ষ্মীর সহিত বিরাজ করেন। সর্ব্বস্থানেই 'মুক্তস্থান' ও 'অমুক্তস্থান' নামে

মুক্তস্থান ও অমুক্তস্থান

দুইটি বিভাগ আছে—মুক্তস্থানে মুক্ত শেষ, গরুড়, ইন্দ্র, কাম প্রভৃতি-দ্বারা এবং নন্দ ও সুনন্দাদি পার্ষদ-গণের দ্বারা বেদবাণী সেবিত হন এবং অমুক্তস্থানে অমুক্ত শেষ, গরুড়াদি ও পার্ষদগণদ্বারা পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মবাণী সেবিত হন। **বিষ্ণু—**

শ্রীবিষ্ণু জগতের নিমিত্ত-কারণ

জগতের নিমিত্ত-কারণস্বরূপ, উপাদান-কারণ নহেন। তিনি জগৎ হইতে পৃথক্ হইলেও সর্ব্বস্থানে অবস্থান করেন।

বিষ্ণুর পরতমত্ব সম্বন্ধে শ্রীমধ্বাচার্য্যের উদাহৃত শ্রৌতপ্রমাণ ঃ—

(১) বিষ্ণোর্নু কং বীর্য্যাণি প্রবোচং যঃ পার্থিবানি বিমমে রজাংসি।

(২) পরো মাত্রয়া তন্বা বাবৃধান ন তে মহিত্বমন্বশ্নুবন্তি। ন তে বিষ্ণো জায়মানো ন জাতো দেব মহিম্নঃ পরমন্তমাপ॥

(৩) সহস্রশীর্ষং দেবং বিশ্বাক্ষং বিশ্বসংভুবম্।
পতিং বিশ্বস্যাত্মেশ্বরং শিবমচ্যুতম্।
নারায়ণং মহাজ্ঞেয়ং বিশ্বাত্মানং পরায়ণম্॥
নারায়ণঃ পরো জ্যোতিরাত্মা নারায়ণঃ পরঃ।
নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম তত্ত্বং নারায়ণঃ পরঃ॥
যচ্চ কিঞ্চিজ্জগৎসর্ব্বং শ্রূয়তে দৃশ্যতেঽপি বা।
অন্তর্বহিশ্চ তৎসর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ॥

(৪) অস্য দেবস্য মীঢুষো বয়া বিষ্ণোরেষস্য প্রভৃথে হবির্ভিঃ বিদেহি রুদ্রো রুদ্রিয়ং মহিত্বং যাসিষ্টং বর্ত্তিরশ্বিনাবিরাবৎ।

(৫) নমো বাচে নমো বাচস্পতয়ে নমো বিষ্ণবে মহতে করোমি।

(৬) তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ, দিবীব চক্ষুরাততম্। তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো ব্যাহ্ববাংসঃ সমিন্ধতে বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্।

(৭) একো নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ।

(৮) বাসুদেবো বা ইদমগ্র আসীন্ন ব্রহ্মা নেশানো নাগ্নীষোমৌ।

(৯) যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ যঃ সর্ব্ববিৎ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।
তস্মাদেতদ্‌ব্রহ্ম নাম রূপমন্নং চ জায়তে॥

(১০) পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।

(১১) ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ।
ভীষাস্মা ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম ইতি।

(১২) ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।

তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥

(১৩) যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি,
যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব।

(১৪) রূপং রূপং প্রতিবিম্বো বভূব
তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়।
ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে
যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতা দশ ॥

(১৫) অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥

(১৬) এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ॥

(১৭) মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা
প্রতিষ্ঠিতোঽন্নে হৃদয়ং সন্নিধায়।
তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি ॥

(১৮) তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াৎ অন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়ঃ।
তস্য প্রিয়মেব শিরঃ, মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ, প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ,
আনন্দ আত্মা, ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা।
সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।
এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রম্য।

(১৯) যো বৈ ভূমা তৎসুখং ভূমাত্বেব সুখং নাল্পে সুখম্।
ভূমৈবোপাসিতব্যম্।

(২০) প্রাণো ব্রহ্ম কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম
রাতির্দাতুঃ পরায়ণম্।

(২১) পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥
স আত্মন আত্মানমুদ্ধৃত্যাত্মন্যেব বিলাপয়তি।

(২২) বাসুদেবঃ সংকর্ষণঃ প্রদ্যুম্নোঽনিরুদ্ধোঽহং মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহো নারসিংহো বামনো রামো রামঃ কৃষ্ণো বুদ্ধঃ কল্কিরহং শতধাহং সহস্রধাহম-মিতোঽহমনন্তোঽহং, নৈবেতে জায়ন্তে ন ম্রিয়ন্তে নৈষামজ্ঞা ন বন্ধো ন মুক্তিঃ সর্ব্ব এব পূর্ণাঃ অজরাঃ অমৃতাঃ পরমাঃ পরানন্দা ইতি।

(২৩) তস্য হ বা এতস্য পরমস্য ত্রীণি রূপাণি। কৃষ্ণো রামঃ কপিল ইতি। তস্য হ বা এতস্য পরমস্য পঞ্চরূপাণি দশরূপাণি শতরূপাণি সহস্র-রূপাণ্যমিতরূপাণি, তানি হ বা এতানি সর্ব্বাণি পূর্ণানি সর্ব্বাণ্যনন্তানি সর্ব্বাণ্যসংমিতানি।

(২৪) অগ্নির্বৈ দেবানামবমো বিষ্ণুঃ পরমঃ তদন্তরা অন্যা দেবতাঃ।

(২৫) ন কর্ম্মণা বর্দ্ধতে নো কনীয়ান্।

(২৬) শৃণ্বে বীর উগ্রমুগ্রং দময়ন্নন্যমন্যমতি নেনীয়মানঃ।
এধমানদ্বিড়ুভয়স্য রাজা চোষ্কূয়তে বিশ ইন্দ্রো মনুষ্যান্।
পরা পূর্ব্বেষাং সখ্যা বৃণক্তি বিতর্ত্তুরাণো অপরেভিরেতি।
অনানুভূতীরব ধূন্বান পূর্ব্বীরিন্দ্রঃ শরদস্তর্তরীতি।

(২৭) শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যৌ অহোরাত্রে পার্শ্বে।

লক্ষ্মী

শ্রীলক্ষ্মী বিষ্ণুর প্রিয় মহিষী, জ্ঞানানন্দাত্মক-নিত্যদেহ-বিশিষ্টা, বিষ্ণুর ন্যায় তিনিও গর্ভবাস-দুঃখাদি-দোষরহিতা, সর্ব্বত্র বিষ্ণুর সহিত অবস্থিতা, সর্ব্বত্র ব্যাপ্তা, বিষ্ণুর অনন্ত রূপের সহিত শ্রীলক্ষ্মীও অনন্তরূপে বিহার করেন, বিষ্ণুর অবতরণকালে লক্ষ্মীও অবতীর্ণা হইয়া সেই অবতারের প্রিয়সঙ্গিনীরূপে বিরাজ করেন, বিষ্ণুর ন্যায় লক্ষ্মীরও বিভিন্ন নিত্য নাম ও রূপ আছে।

শ্রীলক্ষ্মীতত্ত্ব, লক্ষ্মীর বিভিন্ন নাম

লক্ষ্মীর বিভিন্ন নাম, যথা—শ্রী, ভূ, দুর্গা, মায়া, জয়া, কৃতি, শান্তি, অম্ভ্রণী, সীতা, দক্ষিণা, জয়ন্তী প্রভৃতি। শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রী, ভূ ও দুর্গারূপে ত্রিবিধ গুণের নিয়ামক। 'শ্রী' রূপে সত্ত্বগুণ-প্রেরিকা হইয়া দেবতাগণকে মোহন করেন, 'ভূ'রূপে রজোগুণ-প্রেরিকা হইয়া মনুষ্যগণকে মোহন করেন, আর 'দুর্গা'রূপে তমোগুণ-প্রেরিকা হইয়া দৈত্যগণকে মোহন করিয়া থাকেন।

> শ্রীর্ভূর্দুর্গাম্ভ্রণী হ্রীশ্চ মহালক্ষ্মীশ্চ দক্ষিণা।
> সীতাজয়ন্তীসত্যা চ রুক্মিণীত্যাদিভেদিতা॥
> প্রকৃতিস্তেন চাবিষ্টা তদ্বশা ন হরিঃ স্বয়ম্।
> ততোঽনন্তাংশহীনা চ বলজ্ঞপ্তি-সুখাদিভিঃ॥
> গুণৈঃ সর্ব্বৈস্তথাপ্যস্য প্রসাদাদ্দোষবর্জ্জিতা।
> সর্ব্বদা সুখরূপা চ সর্ব্বদা জ্ঞানরূপিণী॥
>
> —(বৃহদাঃ ভাষ্য ৩য় অঃ ৫ম ব্রাঃ)

শ্রী, ভূ, দুর্গা, অম্ভ্রণী, হ্রী, মহালক্ষ্মী, দক্ষিণা, সীতা, জয়ন্তী, সত্যা এবং রুক্মিণী ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন নামবিশিষ্টা প্রকৃতি শ্রীহরিকর্ত্তৃক আবিষ্টা এবং

তাঁহার বশীভূতা রহিয়াছেন, পরন্তু শ্রীহরি তাঁহার বশীভূত নহেন। সেই প্রকৃতি বল, জ্ঞান এবং সুখ প্রভৃতি যাবতীয় গুণবিষয়ে শ্রীহরি হইতে যদিও অনন্তঅংশে হীনা, তথাপি তাঁহার প্রসাদ-বশতঃ সর্ব্বদোষবর্জ্জিতা ও সর্ব্বদা জ্ঞান-সুখরূপা।

তস্যাস্তু ত্রীণি রূপাণি সত্ত্বং নাম রজস্তমঃ।
সৃষ্টিকালে বিভজ্যন্তে সত্ত্বং শ্রীঃ সদ্‌গুণপ্রভা॥
রজো রঞ্জনকর্ত্তৃত্বাদ্ভূঃ সা সৃষ্টিকরী যতঃ।
যদাবেশাদিয়ং পৃথ্বী ভূমিরিত্যেব কথ্যতে॥
জীবানাং গ্লপনাদ্দুর্গা তম ইত্যেব কীর্ত্তিতা।
এতাভিস্তিসৃভির্জীবাঃ সর্ব্বে বদ্ধা অমুক্তিগাঃ॥
সর্ব্বান্ বধ্নন্তি সর্ব্বাশ্চ তথাপি তু বিশেষতঃ।
শ্রীর্দেববন্ধিকা নৄণাং ভূর্দৈত্যানাং তথাপরা।
এতাভ্যোঽন্যং পরং চৈব বিষ্ণুং জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে।

(গীতা-তাৎপর্য্য ১৪।৫-৬)

সৃষ্টিকালে উক্ত প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ-নামক রূপত্রয় বিভক্ত হইয়া থাকে। সদ্‌গুণ-প্রকাশিকা 'শ্রী' সত্ত্বগুণস্বরূপ; ভূ সৃষ্টি-সম্পাদিকা বলিয়া 'ভূ' নামে এবং রঞ্জনকারিণী বলিয়া 'রজঃ' নামে কথিত হন—ঐ ভূ-প্রকৃতির আবেশ-হেতু এই পৃথিবী 'ভূমি' নামে পরিচিতা হইয়া থাকে। দুর্গা-প্রকৃতি জীবের গ্লানিদায়িনী বলিয়া তমঃ-রূপে কীর্ত্তিত হ'ন। উক্ত প্রকৃতিত্রয়ে আবদ্ধ হইয়া জীবগণ মুক্তি লাভ করিতে পারে না। সমস্ত প্রকৃতিই সমস্তকে বদ্ধ করেন, তথাপি বিশেষভাবে শ্রী-প্রকৃতি দেবগণকে, ভূ-প্রকৃতি মনুষ্যগণকে এবং দুর্গা-প্রকৃতি দৈত্যগণকে বদ্ধ করিয়া থাকেন।

শ্রী, ভূ ও দুর্গা

জীবগণ উক্ত প্রকৃতিত্রয়ের অতিরিক্ত ও পরতত্ত্ব বিষ্ণুর জ্ঞান হইতেই মুক্তি লাভ করেন।

লক্ষ্মীদেবী—বিষ্ণুর অধীনা, সর্ব্ববিদ্যাভিমানিনী এবং চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা হইতে অনেকগুণে শ্রেষ্ঠতরা। তিনি ভগবদঙ্গে নানাবিধ আভরণ-স্বরূপে বিরাজ করেন। অর্থাৎ মধ্বসিদ্ধান্ত-মতে বিষ্ণুর শয্যা, আসন, সিংহাসন, আভরণ প্রভৃতি সমস্ত ভোগ্যবস্তুই লক্ষ্ম্যাত্মক, যথা—"শ্রীর্যত্র রূপিণ্যুরুগায়পাদয়োঃ করোতি মানং বহুধা বিভূতিভিঃ।"

শ্রীবিষ্ণুর শয্যাসনাদি লক্ষ্ম্যাত্মক

(৪র্থ অঃ ২য় পাঃ ১ম সূত্রের অনুব্যাখ্যানে ধৃত ভাঃ ২।৯।১৩ শ্লোক)

যে বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী বহুপ্রকার বৈভবরূপে মূর্ত্তিমতী থাকিয়া উত্তমঃশ্লোক শ্রীবিষ্ণুর চরণ-যুগল পূজা করিয়া থাকেন।

তত্র বিষ্ণোঃ পুরং দিব্যমপরাজিত-নামকম্।
বিমিতাখ্যঞ্চ পর্য্যঙ্কং বিষ্ণোর্মানেন সম্মিতম্॥
চিৎসুবর্ণময়ং দিব্যং লক্ষ্মীস্তত্তৎস্বরূপিণী।

(ছান্দোগ্য-ভাষ্য ৮।৫)

তথায় বিষ্ণুর অপরাজিত নামক দিব্যপুর এবং তাঁহার বিগ্রহ-পরিমিত চিন্ময় সুবর্ণ-নির্ম্মিত বিমিত-নামক দিব্য পর্য্যঙ্ক বর্ত্তমান আছে। তৎসমুদয় বস্তুই লক্ষ্মীস্বরূপ।

জগৎ সত্য

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য বলেন—ভগবান্ বিষ্ণু কল্পের আদিতে অনাদি নিত্যা জড়া প্রকৃতিকে উপাদান করিয়া গুণত্রয়, মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চভূত-ক্রমে ব্রহ্মাণ্ড, তদন্তরে চতুর্দ্দশ লোক, সমুদ্র, মেরুমন্দরাদি পর্ব্বত, গঙ্গাযমুনাদি

নদী, শিলা, বনস্পতি, ওষধি, ধান্য, ফল, পুষ্প, নবরত্ন, সুবর্ণ, লৌহ প্রভৃতি সর্ব্ববস্তু সৃষ্টি করেন। এই সকলই কার্য্যরূপে অনিত্য, কিন্তু কারণরূপে নিত্য; কার্য্যরূপে অনিত্য হইলেও শশশৃঙ্গ, আকাশ-কুসুম, কূর্ম্মলোম ও গন্ধর্ব্ব-নগরাদির ন্যায় 'অসৎ' নহে, অথবা রজ্জ্বারোপিত সর্প বা শুক্ত্যারোপিত রজতবৎ 'মিথ্যা' নহে;

জগন্মিথ্যাত্ববাদ খণ্ডন

অল্প-কালীনত্বহেতু 'অনিত্য', 'অসত্য' নহে, 'ক্ষণিক'ও নহে; 'ক্ষণসম্বন্ধি' বলা গেলেও **'ক্ষণমাত্রবর্ত্তী' বলা যাইতে পারে না।** ঘট-পটাদি 'ক্ষণসম্বন্ধি' হইলেও কারণরূপে নিত্য। বৌদ্ধগণ 'ক্ষণিক' বলিতে যাহার পূর্ব্বে বা পরে অবস্থান নাই, ক্ষণে-ক্ষণে উৎপত্তি ও ক্ষণে-ক্ষণে নাশ হয়, তাহাই উদ্দেশ করিয়া থাকেন। পরন্তু 'ক্ষণসম্বন্ধি' বলিতে তাহা বুঝায় না; 'ক্ষণসম্বন্ধি' হইলেও তাহা উপাদান-কারণরূপে নিত্য। যেমন, ঘট—কার্য্য, ঘট-ভঙ্গে কপাল (ঘটের খণ্ডিত দ্বিতীয় ভাগ), কপাল-ভঙ্গে 'কাপালিক' (ঘটের চতুর্থ ভাগ), কাপালিক-ভঙ্গে 'মৃত্তিকাদি', মৃত্তিকা-ভঙ্গে ক্রমশঃ 'প্রকৃতি'। ঘট হইতে ক্রমে প্রকৃতির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুই কার্য্য। ইহারা অনিত্য, কিন্তু প্রকৃতি মূল-উপাদান-কারণরূপে নিত্যা। কল্পের আদি হইতে আরম্ভ করিয়া কল্পাবসান পর্য্যন্ত উপাদান-কারণ প্রকৃতি হইতে ঘটাদি পর্য্যন্ত নানা কার্য্যরূপ পরিণাম এবং কল্পান্তে প্রকৃত্যাখ্য সূক্ষ্মরূপে অবস্থিতি; তাহা 'মিথ্যা' নহে। মায়াবাদিগণ যে বলিয়া থাকেন—ব্রহ্মজ্ঞানের পরিপাকে ব্যবহারিক জগৎ তপ্ত লৌহগত জলবিন্দুর ন্যায় স্বতঃই অদৃশ্য হইয়া পড়ে, তাহা বাল-কোলাহল মাত্র; যেহেতু বিষ্ণু জ্ঞানপূর্ব্বক লীলামাত্রে এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং বুদ্ধিপূর্ব্বক কার্য্যপর্য্যন্ত ইহার নাশ করেন; তখন জগৎ কারণরূপে অবস্থান করিয়া থাকে। বিষ্ণুর

বুদ্ধিবলে সৃষ্ট-জগৎ মায়োপাদান নহে। জীবের অদৃষ্ট ও যোগ্যতানুসারে ভগবান্ নানারূপে জগৎ সৃষ্টি করেন এবং অদৃষ্ট-পরিসমাপ্তিতে জগতের নাশ করেন। তখন কারণরূপে জগৎ অবস্থান করে। কল্পের আদিতে অনুলোমক্রমে সৃষ্টি অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চমহাভূত প্রভৃতি ক্রমে জগৎসৃষ্টি; আর কল্পান্তে বিলোমক্রমে নাশ অর্থাৎ যে ক্রমে সৃষ্ট হইয়াছিল, তদ্বিপরীতক্রমে জগতের বিনাশ হয়। কিন্তু প্রকৃতিরূপে সকলেরই অবস্থান। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য স্বরচিত বিভিন্ন গ্রন্থে এতদ্বিষয়ে বহু যুক্তি ও প্রমাণাদির অবতরণ করিয়াছেন। জগতের সত্যতা-সিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-ধৃত কএকটি বেদ ও পুরাণ-প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল —

প্রথ ন্বস্য মহতো মহানি সত্যা সত্যস্য করণানি বোচম্। সত্যমেনমনু বিশ্বে মদন্তি রাতিং দেবস্য গৃণতো মঘোনঃ।

যচ্চিকেত সত্যমিত্তন্নমোঘং বসুস্পার্হমুতজেতো তদাতা।
সত্যোঽসৌ অস্য মহিমা গৃণে শবো যজ্ঞেষু বিপ্ররাজ্যে।
বিশ্বং সত্যং মঘবানা যুবোরিদাপশ্চ প্রমিনন্তি ব্রতং বাম্॥

কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।

অসত্যমাহুর্জগদেতদজ্ঞাঃ শক্তিং হরের্যে ন বিদুঃ পরাং হি।
যঃ সত্যরূপং জগদেতদীদৃক্ সৃষ্ট্বা ত্বভূৎ সত্যকর্ম্মা মহাত্মা॥
অথৈনমাহুঃ সত্যকর্ম্মেতি সত্যং হ্যেবেদং বিশ্বমসৌ সৃজতে।
অথৈনমাহুর্নিত্যকর্ম্মেতি নিত্যং হ্যেবাসৌ কুরুতে।
সত্যা বিষ্ণোর্গুণাঃ সর্ব্বে সত্যা জীবেশয়োর্ভিদা।
সত্যো মিথো জীবভেদঃ সত্যঞ্চ জগদীদৃশম্॥

(ভাঃ তাঃ নিঃ অ ১ শ্লোঃ ৬৯)

*

বিভূতিং প্রসবন্ত্বন্যে মন্যন্তে সৃষ্টিচিন্তকাঃ।
'স্বপ্নমায়াস্বরূপেতি সৃষ্টিরন্যৈর্বিকল্পিতা।
ইচ্ছামাত্রং প্রভোঃ সৃষ্টিরিতি সৃষ্টৌ বিনিশ্চিতম্।
কালাৎ প্রসূতিং জগতাং ভূতানাং মন্যন্তে কালচিন্তকাঃ॥
ভোগার্থং সৃষ্টিরিত্যন্যে ক্রীড়ার্থমিতি চাপরে।
দেবস্যৈষ স্বভাবোঽয়মাপ্তকামস্য কা স্পৃহা॥

(মাণ্ডূক্যভাষ্যে)

*　　　*

বিশ্বং সত্যং বশে বিষ্ণোর্নিত্যমেব প্রবাহতঃ।
ন কাপ্যনীদৃশং বিশ্বং তত্তৎকালানুসারতঃ।
অসত্যমপ্রতিষ্ঠং যে জগদাহুরনীশ্বরম্।
ত আসুরাঃ স্বয়ং নষ্টা জগতঃ ক্ষয়কারিণঃ॥

('তত্ত্বোদ্যোতে' ব্যাসস্মৃতিবাক্যম্)

আমি সত্য-স্বরূপ মহাপুরুষ বিষ্ণুর জগৎ-সৃষ্টি-প্রযোজক প্রকৃতি-প্রভৃতি করণ-সমূহকে সত্যরূপে বলিয়াছি। স্তুতিকারক ইন্দ্রদেবের এই সত্যসম্পদ্ দর্শনে সকলে সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।

সর্ব্বজয়শীল ও বর-প্রদাতা বিষ্ণু সকলের অপেক্ষণীয় যে বস্তু রচনা করিয়াছেন, উহা সত্যই হইয়া থাকে, পরন্তু অসত্য নহে।

'ভগবান্ সত্য, তাঁহার মাহাত্ম্যও সত্য'—আমি এই কথা স্বকীয় মোক্ষাদি-সুখ-লাভের জন্য বিপ্রজনাধিকৃত যজ্ঞ-সকলে কীর্ত্তন করিতেছি।

হে ইন্দ্র, হে বিষ্ণো, আপনাদের সম্বন্ধি এই জগৎ সত্য, জলাভিমানিনী দেবতাগণও আপনাদের জগৎসৃষ্টিব্যাপারের কথা অবগত আছেন।

সর্ব্বজ্ঞ, মনোঽভীষ্ট-প্রদাতা, সর্ব্বজয়শালী স্বয়ম্ভু ভগবান্ বহুকল্পকাল ব্যাপিয়া পরমার্থ (যথার্থ) বস্তুসকলের নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

যাহারা শ্রীহরির পরশক্তির বিষয় অবগত নহে, তাদৃশ অজ্ঞগণ এই জগৎকে অসত্য বলিয়া থাকে।

মহাত্মা বিষ্ণু এই সত্য-ভূত জগৎ সৃষ্টি করিয়া সত্যকর্ম্মা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

সজ্জনগণ এই বিষ্ণুকে সত্যকর্ম্মা বলিয়া থাকেন,—যেহেতু ভগবান্ এই জগৎকে সত্যরূপেই নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কোন কোন ব্যক্তি তাঁহাকে নিত্যকর্ম্মা নামেও বলিয়া থাকেন, যেহেতু তিনি সর্ব্বদাই এই জগতের নির্ম্মাণ করিতেছেন।

বিষ্ণুর যাবতীয় গুণই সত্য, জীব ও ঈশ্বরের ভেদও সত্য, জীবগণের পরস্পর ভেদও সত্য এবং ঈদৃশ এই জগৎও সত্য।

সৃষ্টি-বিষয়ক বিচারপরায়ণ কেহ কেহ ব্রহ্মের বিবিধাকারে পরিণাম-কেই জগৎসৃষ্টি বলিয়া থাকেন। অন্য কেহ কেহ সৃষ্টিকে স্বপ্ন ও মায়িক পদার্থ-তুল্য বলিয়া কল্পনা করেন। সৃষ্টি-বিষয়ে নিশ্চয়শীল ব্যক্তিগণ ভগবানের ইচ্ছা-মাত্রেই জগৎ-সৃষ্টি বলিয়া থাকেন। কালকর্তৃত্ববাদিগণ কাল হইতেই জগৎসৃষ্টি বর্ণন করেন। কেহ কেহ নিজের ভোগের জন্য, কেহ বা নিজের ক্রীড়ার জন্য জগৎসৃষ্টি বলেন। পরন্তু এই জগৎ-সৃষ্টি ভগবানের স্বভাবমাত্র, কোনরূপ কামনা-বশতঃ নহে, যেহেতু আপ্তকাম পুরুষের কোন্ বিষয়ে স্পৃহা থাকিতে পারে ?

এই বিশ্ব—সত্য এবং ভগবান্ বিষ্ণুর বশবর্ত্তী, ইহার নিত্যতা প্রবাহক্রমে বর্ত্তমান রহিয়াছে ; সর্ব্বকালই এই বিশ্ব ঈদৃশরূপে বিরাজমান আছে, পরন্তু কদাপি ঈদৃশ ভাবের ব্যতিক্রম দেখা যায় না। যাহারা

জগৎকে অসত্য, নিরাশ্রয় ও ঈশ্বর-রহিত (রাজশূন্য) বলিয়া থাকে, জগতের বিনাশকারী সেই অসুরগণ স্বয়ংও নাশ পাইয়া থাকে।

তত্ত্বতঃ ভেদ

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য (১) জীবেশ্বরে ভেদ, (২) জীবে জীবে পরস্পর ভেদ, (৩) ঈশ্বরে জড়ে ভেদ, (৪) জীবে জড়ে ভেদ ও (৫) জড়ে জড়ে পরস্পর ভেদ—এই **পঞ্চভেদ** স্বীকার করেন।

পঞ্চভেদ-রহস্য

এতদ্বিষয়ে আচার্য্যপাদ স্বরচিত "মহাভারত-তাৎর্য্য-নির্ণয়"গ্রন্থের ১ম অধ্যায়ে ৭০-৭১ শ্লোকে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"জীবেশয়োর্ভিদা চৈব জীবভেদঃ পরস্পরম্।
জড়েশয়োর্জড়ানাং চ জড়জীবভিদা তথা॥
পঞ্চভেদা ইমে নিত্যাঃ সর্ব্বাবস্থাসু নিত্যশঃ।
মুক্তানাঞ্চ ন হীয়ন্তে তারতম্যং চ সর্ব্বদা॥"

(১) **জীবে ও ঈশ্বরে ভেদ**—সৃষ্ট জীবের সহিত বিষ্ণুর অনাদি-কাল হইতে আরম্ভ করিয়া যাবৎকাল পর্য্যন্ত অত্যন্ত ভেদ। 'ব্রহ্মই অবিদ্যা-উপাধি-বশতঃ জীবাদিরূপে প্রতীত হন',—ইহা দুষ্ট মত। ব্রহ্ম—পরমমহৎ-পরিমাণ, আর জীব—অণুপরিমাণ; ব্রহ্ম—সর্ব্বদোষ-বিনির্মুক্ত, আর জীব—দোষপূর্ণ; ব্রহ্ম—অনন্তগুণ, আর জীব—পরিমিতগুণ; ব্রহ্ম নিত্যমুক্ত, আর জীব—সংসার-বদ্ধ;—এই উভয়ের মধ্যে পরস্পর অভেদ কোনরূপেই কল্পিত হইতে পারে না। মুক্তিতেও জীব-ঈশ্বরে নিত্য ভেদ বিরাজিত। তখনও জীব ভিন্নরূপেই অবস্থান করিয়া বিষ্ণুর নিত্য-সেবা করিয়া থাকেন।

(২) **জীবে-জীবে পরস্পর ভেদ**—(ক) (বদ্ধ-জীব) সংসারে

কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র, ইহাদের পরস্পরে ঐক্য নাই। (খ) (মুক্তজীব) মুক্তিতে একস্থানে প্রবেশ করেন মাত্র। তাঁহারা মুক্তাবস্থায়ও যোগ্যতানুসারে বিষ্ণুর বিভিন্ন সেবায় অবস্থিত এবং তাঁহাদের পরস্পরের সেবা-সুখাদির মধ্যেও তারতম্য বর্ত্তমান। তবে যে কোথায়ও কোথায়ও মুক্তিতে সকলেই এক হয়, ('সর্ব্বে একীভবন্তি'—শ্রুতিঃ)—শাস্ত্রে এইরূপ কথা লিখিত আছে, তাহার তাৎপর্য্য আছে। যেমন, যদি বলা হয় যে, 'সায়ংকালে গাভীসমূহ গোষ্ঠে একীভূত হইয়াছে'—সেস্থানে যেরূপ 'একীভূত'শব্দের দ্বারা অত্যন্ত-অভেদ নির্দ্দেশ না করিয়া সকলের একস্থানে সমুপস্থিতি বা সম্মেলনই বুঝাইয়া থাকে, মুক্ত জীবগণের সম্বন্ধেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। অথবা যদি বলা হয়, 'রাজন্যবর্গ এক হইয়াছে',—এইরূপ উক্তিতে যেমন রাজন্যবর্গের অত্যন্ত অভেদ কল্পনা করা অজ্ঞতা-মাত্র, পরন্তু এইস্থানে পূর্ব্বে রাজন্যবর্গ পরস্পর বিরুদ্ধ-মতাবলম্বী ছিলেন, এখন 'একমত' হইয়াছেন বা একপ্রকার বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়াছেন—এইরূপই বুঝায়, তদ্রূপ মুক্তাবস্থায় জীবগণ সকলেই বিষ্ণুর সেব্যত্বে একমত হইয়া বিষ্ণুর সেবা করিতেছেন,—ইহাই বুঝাইয়া থাকে।

(৩) **ঈশ্বর ও জড়ে ভেদ**—ঈশ্বর—জ্ঞানাত্মক, নিত্য ও নির্ব্বিকার; কিন্তু জড়—জ্ঞানশূন্য, নশ্বর ও বিকারী। এরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্ম্মযুক্ত বস্তুর কখনই অভেদত্ব সাধিত হইতে পারে না।

(৪) **জীবে জড়ে ভেদ**—জীব জ্ঞানাত্মক, তাঁহার সহিত অজ্ঞানাত্মক জড়ের ঐক্য হইতে পারে না।

(৫) **জড়ে জড়ে পরস্পর ভেদ**—বিষ জীবের মৃত্যু ঘটাইয়া থাকে, আর অমৃত জীবের জীবন দান করিয়া থাকে; বিষ—তিক্ত, আর

গুড়—মধুর, এইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ-ভাব জড়বস্তুর মধ্যে দৃষ্ট হয়। এরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মযুক্ত জড়বস্তু কখনই অভেদ নহে।

এই পঞ্চভেদ সর্ব্বকালে ও সর্ব্বদেশে নিত্য। ধর্ম্মিপ্রতিযোগী নষ্ট হইলেও ভেদ নষ্ট হয় না। যেমন এক স্থানে ঘট নষ্ট হইল, আর একস্থানে পট নষ্ট হইল; প্রত্যেকেই ভিন্নরূপে তত্তদ্‌ভিন্ন কার্য্যের সূক্ষ্মাংশে ভিন্ন উপাদান কারণ-রূপে অবস্থিত থাকিল।

তত্ত্বগত-ভেদ-বিষয়ে প্রমাণ

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ॥

(ঋগ্বেদ ও অথর্ব্বণ উপনিষৎ)

জীবেশ্বরভিদা চৈব জড়েশ্বরভিদা তথা।
জীবভেদো মিথশ্চৈব জড়জীবভিদা তথা॥
মিথশ্চ জড়ভেদোঽয়ং প্রপঞ্চো ভেদপঞ্চকঃ।
সোঽয়ং সত্যো হ্যনাদিশ্চ আদিশ্চেন্নাশমাপ্নুয়াৎ॥
ন চ নাশং প্রযাত্যেষ ন চাসৌ ভ্রান্তিকল্পিতঃ।
কল্পিতশ্চেন্নিবর্ত্তেত ন চাসৌ বিনিবর্ত্ততে।
দ্বৈতং ন বিদ্যত ইতি তস্মাদজ্ঞানিনাং মতম্॥

(বিষ্ণুতত্ত্বনির্ণয়ে পরমশ্রুতিঃ)

পরস্পর সহযোগ ও মিত্রভাবাপন্ন পক্ষিদ্বয় (জীব ও ঈশ্বর) একই দেহ-বৃক্ষে উপবিষ্ট রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে একজন অর্থাৎ জীবপক্ষী

পিপ্পল কর্ম্মফলকে সুস্বাদু মনে করিয়া ভোজন করিতেছে এবং অপর জন (ঈশ্বর) তাহা ভক্ষণ না করিয়া সর্ব্বত্র প্রকাশমান (সাক্ষিস্বরূপ) রহিয়াছেন।

দেহ-বৃক্ষমধ্যে অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন থাকিয়া মুহ্যমান পুরুষ (জীব) অস্বাতন্ত্র্য-বশতঃ শোকগ্রস্ত হইয়া থাকেন। পরন্তু যৎকালে নিজকর্ত্তৃক সেবিত ও নিজ হইতে ভিন্ন ঈশ্বরকে অবলোকন করেন, তৎকালে শোকরহিত হইয়া তাঁহার মহিমা অবগত হন।

এই প্রপঞ্চমধ্যে জীব ও ঈশ্বরের ভেদ, জড় ও ঈশ্বরের ভেদ, জীবগণমধ্যে পরস্পর ভেদ, জড় ও জীবের ভেদ এবং জড় বস্তুর মধ্যে পরস্পর ভেদ—এই পঞ্চবিধ ভেদ বর্ত্তমান রহিয়াছে। উহা সত্য ও অনাদি; যদি উহার আদি অর্থাৎ উৎপত্তি থাকিত, তাহা হইলে বিনাশশীল হইত, পরন্তু কখনও ইহা বিনষ্ট হয় না। উক্ত ভেদ কখনও ভ্রান্তিকল্পিতও নহে, তাহা হইলে উহার নিবৃত্তি দেখা যাইত; পরন্তু উহার নিবৃত্তি কখনও দৃষ্ট হয় না। অতএব দ্বৈত অর্থাৎ ভেদ বর্ত্তমান নাই—ইহা অজ্ঞানিগণেরই মত।

াব

জীবসমূহ হরির নিত্য অনুচর। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, শ্রীমন্মধ্বসিদ্ধান্তানুসারে তত্ত্ব দ্বিবিধ—(১) স্বতন্ত্র তত্ত্ব ও (২) পরতন্ত্র তত্ত্ব। স্বতন্ত্র তত্ত্ব—বিষ্ণু; পরতন্ত্র তত্ত্ব—দ্বিবিধ;—(ক) ভাব ও (খ) অভাব। ভাব দ্বিবিধ—(১) চেতন বা জীব, (২) অচেতন বা জড়। অভাব চতুর্ব্বিধ—(১) প্রাগভাব, (২) প্রধ্বংসাভাব, (৩) অত্যন্তাভাব ও (৪) অন্যোঽন্যাভাব। অন্যোঽন্যাভাব ভাবধর্ম্ম ও অভাবধর্ম্ম, উভয়েই

বর্ত্তমান, সুতরাং কেবলাভাব প্রকৃতপক্ষে ত্রিবিধ। যেমন, 'আগামীকল্য ঘট হইবে'—এইটি 'প্রাগভাবে'র দৃষ্টান্ত। আর 'ঘট বিনষ্ট হইয়াছে, বর্ত্তমানে তাহার অভাব,—ইহাকে 'প্রধ্বংসাভাব' বলে। ত্রিকালে অভাবই 'অত্যন্ত অভাব' বলিয়া খ্যাত—যেমন শশশৃঙ্গ, কূর্ম্মলোমাদির 'অত্যন্ত অভাব'। আর ঘটে পটত্বের অভাব ও পটে ঘটত্বের অভাব,—ইহা 'অন্যোঽন্যাভাব'। পূর্ব্বোক্ত চেতন বা জীব আবার ত্রিবিধ—সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস। অচেতন বা জড় বহুবিধ। বিষ্ণুর উদরে অনন্ত জীবরাশি বিরাজিত আছে ; ঐ জীবরাশি উপরিউক্ত ত্রিবিধ ভাগে বিভক্ত।

স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্র তত্ত্ব ; জীব—শ্রীহরির নিত্য অনুচর

দৃষ্ট্বা স চেতনগণান্ জঠরে শয়ানানানন্দময়বপুষঃ সৃতিবিপ্রমুক্তান্।
ধ্যানগতান্ সৃতিগতাংশ্চ সুষুপ্তিসংস্থান্ ব্রহ্মাদিকান্ কলিপরান্ মনুজাং-
স্তথৈক্ষৎ ॥

(মঃ ভাঃ তাঃ নিঃ অ ১, শ্লোঃ ৪)

ভগবান্ বিষ্ণুর উদর মধ্যে অনন্ত জীব অবস্থিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে বদ্ধজীব তিনভাগে বিভক্ত ; যথা—তিনি (বিষ্ণু) নিজের জঠরমধ্যে সর্ব্বথা সংসারবিমুক্ত আনন্দময় বিগ্রহ চেতনগণকে দর্শন করিয়া অতঃপর (১) ধ্যানগত ব্রহ্মাদি দেবগণ, (২) সংসার-দশাপ্রাপ্ত মনুষ্যগণ এবং (৩) সুষুপ্তিগত দৈত্যগণকে দর্শন করিলেন।

শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর উদর-মধ্যে অনন্তজীব ; ত্রিবিধ বদ্ধজীব

তাহারা সকলেই অনাদি অবিদ্যা ও কাম্য-কর্ম্ম-প্রবাহে বদ্ধ। সাত্ত্বিক জীবগণ মুক্তি-যোগ্য, রাজসগণ নিত্যসংসারী এবং তামসগণ তমোগতি (নরক) যোগ্য। ব্রহ্মা-ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা, গন্ধর্ব্ব, ঋষি, পিতৃগণ,

চতুর্দ্দশ মনুগণ, অষ্টবসুগণ, নৃপগণ ও মনুষ্যোত্তমগণ—ইঁহারা সাত্ত্বিক জীব ; রাজসিক জীবগণ মনুষ্যের মধ্যে অধম, তাহারা কাম্য কর্ম্মী।

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক জীব-গতি

কলি, কালনেমি, জরাসন্ধ, মধুকৈটভ, সম্বর, বৃত্র, ত্রিপুরগণ, কালকেয়, পৌলমা, রাক্ষস ও দানবগণ—ইহারা সকলেই তামস জীব। সাত্ত্বিক জীবগণের স্বরূপ-দেহ—জ্ঞানানন্দাত্মক, রাজসগণের স্বরূপদেহ—জ্ঞান ও অজ্ঞান, সুখ ও দুঃখ-মিশ্রাত্মক এবং তামসগণের স্বরূপদেহ—কেবল দুঃখ ও অজ্ঞানাত্মক। সাত্ত্বিকগণের সত্য, শৌচ, দয়া, শম, দম, বৈরাগ্য, ভক্তি প্রভৃতি স্বরূপানুগত ধর্ম্ম, রাজসগণের স্বরূপে সদ্ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উভয়বিধ বর্ত্তমান এবং তামসগণের অসত্য, অশৌচ, ক্রূরতা, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়-চাপল্য, বিষয়-লাম্পট্য, গুরুদ্রোহ, বৈষ্ণবদ্রোহ, হরিদ্রোহ প্রভৃতি স্বরূপানুগত ধর্ম্ম।

ত্রিবিধ বদ্ধজীব ত্রিবিধ গতি-যোগ্য, যথা—

দেব, মনুষ্য ও দানবগতি

ত্রিবিধা জীবসঙ্ঘাস্তু দেবমানুষদানবাঃ।
তত্র দেবা মুক্তিযোগ্যা মানুষেষূত্তমাস্তথা।
মধ্যমা মানুষা যে তু সৃতিযোগ্যাঃ সদৈব হি।
অধমা নিরয়ায়ৈব দানবাস্তু তমোলয়াঃ॥
মুক্তির্নিত্যা তমশ্চৈব নাবৃত্তিঃ পুনরেতয়োঃ।
দেবানাং নিরয়ো নাস্তি তমশ্চাপি কথঞ্চন॥
নাসুরাণাং তথা মুক্তিঃ কদাচিৎ কেনচিৎ ক্বচিৎ।
মানুষাণাং মধ্যমানাং নৈবৈতদ্‌দ্বয়মাপ্যতে।
অসুরাণাং তমঃপ্রাপ্তিস্তদা নিয়মতো ভবেৎ॥

(মঃ ভাঃ তাঃ নিঃ অ ১।৮০-৯২)

অর্থাৎ জীব-সমূহ দেব, মনুষ্য ও দানব-ভেদে ত্রিবিধ। তন্মধ্যে দেবগণ

ও উত্তম মনুষ্যগণ মুক্তিযোগ্য, মধ্যম মনুষ্যগণ সর্ব্বদাই সংসারযোগ্য এবং অধম মনুষ্যগণ নরকযোগ্য হইয়া থাকে। দানবগণের অন্ধতামিস্র-নামক নরকে লয় হইয়া থাকে; মুক্তি ও অন্ধতামিস্র উভয়ই নিত্য, ইহাদের পুনরায় আবৃত্তি হয় না। দেবগণের নরক বা তমঃপ্রাপ্তি কোনরূপেই ঘটে না। সেইরূপ কুত্রাপি কোন-কালে কোন-কারণে অসুরগণের মুক্তি-লাভও হয় না। মধ্যম মনুষ্যগণের মুক্তি বা অন্ধতামিস্রগ্রস্ত হইতে হয় না। অতএব কেবলমাত্র অসুরগণের পক্ষেই অন্ধতামিস্র-প্রাপ্তি নিয়মিতভাবে হইয়া থাকে।

তাহাদের স্বাভাবিক গুণ-দোষ, যথা—

ত্রিবিধ জীবের স্বাভাবিক গুণদোষ

অসুরাদেস্তথা দোষা নিত্যা স্বাভাবিকা অপি।
গুণদোষৌ মনুষ্যাণাং নিত্যৌ স্বাভাবিকৌ মতৌ।
গুণৈকমাত্ররূপাস্তু দেবা এব সদা মতাঃ।

(গীঃ ভাঃ ৬ষ্ঠ অঃ ৯ম শ্লোঃ)

অর্থাৎ অসুরগণের মধ্যে নিত্য ও স্বভাব-সিদ্ধরূপে কেবলমাত্র দোষেরই অবস্থান রহিয়াছে। (কাম্যকর্ম্মপর রাজস) মনুষ্যগণের মধ্যে গুণ ও দোষ এই দুইটিই নিত্য ও স্বাভাবিকরূপে বর্ত্তমান। দেবগণ অর্থাৎ ভগবদ্ভজনপর সূরিগণ নিত্যকালই স্বভাবসিদ্ধ গুণমাত্র-যুক্ত হইয়া থাকেন।

জীবের স্বরূপ-বিষয়ে সিদ্ধান্ত, যথা—

ত্রিবিধ জীবের স্বরূপ

নিত্যানন্দজ্ঞানবলা দেবা নৈবং তু দানবাঃ।
দুঃখোপলব্ধিমাত্রাস্তে মানুষাস্তু ভয়াত্মকাঃ ॥
তেষাং যদন্যথা দৃশ্যং তদুপাধিকৃতং মতম্‌।
বিজ্ঞানেনাত্মযোগ্যেন নিজরূপে ব্যবস্থিতিঃ ॥

সম্যগ্ জ্ঞানন্তু দেবানাং মনুষ্যাণাং বিমিশ্রিতম্।
বিপরীতন্তু দৈত্যানাং জ্ঞানস্যৈবং ব্যবস্থিতিঃ ।।

(ব্রঃ সূঃ ৩২ সূঃ ভাঃ ধৃত ভবিষ্যপুরাণ-বাক্য ২য় অঃ ৩য় পাঃ)

অর্থাৎ দেবগণ—নিত্যানন্দ, নিত্যজ্ঞান ও নিত্যবলসম্পন্ন; দানবগণ তাদৃশ নহে, তাহারা একমাত্র দুঃখই উপভোগ করে। মানুষগণ ভীতিগ্রস্ত, পরন্তু তাহাদের মধ্যে যে নিজ-নিজ-জাতিগত নিয়মের কখনও কখনও বিপর্য্যয় দেখা যায়, উহা বর বা অভিশাপাদিরূপ উপাধিজন্যমাত্র। আত্মযোগ্য বিজ্ঞান-বলে সকলেই স্বরূপলাভে সমর্থ। দেবগণের জ্ঞানই যথার্থ, মনুষ্যগণের জ্ঞানই মিশ্র এবং দৈত্যগণের জ্ঞানই বিপরীত হইয়া থাকে। জ্ঞানের এইরূপ বিভাগ-ব্যবস্থা রহিয়াছে।

সকলের স্বরূপ-দেহই লিঙ্গদেহাখ্য আবরণে বদ্ধ, সেই লিঙ্গদেহ—অনাদি। সেই লিঙ্গদেহের বহির্দ্দেশে অর্থাৎ আবরণ-স্বরূপে ভগবান্ অনিরুদ্ধের দ্বারা প্রতিকল্পে সৃজ্যমান 'কর্ম্ম-দেহ' নামে একটি ভৌতিক দেহ আছে। পূর্ব্বকল্পের জীবের অন্তিম কর্ম্ম অনুসরণ করিয়াই ভগবান্ সৃষ্টি-প্রবিষ্ট জীবগণের ভৌতিক দেহ সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে জীব-সমূহের 'যে-সকল বিভিন্ন দেহপ্রাপ্তি ঘটে, তাহা ভগবানের উদরে অবস্থিত হইয়া জীবসকল সর্ব্ব-অবসানে যে কর্ম্ম করে, তদনুসারেই ঘটিয়া থাকে। জগতে সৃষ্ট হইবার পরবর্ত্তিকালে জীব তাহার কর্ম্মানুসারে বিভিন্ন দেহ লাভ করিয়া থাকে। উদরস্থিত জীবের প্রতিকল্পে একবারমাত্র দেহপাত হয়। সৃষ্টিকালে জীবের সেই দেহ থাকে না; কর্ম্মই অবশিষ্ট থাকে; সেই কর্ম্মানুসারেই এতৎসৃষ্ট দেহ লাভ হয়।

জীবের দেহ

নির্দেহকান্ স ভগবাননিরুদ্ধনামা জীবান্ স্বকর্ম্ম-সহিতানুদরে নিবেশ্য।
চক্রেঽথ দেহ-সহিতান্ ক্রমশঃ স্বয়ম্ভু-প্রাণাত্মশেষ-গরুড়েশ-মুখান্ সমগ্রান্॥
(মঃ ভাঃ তাঃ নিঃ অঃ ৯ম শ্লোঃ)

অর্থাৎ অনিরুদ্ধকর্ত্তৃক প্রতিকল্পে তাহাদের কর্ম্মদেহের সৃষ্টি। অনিরুদ্ধসংজ্ঞক ভগবান্ নিজ নিজ কর্ম্ম-সংস্কার-যুক্ত, দেহশূন্য জীবগণকে স্বীয় উদরে সন্নিবেশিত করিয়া ব্রহ্মা, প্রাণাত্ম বায়ু, শেষ, গরুড়-প্রমুখ সেই জীবগণকে ক্রমশঃ দেহযুক্ত করিয়া থাকেন।

সেই জীবগণের অনন্তত্ব বিষয়ে সিদ্ধান্ত, যথা—

জীবগণের অনন্তত্ব

অনাগতা অতীতাশ্চ যাবন্তঃ সহিতাঃ ক্ষণাঃ।
অতীতানাগতাশ্চৈব যাবন্তঃ পরমাণবঃ॥
ততোঽপ্যনন্তগুণিতা জীবানাং রাশয়ঃ পৃথক্।
পরমাণুপ্রদেশেঽপি হ্যনন্তাঃ প্রাণিরাশয়ঃ।
সূক্ষ্মত্বাদীশশক্ত্যৈব স্থূলা অপি হি সংস্থিতাঃ॥
(বিষ্ণুতত্ত্বনির্ণয়ে ১ম পঃ)

অর্থাৎ অনাগত, অতীত ও বর্ত্তমান যাবৎসংখ্যক ক্ষণ রহিয়াছে এবং অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান যাবতীয় পরমাণু বর্ত্তমান আছে, জীবরাশি তাহাদের অপেক্ষাও অনন্তগুণে অধিক সংখ্যক। পরমাণুপ্রদেশে পর্য্যন্ত অনন্ত প্রাণিরাশি বিদ্যমান আছে। যদিও তাহারা দেহ ও রূপ-উপাধি-যোগে স্থূল, তথাপি স্বরূপতঃ সূক্ষ্মত্ব-বশতঃ ঈশ্বরের শক্তিবলেই তাদৃশ-রূপে অবস্থান করিতে সমর্থ।

সেই জীবগণের কর্ম্মবন্ধন-বিষয়ে সিদ্ধান্ত, যথা—

ব্রহ্মাপরোক্ষেঽপি বিকর্ম্ম-সূচকং প্রারব্ধ-পাপস্য বিনাশনম্।
(মঃ ভাঃ তাঃ নিঃ ৩২ অঃ ১১০ শ্লোঃ)

প্রারব্ধ-কর্ম্মনাশে হি পতেদ্দেহোঽপ্যপাপিনঃ।

(ঐ ৩২ অঃ ৭৮ শ্লোঃ)

জীবগণের কর্ম্মবন্ধন

ন হি পাপফলং মুক্তৌ দেহপাতঃ কথঞ্চন।
কিন্তু কর্ম্মক্ষয়াদেব তথা সর্ব্বত্র নিশ্চিতঃ॥

(ঐ ৩২ অঃ, ৮৫ শ্লোঃ)

অর্থাৎ বিষভক্ষণ যেরূপ জীবের প্রারব্ধ-পাপের সূচক, সেইরূপ ব্রহ্ম-বিষয়ক সাক্ষাদ্ জ্ঞানসত্ত্বেও দুষ্কর্ম্মানুষ্ঠান জীবের প্রারব্ধ-পাপেরই সূচক।

প্রারব্ধ-কর্ম্মনাশে নিষ্পাপ ব্যক্তিরও দেহপাত হইয়া থাকে।

মুক্তিকালে দেহপাত পাপফল-জন্য নহে, কর্ম্মক্ষয়-বশতঃই হইয়া থাকে, ইহা সর্ব্বত্র নিশ্চিত।

তাহাদের পূর্ব্বকর্ম্মানুসারেই সৃষ্টি, যথা—

বিদ্যন্তে হি তদা জীবাঃ কালকর্ম্মাদিকং তথা।
কান্যথা হি পুনঃ সৃষ্টিঃ পূর্ব্বকর্ম্মানুসারিণী।

(২।৯ ৩৩ ভাঃ তাঃ নিঃ)

অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বেও জীব এবং কাল-কর্ম্ম প্রভৃতি নিমিত্ত বর্ত্তমান থাকে, অন্যথা কিরূপে পুনরায় সৃষ্টি হইতে পারে? অতএব সৃষ্টি পূর্ব্ব-কর্ম্মানুসারেই হইয়া থাকে।

(৯) জীবগণের স্বভাবযোগ্যতা-বিষয়ে সিদ্ধান্ত, যথা—

স্বভাবাখ্যা যোগ্যতায়া হঠাখ্যা যানাদি সিদ্ধা সর্ব্বজীবেষু নিত্যা। সা কারণং প্রথমস্তু দ্বিতীর্যমণাদি কর্ম্মৈব তথা তৃতীয়ঃ। জীবপ্রযত্নঃ পৌরুষাখ্যস্তদেতৎত্রয়ং বিষ্ণোর্বশগং সর্ব্বদৈব। হঠশ্চাসৌ তারতম্যাস্থিতো হি ব্রাহ্মণমারভ্য কলিশ্চ যাবৎ।

(মঃ ভাঃ তাঃ নিঃ ২২ অ, ৮৪—৮৬ শ্লোঃ)

স্বভাব বা স্বরূপ-যোগ্যতা বা শব্দান্তরে 'হঠ' অনাদিসিদ্ধ ও সর্ব্বজীবে নিত্য; তাহাই জীবের সর্ব্বপ্রযত্নের প্রথম কারণ। কর্ম্ম ধ্বংসশীল হইলেও প্রবাহতঃ অনাদি। এই অনাদি পূর্ব্বকর্ম্মই দ্বিতীয় কারণ। তদনন্তর তাৎকালিক প্রযত্ন বা পৌরুষই তৃতীয় কারণ। এই সমস্তই মায়াধীশ স্বতন্ত্র বিষ্ণুর অধীন। অর্থাৎ এই কারণত্রয়ের দ্বারা ভগবান্ জীবগতি প্রদান করেন; কিন্তু মায়াধীশ ভগবানের প্রতি এই গুলির কোন আধিপত্য নাই। সর্ব্বোত্তম অধিকারী ব্রহ্মা হইতে সর্ব্বাধম অধিকারী কলি পর্য্যন্ত তারতম্য-ক্রমে এই যোগ্যতা বর্ত্তমান রহিয়াছে।

শ্রীভগবানের জীবগতি বিধানের কারণত্রয়

যদি কেহ প্রশ্ন করেন যে, ভগবানের উদরে যখন অনন্ত জীবরাশি বিরাজিত, তন্মধ্যে মুষ্টিমেয় আমাদেরই কেনবা সৃষ্টি হইল, অপর জীবগণ কেনই বা সৃষ্ট হইল না, তাহার কারণ কি? তদুত্তর এই যে, যে-সকল জীব আগামী সৃষ্টিতে প্রবেশের উপযুক্ত কর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহারাই সৃষ্টিতে প্রবিষ্ট হয়। ভগবদুদরে অবস্থিত জীবের যে কর্ম্মদেহের কথা বলা হইয়াছে, তাহা স্বরূপ-দেহের দ্বিতীয় আবরণ অর্থাৎ প্রথমে স্বরূপ দেহ, তাহার আবরণরূপে লিঙ্গদেহ, লিঙ্গ-দেহের আবরণরূপে 'কর্ম্মদেহ'। জীবসমূহের স্বরূপ-দেহ, লিঙ্গ-দেহ ও ভৌতিক-দেহ—এই দেহত্রয় বিরাজিত। এই স্বরূপদেহই শরীরী বা জীবাত্মা, তাহা নিত্য সচ্চিদানন্দময় বিবিধ আকার-বিশিষ্ট। বর্ত্তমানে সৃষ্ট স্থূলদেহ বা কর্ম্মসাধনীভূত দেহ ও ভগবদুদরে অবস্থিত জীবের কর্ম্মদেহের মধ্যে পার্থক্য এই যে, ভগবদুদরস্থিত কর্ম্মদেহটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম; পরন্তু এখানকার ভৌতিক দেহটি স্থূল। জীবের ভৌতিক-স্থূল-দেহ-ভঙ্গে জীব বাসনাময়-কোষ লিঙ্গদেহের সহিত কর্ম্মানুসারে স্বর্গ

জীবের দেহত্রয়

ও নরকে গমন-কালে সুখ-দুঃখ-ভোগের জন্য 'যাতনা-দেহ' নামে একটি দেহ লাভ করিয়া থাকে অর্থাৎ স্বরূপ-দেহ, তদাবরণীভূত লিঙ্গদেহ দ্বিতীয় এবং লিঙ্গদেহের আবরণীভূত যাতনা-দেহ তৃতীয়। লিঙ্গদেহ ভঙ্গ না হওয়া পর্য্যন্ত কাহারও স্বরূপের অভিব্যক্তি নাই। লিঙ্গদেহের আবরণ নিবৃত্তির জন্যই ভগবান্ জীবগণকে সৃষ্টিতে প্রবেশ করাইয়া থাকেন। সাত্ত্বিক জীবগণ গুরূপাসনা, শাস্ত্রজ্ঞান ও ভগবদ্‌ভক্তি-দ্বারা কল্পান্তে ব্রহ্মার সহিত লিঙ্গভঙ্গ প্রাপ্ত হন। রাজসগণ নিষিদ্ধ ও অনিষিদ্ধ উভয়-বিধ কাম্যকর্ম্মরূপ সাধনসমূহ অনুষ্ঠান করিয়া কল্পান্তে লিঙ্গভঙ্গ প্রাপ্ত হয়; তখন তাহাদের সুখ-দুঃখ-মিশ্রাত্মক স্বরূপের অভিব্যক্তি হয়। তামসগণ কাম্য, অকাম্য, নিষিদ্ধ, ঘোর কর্ম্ম, হরি-গুরু-বৈষ্ণব-দ্রোহাদি সাধন করিয়া হরি-গুরু-বৈষ্ণব-দ্রোহ-পরিপাকে কল্পান্তে লিঙ্গভঙ্গ প্রাপ্ত হয়। তখন তাহাদের দুঃখজ্ঞানাত্মক স্বরূপ-দেহের অভিব্যক্তি ঘটে।

আজ্ঞয়ৈব হরেঃ কেচিদপূর্ত্তেঃ কেচিদঞ্জসা।
বিহৃত্যৈবান্যলোকেষু মুচ্যন্তে ব্রহ্মণা সহ॥

(ভাঃ তাঃ ২।২।৩০)

কেহ কেহ সাধনের পূর্ণদশায় ও শ্রীহরির আদেশ-ক্রমে এবং কেহ বা সাধনের অপূর্ণতা-বশতঃ অন্যলোকে অবস্থান করেন। পরন্তু তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মার সহিত পশ্চাৎ মুক্ত হইয়া থাকেন।

'তে হ ব্রহ্মাণমভিসংপদ্য যদৈতদ্বিলীয়তেঽথ সহ ব্রহ্মণা পরমভিগচ্ছন্তি' ইতি সৌপর্ণশ্রুতের্ম্মহাপ্রলয়ে তদধ্যক্ষেণ ব্রহ্মণা সহ গচ্ছন্তি।

ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সংপ্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে।
পরস্যান্তে পরাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্॥

(ব্রঃ সূঃ ভাঃ ৪ অঃ, ৩ পাঃ, ১০—১১ সূঃ)

'যৎকালে মহাপ্রলয় উপস্থিত হয়, তখন নিখিল জীবগণ ব্রহ্মার সহিত মিলিত হয়, পশ্চাৎ ব্রহ্মার সহিত তাহারা বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হয়'—এই সৌপর্ণশ্রুতি অনুসারে মহাপ্রলয়ে জীবসকল অধ্যক্ষ ব্রহ্মার সহিত বিষ্ণুকে লাভ করে। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার পরার্দ্ধাবসানে মহাপ্রলয়কালে ব্রহ্মার সহিত সেই জীবসকল পরমপদে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে।

মহাপ্রলয়ে জীব-গতি

মুক্তজীবগণের নানাস্থানে বিহার—

আত্মন্যেব পরং দেবমুপাস্য-হরিমব্যয়ম্।
কেচিদত্রৈব মুচ্যন্তে নোৎক্রামন্তি কদাচন॥
কেচিৎ স্বর্গে মহর্লোকে জনে তপসি চাপরে।
কেচিৎ সত্যে মহাজ্ঞানা গচ্ছন্তি ক্ষীরসাগরম্॥
তত্রাপি ক্রমযোগেন জ্ঞানাধিক্যাৎ সমীপগাঃ।
সালোক্যং চ সরূপত্বং সামীপ্যং যোগ এব চ।
ইমামারভ্য সর্ব্বত্র যাবৎ সুক্ষীরসাগরে॥

(ব্রঃ সূঃ ভাঃ ৪ অঃ ৪ পাঃ ১৯ সূঃ)

কেহ কেহ ইহলোকেই পরমদেব অব্যয়স্বরূপ শ্রীহরিকে প্রভুরূপে উপাসনা করিয়া মুক্তি লাভ করেন, তাঁহাদের কথনও উৎক্রমণ ঘটে না। কেহ স্বর্গলোকে, কেহ মহর্লোকে, কেহ জনলোকে, কেহ তপোলোকে, কেহ বা সত্যলোকে মুক্ত হন। যাঁহারা মহাজ্ঞানী, তাঁহারা ক্ষীরসাগরে গমন করেন, তথায়ও জ্ঞানের আধিক্যবশতঃ ক্রমানুসারেই ভগবানের সামীপ্য লাভ করিতে পারেন। পৃথিবী হইতে ক্ষীরসাগর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য এবং সাযুজ্য সমভাবে বর্ত্তমান

মুক্তজীবগণের নানা-লোক ভ্রমণ

অসুরাঃ কলিপর্য্যন্তা এবং দুঃখোত্তরোত্তরাঃ।
কলির্দুঃখাধিকস্তেষু তেঽপ্যেবং ব্রহ্মবদ্‌গণাঃ॥
তথান্যেঽপ্যসুরাঃ সর্ব্বে গণা যোগ্যতয়া সদা।
ব্রহ্মৈব সর্ব্বজীবেভ্যঃ সদা সর্ব্বগুণাধিকঃ॥
(মঃ ভাঃ তাঃ নিঃ অঃ ১, শ্লোঃ ১৩৬-১৩৭)

দুঃখেঽপি তেষামিহ তারতম্যং কলেঃ পরং দুঃখমিহাখিলাচ্চ।
যথা বিরিঞ্চস্য বরং সুখং স্যাৎ মুক্তৌ হরিদ্বেষ-কৃতো বিশেষঃ॥
(ঐ ৩২ অঃ ১২৯ শ্লোঃ)

দেবগণের আনন্দ-তারতম্য-ক্রমে অসুরের দুঃখ-তারতম্য

এইরূপ দেবতাগণের আনন্দতারতম্যক্রমে কলিপর্য্যন্ত অসুরগণেরও দুঃখ-তারতম্য রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কলির সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের আধিক্য। যেমন ব্রহ্মাদি দেবতাগণের ভিন্ন ভিন্ন গণ আছে, তদ্রূপ কলি প্রভৃতি অসুরগণেরও ভিন্ন ভিন্ন গণ রহিয়াছে; যেমন গত-কলির গণ, ভাবি-কলির গণ ও বর্ত্তমান-কলির গণ। কলির ন্যায় অন্যান্য অসুরগণেরও গণ,—যথা কালনেমি ও বিপ্রচিত্ত প্রভৃতিরও যোগ্যতা-তারতম্যে সর্ব্বদা বিভিন্ন গণ আছে। সর্ব্বজীবের মধ্যে সর্ব্বকাল ব্রহ্মাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুণযুক্ত। অন্ধতমে প্রবিষ্ট দৈত্যগণের দুঃখেরও তারতম্য আছে; যেমন, সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধন-সম্পন্ন ব্রহ্মার মুক্তিতে সর্ব্বাপেক্ষা সুখাধিক্য, তদ্রূপ সর্ব্বাপেক্ষা অধম-সাধনসম্পন্ন কলিরও অন্যান্য দৈত্যগণ অপেক্ষা অন্ধতমে অধিক দুঃখভোগ ঘটিয়া থাকে। হরির প্রতি দ্বেষই এবং হরির প্রতি উন্মুখতাই এইরূপ বৈষম্যের কারণ।

সাত্ত্বিক জীবসমূহের ক্রম, যথা—সাত্ত্বিক জীবের মধ্যে সর্ব্বোত্তম

চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, তদনন্তর সরস্বতী, শেষ, গরুড়াদি দেবতাগণ, তদনন্তর ঋষিগণ, পিতৃগণ, চক্রবর্ত্তিগণ, মনুষ্যোত্তমগণ—এইরূপে সাত্ত্বিকগণের মধ্যে তারতম্য। রাজসগণের তারতম্যের কথার বিশেষ উল্লেখ নাই। তামসগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান কলি। সাত্ত্বিকগণের মধ্যে চতুর্ম্মুখ যেমন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উত্তম-সাধন-সম্পন্ন, তামসগণের মধ্যে কলিও তেমনই অধম-সাধন-সম্পন্ন। কলির পরে কালনেমি, জরাসন্ধ প্রভৃতি উত্তরোত্তর ক্রমে বিরাজমান। সাত্ত্বিক হইতে রাজস জীবের সংখ্যা অধিক। রাজস হইতে তামস জীবের সংখ্যা আরও অধিক। মুক্ত মনুষ্যোত্তম হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্ম্মুখ পর্য্যন্ত ক্রমে মুক্তিদশায় শতগুণিত আনন্দের তারতম্য। যেমন মনুষ্যোত্তমগণ হইতে চক্রবর্ত্তিগণের আনন্দের তারতম্য শতগুণ অধিক, চক্রবর্ত্তী হইতে পিতৃগণের, পিতৃগণ হইতে ঋষিগণের, ঋষিগণ হইতে দেবতাগণের ক্রমানুসারে তারতম্য উত্তরোত্তর শতগুণ অধিক, ইঁহাদের সাধনও তদনুরূপ শতগুণ অধিক। সাত্ত্বিক জীব-সমূহের ক্রম ও গুণ-তারতম্য বিস্তৃতভাবে বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৩য় অঃ ৫ম ব্রাঃ শ্রীমধ্বভাষ্যে বর্ণিত হইয়াছে।

সাত্ত্বিক জীব-সমূহের ক্রম

একমাত্র চতুর্ম্মুখেরই সাযুজ্য মোক্ষ। সাযুজ্য-মোক্ষ-সম্বন্ধে অন্যান্য সম্প্রদায়ের যেরূপ ধারণা, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের কথিত সাযুজ্য সেরূপ নহে। 'সাযুজ্য' বলিতে শ্রীমধ্বাচার্য্য বলেন যে, উহা পুরুষ-দেহে পিশাচাদির প্রবেশের ন্যায় অথবা লৌহপিণ্ডে অগ্নি-প্রবেশের ন্যায় স্ববিম্বরূপ বিষ্ণুতে আবেশ। পুরুষ-দেহে পিশাচাদি প্রবিষ্ট হইয়া যেরূপ পুরুষকৃত যাবতীয় ভোগ অনুভব করিয়া থাকে, অথচ পিশাচ কিছু স্বয়ং পুরুষ নহে, সময়ান্তরে

'সাযুজ্য' মুক্তি সম্বন্ধে মধ্বসিদ্ধান্ত

তাহা হইতে পৃথগ্ভাবে অবস্থান করিতে পারে, লৌহপিণ্ডে অগ্নি প্রবিষ্ট হইলেও যেরূপ অগ্নি ও লৌহপিণ্ড দুইটিই পৃথগ্বস্তু, সময়ান্তরে লৌহপিণ্ড হইতে অগ্নি বিগত হইতে পারে, তদ্রূপ বিষ্ণুতে ব্রহ্মার যে নিরুপাধিক বিম্ব আছে, নিরুপাধিক প্রতিবিম্বস্বরূপ ব্রহ্মা সেই স্বকীয় বিম্বরূপে ইচ্ছানুসারে প্রবেশ করেন, ইহাতে ব্রহ্মার আত্মবিম্বে প্রবেশ-মাত্র হইয়া থাকে, অন্যরূপে প্রবেশ হয় না। আবার ইচ্ছানুসারে ব্রহ্মা সেই বিম্বরূপ হইতে পৃথগ্ভাবেও অবস্থান করিতে পারেন। অতএব ব্রহ্ম-সাযুজ্য ও ঈশ্বর-সাযুজ্যে যে একান্ত অভেদ স্বীকৃত হয়, তাহা হইতে ব্রহ্মার সাযুজ্য বা শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সিদ্ধান্তানুযায়ী সাযুজ্য-মুক্তির ধারণা পৃথক্। অন্য মুক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ সামীপ্য-মোক্ষ, কেহ বা সালোক্য-মোক্ষ লাভ করেন; কিন্তু সকলেরই 'সারূপ্য'-মোক্ষ লাভ হয়। 'সারূপ্য' বলিতে স্ববিম্বরূপ সমানাকারের অভিব্যক্তি। এই স্থলে রামানুজীয়গণের সহিত মাধ্বগণের মতভেদ দৃষ্ট হয়। রামানুজীয়গণ বলেন যে, মুক্তিতে সকলেই সারূপ্য লাভ করিয়া নিত্য চতুর্ভুজাকার প্রাপ্ত হন; কিন্তু মাধ্বগণ বলেন যে, যাহার যেটি নিত্য স্বরূপদেহ, সেই সকল স্বরূপদেহের বিভিন্ন বিম্বরূপ ভগবানেও আছে; জীবের মুক্তিতে সেই সকল বিম্বরূপের সমানাকারের অভিব্যক্তি হয়। অতএব মুক্তগণের মধ্যে কেহ সচ্চিদানন্দাকার চতুর্ভুজ, কেহ দ্বিভুজ মনুষ্য, কেহ পশু, পক্ষী, তৃণ প্রভৃতি স্বরূপ-দেহে অভিব্যক্ত হন। এইরূপ মুক্তিপ্রাপ্ত জীব-সমূহ স্বেচ্ছানুসারে সৃষ্টিকালে কেহ বৈকুণ্ঠে, কেহ শ্বেতদ্বীপে, কেহ অনন্তাসনে, কেহ স্বর্গলোক হইতে আরম্ভ করিয়া সত্যলোক-পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সুখ-জ্ঞানাদিপূর্ণ ও নানাবিধ অপ্রাকৃত দিব্য-জ্ঞানানন্দ অনুভব ও ভগবৎকীর্ত্তন-ধ্যান-সেবাপর হইয়া বিচরণ করেন। কল্পরাত্রিকালে বা সৃষ্টিবিরতি-সময়ে তাঁহারা সকলেই বৈকুণ্ঠলোকে

অবস্থান করেন। যাঁহাদের সাধনপূর্ত্তি হইয়াছে, সেইসকল জীবন্মুক্ত পুরুষগণও ভগবানের আজ্ঞায় ব্রহ্মকল্পান্তকাল পর্য্যন্ত সান্তানিকাদি-লোকে (জনলোকের একদেশে সান্তানিক লোক অবস্থিত) অবস্থান করিয়া ভগবৎসেবায় নিযুক্ত থাকেন। সকলেরই চতুর্ম্মুখ-কল্পাবসানে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার সহিত বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ হয়। বৈকুণ্ঠপ্রবিষ্ট জীবসমূহ সকলেই জ্ঞানানন্দাত্মক দেহে তথায় নিত্যকাল অবস্থান করিয়া ভগবৎসেবা করেন এবং নিজ হইতে শ্রেষ্ঠ ভগবৎসেবকগণের প্রতি বিনয়-দৈন্য-নমস্কার-সেবাদি প্রদর্শন করেন; তাঁহাদের পুনরাবৃত্তি নাই। যাঁহারা স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপেই রাজস বা নিত্য কাম্যকর্ম্মী, তাঁহারা স্বর্গে, পৃথিবীতে ও অন্তরীক্ষে সঞ্চরণ করেন, তাঁহাদের ঐরূপ স্বরূপের অভিব্যক্তিরূপ মুক্তিলাভে গর্ভবাসাদি জন্ম বা মরণ নাই। তামসগণ হরি-গুরু-বৈষ্ণব-দ্রোহাদি-সাধনের পরিপাকে তাহাদের নিত্য তামস-স্বরূপের অভিব্যক্তিরূপ মুক্তি-প্রাপ্তিতে অন্ধতমে প্রবিষ্ট হয়। তাহাদেরও অন্ধতমঃ হইতে পুনরাবৃত্তি নাই, ইহাই তাহাদের পক্ষে মুক্তি। এককল্পে সৃষ্টিতে প্রবিষ্ট জীবের ভাবিকল্পে সৃষ্টিতে প্রবেশ নাই।

ভুঞ্জতে পুরুষং প্রাপ্য যথা দেব-গ্রহাদয়ঃ।
তথা মুক্তাবুত্তমায়াং বিষ্ণুমাবিশ্য ভুঞ্জতে।

(ঐতরেয়-ভাষ্য ২ অঃ, ২ প্রঃ, ৩ মন্ত্র)

যেরূপ দেব ও গ্রহাদি মনুষ্যের শরীরে প্রবেশ করিয়া পুরুষ-শরীরকৃত সুখ-দুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকে, তদ্রূপ উত্তমা মুক্তিতে (সাযুজ্য-মুক্তিতে) জীব আত্মবিম্বরূপ বিষ্ণুতে প্রবিষ্ট হইয়া বিষ্ণুর সহিত আনন্দ ভোগ করিয়া থাকেন।

বিষ্ণোর্বশাশ্চ তে সর্ব্বে সর্ব্বদা দুঃখবর্জ্জিতাঃ।
ন তু বিষ্ণুগুণান্ সর্ব্বান্ ভুঞ্জতে তে কদাচন॥
বাহ্যভোগান্ ভুঞ্জতে চ তারতম্যেন কাংশ্চন।
বিষ্ণোর্দেহাদ্ বহিশ্চাপি নির্গচ্ছন্তি যথেষ্টতঃ॥

বিমুক্তিকালে প্রবিশন্ত্যভীক্ষ্ণং ভোগাংশ্চ তদ্দেহগতাঃ প্রভুঞ্জতে। আনন্দসুব্যক্তিরমুত্র তেষাং ভবত্যতশ্চেষ্টত এব নির্গতাঃ। ক্রীড়ন্তি ভূয়শ্চ সমাবিশন্তি তানেব সাযুজ্যমিদং বদন্তি। সাযুজ্যহীনাস্তু লয়ে তু সর্ব্বে প্রোক্তেন মার্গেণ বিশন্তি সৃষ্টৌ। বহিশ্চ নির্যান্তি ততোঽন্যদাপি সাযুজ্যভাজাং ভবতি প্রবেশঃ। (—অনুব্যাখ্যান ৩ অঃ ৪ পাঃ)

দেব ও গ্রহাদি যেরূপ বলপূর্ব্বক মনুষ্যাদির শরীরে প্রবেশ করিতে পারে, মুক্তজীবের ভগবৎশরীরে প্রবেশ তদ্রূপ নহে। সাযুজ্যমুক্তিযোগ্য জীবসমূহ—বিষ্ণুর অধীন; তাঁহারা বিষ্ণুর ইচ্ছানুসারেই বিষ্ণু-শরীরে প্রবেশ করেন এবং তাঁহারা সকলেই সর্ব্বদা দুঃখবর্জ্জিত হইয়া তথায় নিত্যানন্দ ভোগ করেন; কিন্তু তাঁহারা অনন্তগুণপূর্ণ বিষ্ণুর গুণসমূহ কখনও সাকল্যে ভোগ করিতে পারেন না, বিষ্ণুশরীরাগত কোন কোন বাহ্যভোগ যোগ্যতানুসারে ভোগ করেন। যেমন বিষ্ণু রথারূঢ় বা গজারূঢ় হইলে তাঁহারাও বিষ্ণুর শরীরে প্রবিষ্ট থাকিয়া সেইসকল সুখ ভোগ করিয়া থাকেন; আবার ইচ্ছানুসারে বিষ্ণুর দেহ হইতে বাহিরেও নির্গত হইয়া থাকেন, আবার সাযুজ্যমুক্তিকালে ইচ্ছানুসারে বিষ্ণুর শরীরে প্রবেশ করিয়া বিষ্ণুদেহগত ভোগসমূহ প্রকৃষ্টরূপে ভোগ করিয়া থাকেন। বিষ্ণুদেহে তাঁহাদের স্বরূপানন্দের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে; তাঁহারা ইচ্ছানুসারে বিষ্ণুদেহ হইতে নির্গত হইয়া ক্রীড়া করেন, পুনরায় বিষ্ণুর দেহে প্রবিষ্ট হন। এইরূপ ভগবৎশরীরে প্রবেশ ও তৎসহ আনন্দাদির

ভোগকেই পণ্ডিতগণ 'সাযুজ্য-মুক্তি' বলিয়া থাকেন। সাযুজ্যমুক্তিবিহীন অন্য মুক্তগণ প্রলয়কালে সকলেই অর্চিরাদি মার্গে মোক্ষধামে প্রবেশ করেন এবং সৃষ্টিকালে স্বেচ্ছানুসারে বহির্দ্দেশে নির্গমন করিয়া থাকেন। সাযুজ্যভাক্ পুরুষগণ সৃষ্টিকালে ও লয়কালে সকল সময়েই বিষ্ণুশরীরে প্রবিষ্ট হন।

মুক্তি

জীব-স্বরূপ-বিচারে 'মুক্তি'-সম্বন্ধে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সিদ্ধান্ত অনেকটা আলোচিত হইয়াছে। ভগবান্ জীবের স্বরূপের যোগ্যতানুসারে জীবের দ্বারাই পূর্ব্বকর্ম্ম-সমূহ করাইয়া থাকেন। আবার, যোগ্যতা ও পূর্ব্বকর্ম্ম—এই উভয়ানুসারে আধুনিক প্রযত্নসমূহ করান এবং জীবের যোগ্যতা, পূর্ব্ব-কর্ম্ম-পরম্পরা ও আধুনিক প্রযত্ন—এই কার্য্যত্রয়ানুসারে ফল প্রদান করেন। গুরূপসত্তি, শাস্ত্র-শ্রবণ-মনন-কীর্ত্তনাদি-রূপা ভক্তি তৃতীয় সাধন অর্থাৎ তাৎকালিক প্রযত্নের অন্তর্ভুক্ত। এতৎসাধনত্রয় অনুসরণ করিয়াই ভগবান্ জীবের স্বরূপের অভিব্যক্তি করাইয়া থাকেন। সাত্ত্বিক পুরুষগণের ভক্তি-সাধনদ্বারা লিঙ্গদেহের বিনাশে যে নিত্য-স্বরূপের অভিব্যক্তি হয়, তাহাই 'মুক্তি'; সুতরাং এই মুক্তি কোন আগন্তুক ধর্ম্ম নহে। ইহা জীবের স্ব-স্বরূপে অবস্থান-মাত্র। জীবের স্বরূপাবরণ দ্বিবিধ—(১) জীবাবরণ ও (২) পরাবরণ। জীবাবরণ জীবাশ্রিতা অবিদ্যা; ভস্মরাশিদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া অগ্নি যেরূপ গূঢ়রূপে অবস্থান করে, তদ্রূপ অবিদ্যা বা জীবাবরণদ্বারা জীবস্বরূপ গূঢ়রূপে অর্থাৎ সুপ্তভাবে অবস্থিত থাকে। পরাবরণ পরাশ্রিতা অর্থাৎ ঈশ্বরের মায়াশক্তি,

'মুক্তি' সম্বন্ধে শ্রীমধ্ব-সিদ্ধান্ত

তাহা জীব-হৃদয়-কমলবর্ত্তি-পরমপুরুষের দর্শন-বিরোধিনী যবনিকারূপা। ভগবান্ প্রসন্ন হইলে তিনি জীবাবরণ অবিদ্যা সর্ব্বতোভাবে বিনাশ করেন এবং পরাবরণ মায়াকে অপসারিত করিয়া থাকেন। তখন জীব স্বহৃদয়-বাসী পরমপুরুষকে দর্শন করিতে পান। যখন জীব ভগবান্‌কে দর্শন করেন, তখন হইতে আর জীবের কর্ম্মলেপ থাকে না। জীব যখন স্বকীয় চিন্ময় নেত্রে একবারও বিষ্ণুরূপ দর্শন করেন, তখন হইতে তিনি তাঁহার সর্ব্বাশ্চর্য্যতম আরাধ্য প্রভু শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তন ও চিন্তা করিতে করিতে সর্ব্বত্র নিঃসঙ্গভাবে অবধূতের ন্যায় বিচরণ করেন। অভ্যাস-বশতঃ ভিক্ষাটন-প্রবৃত্তি প্রভৃতি তাঁহাতে দৃষ্ট হইলেও তিনি ভগবৎ-সেবাব্যগ্র ও তদনুসন্ধান-সুখৈকতৃপ্তই থাকেন। তিনি ভগবদ্দর্শনানন্দে মগ্ন থাকিয়া কখনও হাস্য করেন, কখনও রোদন করেন, কখনও উন্মত্তের ন্যায় বিচরণ করেন, কখনও বা জড় ও মূকের ন্যায় অবস্থান করেন। অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিবার পর মুক্তপুরুষ যে সকল সৎকর্ম্ম করেন বা প্রমাদবশতঃ কদাচিৎ অসৎকর্ম্ম করিয়া থাকেন, সেই সকল সৎকর্ম্মের ফল তাঁহার বন্ধুগণ, আর অসৎকর্ম্মের ফল তদ্বিরোধিগণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অপরোক্ষজ্ঞানের পরও চতুর্ম্মুখের ভগবদিচ্ছায় সৃষ্ট্যাদি-ব্যাপারে প্রবৃত্তি। অপরোক্ষজ্ঞানী জীবন্মুক্ত পুরুষগণ ভগবদিচ্ছায় জগন্মঙ্গলকর কার্য্য করিয়া থাকেন; যেমন শুক-নারদাদির জগতে হরিকথা-প্রচার। মুক্তাবস্থায়ও সকলেরই স্বরূপগত তারতম্য রহিয়াছে। স্বরূপের তারতম্য থাকায় স্বরূপগত জ্ঞান ও আনন্দোপলব্ধির তারতম্য বিদ্যমান।

মুক্তিতত্ত্বসম্বন্ধে শ্রৌতপ্রমাণ

১। তস্য হৈতস্য হৃদয়স্যাগ্রং প্রদ্যোততে তেন প্রদ্যোতনেন এষ আত্মা নিষ্ক্রামতি, চক্ষুষো বা মূর্দ্ধ্নো বান্যেভ্যো বা শরীরদেশেভ্যস্তমুৎক্রামন্তং

প্রাণোঽনূৎক্রামতি। প্রাণমনূৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি। সবিজ্ঞানো ভবতি সবিজ্ঞানমেবান্ববক্রামতি। তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে পূর্ব্বপ্রজ্ঞা চ। তদ্‌যথা তৃণজলায়ুকা তৃণস্যান্তং গত্বা অন্যমাক্রমমাক্রম্যাত্মান-মুপসংহরত্যেবমেবায়মাত্মা ইদং শরীরং নিহত্যাবিদ্যাং গময়িত্বান্যমাক্রম-মাক্রম্যাত্মানমুপসংহরতি। তদ্‌যথা পেশস্কারী পেশসো মাত্রামুপাদায়া-ন্যন্নবতরং কল্যাণতরং রূপং তনুতে এবমেবায়মাত্মেদং শরীরং নিহত্যা-বিদ্যাং গময়িত্বান্যন্নবতরং কল্যাণতরং রূপং কুরুতে। পিত্র্যং বা গান্ধর্ব্বং বা দৈবং বা প্রাজাপত্যং বা ব্রাহ্মং বান্যেষাং ভূতানাম্।

বৃহদাঃ, উঃ, ৬।৪

২। অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥

ঈশ, উঃ, ৯

অনন্দা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসা বৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যেঽবিদ্বাংসোঽবুধো জনাঃ॥

বৃঃ, উঃ, ৬।৪

ইহৈব সন্তোঽথ বিদ্মস্তু দ্বয়ং ন চেদবেদীর্মহতী বিনষ্টিঃ।
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্যথেতরে দুঃখমেবাপিযন্তি॥

বৃঃ, উঃ, ৬।৪

পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে। স তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্বা যানৈর্বা জ্ঞাতিভির্বাঽজ্ঞাতিভির্বা।

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥

যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি। এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। ইমান্ লোকান্ কামান্নীকামরূপ্যনু সঞ্চরন্। এতৎসাম গায়ন্নাস্তে।

সর্ব্বে নন্দন্তি যশসাগতেন সমাসাহেন সখ্যা সখায়ঃ।
কিল্বিষস্পৃৎপিতুষণি হ্যেষামরংহিতো ভবতি বাজিনায়।
ঋচাং ত্বঃ পোষমাস্তে পুপুষ্বান্ গায়ত্রং ত্বো গায়তি শক্করীষু।
ব্রহ্মা ত্বো বদতি জাতবিদ্যাং যজ্ঞস্য মাত্রাং বিমিমীত উত্বঃ॥
যত্রানন্দাশ্চ মোদাশ্চ মুদঃ প্রমুদ আসতে।
কামস্য যত্রাপ্তাঃ কামাস্তত্রমামমৃতং কৃধি।
যত্র ব্রহ্মা পবমানঃ ছন্দস্যাং হ বাচং বদন্।
গ্রাব্না সোমে মহীয়তে সোমেনানন্দং জনয়ন্নিন্দ্রায়েন্দা পরিস্তব।
যত্র জ্যোতিরজস্রং যস্মিন্ লোকে স্বর্হিতম্।
তস্মিন্ মাং ধেহি পবমানামৃতে লোকে অক্ষিতে ইন্দ্রা-
যত্র রাজা বৈবস্বতো যত্রাবরো ধনং দিবঃ॥
যত্রামূর্যহতীরাপস্তত্র মামমৃতং কৃধীন্দ্রা-
যত্রানুকামং চরণং ত্রিনাকে ত্রিদিবে দিবঃ।
লোকা যত্র জ্যোতিষ্মন্তস্তত্র মামমৃতং কৃধি। ই—
যত্র তৎপরমং পদং বিষ্ণোর্লোকে মহীয়তে।
দেবৈঃ সুকৃতকর্ম্মভিস্তত্র মামমৃতং কৃধি। ই—
স্বভাবতস্ত্রিধা জীবা উত্তমাধম-মধ্যমাঃ।
উত্তমাস্তত্র দেবাদ্যা মর্ত্ত্যমধ্যাস্তু মধ্যমাঃ।
(অপরেঽন্ধতমো যোগ্যাঃ সৃতিযোগ্যাস্তু মধ্যমাঃ)
অধমা অসুরাদ্যাশ্চ নৈষামস্ত্যন্যথা ভবঃ।

শরীরমাত্রান্যথান্তে স্বজাতিং পুনরেষ্যতি ॥
উত্তমা মুক্তিযোগ্যাস্তু সৃতিযোগ্যাস্তু মধ্যমাঃ।
অপরেঽন্ধতমোযোগ্যাঃ প্রাপ্তিঃ সাধনপূর্ত্তিতঃ ॥
পূর্ত্ত্যভাবেন সর্ব্বেষামনাদিঃ সংসৃতিঃ স্মৃতা।
নৈব পূর্ত্তিশ্চ সর্ব্বেষাং নিত্যকালহরীচ্ছয়া ॥
অতোঽনুবর্ত্তিনে নিত্যং সংসারোঽয়মনাদিমান্।
অতোঽধমানাং জীবানাং মিথ্যাজ্ঞানাদয়োঽখিলাঃ ॥
স্বাভাবিকা গুণা জ্ঞেয়া মধ্যমর্ত্ত্যেষু মিশ্রিতাঃ।
তত্ত্বজ্ঞানং বিষ্ণুভক্তিরিত্যাদ্যা দেবতাদিষু ॥
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বৈ স্তৈঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ।
স্বাভাবিকগুণানেতান্ হেতুং কৃত্বৈব বিষ্ণুনা ॥

(গীতাতাৎপর্য্যে অঃ ৩ প্রকাশসংহিতা)

ভক্তি

ভক্তি ত্রিবিধা—(১) সাধারণী ভক্তি, (২) পরমা ভক্তি এবং (৩) স্বরূপভক্তি। সদ্‌গুরু-সমীপে শাস্ত্রশ্রবণের পূর্ব্বে যে ভক্তির উদয় হয়, তাহাই 'সাধারণী ভক্তি'। যাহারা সদ্‌গুরুর পাদপদ্মে উপস্থিত হইয়া শ্রৌতপথে তত্ত্বজ্ঞানলাভের অভাবে ধন, পুত্র, পশু, গৃহ ও বিত্তাদির জন্য ভগবানের নিকট যে প্রার্থনাদি করিয়া থাকে, তাহা 'সাধারণী ভক্তি' পদবাচ্যও নহে, তাহা অধমাধমা; উহা কখনও জ্ঞান বা মোক্ষসাধনী হইতে পারে না। (২) অপরোক্ষজ্ঞান বা ভগবদ্দর্শনের পর যে ভক্তির

সাধারণী, পরমা ও স্বরূপভক্তি

উদয় হয়, তাহাই 'পরমা ভক্তি', উহা কর্ম্মাদি অভিলাষবর্জ্জিতা বলিয়া 'অমলা ভক্তি' নামে পরিচিতা। এই 'পরমা ভক্তি' দ্বারাই ভগবানের 'পরমপ্রসাদ' লাভ হয়। ইহা মোক্ষসাধনীভূতা। ভগবৎপরম-প্রসাদ লাভ হইলে জীবের মোক্ষ লাভ হয়। মোক্ষের পর জীবস্বরূপে যে নিত্য বর্ত্তমান ভক্তি, তাহাই 'স্বরূপভক্তি' বা 'সাধ্যভক্তি'। জীব-সম্বন্ধি-সাধনে ভক্তিই সর্ব্বপ্রধান, তাহাই ভগবৎ-প্রসাদ-প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। বেদের সর্ব্বত্র যে মোক্ষসাধনীভূত জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে, তাহা অপরোক্ষ-জ্ঞানেরই নির্দ্দেশক। নির্ব্বিশেষ-জ্ঞান—যাহা অন্ধতমঃ, তাহা অসুরাদির প্রাপ্য। সাত্ত্বিক-পুরুষগণেরই ভক্তিবৃত্তি উদিত হয়। শিশুপাল, দন্তবক্র, কংস, জরাসন্ধ প্রভৃতি অসুরগণের ভগবদ্দর্শন ও মাহাত্ম্য-জ্ঞানাদি সংঘটিত হইলেও তাহাদিগের ভগবানে ভক্তির উদয় না হইয়া তদ্দ্বারা বিরোধই অভিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। শাস্ত্রবাক্যানুসারে গো-দর্শন-স্পর্শনাদি দ্বারা পুণ্যলাভ হয়, কিন্তু ব্যাঘ্রের যেমন গোস্পর্শন ও দর্শনাদিতে পুণ্য লাভ না হইয়া হিংসাই অভিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে, অসুরাদির ভগবদ্দর্শনাদিও তদ্রূপ। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ ভক্তির এইরূপ সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

ভক্তির সংজ্ঞা

> "মাহাত্ম্যজ্ঞানপূর্ব্বস্তু সুদৃঢ়সর্ব্বতোঽধিকঃ।
> স্নেহো ভক্তিরিতি প্রোক্তস্তয়া মুক্তির্ন চান্যথা॥"
>
> (মঃ ভাঃ তাঃ নিঃ ১।৮৬ সংখ্যা-ধৃত 'ব্রহ্মতর্ক-বাক্য')

—ভগবানের মাহাত্ম্যজ্ঞানপূর্ব্বক স্বাত্ম-আত্মীয়-যাবতীয় বস্তু হইতে অত্যন্ত বিলক্ষণ, সুদৃঢ়, নিরুপাধিক স্নেহই 'ভক্তি' বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। এইরূপ ভক্তি-দ্বারাই মুক্তি লাভ হয়; অন্য উপায়ে কখনই সম্ভব নহে।

শ্রীল জয়তীর্থপাদ ভক্তির সংজ্ঞা এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"অনন্তানবদ্যকল্যাণগুণপূর্ণত্বজ্ঞানপূর্ব্বকঃ স্বাত্মাত্মীয়বস্তুভ্যোঽতিশয়িত-বিলক্ষণোঽন্তরায়সহস্রেণাপ্যপ্রতিবদ্ধো নিরুপাধিকনিরন্তরপ্রেম-প্রবাহঃ।"

('ন্যায়সুধা' ১ অঃ ১ পাঃ ১ অধিঃ)

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ সাধনক্রম এইরূপ লিখিয়াছেন,—

ভক্ত্যা জ্ঞানং ততো ভক্তিস্ততো দৃষ্টিস্ততশ্চ সা।
ততো মুক্তিস্ততো ভক্তিঃ সৈব স্যাৎ সুখরূপিণী॥

(অনুব্যাখ্যান ৩ অঃ, ৪ পাঃ)

সাধনক্রম

প্রথমে শ্রদ্ধারূপা ভক্তিদ্বারা সাধু-শাস্ত্রমুখে ভগবন্মাহাত্ম্য-জ্ঞান লাভ হয়, তদনন্তর অপরোক্ষ-সাধনীভূতা ভক্তির উদয় হয়, তদনন্তর অপরোক্ষজ্ঞান লাভ হয়, তদনন্তর পরমা ভক্তি, তদনন্তর মুক্তি বা বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রি লাভ হয়, তদনন্তর স্বরূপভক্তি বা সাধ্যভক্তি উদিত হইয়া থাকে। ইহাই পরম সুখরূপিণী।

মুক্তোঽপি তদ্বশো নিত্যং ভূয়ো ভক্তি-সমন্বিতঃ।
সাধ্যানন্দস্বরূপৈব ভক্তির্নৈবাত্র সাধনম্॥

(গীঃ তাঃ ২ অঃ ১১ শ্লোঃ)

মুক্তপুরুষও নিত্যকাল ভগবানের বশ্যরূপে অবস্থিত এবং প্রচুর ভক্তিযুক্ত। মুক্তপুরুষের ভক্তির নামই সাধ্যভক্তি, তাহা আনন্দস্বরূপিণী—ইহা 'সাধনভক্তি নহে।

অমলা ভক্তিই যে সাধন, তৎসম্বন্ধে শ্রৌত প্রমাণ

ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষঃ ভক্তিরেব ভূয়সীতি।

(ব্রঃ সূঃ ভাঃ ৩ অঃ, ৩ পাঃ, ৫৪ সূঃ মাঠর-শ্রুতিঃ)

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥
ভক্তিস্থঃ পরমো বিষ্ণুস্তয়ৈবৈনং বশং নয়েৎ।
তয়ৈব দর্শনং যাতঃ প্রদদ্যান্মুক্তিমেতয়া॥

(ব্রঃ, সূঃ, ভাঃ, ৩ অঃ, ৩ পাঃ, মায়াবৈভবঃ)

মহত্ত্ববুদ্ধির্ভক্তিস্তু স্নেহপূর্ব্বাভিধীয়তে।
তয়ৈব ব্যজ্যতে সম্যগ্ জীবরূপং সুখাদিকম্॥

(ব্রঃ, সূঃ, ভাঃ, ৩ অঃ, ২ পাঃ, পাদ্মে)

অজ্ঞাত্বা ধ্যায়িনো ধ্যানাজ্ জ্ঞানমেব বিশিষ্যতে।
জ্ঞাত্বা ধ্যানং জ্ঞানমাত্রাদ্ ধ্যানাদপি তু দর্শনম্।
দর্শনাচ্চৈব ভক্তেশ্চ ন কিঞ্চিৎ সাধনাধিকম্॥

(গীঃ ভাঃ ৬ অঃ, ৪৬ শ্লোঃ নারদীয়ম্)

ভক্ত্যা প্রসন্নঃ পরমো দদ্যাৎ জ্ঞানমনাকুলম্।
ভক্তিং চ ভূয়সীং তাভ্যাং প্রসন্নো দর্শনং ব্রজেৎ॥
ততোঽপি ভূয়সীং ভক্তিং দদ্যাৎ তাভ্যাং বিমোচয়েৎ।
ব্রহ্মরুদ্ররমাদিভ্যোঽপ্যুত্তমত্বং স্বতন্ত্রতাম্॥
সর্ব্বস্য তদধীনত্বং সর্ব্বসদ্ গুণপূর্ণতাম্।
নির্দ্দোষত্বং চ বিজ্ঞায় বিষ্ণোস্তত্রাখিলাধিকঃ॥
স্নেহো ভক্তিরিতি প্রোক্তঃ সর্ব্বোপায়োত্তমোত্তমঃ।
তেনৈব মোক্ষো নান্যেন দৃষ্ট্যাদিস্তত্র কারণম্॥

(গীঃ তাঃ ২ অঃ ১১ শ্লোঃ)

অতো বিজ্ঞান-ভক্তিভ্যাং পুরুষার্থঃ পরো ভবেৎ।
যস্য দেবে পরা ভক্তি র্যথা দেবে তথা গুরৌ।

তস্মৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥
ভক্ত্যা প্রসন্নো ভগবান্ দদ্যাৎ জ্ঞানমনাকুলম্ ।
তয়ৈব দর্শনং যাতঃ প্রদদ্যান্মুক্তিমেতয়া ॥
স্নেহানুবন্ধো যস্তস্মিন্ বহুমানপুরঃসরঃ ।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে সৈব করণং পরমীশিতুঃ ॥

(অনুব্যাখ্যানম্ ৩ অঃ, ৪ পাঃ)

ত্রিবিধ প্রমাণ

শ্রীমন্মধ্ব-সিদ্ধান্ত-মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম—এই ত্রিবিধ প্রমাণ স্বীকৃত। প্রত্যক্ষ সপ্তবিধ—(১) সাক্ষী (জীবস্বরূপ, 'অহং' ইত্যাকার জ্ঞান), (২) মনঃ, (৩) চক্ষুঃ, (৪) শ্রোত্র, (৫) ঘ্রাণ, (৬) রসনা এবং (৭) ত্বক্। সাক্ষী আত্মস্বরূপ, অবিদ্যা, মনঃ, মনোবৃত্ত্যাত্মক মানস-জ্ঞান, কাল, আকাশ—এই সকল বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। সুখ-দুঃখ—মনের সাক্ষাৎপ্রত্যক্ষের বিষয় এবং মন ইন্দ্রিয়দ্বারা অন্য সর্ব্ববিষয় অসাক্ষাতে প্রত্যক্ষ করে। সাক্ষী—নির্দ্দুষ্ট; কিন্তু চক্ষুরাদি-প্রত্যক্ষের ব্যভিচার সম্ভব। প্রত্যক্ষ চারিপ্রকার—(১) ঈশ-প্রত্যক্ষ, (২) লক্ষ্মী-প্রত্যক্ষ, (৩) ব্রহ্মাদি-যোগি-প্রত্যক্ষ ও (৪) মনুষ্য-পশু-পক্ষ্যাদি-অযোগীর প্রত্যক্ষ। অনুমান—হেতু, উপপত্তি, যুক্তি, লিঙ্গ ইত্যাদি শব্দে ব্যবহৃত হয়। লিঙ্গ-জ্ঞানে অপ্রত্যক্ষ বস্তুর জ্ঞান হয়। লিঙ্গজ্ঞানই অনুমান। বিরোধ, সৎপ্রতিপক্ষ, অসিদ্ধি, বাধা প্রভৃতি দোষ অনুমানের ব্যভিচার উৎপাদন করে। এতদ্দোষসমূহ-নির্ম্মুক্ত হেতুই অর্থ-জ্ঞান প্রদান করিতে পারে। প্রত্যক্ষ ও আগমের অনুকূল অনুমানই প্রমাণরূপে

প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম

গৃহীত হইতে পারে; তদ্বিরুদ্ধ অনুমানই অপ্রামাণিক। আগম—দ্বিবিধ; (১) অপৌরুষেয় ও (২) পৌরুষেয়। অপৌরুষেয়-আগম—ঋগাদি বেদ, উপনিষদ্, মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, পরিশিষ্টভাগ প্রভৃতি। পৌরুষেয়ের প্রমাণ—ইতিহাস, পুরাণ, পঞ্চরাত্র প্রভৃতি। ব্রহ্মসূত্রানুসারেই বেদার্থ বক্তব্য। বেদের তাৎপর্য্যে সন্দেহ উপস্থিত হইলে পুরাণাদির অর্থানুসারেই বেদ-বচনের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হইবে। উপক্রম-উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি—এই ষড়্বিধ লিঙ্গদ্বারা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নিরূপণ করিতে হইবে; ইহাদের উত্তরোত্তর প্রাবল্য। ইহাদের মধ্যে বহুবিধের প্রাবল্যের দ্বারাই শাস্ত্রের যথার্থ অর্থ নিরূপণীয়। পুরাণ ত্রিবিধ—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। শ্রীমদ্ভাগবতাদি সাত্ত্বিক পুরাণই প্রমাণ; রাজস-পুরাণগণের মধ্যেও যদি কোন কোন অংশ সাত্ত্বিক-পুরাণ-বচনের অনুকূল হয়, তাহা হইলে রাজস-পুরাণের সেই অংশও প্রমাণরূপে গৃহীত হইবে। সাত্ত্বিক-পুরাণের মধ্যে যে সকল অংশ সত্ত্ববিরুদ্ধভাব প্রকাশ করে, সেই সকল অংশ দৈত্য-মোহনের জন্য কৃত হইয়াছে; সুতরাং তাহা সাত্ত্বিকগণের গ্রহণীয় নহে। তামস-পুরাণসমূহ দৈত্য-মোহনার্থই কল্পিত হইয়াছে। সর্ব্বপুরাণই সাত্ত্বিকের অনুকূল হইলেই প্রমাণ-মধ্যে গণ্য।

শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র ও সনক-সম্প্রদায়ের মূলপ্রবর্ত্তকচতুষ্টয়

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়

সম—প্র—'দা' ধাতু কর্ম্মবাচ্যে ঘঞ্ (য—আগম) প্রত্যয় করিয়া 'সম্প্রদায়'-শব্দ নিষ্পন্ন। ভরত বলেন,—'গুরুপরম্পরাগত-সদুপদেশঃ শিষ্টপরম্পরাবতীর্ণোপদেশঃ সম্প্রদায়ঃ'। অমরকোষে 'সম্প্রদায়' ও 'আম্নায়' এক-পর্য্যায়-শব্দ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। শ্রীধরস্বামিচরণ—'সম্প্রদায়ানুরোধেন পৌর্ব্বাপর্য্যানুসারতঃ' প্রভৃতি বাক্যে সৎসম্প্রদায়প্রণালীর তাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়াছেন।

সম্প্রদায় কাহাকে বলে ?

আদিগুরু ব্রহ্মা হইতে গুরু-পরম্পরাপ্রাপ্ত 'ব্রহ্মবিদ্যা' নাম্নী শ্রুতিই 'আম্নায়'। সেই আম্নায়বাক্য বা শিষ্যপরম্পরাবতীর্ণ উপদেশ একমাত্র সৎ সম্প্রদায়েই লভ্য। শ্রুতি "ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা। স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠামথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ। * * * যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্। (মুণ্ডক ১।১।১, ১।২।১৩)" প্রভৃতি বাক্যে এইরূপ গুরুপরম্পরাগত সদুপদেশ বা সৎসম্প্রদায়-স্বীকারের অত্যাবশ্যকতা বিশেষভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। উক্তবাক্যে ব্রহ্মসম্প্রদায়ের কথাই ব্যক্ত হইয়াছে। উদ্ধব-গীতায় ভগবান্ ব্রহ্মসম্প্রদায়-কথা এইরূপভাবে বলিয়াছেন—

সম্প্রদায়-প্রণালী কি শ্রুতিসম্মত ? ব্রহ্ম-সম্প্রদায় কি ?

"কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা যস্যাং ধর্ম্মো মদাত্মকঃ॥

তেন প্রোক্তা স্বপুত্রায় মনবে পূর্ব্বজায় সা। ইত্যাদি

* * *

যাভির্ভূতানি ভিদ্যন্তে ভূতানাং পতয়স্তথা।

* * *

এবং প্রকৃতি-বৈচিত্র্যাদ্ভিদ্যন্তে মতয়ো নৃণাম্।
পারম্পর্য্যেণ কেষাঞ্চিৎ পাষণ্ডমতয়োঽপরে ॥"

(ভাঃ ১১।১৪।৩-৮)

পুনরায় শ্রীধরস্বামী ভাবার্থ-দীপিকায় (ভাঃ ১২।১৩।১৯) "শ্রীভাগবত-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকরূপেণ ভগবদ্ধ্যান-লক্ষণং মঙ্গলমাচরতি,—কস্মৈ ব্রহ্মণে।"

"ইহাতে স্পষ্ট জানা যায় যে, 'ব্রহ্মসম্প্রদায়' নামক একটি সম্প্রদায় সৃষ্টির সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে। সেই সম্প্রদায়ে গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত বেদসংজ্ঞিতা বিশুদ্ধা বাণীই ভগবদ্ধর্ম্ম সংরক্ষণ করিয়াছে। সেই বাণীর নাম 'আম্নায়' (আ—ম্না+ঘঞ্)। যে সকল লোক—"পরব্যোমেশ্বরস্যাসীচ্ছিষ্যো ব্রহ্মা জগৎপতিঃ" ইত্যাদি বাক্যক্রমে প্রদর্শিত ব্রহ্মসম্প্রদায় স্বীকার করেন না, তাঁহারা ভগবদুক্ত 'পাষণ্ড-মত'-প্রচারক।"

আম্নায় কি ?

তত্ত্বসন্দর্ভে (১০ম সংখ্যা) শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—"অনাদিসিদ্ধ-সর্ব্বপুরুষ-পরম্পরাসু সর্ব্ব-লৌকিকালৌকিক-জ্ঞাননিদানত্বাদপ্রাকৃতবচন-লক্ষণো বেদ এবাস্মাকং সর্ব্বাতীত-সর্ব্বাশ্রয়-সর্ব্বাচিন্ত্যাশ্চর্য্যস্বভাবং বস্তু বিবিদিষতাং প্রমাণম্।"

অর্থাৎ "অনাদিসিদ্ধ পুরুষপরম্পরাপ্রাপ্ত সর্ব্ব লৌকিক ও অলৌকিক জ্ঞানের নিদানস্বরূপ অপ্রাকৃত-বচন-লক্ষণ বেদ-বাক্যই সর্ব্বাতীত, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বাচিন্ত্য, আশ্চর্য্যস্বভাবসম্পন্ন বস্তু-বিজ্ঞানেচ্ছু পুরুষের পক্ষে একমাত্র প্রমাণ।"

"শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী আপ্তবাক্যের প্রমাণত্ব স্থির করিয়া পুরাণশাস্ত্রের তদ্ধর্ম্মত্ব নিরূপণপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বপ্রমাণশ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়াছেন। যে লক্ষণ-দ্বারা ভাগবতের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়াছেন, সেই লক্ষণ-দ্বারা ব্রহ্মা, নারদ, ব্যাস ও তৎসহ শুকদেব ও ক্রমে বিজয়ধ্বজ, ব্রহ্মণ্যতীর্থ, ব্যাসতীর্থ প্রভৃতির তত্ত্বগুরু—শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপ্রমিত শাস্ত্রনিচয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সমস্ত বাক্যের দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, শ্রীব্রহ্মসম্প্রদায়ই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদাস-দিগের গুরুপ্রণালী। শ্রীকবিকর্ণপূর গোস্বামী এই অনুসারে দৃঢ় করিয়া স্বকৃত গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় গুরুপ্রণালীর ক্রম লিখিয়াছেন। বেদান্ত-সূত্র-ভাষ্যকার শ্রীল বিদ্যাভূষণও সেই প্রণালীকে স্থির রাখিয়াছেন। যাঁহারা এই প্রণালীকে অস্বীকার করেন, তাঁহারা যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরণানুচরগণের প্রধান শত্রু, ইহাতে আর সন্দেহ কি?" *

শ্রীচৈতন্যানুগগণের গুরুপ্রণালী

"নিম্বার্কমতে যে ভেদাভেদ অর্থাৎ দ্বৈতাদ্বৈতমত, তাহা পূর্ণতা লাভ করে নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা লাভ করিয়া বৈষ্ণবজগৎ সেই মতের পূর্ণতাকে পাইয়াছেন। শ্রীমধ্বমতে যে সচ্চিদানন্দ নিত্য-বিগ্রহের স্বীকার আছে, তাহাই এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদের মূল বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু মধ্বসম্প্রদায় [illegible] িদ্ধান্তিত মতসকলে একটু একটু বৈজ্ঞানিক সমতার অভাব থাকায় তাঁহাদের পরস্পর বৈজ্ঞানিক ভেদে সম্প্রদায়ভেদ হইয়াছে। সাক্ষাৎ পরতত্ত্ব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু স্বীয় সর্ব্বজ্ঞতাবলে সেই সমস্ত মতের অভাব পূরণ করত শ্রীমধ্বের 'সচ্চিদানন্দ নিত্য-বিগহ', শ্রীরামানুজের 'শক্তিসিদ্ধান্ত', শ্রীবিষ্ণু-

শ্রীচৈতন্য মধ্বসম্প্রদায় স্বীকার করিলেন কেন?

* শ্রীল ভক্তিবিনোদ-ঠাকুর-কৃত "শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা" ১১ পৃঃ

স্বামীর 'শুদ্ধাদ্বৈতসিদ্ধান্ত, তদীয়-সর্ব্বস্বত্ব' এবং শ্রীনিম্বার্কের 'চিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত'কে নির্দ্দোষ ও সম্পূর্ণ করিয়া স্বীয় অচিন্ত্যভেদাভেদাত্মক অতি-বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক মত জগৎকে কৃপা করিয়া অর্পণ করিয়াছেন। স্বল্পদিনের মধ্যে ভক্তিতত্ত্বে একটিমাত্র সম্প্রদায় থাকিবে, তাহার নাম হইবে—'শ্রীব্রহ্ম-সম্প্রদায়'। আর সকল সম্প্রদায়ই এই ব্রহ্মসম্প্রদায়ে পর্য্যবসান লাভ করিবে।" †

শ্রীচৈতন্যকে সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক বলা অসঙ্গত কেন?

পূর্ব্বাপর সাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য আলোচনা করিলে সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয় যে, বিষ্ণুশক্তি বা বিষ্ণুদাসগণের দ্বারাই সর্ব্বকালে সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তন-কার্য্য সাধিত হইয়াছে। যদিও সনাতন-ধর্ম্মের মূল সনাতন পুরুষ শ্রীভগবান্—"ধর্ম্মন্তু সাক্ষাদ্‌ভগবৎপ্রণীতং" (—ভাঃ ৬।৩।১৯), "ধর্ম্মো জগন্নাথাৎ সাক্ষান্নারায়ণাৎ" (মঃ ভাঃ শান্তি—৩৪৮।৫৪) প্রভৃতি বাক্যে 'শ্রীসনাতনধর্ম্ম' শ্রীভগবানেরই প্রণীত বলিয়া কথিত হইয়াছে, তথাপি 'অকর্ত্তা চৈব কর্ত্তা চ কার্য্যং কারণমেব চ" (মঃ ভাঃ শান্তি ৩৪৮।৬০) এবং "নেথম্ভাবেন হি পরং দ্রষ্টুমর্হন্তি সূরয়ঃ" (ভাঃ ২।১০।৪৫) প্রভৃতি শব্দ-প্রমাণ-দ্বারা প্রমাণিত হয়, সর্ব্বকারণ-কারণ শ্রীভগবান্ ধর্ম্মমূল হইলেও সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তনাদি-ব্যাপারে তাঁহার সাক্ষাৎকর্ত্তৃত্ব নাই। তৎ শক্ত্যাবিষ্ট পুরুষগণদ্বারাই তিনি সেই কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। যদি অন্যথা হইত, তাহা হইলে "ব্রহ্ম-সম্প্রদায়", "চতুঃসন-সম্প্রদায়", "রুদ্র-সম্প্রদায়" বা "শ্রী-সম্প্রদায়" নাম না হইয়া তৎপরিবর্ত্তে ঐ সকল সম্প্রদায় "বাসুদেব-সম্প্রদায়", "সঙ্কর্ষণ-সম্প্রদায়" বা "নারায়ণ-সম্প্রদায়" প্রভৃতি নামেই খ্যাত হইত। বিষ্ণুতত্ত্বটি সৎ বা সাত্বত সম্প্রদায়ের উপাস্য

---

† শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত "শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা" ৮৯ পৃঃ

অধিদৈবত ; তন্মধ্যে বিষ্ণুপরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সম্প্রদায় 'সহস্রাধি-দৈবত' নামে প্রসিদ্ধ।

সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তন ও প্রেম-প্রচারণ এক নহে

যদি কেহ বলেন,—'বিধিভক্তি-প্রচার লক্ষ্মী-ব্রহ্মাদি বিষ্ণুশক্তি বা বিষ্ণুজনের দ্বারা সম্ভব হইলেও রাগভক্তি-প্রচারে একমাত্র কৃষ্ণেরই সামর্থ্য, তদ্ব্যতীত অন্য কাহারও সামর্থ্য নাই'—এই বিচার যুক্তিযুক্ত বলা যাইতে পারে না, কারণ উন্নতোজ্জ্বল-রস-প্রদান ও সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তন এক কথা নহে। সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তনরূপ কার্য্য শাস্ত্র-শাসন, আম্নায়-অঙ্গীকার, বিধি-ধর্ম্ম-পালনাদি-মূলে অবস্থিত, উহা রাগমার্গীয় ব্যাপার নহে ; উহা ঐশ্বর্য্য-ভাবব্যঞ্জক ব্যাপার, বিষ্ণু বা বিষ্ণুশক্তির কার্য্য-বিশেষ। কৃষ্ণ-তত্ত্ববিদ্‌গণ স্বতন্ত্রেচ্ছ স্বয়ংরূপের ঔদার্য্যের সহিত তাঁহার বৈভব-প্রকাশ বা বিলাস বিষ্ণুতত্ত্বের কার্য্যকে একাকার করিয়া তত্ত্বানভিজ্ঞতা প্রদর্শন করেন না। কৃষ্ণপ্রিয়তম গুরুদেব আশ্রয়-জাতীয় তত্ত্ব, তিনি বিষয়-জাতীয় তত্ত্ব নহেন। বিষয়-তত্ত্ব হইয়াও শ্রীগৌরসুন্দর আশ্রয়লীলাভিনয়কারী আশ্রয়-তত্ত্বমাত্র নহেন। তাঁহাকে সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক গুরুমাত্র জানিলে তাঁহার সম ও প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বিতীয় প্রকাশ আছে, এইরূপ প্রতীতি অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীচৈতন্য ও শ্রীকেশব-ভারতী

শ্রীচৈতন্য-ভাগবতপাঠে জানা যায় যে, শ্রীগৌরসুন্দর শঙ্কর-সম্প্রদায়ী শ্রীমৎ কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা গ্রহণ করিবার পরিবর্ত্তে কেশব ভারতীর কর্ণে সন্ন্যাসমন্ত্র প্রদান করিয়া কেশব-ভারতীকেই সন্ন্যাস প্রদান বা পরাত্মনিষ্ঠায় পরি-নিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। একাধারে কেশব-ভারতীকে কৃপা ও শাস্ত্রীয় বিধিমার্গ আচার-প্রচারার্থই ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের এইরূপ অভিনয়।

"সর্ব্ব-শিক্ষা-গুরু—গৌরচন্দ্র বেদে বলে।
কেশব-ভারতী-স্থানে তাহা কহে ছলে॥
প্রভু কহে, স্বপ্নে মোরে কোন মহাজন।
কর্ণে সন্ন্যাসের মন্ত্র করিল কথন॥
বুঝ দেখি তাহা তুমি হয় কিবা নহে।
এত বলি' প্রভু তাঁ'র কর্ণে মন্ত্র কহে॥
ছলে প্রভু কৃপা করি' তাঁ'রে শিষ্য কৈল।
ভারতীর চিত্তে মহা বিস্ময় জন্মিল॥"

(চৈঃ ভাঃ ম ২৮।১৫৪—১৫৭)

আরও শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যই সন্ন্যাসের যাবতীয় বিধিযোগ্য কার্য্য সম্পাদন করেন। (চৈঃ ভাঃ মঃ ২৮।১৩৩—১৩৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)

দ্বিতীয়তঃ শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের বিকৃত পরিণতি-ক্রমে শঙ্কর-সম্প্রদায়ের দশনামি-সম্প্রদায়ের অন্যতম 'ভারতী' —এই নাম গ্রহণ না করিয়া 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'—এই ব্রহ্মচারিনামই প্রচার করেন। ইহা হইতেও জানা যায় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু শঙ্কর-সম্প্রদায় স্বীকার করেন নাই, পরন্তু শঙ্কর-সম্প্রদায়ি-সন্ন্যাসিগণকে কৃপা করিয়া নিজ পাদপদ্মে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী, শ্রীকেশব ভারতী প্রভৃতি সকলেই তাঁহার কৃপায় উদ্ভাসিত। তৃতীয়তঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখবাক্য হইতেও জানা যায়,—

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' এই নাম-গ্রহণের কারণ

'পরাত্মনিষ্ঠা'মাত্র বেষ-ধারণ।
মুকুন্দ-সেবায় হয় সংসার-তারণ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৩।৮১

কেবলাদ্বৈতবাদ-ধ্বান্ত-মার্ত্তণ্ড শুদ্ধ-দ্বৈতবাদগুরু শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য বা ভক্তিকল্পতরুর মূল শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী দশনামীয় সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগকে যেমন মায়াবাদী বা শঙ্করের অনুগত বলা অযৌক্তিক, সেইরূপ বিচারেও শ্রীমন্মহাপ্রভুকে শঙ্কর-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত জ্ঞান করা নিতান্ত অজ্ঞতা। শ্রীমধ্ব ও শ্রীচৈতন্য শঙ্কর-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবিশেষকে মায়াবাদ হইতে উদ্ধারের জন্য শিষ্যের প্রতি মান-দান-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শ্রীমধ্ব ও শ্রীচৈতন্য শঙ্কর-সম্প্রদায়ের অনুগ নহেন

শ্রীগৌরসুন্দর কলিযুগে সাত্বত চতুঃসম্প্রদায়ের অন্যতম শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায় স্বীকার করিবেন বলিয়াই জগদ্‌গুরু হইয়াও শ্রীঈশ্বর পুরীকে 'দীক্ষা-গুরু'রূপে বরণ করিবার লীলা এবং সর্ব্বত্র সকল সময়ে শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদের প্রতি গুরূচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন :—"সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধার' আমারে। এই আমি দেহ সমর্পিলাম তোমারে॥"

শ্রীগৌরাঙ্গের গুরু-গ্রহণ-লীলার তাৎপর্য্য

(চৈঃ ভাঃ আ ১৭।৫৪)

শ্রীঈশ্বরপুরীর আবির্ভাবভূমি দর্শনে শ্রীমন্মহাপ্রভু যে লীলা প্রচার করিয়াছিলেন (চৈঃ ভাঃ আ ১৭।৯৮-১০৮), তাহাতেও তাঁহার হৃদ্‌গত-ভাব শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন জগজ্জীবকে জানাইয়াছেন। শ্রীঈশ্বরপুরীর নিকট হইতে 'দশাক্ষর-মন্ত্র'-গ্রহণ-লীলার পর শ্রীমন্মহাপ্রভু যে, আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন (চৈঃ ভাঃ আঃ ১৭।১০৬-১২৮), তাহা হইতেও জানা যায় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু শঙ্কর-মায়াবাদের প্রতিযোগী 'তত্ত্ববাদ' এবং তত্ত্ববাদের চরম উদ্দেশ্য যে প্রেম, তাহাই প্রচারার্থ শ্রীমধ্বসম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমধ্বমত স্বীকার করিলেন কেন?

'শ্রীমন্মহাপ্রভু মধ্বমতকে অঙ্গীকার করিলেন কেন?'—তদুত্তর এই যে, মধ্বমত বা তত্ত্ববাদের বিশেষগুণ এই যে, উহা মায়াবাদ বা কেবলাদ্বৈত-বাদরূপ ভ্রমকে অধিক স্পষ্টরূপে খণ্ডন করে। "শুদ্ধ-দ্বৈতবাদের ভিত্তিতে অবস্থিত হইলে অভেদ-বাদরূপ পীড়া অনেক দূরে থাকে।" দুর্ব্বল মানবের নিশ্চিত মঙ্গলের জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু শুদ্ধ-দ্বৈতবাদ অর্থাৎ মধ্বমত অঙ্গীকার করিয়াছেন। অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে উদিত হইয়াছে। তথাপি ঐ অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত বিচার করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, যেখানে 'ভেদ' ও 'অভেদ'—এই উভয় বাদই স্বীকৃত, সেই স্থানে ভেদবাদই প্রবল। 'ভেদাভেদ' শব্দদ্বয়ের মধ্যে 'ভেদ' শব্দটির প্রাবল্য না থাকিলে উহার ব্যবহারেরও কোন সার্থকতা থাকে না। তবে উহা প্রাকৃত ধারণার 'অচিন্ত্য'। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু মায়াবাদধিক্কারকারী তত্ত্ববাদ বা শুদ্ধ-দ্বৈতবাদ স্বীকার করিয়া একদিকে যেমন অভেদবাদরূপ পীড়া হইতে জীবকুলকে দূরে রাখিবার জন্য শুদ্ধ-দ্বৈতবাদের অধিকতর উপযোগিতা প্রচার করিলেন, অপরদিকে তেমনই নিজেকে একজন নবীনপন্থার সৃষ্টিকর্ত্তা বা প্রবর্ত্তক প্রচার না করিয়া সাত্বত-সম্প্রদায় ও শ্রৌত-পথগ্রহণ-কারীর লীলাদর্শ প্রদর্শন পূর্ব্বক, শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের সনাতনত্ব ও সৎসাম্প্রদায়িকত্ব প্রমাণ করিলেন। এইরূপ লীলাদ্বারা শ্রীসনাতন-ধর্ম্ম-শাস্ত্রের পূর্ব্বাপর বাক্যের সহিত সঙ্গতিও সাধিত হইল। সাত্বত শাস্ত্র বলেন, সৎসম্প্রদায়-স্বীকার-ব্যতীত মন্ত্রাদি ফলদায়ক হন না,—

ভেদাভেদ'-সিদ্ধান্তে ভেদেরই প্রাবল্য

শ্রৌতপথ ও আম্নায়ের সনাতনত্ব-স্থাপনকল্পে মধ্বমত-স্বীকার

"সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ॥

অষ্টাবিংশ অধ্যায়—শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়

শ্রীব্রহ্মরুদ্রসনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ।
চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যা হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ ॥”

(—শ্রীপদ্মপুরাণ)

মতবাদিগণের পূর্ব্বপক্ষ

কেহ কেহ বলেন, “শ্রীঈশ্বরপুরীর ভক্তিভাবপ্রবণতার প্রাধান্য দর্শন করিয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করেন। হয়ত তৎকালে বিশিষ্টাদ্বৈত-সম্প্রদায়ের তাদৃশ কোন ভক্তিমান্ বৈষ্ণব তাঁহার নয়নগোচর হইলে তিনি তাঁহাকেই গুরুত্বে বরণ করিতেন, মধ্বসম্প্রদায়ের ভক্তিবিহীন ব্যক্তিকে কেবল সম্প্রদায়ানুরোধে গুরুত্বে বরণ করিতেন না।”

পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডন

এইরূপ যুক্তিতে বহু ভ্রম প্রবেশ করিয়াছে। ভক্তিবিহীন ব্যক্তি ‘গুরু’পদবাচ্যই নহেন। ‘গুরুত্ব জাতি বা বংশগত ব্যাপার নহে’—ইহা প্রচার করিবার জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু সদ্‌গুরু-গ্রহণ-লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, বর্ত্তমানে ইহা আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। আমরা কেবল উপরি-উক্ত ব্যর্থ-যুক্তির প্রতিপক্ষে বলিতে চাই যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু যদি একমাত্র মধ্বসম্প্রদায়কেই স্বীকার করিবার উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী না হইয়া কোনও বিশেষ কারণবশতঃ অর্থাৎ কেবল পুরুষ-বিশেষের ভক্তিপ্রবণতা দেখিয়াই তাঁহাকে গুরুরূপে বরণ করিতেন, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, তৎকালে, দক্ষিণদেশে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়-ব্যতীত দক্ষিণদেশের অন্যসম্প্রদায়ের লোকগুলি ‘নানা-মত-গ্রাহ-ব্যাপ্ত’ ছিল। কারণ, তাহা না হইলে অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুই বা কেন শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীকে ‘গুরু’ স্বীকার করিবার লীলা প্রদর্শন করিবেন? আবার সেইরূপ ভ্রম শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুরই বা

কেন হইবে? তিনিই বা কেন শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের শ্রীমল্লক্ষ্মীপতি তীর্থ বা শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীকে গুরুরূপে গ্রহণ করিবার লীলা প্রদর্শন করিবেন?

অবশ্য একথা স্বীকার্য্য যে, যেখানে তত্ত্ববাদের চরম উদ্দেশ্য প্রেমভক্তির বিচার হইতে বিচ্যুতি ঘটিয়াছে, সেখানে শ্রীমন্মহাপ্রভু তত্ত্ববাদকে কোনও প্রকারে স্বীকার করেন নাই। তাই তিনি শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের অনুগতাভিমানী তদানীন্তন তত্ত্ববাদ-গুরু শ্রীরঘুবর্য্যতীর্থের মতবাদকে খণ্ডন করিয়া শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের শুদ্ধমত গ্রহণকারী অর্থাৎ তত্ত্ববাদের চরম উদ্দেশ্য উপলব্ধিকারী শ্রীঈশ্বরপুরীকেই গুরুরূপে গ্রহণ করিবার লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যদি শ্রীমধ্বসম্প্রদায়কেই শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীকার না করিবেন, তাহা হইলে লোকশিক্ষক প্রভুত্রয় যুগপৎ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সম্প্রদায় হইতেই গুরু-বরণ-লীলা প্রদর্শন করিলেন কেন? এমন কি, সন্ন্যাস-লীলা প্রদর্শন করিবার পরও শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীঈশ্বরপুরীকে 'গুরু' বলিয়া প্রচার করিতেন এবং শ্রীঈশ্বরপুরীর সম্বন্ধেই শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীপরমানন্দপুরী প্রমুখ আচার্য্যগণকে সম্মান করিতেন। তিনি শ্রীঈশ্বরপুরীর শিষ্য গোবিন্দকে গুরুদেবের আদেশ-ক্রমে নিজ-সেবায় নিযুক্ত করিবার সময় "গুরোরাজ্ঞা হ্যবিচারণীয়া" প্রভৃতি বাক্য বলিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীঈশ্বরপুরী ও শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের সম্বন্ধে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে, শ্রীপরমানন্দপুরীকে কিরূপ গুরূচিত সম্মান প্রদর্শন করিতেন, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবতের সারগ্রাহী-পাঠকের অবিদিত নাই।

সমসাময়িক তত্ত্ববাদাচার্য্য রঘুবর্য্যতীর্থের মতবাদ-খণ্ডন এবং শ্রীমাধবেন্দ্র ও ঈশ্বরপুরীকে গুরু-রূপে গ্রহণ-লীলার তাৎপর্য্য

পূর্ব্বে 'শ্রী'সম্প্রদায়ান্তর্গত শ্রীবেঙ্কট ভট্টাদিরও শ্রীব্রহ্মসম্প্রদায়ানুগত্য-স্বীকার

শ্রীবেঙ্কট ভট্ট প্রভৃতি যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপালাভের পূর্ব্বে 'শ্রী'সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেন, তাঁহারাও শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপালাভের পর শ্রীব্রহ্মসম্প্রদায়ানুগত্যে শ্রীমন্মধ্বের উপাস্য শ্রীগৌরকৃষ্ণের ভজন লাভ করিয়াছিলেন। আর যদি শ্রীমন্মহাপ্রভু মধ্বসম্প্রদায় স্বীকার না-ই করিবেন, তাহা হইলে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদকে প্রেমামরতরুর 'প্রথম অঙ্কুর' বলিয়া বর্ণন করিবেন কেন? অকৃত্রিম বেদান্তভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের সন্দর্ভ অর্থাৎ গূঢ় ও সারোক্তি-প্রকাশক, সিদ্ধান্ত-সাম্রাজ্য-রক্ষণৈক-সেনাপতি, শ্রীরূপানুগবর শ্রীমজ্জীব-গোস্বামি-চরণ তাঁহার সন্দর্ভের প্রারম্ভে "বিবিচ্য ব্যলিখদ্

শ্রীমধ্বাচার্য্যের সম্বন্ধে শ্রীজীব, কর্ণপূর ও শ্রীবলদেব

গ্রন্থং লিখিতাদ্-বৃদ্ধবৈষ্ণবৈঃ।"—এই বাক্যে জানাইয়াছেন যে, বৃদ্ধবৈষ্ণব পূর্ণপ্রজ্ঞ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-বিলিখিত সিদ্ধান্তই সন্দর্ভের মূল; কারণ, দাক্ষিণাত্য-নিবাসী শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপাদ সেই আকর গ্রন্থ হইতেই বিশেষ বিচার পূর্ব্বক সার সংগ্রহ করেন। তত্ত্বসন্দর্ভ-টীকায় শ্রীবিদ্যাভূষণ প্রভু লিখিয়াছেন,—"মধ্বাচার্য্য-চরণৈরিতি অত্যাদর-সূচক-বহুত্ব-নির্দ্দেশঃ স্বপূর্ব্বাচার্য্যত্বাদিতি বোধ্যম্"। গৌরপার্ষদ শ্রীকবিকর্ণপূর গোস্বামি-প্রভু শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকাগ্রন্থে (২১-২৬ সংখ্যায়) ও শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী শ্রীগৌরানুগত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যবর্গকে ব্রহ্মমাধ্বসম্প্রদায়ের অধস্তনরূপে বর্ণন করিয়াছেন। গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীবলদেব 'শ্রীগোবিন্দভাষ্য', 'প্রমেয়রত্নাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভু মধ্বসম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়াই বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন।"

আম্নায়-বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ কেহ কেহ বলেন যে, শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিগণের 'তীর্থ' নাম দৃষ্ট হয়। অতএব শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী বা শ্রীঈশ্বর-পুরীকে শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী বলা যাইতে পারে না। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী মধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত না হইলে, শ্রীমন্মহাপ্রভু মধ্বসম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছেন বলাও ভিত্তিহীন কথা হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ যাঁহারা আম্নায়-বিজ্ঞান অবগত আছেন, তাঁহারা বলেন—শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী বা শ্রীঈশ্বরপুরীর 'পুরী' নাম তাঁহাদের সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলার নাম। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামী শ্রীমন্মধ্ব-সম্প্রদায়ের শ্রীলক্ষ্মীপতি তীর্থের নিকট হইতে দীক্ষিত ও 'পুরী'-নাম-ধারী কোন সন্ন্যাসীর নিকট হইতে সন্ন্যাস প্রাপ্ত। যেমন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষা-গ্রহণ-লীলা আবিষ্কার করিয়া অন্যত্র অর্থাৎ শ্রীকেশব ভারতীর নিকট হইতে সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। দীক্ষা-গুরু ও সন্ন্যাস-গুরু সকল-ক্ষেত্রেই যে, একই ব্যক্তি হইবেন, তাহার কোন নিয়ম নাই। আবার কোন কোন স্থলে সন্ন্যাস-গুরু ও দীক্ষা-গুরু একই ব্যক্তি হইয়া থাকেন। অতএব শ্রীলক্ষ্মীপতি তীর্থের অনুকম্পিত শ্রীশ্রীমাধবেন্দ্রের নিকট হইতে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীঈশ্বরপুরী ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু দীক্ষা-গ্রহণ-লীলা আবিষ্কার করায় তাঁহারা সকলেই শ্রীমধ্বসম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছেন বলিতে হইবে।

> শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীর 'পুরী' নাম সন্ন্যাস-লীলার নাম, বস্তুতঃ তিঁনি শ্রীলক্ষ্মীপতিতীর্থের দীক্ষা-শিষ্য

কেহ কেহ বলেন,—"শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেমকে 'সাধ্য' বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং মুক্তিকে উপেক্ষা করিয়াছেন; কিন্তু শ্রীমধ্বমতে মুক্তিই সাধ্য। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য মোক্ষকে 'সাধ্য' বলিয়া স্বীকার করিলেও জীব-পরমাত্মৈক্যরূপ সাযুজ্য স্বীকার করেন নাই। পঞ্চবিধা মুক্তির অন্তর্গত

'সাযুজ্য'-শব্দদ্বারা সাধারণে যে'জীব-পরমাত্মৈক্য' ধারণা করে, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-পাদের বিচার তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং তন্মতে সেইরূপ সাযুজ্যমুক্তি সর্ব্বতোভাবে তিরস্কৃত। যদি শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য জীব-পরমাত্মৈক্যই স্বীকার করিবেন, তাহা হইলে তাঁহাকে শুদ্ধদ্বৈতবাদী বা নিত্য-পঞ্চভেদবাদী বলিবার পরিবর্ত্তে ভাস্কর ভট্টাদির ন্যায় ঔপচারিক ভেদবাদী বলিতে হয়। ভাস্কর ভট্টের ঔপচারিক ভেদবাদ ও শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের তাত্ত্বিকভেদবাদ শুদ্ধদ্বৈতসিদ্ধান্ত-বিষয়ে বিজ্ঞান লাভ হইলে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকে আমরা কখনও জীব-পরমাত্মৈক্য স্বীকারকারী বলিব না। 'ভাস্কর'-মত 'বেদার্থ-সংগ্রহে' 'শ্রী'ভাষ্যকার খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রীমন্মধ্বমতে কিরূপভাবে জীব-পরমাত্মৈক্যরূপ সাযুজ্য তিরস্কৃত হইয়াছে, তাহা তাঁহার বিবিধ রচনা হইতে প্রদর্শিত হইতেছে।—

শ্রীমধ্বমতে 'মোক্ষ' অর্থে সাযুজ্য-মুক্তি নহে

(১) অতো বিষ্ণোঃ সর্ব্বোত্তমত্ব এব মহাতাৎপর্য্যং সর্ব্বাগমানাম্। কথং চ জীবপরমাত্মৈক্যে সর্ব্বশ্রুতীনাং তাৎপর্য্যং যুজ্যতে, সর্ব্বপ্রমাণ-বিরুদ্ধত্বাৎ। (—বিষ্ণুতত্ত্ব-নির্ণয়)

—অতএব বিষ্ণুর সর্ব্বোত্তমতাই নিখিল সাত্বত-শাস্ত্রের মহাতাৎপর্য্য। অনেকের মধ্যে একের আতিশয্য বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব বুঝাইতেই তদ্‌বাচক শব্দের উত্তর 'তমপ্' প্রত্যয় প্রযুক্ত হয়। বহু বস্তুর বিদ্যমানতা না থাকিলে তুলনা বা একের আতিশয্য নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। অতএব বিষ্ণুকে পরতম-তত্ত্ব স্বীকার করিলে সর্ব্বপ্রমাণ-বিরুদ্ধ জীব-পরমাত্মৈক্যে সর্ব্বশ্রুতির তাৎপর্য্যের কিরূপেই বা যোজনা হইতে পারে?

মুক্তাবস্থায়ও পরমেশ্বর ও জীবের নিত্য-ভেদ-সম্বন্ধে প্রমাণ

(২) "সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং শপথৈশ্চাপি কোটিভিঃ। বিষ্ণু-মাহাত্ম্যলেশস্য বিভক্তস্য চ কোটিধা। পুনশ্চানন্তধা তস্য পুনশ্চাপি হ্যনন্তধা।

নৈকাংশ-সমমাহাত্ম্যাঃ শ্রীশেষব্রহ্মশঙ্করাঃ। * * নাস্তি নারায়ণসমং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ইতি নারদীয়ে। এতেন সত্যবাক্যেন সর্ব্বার্থান্ সাধয়াম্যহম্॥” (গীতা-ভাষ্য)

—সত্য, সত্য, পুনরায় সত্য ও কোটি কোটি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, যদি বিষ্ণুমাহাত্ম্যের লেশমাত্রকে কোটিভাগে বিভক্ত করা যায়, পুনরায় তাঁহাকে অনন্তভাগে, আবার তাঁহাকে অনন্তভাগে বিভক্ত করা যায়, তথাপি সেই একাংশের সহিতও শ্রীশেষ, ব্রহ্মা বা শঙ্করের মাহাত্ম্য সমান হইতে পায়ে না। ‘নারায়ণের তুল্য বর্ত্তমানে কেহ নাই, অতীতে কেহ হন নাই, ভবিষ্যতেও কেহ হইবেন না’—ইহাই নারদীয় বাক্যে কথিত হইয়াছে।—এই সত্য বাক্যের দ্বারা আমি আমার সর্ব্বার্থ অর্থাৎ জীবপরমাত্মার তাত্ত্বিকভেদ, মুক্তাবস্থায়ও তাঁহাদের নিত্যসেব্য-সেবক-সম্বন্ধ প্রভৃতি সাধন করিব।

বিষ্ণুই অসমোর্দ্ধ তত্ত্ব

(৩) “স যো হ বৈ তৎপরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি” (মুণ্ডক ৩।২।৯) ইতি চ মুক্তজীবস্য পরাপত্তিরুচ্যতে; অতস্তয়োরবিভাগঃ।

অতঃ পূর্ব্বমপি স এব, ন হ্যন্যস্যান্যত্বং যুজ্যত ইতি চেন্ন স্যাল্লোকবৎ। যথা লোকে উদকমুদকান্তরেণৈকীভূতমিতি ব্যবহ্রিয়মাণমপি ভিন্নবস্তুত্বাৎ তদন্তর্ভূতমেব ভবতি, ন তু তদেব ভবতীত্যেবং স্যাদত্রাপি। তথা চ শ্রুতিঃ :—

“যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি।
এবং মুনের্ব্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম॥”

(কঠ ২।৪।১৫) ইতি।

স্কান্দে চ—

“উদকন্তূদকে সিক্তং মিশ্রমেব যথা ভবেৎ।
তদ্বৈ তদেব ভবতি যতো বুদ্ধিঃ প্রবর্ত্ততে॥

এবমেব হি জীবোঽপি তাদাত্ম্যং পরমাত্মনা।
প্রাপ্নোতি নাসৌ ভবতি স্বাতন্ত্র্যাদি-বিশেষণাৎ ॥
ব্রহ্মেশানাদিভির্দেবৈ র্যৎ প্রাপ্তুং নৈব শক্যতে।
তদ্ যৎস্বভাবঃ কৈবল্যং স ভবান্ কেবলো হরিঃ ॥”

(ব্রঃ সূঃ ২।১।১৩ মধ্বভাষ্য)

—“যিনি পরম ব্রহ্মকে অবগত হন, তিনি ব্রহ্মই হইয়া থাকেন” (মুণ্ডক ৩।২।৯)—এই বাক্যেও মুক্তজীবের ব্রহ্ম-প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে। ইহা হইতে তাঁহাদের (মুক্তজীব ও ব্রহ্মের) অবিভাগ সিদ্ধ হইল।

অতএব মুক্তির পূর্ব্বেও জীব ব্রহ্মস্বরূপই থাকেন ; যদি তিনি তৎস্বরূপ না হইবেন, তাহা হইলে মুক্তদশায়ও ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে পারেন না। কারণ, একবস্তু কখনও অন্য বস্তুর স্বরূপ প্রাপ্ত হন না। অতএব যেহেতু জীব মুক্তদশায় ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করেন, কাজেই জীব ব্রহ্ম হইতে অন্য বা বস্ত্বন্তর নহেন। এইরূপ যুক্তি যদি প্রদর্শন করা হয়, তবে তাহা সঙ্গত নহে। কারণ, এবিষয়ে লৌকিক দৃষ্টান্ত আছে, যেমন, এক জল অন্য জলের সহিত মিশ্রিত হইলে লোকে বলিয়া থাকে যে, উহা এক হইয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ উভয় জল ভিন্ন বলিয়া উহাদের এক হওয়ার অর্থ ‘একজল অন্য-জল-স্বরূপ হইয়া গিয়াছে’ এরূপ নহে ; কিন্তু এস্থলে তদন্তর্ভূত হওয়াই ‘একীভাব’ শব্দের অর্থ। এস্থলেও ঠিক ঐরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে। শ্রুতিও এইরূপ বলিতেছেন,—“হে গৌতম, যেমন এক শুদ্ধজলে অপর শুদ্ধজল মিশ্রিত করিলে উহা তাহারই মত হইয়া থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানী মুনির আত্মাও ব্রহ্মের মত হইয়া থাকে।”

৩।২।৯ সংখ্যা ‘মুণ্ডক’ শ্রুতির তাৎপর্য্য

স্কন্দপুরাণেও আছে যে—যেমন একজলে অন্যজল নিক্ষেপ করিলে তাহার সহিত উহা মিশ্রিত হইয়া যাওয়ায় লোকের মনে হয় যেন নিক্ষিপ্ত জল পূর্ব্বজলস্বরূপ হইয়া গিয়াছে ; সেইরূপ জীবও ব্রহ্মের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইলেও "জীব ব্রহ্ম হইয়াছেন" এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে, বস্তুতঃ জীব ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হ'ন না। কারণ ব্রহ্ম—'স্বতন্ত্র', জীব—পরতন্ত্র (ব্রহ্মের অধীন) ; ব্রহ্ম—বিভুপদার্থ, কিন্তু জীব—অণুপদার্থ ; এইরূপ উভয়ের স্বরূপগত বিবিধ পার্থক্য-বশতঃ একে অন্যের স্বরূপ হইতে পারেন না। ব্রহ্মা বা শঙ্কর প্রভৃতি দেবগণও যাহা লাভ করিতে সমর্থ নহেন, সেই কৈবল্য-অবস্থা যাঁহার স্বরূপ—তিনি কেবল-স্বরূপ পরমারাধ্য শ্রীহরি।

(৪) "অতো জলে জলৈকীভাববদেকীভাবঃ। উক্তঞ্চ—যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধং যথা নদ্য ইত্যাদৌ তত্রাপ্যন্যোন্যাত্মকত্বে বৃদ্ধ্যসম্ভবঃ।"

(গীতা ২য় অঃ মধ্বভাষ্য)

—অতএব এস্থলে 'একীভাব' শব্দের অর্থ—এক জলে অপর জলের একীভাবের ন্যায় বুঝিতে হইবে। শাস্ত্রেও আছে যে—যেমন—'শুদ্ধজলে শুদ্ধজল একীভূত হয় এবং যেরূপ নদীসকল মিলিত হইয়া একীভাব প্রাপ্ত হয়' ইত্যাদি। বস্তুতঃ যদি এক জলের সঙ্গে অপর জল মিলিত হইয়া পূর্ব্বজল-স্বরূপই হইয়া যাইবে, তাহা হইলে আর সে স্থলে জলের বৃদ্ধি সম্ভবপর নহে।

'একীভাব' শব্দের তাৎপর্য্য

(৫) যথা সমুদ্রে বহবস্তরঙ্গাস্তথা বয়ং ব্রহ্মণি ভূরি জীবাঃ।
ভবেৎ তরঙ্গো ন কদাচিদব্ধিস্ত্বং ব্রহ্ম কস্মাদ্ভবিতাসি জীব॥

(তত্ত্বমুক্তাবলী)

—যেমন সমুদ্রে বহু তরঙ্গ বিদ্যমান রহিয়াছে, সেইরূপ ব্রহ্মেও আমরা বহুজীব অবস্থান করিতেছি, কিন্তু সেজন্য তরঙ্গ কখনও সমুদ্রস্বরূপ

নহে। অতএব হে জীব, তুমি কিরূপে ব্রহ্মস্বরূপ হইবে (অর্থাৎ তুমি যে নিজকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া অভিমান কর, উহা মিথ্যা মাত্র) ?

(৬) 'অভেদঃ সর্ব্বরূপেষু জীবভেদঃ সদৈব হি।'

(মঃ ভাঃ তাঃ নিঃ ১।৪৫)

—ব্রহ্মের স্বীয় অনন্তরূপের মধ্যে কোন ভেদ নাই, কিন্তু জীব তাঁহা হইতে সর্ব্বদা ভিন্ন।

(৭) ন চ জীবে সমন্বয়োঽভিধীয়তে "সত্য আত্মা সত্যো জীবঃ সত্যং ভিদা সত্যং ভিদা সত্যং ভিদা মেবারুণ্যো মেবারুণ্যো মেবারুণ্যঃ"।

(১।১।১২ মধ্বভাষ্যধৃত পৈঙ্গি-শ্রুতিবচন)

শ্রীমন্মধ্বমতে মুক্তাবস্থাতেও জীব-ঈশ্বরের ভেদ ও নিত্যোপাসনা স্বীকৃত হইয়াছে ঃ—

(১) ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরেরনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ (ভাঃ ২।৯।১০) ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতিষু তাৎপর্য্যং মুক্তানাং ভেদস্যৈবোক্তেঃ।

(ছান্দোগ্যভাষ্য ৬ অঃ)

—"অন্যের কি কথা, যথায় স্বয়ং মায়াও প্রবেশলাভে সমর্থা নহেন, তথায় দেবাসুরাদি নিখিল-জীব-পূজনীয় হরিসেবকগণ অবস্থান করিতেছেন" ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতির তাৎপর্য্য এই যে, সর্ব্বত্রই মুক্তজীব ভগবান্ হইতে ভিন্ন।

(২) 'কৃষ্ণোমুক্তৈরিজ্যতে বীতমোহৈঃ', 'মুক্তৈর্বন্দ্যঃ স এক ইতি'।

(মঃ ভাঃ তাঃ নিঃ ২।৬২, ৬০ ও সূত্রভাষ্য ৩।৩।২৭)

—মোহরহিত মুক্তগণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ পূজিত হইয়া থাকেন। সেই একমাত্র পরমপুরুষই মুক্তজনের বন্দনীয়।

(৩) মুক্তস্যোপাসনা কর্ত্তব্যা ন বেতি অতো ব্রবীতি— * * মুক্তা

অপি হি কুর্ব্বন্তি স্বেচ্ছয়োপাসনং হরেঃ। নিয়মানন্তরং বিপ্রাঃ কুশাদ্যৈরপ্যধীয়তে। (সূত্রভাষ্য ৩।৩।২৭)

—মুক্তের পক্ষে উপাসনা কর্ত্তব্য কিনা এবিষয়ে বলিতেছেন,— * * বিপ্রগণ মুক্ত হইয়াও নিয়ম গ্রহণপূর্ব্বক স্বেচ্ছায় ভগবদুপাসনা এবং কুশাদি গ্রহণপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র বিগতমোহ অর্থাৎ নিবৃত্তানর্থ মুক্তপুরুষগণের দ্বারাই পূজিত হন। সেই অদ্বয়-জ্ঞান কৃষ্ণই একমাত্র মুক্তগণের বন্দ্য পুরুষোত্তম।

বিষ্ণ্বঙ্‌ঘ্রি-সেবা-লাভই মোক্ষ

এই সকল সুস্পষ্ট বাক্যের দ্বারা শ্রীমন্মধ্বমতের সাধ্য 'মোক্ষ' যে 'বিষ্ণ্বঙ্‌ঘ্রিলাভ', তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। তাই, শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্যকার 'প্রমেয়-রত্নাবলী'-গ্রন্থে মধ্বমতের প্রমেয়সমূহ উদ্দেশ করিতে গিয়া 'মোক্ষং বিষ্ণ্বঙ্‌ঘ্রিলাভং'—এইরূপ লিখিয়াছেন। 'ভেদ-ব্যপদেশাচ্চ' (ব্রঃ সূঃ ১।১।১৭)—এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে গিয়াও শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য 'মুক্তির্হিত্বা হি অন্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ' (ভাঃ ২।১০।৬) অর্থাৎ 'মায়িক স্থূল-সূক্ষ্ম-রূপদ্বয় পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধজীবস্বরূপে বা ভগবৎ-পার্ষদরূপে অবস্থানের নামই মুক্তি'—এই ভাগবতীয় বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও 'মুক্তি-পদ'-অর্থে 'কৃষ্ণ' এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যদি 'মুক্তি' জীবপরমাত্মৈক্য বা নির্ভেদ-জ্ঞানানুসন্ধিৎসামূলা আত্মবিনাশরূপ পীড়া হইতে নির্ম্মুক্ত থাকিয়া নিত্যসেবাদ্বারা সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ বরণ করিল, তাহা হইলে মুক্তিকে 'বিষ্ণ্বঙ্‌ঘ্রিলাভ' বা ভক্তির সহিত সমপর্য্যায়ে গ্রহণ করিতে নিশ্চয়ই কোন বাধা থাকিতে পারে না। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কথিত 'মুক্তি' শব্দের তাৎপর্য্য অবগত না হইয়া উহাকে 'বিষ্ণ্বঙ্‌ঘ্রিলাভ' বা 'ভক্তি' হইতে পৃথক্ জ্ঞান করিলে আভিধানিক বিবাদমূলে মায়াবাদধিক্কারকারী শুদ্ধদ্বৈতবাদের পরিপন্থী

হইয়া জড়ভেদবাদকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভু-কথিত সাধ্যসার-বিজ্ঞানে বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতে হইবে। নিত্য চিদ্‌বিলাসী বিষ্ণুর সেবায় প্রবেশ-লাভই যথার্থ মুক্তি। তাহা ভক্তি হইতে পৃথক্ নহে।

প্রেমভক্তিতেও শুদ্ধ-দ্বৈত-সিদ্ধান্ত অনুস্যূত

শ্রীমন্মধ্বমতে সাধ্য—বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভরূপ মুক্তি ও মুক্তগণের মধ্যে ভেদ (ছাঃ ভাঃ ৬অঃ) অর্থাৎ আনন্দের তারতম্য ('মুক্তাবানন্দো বিশিষ্যতে'—মধ্বভাষ্য ৩।৩।৩৩) স্বীকৃত এবং ভজন-তারতম্যে অবস্থিত মুক্তগণের সেবানন্দময়ী পরাকাষ্ঠাবস্থা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদত্ত ভজনমুদ্রায় অভিব্যক্ত। যেমন, ক্ষীর হইতে ঘৃতের শ্রেষ্ঠত্ব আছে বলিয়া 'ঘৃতে ক্ষীরের মৌলিকত্ব নাই'—এরূপ বিচার নিতান্ত অসিদ্ধ, তদ্রূপ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-প্রতিপাদ্য সাধ্য বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভরূপ মুক্তি হইতে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত সাধ্যসার প্রেমার উৎকর্ষ আছে বলিয়া 'শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমন্মধ্বসম্প্রদায় স্বীকার করেন নাই'—এরূপ যুক্তিও নিতান্ত জড়ভেদমূলা।

শ্রীমধ্বসিদ্ধান্তে অচিন্ত্য-ভেদাভেদের ইঙ্গিত

সংসারার্ণব-তরণীস্বরূপ সুখমগ্নধাম শ্রীমদানন্দতীর্থ নিত্যকৃষ্ণদাস জীবকুলকে কেবলাভেদবাদরূপ পীড়া হইতে দূরে রাখিবার জন্য এবং ঔপচারিক ভেদবাদীর ছলনাময়ী দুর্গতি হইতে জীবকুলকে সতর্ক করিবার জন্য তাত্ত্বিক ভেদবাদ বা শুদ্ধদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়া শুদ্ধভেদের প্রাধান্য প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীমন্মধ্বমতে ভেদের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইলেও অভেদপর শ্রুতির অবমাননা হয় নাই; কেননা, শুদ্ধদ্বৈতবাদে যে অভেদপর শ্রুতির সঙ্গতি পরিদৃষ্ট হয়, তাহাতে প্রকারান্তরে অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদই স্বীকৃত হইয়াছে। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিচরণ সন্দর্ভে এইরূপ আভাসই প্রদান করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-

মালা'য় বলিয়াছেন,—"শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ভেদকে 'নিত্য' বলিয়া স্থাপন করায় অচিন্ত্যভেদাভেদমতই যথার্থ নিশ্চিত হইয়াছে।"

"তত্ত্বমস্যহংব্রহ্মাস্মীত্যাদিষু জীবস্য পরেণাভেদঃ প্রতীয়তে। 'নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং', 'দ্বা সুপর্ণা' ইত্যাদিষু ভেদঃ। অত উচ্যতে

মধ্বভাষ্যে 'অচিন্ত্য' শব্দ

ভিন্নোঽচিন্ত্যঃ পরমো জীবসঙ্ঘাৎ পূর্ণঃ পরো, জীবসঙ্ঘোহ্যপূর্ণঃ। * * 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' ইতি। ভবিষ্যপুরাণে চ—'ভিন্না জীবাঃ পরো ভিন্নস্তথাপি জ্ঞানরূপতঃ। প্রোচ্যন্তে ব্রহ্মরূপেণ বেদবাদেষু সর্ব্বশঃ॥' ইতি॥" (মধ্বভাষ্য ২।৩।২৮-২৯)

'তত্ত্বমসি' (ছাঃ ৬।৮।৭), 'অহং ব্রহ্মাস্মি' (বৃঃ আঃ ১।৪।১০) প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে পরতত্ত্বের সহিত জীবাত্মার অভেদ প্রতীত হয়। আবার 'নিত্যো নিত্যানাং, চেতনশ্চেতনানাং' (কঠ ২।১৩ ও শ্বেঃ ৬।১৩), 'দ্বা সুপর্ণা' (মুঃ ৩।১, শ্বেঃ ৪।৬) প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য-দ্বারা ভেদ সিদ্ধ হইতেছে। এইপ্রকার বিরুদ্ধ শ্রুতিবাক্যের সমাধান কি প্রকারে হইতে পারে, তন্নিমিত্ত বলিতেছেন,—অচিন্ত্য পরমতত্ত্ব বিষ্ণু জীবসঙ্ঘ হইতে ভিন্ন। পরমতত্ত্ব—পূর্ণ এবং জীব—অপূর্ণ অর্থাৎ খণ্ডচেতন। অতএব 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' (ছাঃ ৩।১৪।১) প্রভৃতি অভেদপ্রতিপাদক শ্রুতি-বাক্যের সমাধান এইপ্রকার যথা, ভবিষ্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—জীবসকল ভিন্ন, পরতত্ত্ব ভিন্ন; উভয়েই চেতন অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া বেদে সর্ব্বত্রই তদুভয়ের একত্ব বা জীবকে ব্রহ্মস্বরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

অগ্নিং মাণবকং বদন্তি কবয়ঃ পূর্ণেন্দুবিম্বং মুখং
নীলেন্দীবরমীক্ষণং কুচতটং মেরুং করং পল্লবম্।
আহার্য্যভ্রমতো ভবেৎ পুনরিয়ং ভেদেঽপ্যভেদা মতিঃ
কর্ত্তব্যা গতিরীদৃশী খলু তথা ব্রহ্মাহমস্মি শ্রুতেঃ॥

অষ্টাবিংশ অধ্যায়—শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়

কবিগণ ব্রাহ্মণবটুকে—অগ্নি, বদনমণ্ডলকে—পূর্ণচন্দ্রবিম্ব, চক্ষুকে—নীলপদ্ম, কুচতটকে—মেরু এবং করকে—পল্লব বলিয়া থাকেন ; কেননা, আহার্য্যভ্রম অর্থাৎ কাল্পনিক ভ্রমবশতঃ অগ্নি ও ব্রাহ্মণবটুতে ভেদ-সত্ত্বেও সাদৃশ্য-ঐক্যবোধে প্রথমা ব্যবহৃত হয়, তদ্রূপ 'অহং ব্রহ্মাস্মি' (বৃঃ ১।৪।১০) প্রভৃতি শ্রুতিতেও 'ব্রহ্ম' ও 'অহং'—যে জীব, ইঁহাদের নিত্যভেদসত্ত্বেও প্রাদেশিক-সাদৃশ্য-বশতঃ অভেদমতি-প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রথমার ব্যবহার হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই, ব্রহ্ম ও জীবে নিত্যভেদ আছে। চিজ্জাতিত্বে ঐক্যবশতঃ এক প্রদেশে অভেদ থাকায় 'অহং' ও 'ব্রহ্ম'—এই উভয় পদে প্রথমা বিভক্তির ব্যবহারে দোষ নাই।

একদিকে যেমন শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ ভেদ ও অভেদ উভয় প্রকার শ্রুতিকে নিত্যরূপে (ঔপচারিক ভেদাভেদ-বাদীর ন্যায় ব্যবহারিকরূপে নহে) গ্রহণ ও সম্মান করিয়া প্রকারান্তরে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদই স্বীকার করিয়াছেন, অপরদিকে তেমন সনাতনপুরুষ ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর অচিন্ত্য-ভেদাভেদসিদ্ধান্তমধ্যে নিত্যভেদবাদেরই প্রাবল্য প্রদর্শন করিয়া মধ্বমতকেই অঙ্গীকারপূর্ব্বক উহাকে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক আকার প্রদান করিয়াছেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের উদ্ধৃত 'ব্রহ্মতর্কে'র বাক্যে "অচিন্ত্য" ও "ভেদাভেদ" শব্দের প্রয়োগ ও ঐ সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত পাওয়া যায়—

> অবয়ব্যবয়বানাং চ গুণানাং গুণিনস্তথা।
> শক্তিশক্তিমতোশ্চৈব ক্রিয়ায়াস্তদ্বতস্তথা॥
> স্বরূপাংশাংশিনোশ্চৈব নিত্যাভেদো জনার্দ্দনে।
> জীবস্বরূপেষু তথা তথৈব প্রকৃতাবপি॥
> চিদ্রূপায়ামতোঽনংশা অগুণা অক্রিয়া ইতি।
> হীনা অবয়বৈশ্চেতি কথ্যন্তে তুত্বভেদতঃ॥

পৃথগ্‌গুণাদ্যভাবাচ্চ নিত্যত্বাদুভয়োরপি।
বিষ্ণোরচিন্ত্যশক্তেশ্চ সর্ব্বং সম্ভবতি ধ্রুবম্॥
ক্রিয়াদেরপি নিত্যত্বং ব্যক্ত্যব্যক্তিবিশেষণম্।
ভাবাভাববিশেষেণ ব্যবহারশ্চ তাদৃশঃ॥
বিশেষস্য বিশিষ্টস্যাপ্যভেদস্তদ্বদেব তু।
সর্ব্বং চাচিন্ত্যশক্তিত্বাদ্ যুজ্যতে পরমেশ্বরে॥
তচ্ছক্ত্যৈব তু জীবেষু চিদ্রূপপ্রকৃতাবপি।
ভেদাভেদৌ তদন্যত্র হ্যুভয়োরপি দর্শনাৎ॥
কার্য্যকারণয়োশ্চাপি নিমিত্তং কারণং বিনা। ইতি
(ব্রহ্মতর্কে)

শ্রীমধ্বধৃত 'ব্রহ্মতর্ক'-বাক্যে অচিন্ত্য-ভেদাভেদের ইঙ্গিত

—জনার্দ্দনে অবয়বী ও অবয়বসমূহ, গুণী ও গুণসমূহ, শক্তিমান্ ও শক্তি, ক্রিয়াবান্ ও ক্রিয়া এবং অংশী ও স্বরূপাংশ—ইহাদের পরস্পর নিত্য অভেদ বর্ত্তমান। জীবস্বরূপসমূহ এবং চিদ্‌রূপা প্রকৃতিতেও (ঐ সকল বিষয়ে) ঐরূপ অভেদ রহিয়াছে। অতএব অভেদহেতু (অংশপ্রভৃতির সহিত অংশিপ্রভৃতির অভেদহেতু), গুণাদির পৃথক্ অবস্থানের (গুণিপ্রভৃতি হইতে গুণপ্রভৃতির পৃথক্ অবস্থানের) অভাবহেতু এবং অংশিপ্রভৃতি ও অংশপ্রভৃতি—এই উভয়ের নিত্যত্বহেতু তাহারা (অংশিপ্রভৃতি) অনংশ, অগুণ, অক্রিয় ও অবয়বহীনরূপে কথিত হয়। আর বিষ্ণুর অচিন্ত্যশক্তিত্ব-নিবন্ধন এই সমস্তই সম্ভব। ক্রিয়াদির নিত্যত্ব, প্রকাশ ও অপ্রকাশভেদ, অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বরূপে ব্যবহার এবং বিশেষ ও বিশিষ্টের অভেদও তদ্‌রূপেই সিদ্ধ হয়। অচিন্ত্যশক্তিত্ব-নিবন্ধন পরমেশ্বরে সমস্তই সঙ্গত। আর তাঁহার শক্তিহেতুই জীবসমূহে ও চিদ্‌রূপা প্রকৃতিতেও (তত্তদ্‌বিষয়গত) ভেদ ও অভেদ যুগপৎ বর্ত্তমান;

যেহেতু অন্যত্র (তত্তদ্‌বিষয়ে) ভেদ ও অভেদ—উভয়ই দৃষ্ট হয়। নিমিত্তকারণব্যতীত কার্য্য ও কারণের মধ্যেও এইরূপ ভেদাভেদ জ্ঞাতব্য।

শ্রীমধ্বমতে পরমা ভক্তিই মুখ্যসাধন

শ্রীমন্মধ্ব-মতে কনিষ্ঠাধিকারী সাধকের পক্ষে প্রথমমুখে কৃষ্ণকর্ম্মার্পণের কথা স্বীকৃত হইলেও 'ভগবৎ-পরম-প্রসাদ-সাধনা' পরমা ভক্তিই প্রধান সাধনরূপে স্থাপিত হইয়াছে। সর্ব্বত্রই অনর্থযুক্তাবস্থায় সাধকের সাধনক্রিয়া কৃষ্ণকর্ম্মার্পণচেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নহে। অনাদি-বহির্ম্মুখ জীব সংসারে আগমন করিয়া স্থূল-লিঙ্গদেহে আবদ্ধ থাকে। দেহধর্ম্মাসক্ত ফলভোগাকাঙ্ক্ষিজীবগণ —'কর্ম্মী'; তাহাদিগকে ভগবদুন্মুখ করিতে হইলে প্রথমমুখে কৃষ্ণকর্ম্মার্পণ-ব্যতীত আর উপায় নাই। এইজন্যই শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-রচয়িতা অভিধেয়া-চার্য্য শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু পঞ্চরাত্রবাক্য উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,—

"লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥"

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।৯৩ শ্লোক-ধৃত নারদপঞ্চরাত্রবাক্য)

"সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা যয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ॥" ইতি॥

(ভং রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।৮ শ্লোকধৃত পঞ্চরাত্রবাক্য)

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ শ্রবণ-কীর্ত্তন-লক্ষণা অপরোক্ষ-জ্ঞান-সাধনা ভক্তিকেই সাধন বলিয়াছেন, যথা শ্রীমধ্বভাষ্যে—

"আ-ব্রহ্ম-স্তম্ব-পর্য্যন্তমসারঞ্চাপ্যনিত্যকম্।
বিজ্ঞায় জাতবৈরাগ্যো বিষ্ণুপাদৈকসংশ্রয়ঃ।
স উত্তমোঽধিকারী স্যাৎ সংন্যস্তাখিলকর্ম্মবান্॥"

(সূত্রভাষ্য ১।১।১)

"পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়াৎ", "নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন", "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্", "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্", "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" ইত্যাদি শ্রুতিভ্যশ্চ। ব্যাস-সংহিতায়াঞ্চ—"অন্ত্যজা অপি যে ভক্তা নামজ্ঞানাধিকারিণঃ। স্ত্রী-শূদ্র-দ্বিজবন্ধূনাং তত্ত্বজ্ঞানেঽধিকারিতা॥ একদেশে পরোক্তে তু ন তু গ্রন্থপুরঃসরে। ত্রৈবর্ণিকানাং বেদোক্তে সম্যগ্‌ভক্তিমতাং হরৌ॥" * * যতো নারায়ণ-প্রসাদমৃতে ন মোক্ষঃ * * "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" (সূত্রভাষ্য ১।১।১)

শ্রবণ-কীর্ত্তন-লক্ষণা ভক্তিই যে সাধন, তদ্‌বিষয়ে প্রমাণ

"বারাহে চ—গুরুপ্রসাদো বলবান্ন তস্মাদ্বলবত্তরম্। তথাপি শ্রবণাদিশ্চ কর্ত্তব্যো মোক্ষসিদ্ধয়ে।" (৩।৩।৪৫

"কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুর্ব্বিদ্যয়া চ বিমুচ্যতে। তস্মাৎ কর্ম্ম ন কুর্ব্বন্তি যতয়ঃ পারদর্শিনঃ॥" (৩।৩।৫০)

"ভক্তির্ব্বিষ্ণৌ গুরৌ চৈব গুরোর্নিত্যপ্রসন্নতাম্। দদ্যাচ্ছমদমাদিশ্চ তেন চৈতে গুণাঃ পুনঃ। তৈঃ সর্ব্বৈর্দ্দর্শনং বিষ্ণোঃ শ্রবণাদিকৃতং ভবেৎ॥ ইতি চ নারায়ণ-তন্ত্রে।" (৩।৩।৫১)

"ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী ইতি মাঠরশ্রুতেঃ।" (৩।৩।৫৩)

"মায়াবৈভবে চ—ভক্তিস্থঃ পরমো বিষ্ণুস্তথৈবৈনাং বশে নয়েৎ। তথৈব দর্শনং যাতঃ প্রদদ্যান্মুক্তিমেতয়া। স্নেহানুবন্ধো যস্তস্মিন্ বহুমান-পুরঃসরঃ। ভক্তিরিত্যুচ্যতে সৈব কারণং পরমীশিতুঃ।" (৩।৩।৫৪)

অষ্টাবিংশ অধ্যায়—শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়

অস্মৎ-সম্প্রদায়ের বেদান্তাচার্য্যাগ্রণী শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু 'সন্দর্ভ' ও 'সম্বাদিনী'তে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ-বিরচিত 'শ্রীমহাভারত-তাৎপর্য্য' নামক যে গ্রন্থ হইতে বহু-বাক্য উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই গ্রন্থরাজেও শ্রীমন্মধ্বপাদ উপক্রম, উপসংহার ও অভ্যাস শ্লোকে 'ভক্তি'ই একমাত্র সাধন বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, যথা—

"তৎপ্রীত্যৈব চ মোক্ষঃ প্রাপ্যতে নৈব নান্যেন।"
"স্নেহো ভক্তিরিতি প্রোক্তস্তয়া মুক্তির্ন চান্যথা।"
"ভক্ত্যর্থান্যখিলান্যেব ভক্তির্মোক্ষায় কেবলা।
মুক্তানামপি ভক্তির্হি নিত্যানন্দস্বরূপিণী॥
জ্ঞানপূর্ব্বঃ পরস্নেহো নিত্যো ভক্তিরিতীর্য্যতে।
ইত্যাদি বেদবচনং সাধন-প্রবিধায়কম্॥
নিঃশেষ-ধর্ম্ম-কর্ত্তাপ্যভক্তস্ত নরকে হরে।
সদা তিষ্ঠতি ভক্তশ্চেদ্ব্রহ্মহাঽপি বিমুচ্যতে॥
ধর্ম্মো ভবত্যধর্ম্মোঽপি কৃতো ভক্তেস্তবাচ্যুত।
পাপং ভবতি ধর্ম্মোঽপি যো ন ভক্তৈঃ কৃতো হরে॥"

(মঃ ভাঃ তাঃ নিঃ ১।১০৫-১০৯)

"অপরোক্ষ-দৃশের্হেতুর্মুক্তিহেতুশ্চ সা পুনঃ।
সৈবানন্দ-স্বরূপেণ নিত্যা মুক্তেষু তিষ্ঠতি॥
যথা শৌক্ল্যাদিকং রূপং গোর্ভবত্যেব সর্ব্বদা।
সুখজ্ঞানাদিকং রূপমেবং ভক্তের্ন চান্যথা॥
ভক্ত্যৈব তুষ্টিমভ্যেতি বিষ্ণুর্নান্যেন কেনচিৎ।
স এব মুক্তিদাতা চ ভক্তিস্তত্রৈব কারণম্॥"

(মঃ ভাঃ তাঃ নিঃ ১।১১৬-১১৮)

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

"ভক্ত্যৈব তুষ্যতি হরিঃ প্রবণত্বমেব।"

(মঃ ভাঃ তাঃ নিঃ ২।৫৯)

পূর্ব্বাচার্য্য পূর্ণপ্রজ্ঞ শ্রীমন্মধ্বপাদ যখন 'ভক্তি-ব্যতীত সাধ্য-মুক্তি-লাভের অন্য উপায় নাই'—ইহা পুনঃ পুনঃ শাস্ত্রবচন উদ্ধারপূর্ব্বক প্রতিপাদন করিয়াছেন, তখন উপেয় বা সাধ্য-লাভের উপায় বা সাধনরূপে যে 'ভক্তি'ই তৎকর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে, এবিষয়ে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। ভক্তির অধীন অর্থাৎ ভগবৎসেবা বা শুদ্ধভগবজ্-জ্ঞানানুকূল কর্ম্মকে শ্রীমধ্বাচার্য্য সামান্যভাবে স্বীকার করিলেও 'ওঁ সহকারিত্বেন চ ওঁ'—এই (৩।৪।৩৩) সূত্রের ভাষ্যে শাস্ত্রনিন্দ্য কর্ম্মের সহিত ভগবৎসেবানুকূল কর্ম্মের পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। উক্ত সূত্রভাষ্যে আচার্য্য লিখিয়াছেন,—"যথা রাজ্ঞঃ সহকার্য্যে মন্ত্রী তথা ঋতেঽত্র ক্ষিতিপঃ কার্য্যমৃচ্ছেৎ। এবং জ্ঞানং কর্ম্ম বিনাপি। কার্য্যং সহায়ভূতং ন বিচারঃ কুতশ্চিদিতি কমঠশ্রুতৌ সহকারিত্বোক্তেশ্চ।" তাৎপর্য্য এই যে, যেরূপ রাজার কর্ম্মসচিবরূপে মন্ত্রী বর্ত্তমান থাকেন, কিন্তু রাজা মন্ত্রী ব্যতীতও স্বয়ং কার্য্য-সম্পাদনে সমর্থ, সেইরূপ জ্ঞানও কর্ম্ম-ব্যতীত মোক্ষ-প্রদানে সমর্থ হইলেও কোনও কোনও স্থানে তাঁহার কর্ম্মসচিবত্ব স্বীকৃত হইয়াছে।

শ্রীমধ্বকর্ত্তৃক শুদ্ধজ্ঞানানুকূল কর্ম্মকে সামান্যভাবে স্বীকার

শ্রীমধ্বমতে ভক্তিই সম্রাজ্ঞী

শ্রীমন্মধ্বপাদের উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তটি উত্তমরূপে বিচার করিলে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি কর্ম্মকে মুখ্যরূপে মুক্তির উপায় বা সাধন বলিয়া স্বীকার করেন নাই; পরন্তু ভক্তিকেই সম্রাজ্ঞীর আসন প্রদানপূর্ব্বক কর্ম্মকে মন্ত্রী অর্থাৎ গৌণকর্ম্মনির্ব্বাহকের আসনে স্থাপনানন্তর কর্ম্মের মুখ্য অভিধেয়ত্ব নিরাস করিয়া সিদ্ধান্ত সুস্পষ্ট করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বা শ্রীভাগবত-

সিদ্ধান্তের সহিত এই মতের কোন বিরোধ নাই। তবে যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু চরিতামৃতের মধ্য ৯ম অধ্যায়ে "কর্ম্মনিন্দা, কর্ম্মত্যাগ সর্ব্বশাস্ত্রে কহে"— এইরূপ বাক্য বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য অন্যরূপ। 'কর্ম্ম' শব্দে ফল-কামনা-মূলা আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণরূপা চেষ্টা ; তাদৃশ চেষ্টা-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বিষ্ণুর উদ্দেশে যে যাগযজ্ঞাদি বিধান করিয়া থাকেন, তাহা বিশুদ্ধ কর্ম্ম ; সুতরাং তাহা কখন গৌণরূপেও ভক্তিসচিব হইতে পারে না। কিন্তু যে কর্ম্ম ধর্ম্মের উদ্দেশে কৃত হয় এবং যে ধর্ম্ম বিরাগের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হয় ও যে বিরাগ ভগবৎপাদপদ্ম-সেবার জন্যই হইয়া থাকে, তাহা গৌণরূপে অভিধেয় হইতে পারে ; কেন না, তাদৃশ কর্ম্ম জীবকে ফলোৎপাদনরূপ অর্থশৃঙ্খলে জড়িত না করিয়া কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত ও পরমার্থের উদ্দেশ করিয়া থাকে। যথা, আম্নায়সূত্রে—"যত্র ধর্ম্মায় কর্ম্ম বিরাগায় ধর্ম্মশ্চিদ্রসায় বিরাগস্তত্র গৌণরূপেণ কর্ম্মৈবাভিধেয়ম্॥" এই ভক্তিই উন্নতাধিকারে একটি নূতন আকার ধারণ করে, তাহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধভক্তি। ভক্তিই যে, একমাত্র সাধন, ইহা শ্রীমধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ে সংক্ষিপ্ত-মধ্বমত-প্রকাশক একটি শ্লোকেও পঠিত হইয়া থাকে, যথা—"অমলা ভক্তিশ্চ তৎসাধনং।"

শ্রীচৈতন্যদেব হরিসেবানুকূল কর্ম্মনিন্দক নহেন

এই স্থানে সন্দেহ হইতে পারে যে, যদি এইরূপই সিদ্ধান্ত হইবে, তাহা হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু উড়ুপী-ক্ষেত্রে তদানীন্তন তত্ত্ববাদী আচার্য্যকে এইরূপ বলিলেন কেন ?

"মুক্তি, কর্ম্ম—দুই বস্তু ত্যজে ভক্তগণ।
সেই দুই স্থাপ' তুমি সাধ্য-সাধন॥"

(চৈঃ চঃ ম ৯।২৭১)

তদানীন্তন তত্ত্ববাদী আচার্য্য রঘুবর্য্যতীর্থের বা তদনুগত শিষ্যবর্গের কিম্বা শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের পরবর্ত্তী তত্ত্ববাদিগণের মতকে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদের প্রকৃত মত বা সিদ্ধান্ত বলিয়া স্থাপন করা যাইতে পারে না। পরবর্ত্তী অনুগতব্রুব ব্যক্তিগণ যদি তাঁহাদের পূর্ব্বমূলাচার্য্যের প্রবর্ত্তিত ও প্রচারিত সিদ্ধান্ত হইতে বিচ্যুত হন, তাহা হইলে পরবর্ত্তী বিকৃত মতকেই মূল গুরুর সিদ্ধান্ত বলিয়া স্থাপন করা কোন প্রকারেই যুক্তি বা ন্যায়-সঙ্গত নহে। 'আউল,' 'বাউল,' 'প্রাকৃতসহজিয়া' প্রভৃতি ব্যক্তিগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অধস্তন, অনুগত ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অধীন বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে ; কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের বিকৃত মত বা অপসিদ্ধান্তকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত বলা যাইতে পারে না। কিংবা কোন আচার্য্য যদি জগতে উদিত হইয়া মহাপ্রভুর অনুগতব্রুব আউল, বাউল, সখীভেকী, প্রাকৃত-সহজিয়া, গৌরনাগরী, জাতি-গোস্বামী প্রভৃতির বিকৃত মত খণ্ডন করেন, তাহা হইলে উক্ত আচার্য্য মহাপ্রভুর বা গোস্বামিগণের মত খণ্ডন করিয়াছেন, এরূপ অযৌক্তিক বিচার সুধী-সমাজে কিছুতেই গৃহীত হইতে পারে না। "তত্ত্ববাদিগণের মত বা রঘুবর্য্যতীর্থের সিদ্ধান্তিত ব্যক্তিগত মত শ্রীমন্মহা-প্রভু শাস্ত্র-যুক্তিদ্বারা খণ্ডন করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি সাত্বত-সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের অন্যতম পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীমন্মধ্বের প্রবর্ত্তিত শ্রৌতমত খণ্ডন করিয়াছেন, অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভু কখনও শ্রীমন্মধ্ব-সম্প্রদায় স্বীকার করেন নাই"—এরূপ যুক্তি নিতান্ত বালভাষিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের প্রকৃত মত হইতে পরবর্ত্তী তত্ত্ববাদিগণের মত অনেক পার্থক্য লাভ করিয়াছে।

পরবর্ত্তি-তত্ত্ববাদিগণের মতবাদ-খণ্ডন মধ্ব-মত-খণ্ডন নহে

প্রাকৃতসহজিয়াদির মতখণ্ডন শ্রীচৈতন্য-মত খণ্ডন নহে

তাহা শ্রীমন্মধ্বপাদের লেখনী এবং আধুনিক তত্ত্ববাদিগণের আচার-প্রচার ও লেখনী আলোচনা করিলেই বেশ বুঝা যায়।

কেহ কেহ বলেন যে, শ্রীমন্মধ্বমতে শ্রীমহাভারতই একমাত্র 'প্রমাণ' বা 'শাস্ত্র' বলিয়া গৃহীত, কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের মতে শ্রীমদ্ভাগবতই একমাত্র অমল-প্রমাণ। "শ্রীমন্মহাভারত-তাৎপর্য্য" নামক স্বরচিত গ্রন্থেও শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ শ্রীমহাভারতকে একমাত্র শাস্ত্র-রূপে গণনা না করিয়া শ্রুতি, স্মৃতি, সাত্বত পুরাণ ও পঞ্চরাত্রকেও প্রমাণ বা শাস্ত্র-মধ্যে গণনা করিয়াছেন, যথা,—

শ্রীমধ্বমতে কি মহাভারতই মূলপ্রমাণ, ভাগবত নহে?

"ঋগাদয়শ্চ চত্বারঃ পঞ্চরাত্রঞ্চ ভারতম্।
মূলরামায়ণং ব্রহ্মসূত্রং মানং স্বতঃস্মৃতম্॥"
(মঃ ভাঃ তাঃ নিঃ ১।৩০-৩২)

পুনরায় শ্রীগীতাভাষ্যে—"পঞ্চরাত্রং ভারতঞ্চ মূলরামায়ণং তথা। পুরাণং ভাগবতং চ বিষ্ণু র্বেদ ইতীরিতঃ। অতঃ শৈবপুরাণানি যোজ্যান্যন্যাবিরোধতঃ।" (গীঃ ভাঃ ২য় অঃ)

পুনরায় ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে (১।১।৩),—"ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাশ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্। মূলরামায়ণঞ্চৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে॥ যচ্চানুকূলমেতস্য তচ্চ শাস্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্। অতোহন্যো গ্রন্থবিস্তোরা নৈব শাস্ত্রং কুবর্ত্ম তৎ॥— ইতি স্কান্দে। সাংখ্যং যোগঃ পাশুপতং বেদারণ্যকমেব চ ইত্যারভ্য বেদপঞ্চরাত্রয়োরৈক্যাভিপ্রায়েণ পঞ্চরাত্রস্যৈব প্রামাণ্যমুক্তমিতরেষাং চ ভিন্নমতত্বং প্রদর্শ্য মোক্ষধর্ম্মেষ্বপি।"

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবতকে ব্রহ্মসূত্র, মহাভারত, গায়ত্রী ও বেদের অর্থনির্ণায়ক গ্রন্থ বলিয়া উক্তি করিয়াছেন, যথা শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্যে—

ব্রহ্ম-মহাভারত-গায়ত্রী-বেদসম্বন্ধশ্চায়ং গ্রন্থঃ।

উক্তঞ্চ গারুড়ে—

"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ-বিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥
পুরাণানাং সাররূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ।
দ্বাদশস্কন্ধ-সংযুক্তঃ শতবিচ্ছেদ-সংযুতঃ॥
গ্রন্থোঽষ্টাদশ-সাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ॥" ইতি।

—এই গ্রন্থ (শ্রীমদ্ভাগবত) বিষ্ণু, মহাভারত, গায়ত্রী ও বেদ-সম্বন্ধীয়। শ্রীগরুড় পুরাণে উক্ত হইয়াছে—এই শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তের অর্থ-স্বরূপ, মহাভারতের তাৎপর্য্যনির্ণায়ক, গায়ত্রীর ভাষ্য এবং বেদার্থ-পরিপুষ্ট। ইনি পুরাণশ্রেষ্ঠ এবং সাক্ষাদ্ ভগবৎকথিত। দ্বাদশস্কন্ধসংযুক্ত, শত শত অধ্যায়-সমন্বিত ও অষ্টাদশসহস্র শ্লোকযুক্ত এই গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত নামে অভিহিত।

শ্রীব্যাস-শিষ্য মধ্বাচার্য্য ব্যাসবাক্য উদ্ধার পূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবত যে বেদার্থপরিবৃংহিত, মহাভারতের অর্থনির্ণায়ক প্রমাণ-শিরোমণি গ্রন্থ, তাহা স্বীয় বাক্যেই স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং 'মধ্ব ও গৌড়ীয়মতে শাস্ত্র-প্রমাণ-সম্বন্ধে পরস্পর ভেদ'—এইরূপ কল্পনা মধ্ব-সম্প্রদায়-বৈভব-বিজ্ঞানে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক। শ্রীমন্মধ্বপাদ শ্রীমদ্ভাগবতকে অমল প্রমাণরূপে স্বীকার করিয়াছেন, ইহা 'শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্য' আলোচনা করিলে স্পষ্টই উপলব্ধির বিষয় হয়। শ্রীমন্মধ্ব ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, উপনিষদ্ভাষ্য, গীতাভাষ্য প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষ্যে প্রচুর পরিমাণে শ্রীমদ্ভাগবতের বচনকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে অন্য কোন আচার্য্যকে শ্রীভাগবত-বচন-দ্বারা 'বেদান্তসূত্র' বা শ্রুতির ব্যাখ্যা করিতে দেখা যায় নাই।

কেহ কেহ বলেন, শ্রীমধ্বাচার্য্য দ্বারকাধীশকেই তাঁহার উপাস্যরূপে স্বীকার করিয়াছেন, তিনি নন্দনন্দনকে ইষ্টপদে বরণ করেন নাই।

মধ্বের উপাস্য কি দ্বারকেশ নন্দনন্দন নহেন?

শ্রীমন্মধ্বশিষ্য কবিকুলতিলক ত্রিবিক্রম-পণ্ডিতাচার্য্য-পুত্র শ্রীনারায়ণ পণ্ডিতাচার্য্যের বিরচিত "সুমধ্ববিজয়" মহাকাব্যের নবম সর্গে (৪১-৪৩শ) শ্লোক পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য 'নন্দনন্দন'কেই স্বীয় ইষ্টরূপে বরণ করিয়া স্বীয় আরাধ্য বালকৃষ্ণ-নন্দনন্দন-শ্রীমূর্ত্তি উড়ুপী গ্রামস্থ স্বীয় মঠে স্থাপন করেন,—

গোপিকা-প্রণয়িনঃ শ্রিয়ঃপতেরাকৃতিং দশমতিঃ শিলাময়ীম্।
শিষ্যকৈস্ত্রিচতুরৈর্জলাশয়ে শোধয়ন্নিহ ততো ব্যগাহয়ৎ॥

*　　*　　*　　*

মন্দহাস-মৃদুসুন্দরাননং নন্দনন্দনমতীন্দ্রিয়াকৃতিম্।
সুন্দরং স ইহ সন্ন্যধাপয়দ্বন্দ্যমাকৃতি-শুচি-প্রতিষ্ঠয়া॥

বৃহৎ গোপীচন্দন-খণ্ড হইতে যে সুন্দরানন অতীন্দ্রিয়াকৃতি নন্দনন্দন বালকৃষ্ণমূর্ত্তি প্রকটিত হইয়াছিলেন, সেই শ্রীমূর্ত্তির একহস্তে একটি দধি-মন্থন-দণ্ড, অপর হস্তে মন্থন-রজ্জু, সুতরাং এই শ্রীমূর্ত্তি 'নন্দনন্দন' ব্যতীত অপর কেহই নহেন। শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি লাভ করিয়া শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য দ্বাদশ স্তোত্রের অবশিষ্ট সপ্ত অধ্যায়ের রচনা সেই দিনেই সমাপ্ত করেন। বালকৃষ্ণ শ্রীমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইবার পর তাঁহার দ্বাদশ-স্তোত্রের ষষ্ঠ অধ্যায় হইতে রচনা আরম্ভ হয়, সেই ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রারম্ভে তিনি তাঁহার ইষ্টদেবের স্তবে বলিতেছেন,—

"দেবকীনন্দন! নন্দকুমার! বৃন্দাবনাঞ্চন! গোকুলচন্দ্র!
কন্দ-ফলাশন! সুন্দররূপ! নন্দিত-গোকুল-বন্দিত-পাদ॥

অর্থাৎ হে যশোদানন্দন! (যশোদাঽপি দেবকীত্যুচ্যতে,—দ্বে নাম্নী নন্দভার্য্যায়া যশোদা দেবকীতি চ ইত্যাদিপুরাণ-বচনাৎ—"দেবকী" শব্দে যশোদাকেও বুঝায়। আদিপুরাণবচন হইতে জানা যায় যে, নন্দ-পত্নীর 'যশোদা' ও 'দেবকী'—এই দুইটি নাম; অতএব 'দেবকী-নন্দন' শব্দে এই স্থানে 'যশোদানন্দন') হে নন্দসুত! (অথবা যাঁহার আনন্দ-দ্বারা 'মারঃ অর্থাৎ মন্মথ কুৎসিৎ হইয়াছে অর্থাৎ যিনি মন্মথ-মন্মথ), হে বৃন্দারণ্যে বিচরণশীল! হে কন্দফলভোজিন্! (অর্থাৎ বনবিহারী, ফলফুলকিশলয়ই যাঁহার সম্পত্তি) হে গোকুলচন্দ্রমা! হে সুন্দরমূর্ত্তে! হে নন্দিত-গোকুল-বন্দিতপাদ! (অর্থাৎ যাঁহার দ্বারা ব্রজবাসিগণ নন্দিত অর্থাৎ তুষ্টীকৃত হইয়াছেন এবং ব্রজবাসিগণকর্ত্তৃক যাঁহার পদযুগল সেবিত হইয়াছেন, সেই ব্রজের দুলাল শ্রীকৃষ্ণ)। এই সকল প্রমাণ হইতে জানা যায় শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদের উপাস্য—'নন্দনন্দন'।*

আর যদি 'দ্বারকাপতি'ই শ্রীমধ্বের 'ইষ্ট' হ'ন, তাহা হইলেও বা আপত্তির কথা কি? কারণ, 'নন্দনন্দন' শ্রীকৃষ্ণে ও 'দ্বারকাপতি' শ্রীকৃষ্ণে তত্ত্বগত কোন ভেদ নাই, কেবল রসোৎকর্ষ ও লীলাগত তারতম্যমাত্র বর্ত্তমান। শ্রীব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শ্রীমন্মধ্বপাদ বিচার করিয়াছেন যে, বিষ্ণুতত্ত্বে ভেদজ্ঞান মহাপরাধের সেতু। পরমেশ্বর-বিষ্ণু সর্ব্বত্রই একরূপ; ঐশ্বর্য্যহেতু তাঁহার একরূপই সর্ব্বত্র সূর্য্যের ন্যায় বহুধা প্রতিভাত, যথা—"একরূপঃ পরো বিষ্ণুঃ সর্ব্বত্রাপি ন সংশয়ঃ। ঐশ্বর্য্যাদ্রূপমেকঞ্চ সূর্য্যবদ্ বহুধেয়ত ইতি মাৎস্যে। প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং সমধিগতোঽস্মি বিধূতভেদমোহ ইতি চ ভাগবতে॥" (সূত্রভাষ্য ৩।২।১১)

দ্বারকাপতি ও ব্রজেন্দ্রনন্দন

* সানুবাদ 'দ্বাদশস্তোত্র' পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ উড়ুপীতে শুভবিজয় করিবার পর শ্রীধামবৃন্দাবনের শ্রীরাধারমণ-ঘেরার পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী মহাশয়কে যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে উড়ুপীতে এখনও যে, অষ্টমঠাধিপতি সন্ন্যাসিগণ শ্রীকৃষ্ণের অষ্ট নায়িকার অনুসরণে ভজন করিয়া থাকেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ লিখিতেছেন,—

উড়ুপীর অষ্টমঠাধীশ-গণের ভজন-প্রণালী

"অষ্টমঠাধিপতি একদণ্ডী যতিগণ অনেকেই গোপীবেশে ভজন করিয়া থাকেন, তাহার একখানি চিত্রও সংগ্রহ করিয়াছি। * * * আধুনিক যে সখীভেকী প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেইরূপ কল্পিত পথ অষ্টমঠাধিপগণ গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদের প্রত্যেকের হস্তে একদণ্ড বর্ত্তমান এবং তাঁহারা কৌপীন-বহির্ব্বাসযুক্ত।"

('শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী' ১ম খণ্ড, ৪০ পৃঃ)

শ্রীমধ্বাচার্য্যের চরিত্র-লেখক মিঃ সি, এম্, পদ্মনাভাচারী এতৎপ্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"The monks who take charge of Sri Krishna by rotation, are so many Gopees of Brindavan, who moved with and loved Sri Krishna with an indescribable intensity of feeling, and are taking re-births now for the privilege of worshipping Him. These monks conduct themselves as if they are living and moving with Sri Krishna. * * * The Leelas of Sri Krishna are perpetuated in festivities distributed throughout the year. They dance before the Lord of love to the

tune of music, chanting the chap ters of Dwadasa Stotram or other songs of an elevating character. As the chant proceeds, and the dance goes on, the hair stands on end, tears flow from the eyes and the brain is on fire with emotion. Some of the devotees more emotional than others swoon away, overpowered by memories of Sri Krishna's wonderful Leelas.

(Life and Teachings of Sri Madhwacharyya by C. M. Padmanavachari, Chapter XIII, p. 145)

তাৎপর্য্য—যে সকল সন্ন্যাসী পালাক্রমে শ্রীকৃষ্ণের সেবাভার গ্রহণ করেন, তাঁহারা শ্রীবৃন্দাবনের সেই গোপীবৃন্দ, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সুতীব্র ও অনির্ব্বচনীয় অনুরাগ-বশতঃ তাঁহার নিত্য-সহচরী ছিলেন; অধুনা তাঁহারাই তাঁহার সেবা-সুযোগ-লাভের জন্য পুনরায় প্রকটিত হইয়াছেন : এই সকল সন্ন্যাসিগণের আচরণে এইরূপ মনে হয়, যেন তাঁহারা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের সহিত অবস্থান ও বিচরণ করিতেছেন। * * * সংবৎসরব্যাপী বিভিন্ন উৎসবদ্বারা শ্রীকৃষ্ণলীলা নিত্যকাল স্মৃতিপথে জাগরূক করিতেছেন।

'দ্বাদশ-স্তোত্র' অথবা ভগবন্মহিম-সূচক অন্য কোন স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে তাঁহারা বাদ্যের তালে তালে প্রেমময় ভগবানের পুরোভাগে নৃত্য করিতে থাকেন। স্তোত্র-পাঠ ও নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের রোমাঞ্চ হয় এবং অশ্রুধারা বহিতে থাকে এবং তাঁহারা ভগবদ্ভাবে বিভাবিত হন। ভক্তগণের মধ্যে যাঁহারা অধিক ভক্তিভাবপ্রবণ, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্র-লীলা স্মরণ করিতে করিতে বাহ্যসংজ্ঞারহিত হইয়া পড়েন।

ঊনবিংশ অধ্যায়

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের উপদেশ

শ্রুতির প্রামাণিকতা ও কর্ম্মের গতি—

ভ্রান্তিমূলতয়া সর্ব্বসময়ানামযুক্তিতঃ।
ন তদ্‌বিরোধাদ্‌ বচনং বৈদিকং শঙ্ক্যতাং ব্রজেৎ॥

(অণুভাষ্য, ২য় অঃ ২য় পাঃ, ৪ শ্লোক)

(শ্রীব্যাস ব্যতীত অন্যের কথিত) সমস্ত নির্দ্দেশ বা সিদ্ধান্তসমূহ অযৌক্তিক বলিয়া লোকের ভ্রান্তি (মিথ্যা-জ্ঞান)-জনক ; অতএব ঐ ইতর সিদ্ধান্তসমূহের প্রতি বিরোধ-হেতু বৈদিক বচন (শ্রুতি) কিছু অপ্রামাণ্য-।-গ্রস্ত হন না।

প্রারব্ধকর্ম্মণোঽন্যস্য জ্ঞানাদেব পরিক্ষয়ঃ।
অরিষ্টস্যোভয়স্যাপি সর্ব্বস্যান্যস্য ভোগতঃ।

(অণুভাষ্য, ৪র্থ অঃ ১ম পাঃ, ২ শ্লোক)

প্রারব্ধকর্ম্ম ব্যতীত পূর্ব্ব ও উত্তর-কালীন এই উভয়বিধ সকল আরষ্টেরই (দুর্দ্দৈবেরই) পরিক্ষয় (অপরোক্ষ জ্ঞান হইতেই হয়) ; কিন্তু অপ্রারব্ধ ব্যতীত অন্য প্রারব্ধ পাপ-পুণ্যের পরিক্ষয়—ভোগের দ্বারাই হয়।

বিষ্ণুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব—

বিষ্ণুরেব বিজিজ্ঞাস্যঃ সর্ব্বকর্ত্তাগমোদিতঃ।
সমন্বয়াদীক্ষতেশ্চ পূর্ণানন্দোঽন্তরঃ খবৎ॥
প্রণেতা জ্যোতিরিত্যাদ্যৈঃ প্রাসিদ্ধৈরন্যবস্তুষু।
উচ্যতে বিষ্ণুরেবৈকঃ সর্ব্বৈঃ সর্ব্বগুণত্বতঃ॥

(অণুভাষ্য, ১ম অঃ ১ম পাঃ, ১-২ শ্লোক)

বিষ্ণুই বিশেষরূপে জিজ্ঞাস্য, সমন্বয় ও ঈক্ষণ-হেতু তিনিই সকলের কর্ত্তা, তিনিই সকল-শাস্ত্রে কথিত, তিনিই পূর্ণানন্দ, তিনিই আকাশের ন্যায় সকলের অন্তরস্থ। তিনিই সকলের প্রণেতা (জীবনের মূল কারণ), অন্য বস্তুসমূহে প্রসিদ্ধ জ্যোতিঃ ইত্যাদি সকল-শব্দের দ্বারা সকল-গুণ-সম্পন্নতা-হেতু একমাত্র বিষ্ণুই কথিত হ'ন।

সর্ব্বগোঽত্তা নিয়ন্তা চ দৃশ্যত্বাদ্যুজ্ঝিতঃ সদা।
বিশ্বজীবান্তরত্বাদ্যৈর্লিঙ্গৈঃ সর্ব্বৈর্যুতঃ স হি॥

(অণুভাষ্য, ১ম অঃ ২য় পাঃ, ৩ শ্লোক)

তিনি (ভগবান্ বিষ্ণু) সর্ব্বভূতের হৃদয়গুহাগত, সকল বস্তুর অদন (ভোজন বা বিনাশকারী), সকলের নিয়মনকর্ত্তা, সর্ব্বদা দৃশ্যত্বাদি-বর্জ্জিত এবং বিশ্বজীবের অন্তরে অবস্থান প্রভৃতি (শ্রুতি, প্রকরণ, শ্রুতি ও স্মৃতির সমাখ্যানরূপ) যাবতীয় লিঙ্গদ্বারা যুক্ত।

সর্ব্বাশ্রয়ঃ পূর্ণগুণঃ সোঽক্ষরঃ সন্ হৃদজ্ঞগঃ।
সূর্য্যাদিভাসকঃ প্রাণপ্রেরকো দৈবতৈরপি।
জ্ঞেয়ো ন বেদৈঃ শূদ্রাদ্যৈঃ কম্পকোঽন্যশ্চ জীবতঃ॥

(অণুভাষ্য, ১ম অঃ ৩য় পাঃ, ৪ শ্লোক)

তিনি সকলের আশ্রয়, পূর্ণগুণ (সম্পন্ন), অক্ষর, সদ্ বস্তু, হৃৎপদ্মস্থ; সূর্য্যাদির দীপ্তিদায়ক ও প্রাণের প্রেরক (ব্যবস্থাপক) ; তিনি দেবগণকর্ত্তৃকও (দেবজন্মেও বেদাদির দ্বারা) জ্ঞেয়, (কিন্তু) শূদ্রাদি-কর্ত্তৃক বেদসমূহের (অনুশীলন)-দ্বারা জ্ঞেয় নহেন ; তিনি কম্পক (সকল কম্পন অর্থাৎ চেষ্টার মূল) এবং জীব হইতে ভিন্ন।

পতিত্বাদিগুণৈর্যুক্তস্তদন্যত্র চ বাচকৈঃ।
মুখ্যতঃ সর্ব্বশব্দৈশ্চ বাচ্য একো জনার্দ্দনঃ॥

(অণুভাষ্য, ১ম অঃ ৩য় পাঃ, ৫ শ্লোক)

তিনি পতিত্ব (সকলের উপর আধিপত্য) প্রভৃতি গুণসমূহ-দ্বারা যুক্ত এবং বিষ্ণু ভিন্ন অন্যত্রও (অপর জীব-বিষয়েও) বাচক সকল শব্দের দ্বারাই মুখ্যভাবে একমাত্র সেই জনার্দ্দনই বাচ্য।

অব্যক্তঃ কর্ম্মবাচ্যৈ(কৈ্য)শ্চ বাচ্য একোঽমিতাত্মকঃ।
অবান্তরং কারণঞ্চ প্রকৃতিঃ শূন্যমেব চ॥
ইত্যাদ্যন্যত্র নিয়তৈরপি মুখ্যতয়োদিতঃ।
শব্দৈরতোঽনন্তগুণো যচ্ছব্দা যোগবৃত্তয়ঃ॥

(অণুভাষ্য, ১ম অঃ ৪র্থ পাঃ, ৬-৭ শ্লোক)

তিনি (বিষ্ণু) অব্যক্ত (অক্ষর বস্তু) ও কর্ম্মবাচক শব্দসমূহের দ্বারা বাচ্য ; তিনি এক (অদ্বিতীয়), তিনি অপরিমিত-সংখ্যক বস্তুর (অনেকের) নিয়ামক অথবা মিত (ব্যক্ত)-স্বরূপ ; তিনি (ভূত বা আকাশাদির) অবান্তর (গৌণ) কারণও বটেন ; তিনি প্রকৃতি (পুংলিঙ্গ—প্রকৃষ্ট কৃতিশালী) এবং তিনি শূন্যই ('শ' অর্থাৎ 'পরের সুখ', 'ঊন' অর্থাৎ

নিজ সুখ হইতে 'অল্প' করেন বলিয়া 'শূন্য')। এইরূপ অন্যত্রও (জীবের বা জড়ের প্রতিও) নিয়ত (প্রসিদ্ধ, বর্ত্তমান, ব্যবহৃত বা ব্যুৎপন্ন) শব্দসমূহের দ্বারাও তিনিই পরম মুখ্যবৃত্তিক্রমে কথিত হন; অতএব তিনি (বিষ্ণু) অনন্ত গুণময়, যেহেতু শব্দ-সমূহ (নিত্য) যোগবৃত্তিবিশিষ্ট অর্থাৎ বিষ্ণুতেই যৌগিকরূপে বর্ত্তমান।

শ্রৌতস্মৃতিবিরুদ্ধত্বাৎ স্মৃতয়ো ন গুণান্ হরেঃ।
নিষেদ্ধুং শক্নুয়ুর্ব্বেদা নিত্যত্বান্মানমুত্তমম্॥

(অণুভাষ্য, ২য় অঃ ১ম পাঃ, ১ শ্লোক)

শ্রুতির অনুগ-স্মৃতিসমূহের দ্বারা বিরোধ হয় বলিয়া শৈবাদি স্মৃতিসমূহ শ্রীহরির গুণসমূহের নিষেধ (অভাব প্রতিপাদন) করিতে সমর্থ নহে; (যেহেতু) বেদসমূহ ও বেদানুগ স্মৃতিসমূহই উত্তম প্রমাণ।

দেবতাবচনাদাপো বদন্তীত্যাদিকং বচঃ।
নাযুক্তবাগ্‌সন্নৈব কারণং দৃশ্যতে ক্বচিৎ॥

(অণুভাষ্য, ২য় অঃ ১ম পাঃ, ২ শ্লোক)

শ্রুতিতে অপ্ প্রভৃতি শব্দে তদভিমানিনী চেতন-দেবতার অভিধান-হেতু "অপ্‌সমূহ বলিয়াছে" ইত্যাদি বাক্য যুক্তিবিরুদ্ধার্থবাদি নহে; (যেহেতু) অসৎ (অভাব) কোথায়ও কারণ (কর্ত্তা) রূপে দৃষ্ট হয় না।

অসজ্জীবপ্রধানাদি শব্দা ব্রহ্মৈব নাপরম্।
বদন্তি কারণত্বেন ক্বাপি পূর্ণগুণো হরিঃ।
স্বাতন্ত্র্যাৎ সর্ব্বকর্ত্তৃত্বান্নাযুক্তং তদ্‌বদেচ্ছ্রুতিঃ॥

(অণুভাষ্য, ২য় অঃ ১ম পাঃ, ৩ শ্লোক)

অসৎ, জীব, প্রধান প্রভৃতি শব্দসমূহ ব্রহ্মকেই 'কারণ' (-রূপে) বলিয়া থাকে, কোথায়ও অপর বস্তুকে কারণ (-রূপে) বলে না ; কেননা, শ্রীহরি পূর্ণগুণ (-সম্পন্ন) এবং স্বতন্ত্র ও সকলের কর্ত্তা বলিয়া তাহা (শ্রুতি-কথিত শ্রীহরির কারণত্ব, নিখিল পূর্ণ-সদ্‌গুণনিলয়ত্ব, স্বাতন্ত্র্য ও সর্ব্বকর্তৃত্ব) অযুক্ত নহে—ইহাই শ্রুতি বলেন।

আকাশাদিসমস্তঞ্চ তজ্জং তেনৈব লীয়তে।
সোঽনুৎপত্তিলয়ঃ কর্ত্তা জীবস্তদ্‌বশগঃ সদা।
তদাভাসো হরিঃ সর্ব্বরূপেষ্বপি সমঃ সদা॥

(অণুভাষ্য, ২য় অঃ ৩য় পাঃ, ৫ শ্লোক)

আকাশাদি সমস্ত পদার্থ তাঁহা (বিষ্ণু) হইতে উৎপন্ন ও তাঁহা-দ্বারাই লীন (বিনাশ-প্রাপ্ত) হয় ; তিনি (বিষ্ণু)—উৎপত্তি-লয়-শূন্য ; তিনি কর্ত্তা ; জীব নিত্যকাল তাঁহার বশগামী (অর্থাৎ অধীন-প্রবৃত্তি বা গমনাগমনশীল) ও তাঁহার আভাস (প্রতিবিম্বস্বরূপ) ; শ্রীহরি মৎস্যাদি সর্ব্বরূপেই সর্ব্বদা সমরূপে অবস্থিত।

মুখ্যপ্রাণশ্চেন্দ্রিয়াণি দেহশ্চৈব তদুদ্ভবঃ।
মুখ্যপ্রাণবশে সর্ব্বং স বিষ্ণোর্ব্বশগঃ সদা॥
সর্ব্বদোষোজ্ঝিতস্তস্মাদ্‌ ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।
উক্তা গুণাশ্চাবিরুদ্ধাস্তস্য বেদেন সর্ব্বশঃ॥

(অণুভাষ্য, ২য় অঃ ৪র্থ পাঃ, ৬-৭ শ্লোক)

মুখ্যপ্রাণ, ইন্দ্রিয়সমূহ ও দেহ (প্রপঞ্চ), সমস্তই তাঁহা (বিষ্ণু) হইতে অধীনরূপে জাত, (রুদ্রাদি) সমস্ত (জগৎ)ই মুখ্যপ্রাণের

বশে (স্থিত), আর তিনি (মুখ্যপ্রাণ) বিষ্ণুর বশগামী। অতএব ভগবান্ শ্রীপুরুষোত্তম সর্ব্বদোষ-বর্জ্জিত (নির্ম্মুক্ত) এবং তাঁহার গুণসমূহ সমগ্র বেদবাক্যের (সমন্বয়)-দ্বারা অবিরুদ্ধ বলিয়া কথিত।

বাসুদেবাৎ পরং নাস্তি ইতি বেদান্ত-নিশ্চয়ঃ।
বাসুদেবং প্রবিষ্টানাং পুনরাবর্ত্তনং কুতঃ॥ আত্রেয়ঃ

(কৃষ্ণামৃতমহার্ণব ৩২ শ্লোক)

বাসুদেব হইতে শ্রেষ্ঠ অন্যকোন দেবতা নাই ; ইহাই বেদান্তের স্থির সিদ্ধান্ত। সুতরাং যাঁহারা বাসুদেবে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহাদের আবার জন্মাদি-পরিগ্রহ কোথায় ?

ম্লেচ্ছদেশেশুচৌঽবাপি চক্রাঙ্কো যত্র তিষ্ঠতি।
যোজনানি তথাত্রীণি মথক্ষেত্রং বসুন্ধরে॥

(কৃষ্ণামৃতমহার্ণব ১০৮ শ্লোক)

হে বসুন্ধরে! ম্লেচ্ছদেশেই হউক কিম্বা অপবিত্রদেশেই হউক, যে স্থানে শালগ্রাম অবস্থিত থাকেন, সে স্থানে তিন যোজন পরিমিত ভূমিভাগ আমার নিবাস-ক্ষেত্র জানিবে।

নাম্নোঽস্তি যাবতী শক্তিঃ পাপনির্হরণে হরেঃ।
তাবৎ কর্ত্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকী জনঃ॥ ব্রহ্মা

(কৃষ্ণামৃতমহার্ণব ৩৬ শ্লোক)

জীবের পাপ হরণ করিতে শ্রীহরির নামের যে পরিমাণ শক্তি আছে, পাতকী লোক সেই পরিমাণ পাপ করিতে পারে না।

গঙ্গাপ্রয়াগগয়পুষ্করনৈমিষাণি
সংসেবিতানি বহুশঃ কুরুজাঙ্গলানি।
কালেন তীর্থসলিলানি পুনন্তি পাপং
পাদোদকং ভগবতঃ প্রপুনাতি সদ্যঃ॥

(কৃষ্ণামৃতমহার্ণব ১০১ শ্লোক)

গঙ্গা, প্রয়াগ, গয়, পুষ্কর, নৈমিষ, কুরুক্ষেত্র এবং অন্যান্য তীর্থসলিলের সেবা করিলে-কালান্তরে পাপ নাশ হয়; কিন্তু ভগবানের চরণামৃত সেবা করিলে সদ্যঃই পবিত্র হওয়া যায়।

দেবতান্তরপূজা নিষিদ্ধা—

স্বধর্ম্মস্তু পরিত্যজ্য পরধর্ম্মং চরেদ্ যথা।
তথা হরিং পরিত্যজ্য যোঽন্যং দেবমুপাসতে॥

(কৃষ্ণামৃতমহার্ণব ১১৫ শোক)

শ্রীহরিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যদেবতার উপাসনা ও স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরধর্ম্ম-আচরণ তুল্য।

যথা গঙ্গোদকং ত্যক্ত্বা পিবেৎ কূপোদকং নরঃ।
তথা হরিং পরিত্যজ্য যোঽন্যং দেবমুপাসতে॥

(কৃষ্ণামৃতমহার্ণব ১১৬ শ্লোক)

যেরূপ গঙ্গাজল পরিত্যাগ করিয়া দুর্ব্বদ্ধি ব্যক্তি কূপোদক পান করে, শ্রীহরিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যদেবতার আরাধনাও তদ্রূপ জানিবে।

গাঞ্চ ত্যক্ত্বা স মূঢ়াত্মা গর্দ্দভীং বন্দতে যথা।
তথা হরিং পরিত্যজ্য যোঽন্যং দেবমুপাসতে ॥

(কৃষ্ণামৃতমহার্ণব ১১৭ শ্লোক)

যে ব্যক্তি শ্রীহরিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যদেবতার পূজা করে, সে নিশ্চয়ই গাভী পরিত্যাগ পূর্ব্বক গর্দ্দভীর বন্দনা করে।

পাবনং বিষ্ণুনৈবেদ্যং সুভোজ্যমৃষিভিঃ স্মৃতম্।
অন্যদেবস্য নৈবেদ্যং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ ॥

(কৃষ্ণামৃতমহার্ণব ৯৫ শ্লোক)

বিষ্ণুনৈবেদ্য পবিত্র এবং সুভোজ্য ইহা ঋষিরা বলিয়াছেন, অন্যদেবতার নৈবেদ্য ভক্ষণ করিলে চান্দ্রায়ণ-ব্রত আচরণ করিবে।

ভক্তির শ্রেষ্ঠতা ও তারতম্য—

শুভেন কর্ম্মণা স্বর্গং নিরয়ঞ্চ বিকর্ম্মণা।
মিথ্যাজ্ঞানেন চ তমো জ্ঞানেনৈব পরং পদম্।
যাতি তস্মাদ্ বিরক্তঃ সন্ জ্ঞানমেব সমাশ্রয়েৎ ॥

(অণুভাষ্য, ৩য় অঃ ১ম পাঃ, ১ শ্লোক)

জীব শুভকর্ম্ম-দ্বারা (অনিত্য) স্বর্গ, বিকর্ম্ম-দ্বারা (অনিত্য) নরক, মিথ্যা-জ্ঞান (বিবর্ত্তবাদ বা মায়াবাদ) দ্বারা তমঃ (নিত্য নরক) এবং ভগবজ্‌জ্ঞান-দ্বারাই পরম পদ প্রাপ্ত হ'ন ; (অতএব) তদ্বিষয় অনুসন্ধান-পূর্ব্বক বিরক্ত হইয়া (যুক্তবৈরাগ্যসহ) ভগবজ্‌জ্ঞানকেই সমাশ্রয় করিবে।

সর্ব্বেঽপি পুরুষার্থাঃ স্যুর্জ্ঞানাদেব ন সংশয়ঃ।
ন লিপ্যতে জ্ঞানবাংশ্চ সর্ব্বদোষৈরপি ক্বচিৎ॥
গুণদোষৈঃ সুখস্যাপি বৃদ্ধিহ্রাসৌ বিমুক্তিগৌ।
নৃণাং সুরাণাং মুক্তৌ তু সুখং ক্লৃপ্তং যথাক্রমম্॥

(অণুভাষ্য, ৩য় অঃ ৪র্থ পাঃ, ৫-৬ শ্লোক)

সকল পুরুষার্থও অপরোক্ষজ্ঞান হইতেই হয়, সন্দেহ নাই; অপরোক্ষজ্ঞানবান্ ব্যক্তি কখনও কোন দোষেই লিপ্ত হন না। গুণ (পুণ্য) ও দোষ (পাপ) সমূহ-হেতু মানবগণের বিশেষ মুক্তিগত স্বরূপ-সুখেরও বৃদ্ধি-হ্রাস আছে. পরন্তু মুক্তিতে দেবগণের যথাক্রমে (গুণগত-আধিক্যানুসারে) পূর্ণসুখ বর্দ্ধিতই হয়।

বিষ্ণুর্ব্রহ্ম তথাদাতেত্যেবং নিত্যমুপাসনম্।
কার্য্যমাপদ্যপি ব্রহ্ম তেন যাত্যপরোক্ষতাম্॥

(অণুভাষ্য, ৪র্থ অঃ ১ম পাঃ, ১ শ্লোক)

'বিষ্ণু', 'ব্রহ্ম' ও 'আদাতা' ('আত্মা' বা 'স্বামী')—এই প্রকারে আপৎকালেও নিত্য উপাসনা কর্ত্তব্য; এইপ্রকার উপাসনার দ্বারা বা তৎফলে সেই ব্রহ্ম (বিষ্ণু) অপরোক্ষত্ব প্রাপ্ত হ'ন (অর্থাৎ স্বীয় উপাসকের অপরোক্ষজ্ঞানের বিষয় হ'ন)।

সর্ব্বাবস্থা-প্রেরকশ্চ সর্ব্বরূপেষ্বভেদবান্।
সর্ব্বদেশেষু কালেষু স একঃ পরমেশ্বরঃ।
তদ্ভক্তিতারতম্যেন তারতম্যং বিমুক্তিগম॥

(অণুভাষ্য, ৩য় অঃ ২য় পাঃ, ২ শ্লোক)

সেই এক পরমেশ্বর (বিষ্ণুই) সকল-অবস্থার (স্বপ্ন, স্বপ্ন-তিরোধান, জাগর, সুষুপ্তি, সুপ্তপ্রবোধ ও মূর্চ্ছা-রূপ অবস্থা-সমূহের) প্রেরক (নিয়ামক) এবং (প্রকাশ-বিলাস প্রাভব-বৈভব-পুরুষ-আবেশাদি, অথবা পর-ব্যূহ-বৈভব-অন্তর্যামি-অর্চ্চা, অথবা হস্ত-পদাদি অঙ্গ-উপাঙ্গ-সমূহদ্বারা রূপ-বিশিষ্ট) স্বীয় সকল মূর্ত্তি বা বিগ্রহ-সমূহে, সকল দেশে (স্থানে) ও সকল সময়েই অভেদ-যুক্ত ; সেই পরমেশ্বরের (বিষ্ণুর) প্রতি ভক্তির তারতম্য-হেতুই বিশেষ মুক্তিগত (বস্তুসিদ্ধিতে) আনন্দাদিরও তারতম্য বর্ত্তমান।

সচ্চিদানন্দ আত্মেতি মানুষৈশ্চ সুরেশ্বরৈঃ।
যথাক্রমং বহুগুণৈর্ব্রহ্মণা ত্বখিলৈর্গুণৈঃ॥
উপাস্যঃ সর্ব্ববেদৈশ্চ সর্ব্বৈরপি যথাবলম্।
জ্ঞেয়ো বিষ্ণুর্বিশেষস্তু জ্ঞানে স্যাদুত্তরোত্তরম্॥

(অণুভাষ্য, ৩য় অঃ ৩য় পাঃ, ৩-৪ শ্লোক)

মানব ও সুরেশ্বর (লোকপাল দেবতা)-গণ-কর্ত্তৃক সচ্চিদানন্দময় ও আত্মস্বরূপ ইত্যাদি বহুগুণবিশিষ্টরূপে ও ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক সর্ব্বগুণ-বিশিষ্টরূপে যথাক্রমে (নিজ নিজ-যোগ্যতা-ক্রমে) ভগবান্ বিষ্ণুই উপাস্য এবং সকল-অধিকারি-কর্ত্তৃকই সকল-বেদবাক্যদ্বারা যথাশক্তি ভগবান্ বিষ্ণুই জ্ঞেয় ; তথাপি (উপাসনার তারতম্যানুসারে) উত্তরোত্তর (মানব হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত, সকলের) ঈশ্বর-বিষয়ক অপরোক্ষ-জ্ঞানেও বিশেষ বর্ত্তমান।

দীক্ষা—

তে নরাঃ পশবো লোকে কিন্তেষাং জীবনে ফলম্।
যৈর্ন লব্ধা হরের্দীক্ষা নার্চ্চিতো বা জনার্দ্দনঃ॥

(কৃষ্ণামৃতমহার্ণব, ৩ শ্লোক)

যাহারা শ্রীহরির দীক্ষা প্রাপ্ত হয় নাই এবং ভগবান্ জনার্দ্দনকে অর্চ্চনা করে নাই, এই সংসারে তাহারা পশু এবং তাহাদের জীবনে ফল কি ?

গর্ভস্থিতা মৃতা বাপি মুষিতাস্তে সুদূষিতাঃ।
ন প্রাপ্তা যৈর্হরের্দীক্ষা সর্ব্বদুঃখবিমোচনী ॥ মার্কণ্ডেয়ঃ

(কৃষ্ণামৃতমহার্ণব, ২০ শ্লোক)

যাহারা সর্ব্বদুঃখ-নিবর্ত্তক শ্রীহরির দীক্ষা প্রাপ্ত হয় নাই, তাহারা গর্ভে অবস্থান করিতেছে অথবা তাহারা মৃত, অপহৃত অথবা দোষদুষ্ট হইয়া আছে।

ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ—

তির্য্যক্ পুণ্ড্রং ন কুর্ব্বীত সম্প্রাপ্তে মরণেঽপি বা।
ন চান্য-নাম বিব্রূয়াৎ পরান্নারায়ণাদৃতে ॥

(কৃষ্ণামৃতমহার্ণব ২২১ শ্লোক)

কখনও বক্রভাবে পুণ্ড্রক ধারণ করিবে না অথবা মরণকালেও নারায়ণের নাম ভিন্ন অন্য নাম উচ্চারণ করিবে না।

পুণ্ড্রমৃজুং সৌম্যং ললাটে যস্য দৃশ্যতে।
স চণ্ডালোঽপি শুদ্ধাত্মা পূজ্য এব ন সংশয়ঃ ॥

(কৃষ্ণামৃতমহার্ণব ২২৩ শ্লোক)

যাঁহার ললাটে সরল ও সুন্দর ঊর্দ্ধপুণ্ড্র দেখা যায়, তিনি চণ্ডাল হইলেও শুদ্ধচিত্ত এবং পূজ্য—এবিষয়ে সন্দেহ নাই।

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রবিহীনস্য শ্মশান-সদৃশং মুখম্।
অবলোক্য মুখং তস্য আদিত্যমবলোকয়েৎ ॥

(কৃষ্ণামৃতমহার্ণব ২২৫ শ্লোক)

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রবিহীন ব্যক্তির মুখ শ্মশানতুল্য, উহা দর্শন করিলে শুদ্ধির জন্য সূর্য্য দর্শন করিবে।

অর্চ্চন—

সংসারেঽস্মিন্ মহাঘোরে জন্মরোগভয়াকুলে।
অয়মেকো মহাভাগঃ পূজ্যতে যদধোক্ষজঃ ॥

(কৃষ্ণামৃতমহার্ণব ৪ শ্লোক)

জন্ম-রোগ-ভয়াকুল এই মহাঘোর সংসারে তিনিই একমাত্র মহাভাগ, যিনি অধোক্ষজের (অতীন্দ্রিয় ভগবানের) পূজা করিয়া থাকেন।

অর্চ্চিতে সর্ব্বদেবেশে শঙ্খচক্রগদাধরে।
অর্চ্চিতাঃ সর্ব্বদেবাঃ স্যুর্যতঃ সর্ব্বগতো হরিঃ ॥

(কৃষ্ণামৃতমহার্ণব ৯ শ্লোক)

সকল দেবতার ঈশ্বর শঙ্খ-চক্র-গদাধারী শ্রীহরি অর্চ্চিত হইলে সকল দেবতাই অর্চ্চিত হইয়া থাকেন। যেহেতু হরি সমস্ত পদার্থে বর্ত্তমান আছেন।

সমস্তলোকনাথস্য দেবদেবস্য শার্ঙ্গিণঃ।
সাক্ষাদ্ভগবতো বিষ্ণোঃ পূজনং জন্মনঃ ফলম্ ॥ পুলস্ত্যঃ

(কৃষ্ণামৃতমহার্ণব ১৪ শ্লোক)

নিখিল প্রাণিগণের নাথ এবং দেবদেব সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করাই জন্মগ্রহণের ফল।

ভক্ত্যা দুর্ব্বাঙ্কুরৈঃ পুংভিঃ পূজিতঃ পুরুষোত্তমঃ।
হরির্দাতি হি ফলং সর্ব্বযজ্ঞৈশ্চ দুর্লভম্॥

(কৃষ্ণামৃতমহার্ণব ১৫ শ্লোক)

সর্ব্ববিধ যজ্ঞাদিদ্বারা যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না, পুরুষগণ-কর্ত্তৃক ভক্তিসহকারে দুর্ব্বাঙ্কুর (অর্ঘ্য) দ্বারা পূজিত হইয়াও পুরুষোত্তম বিষ্ণু সেই দুর্লভ ফল তাহাদিগকে প্রদান করিয়া থাকেন।

যস্যান্তঃ সর্ব্বমেবেদমচ্যুতস্যাব্যয়াত্মনঃ।
তমারাধয় গোবিন্দং স্থানমগ্র্যং যদীচ্ছসি॥ পুলস্ত্যঃ

(কৃষ্ণামৃতমহার্ণব ২৬ শ্লোক)

অব্যয়াত্মা অচ্যুতে এই নিখিল বিশ্ব বর্ত্তমান আছে, তুমি যদি শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিতে ইচ্ছা কর, তবে গোবিন্দের আরাধনা কর।

যথা পাদোদকং পুণ্যং নির্ম্মাল্যং চানুলেপনম্।
নৈবেদ্যং ধূপশেষশ্চ আরাত্তিশ্চ তথা হরেঃ॥

(কৃষ্ণামৃতমহার্ণব ১০৪ শ্লোক)

বিষ্ণুর চরণামৃত যেরূপ পবিত্র, তদীয় নির্ম্মাল্য, অনুলেপন, নৈবেদ্য, ধূপাবশেষ এবং আরাত্রিকও সেইরূপ পবিত্র জানিবে।

একাদশীর ব্রতবিচার—

ক্ষয়ে বাপ্যথবা বৃদ্ধৌ সম্প্রাপ্তে বা দিনক্ষয়ে।
উপোষ্যা দ্বাদশী পুণ্যা পূর্ব্ববিদ্ধাং পরিত্যজেৎ॥

(কৃষ্ণামৃতমহার্ণব ১২৬ শ্লোক)

একাদশীর ক্ষয়ে বা বৃদ্ধিতে অথবা একাহে তিথিত্রয়ের স্পর্শে (ত্র্যহস্পর্শে) দ্বাদশী তিথিতে উপবাস কর্ত্তব্য। দশমী বিদ্ধা একাদশী পরিত্যাগ করিবে।

বহ্বাগমবিরোধেষু ব্রাহ্মণেষু বিবাদিষু।
উপোষ্যা দ্বাদশী তত্র ত্রয়োদশ্যাস্তু পারণম্॥

(কৃষ্ণামৃতমহার্ণব ১৪৪ শ্লোক)

যেস্থলে উপবাসবিষয়ে বহুশাস্ত্রের বিরোধ এবং ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়, সে-ক্ষেত্রে দ্বাদশীতে উপবাস এবং ত্রয়োদশীতে পারণ কর্ত্তব্য।

অথবা মোহনার্থায় মোহিন্যা ভগবান্ হরিঃ।
অর্থিতঃ কারয়ামাস ব্যাসরূপী জনার্দ্দনঃ॥
ধনদার্চাবিবৃদ্ধ্যর্থং মহাবিত্তলয়স্য চ।
অসুরাণাং মোহনার্থং পাষণ্ডানাং বিবৃদ্ধয়ে॥
আত্মস্বরূপাবিজ্ঞপ্ত্যৈ স্বলোকাপ্রাপ্তয়ে তথা।
এবং বিদ্ধাং পরিত্যজ্য দ্বাদশ্যামুপবাসয়েৎ॥

(কৃষ্ণামৃতমহার্ণব ১৫০-১৫২ শ্লোক)

অথবা ব্যাসরূপী জনার্দ্দন ভগবান্ হরি মোহিনী কর্ত্তৃক যাচিত হইয়া (কামিগণের) মোহনার্থ ধনাধিপতির অর্চ্চনার বৃদ্ধি হেতু, পরমবিত্তের লয়সাধন-নিমিত্ত, অসুরগণকে মোহন করিতে এবং পাষণ্ডগণের বৃদ্ধির জন্য আত্মস্বরূপ না জানাইবার অভিপ্রায়ে এবং বিষ্ণুলোকের যাহাতে প্রাপ্তি না হয়, তন্নিমিত্ত ঐরূপ বিধান করাইয়াছিলেন। অতএব এইরূপ বিদ্ধা পরিত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে উপবাস করাইবে।

ব্রহ্মচারী গৃহস্থো বা বানপ্রস্থো যতিস্তথা।
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো ভর্ত্তৃমতী তথা॥
অভর্ত্তৃকা তথান্যে চ সূতবৈদেহিকাদয়ঃ।
একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত পক্ষয়োরুভয়োরপি॥

(কৃষ্ণামৃতমহার্ণব ১৫৬-১৫৭ শ্লোক)

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, সধবা ও বিধবা স্ত্রী এবং সূত, বৈদেহিক প্রভৃতি জাতীয় ব্যক্তিগণ উভয়পক্ষীয় একাদশীতেই ভোজন করিবে না।

বিবেচয়তি যো মোহাচ্ছুক্লা কৃষ্ণেতি পাপকৃৎ।
একাদশীং স বৈ যাতি নিরয়ং নাত্র সংশয়ঃ॥

(কৃষ্ণামৃতমহার্ণব ১৫৯ শ্লোক)

যে উপবাসবিষয়ে শুক্লা ও কৃষ্ণা একাদশীর পার্থক্য চিন্তা করে, সেই পাপাচারী নরকগামী হইয়া থাকে, ইহাতে কোন সংশয় নাই।

যথা গৌর্নৈব হন্তব্যা শুক্লা কৃষ্ণেতি ভামিনি।
একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত পক্ষয়োরুভয়োরপি॥

(কৃষ্ণামৃতমহার্ণব ১৬০ শ্লোক)

যেরূপ শুক্লা কিম্বা কৃষ্ণা কোন গাভীই বধযোগ্যা নহে, হে প্রিয়ে! সেইরূপ শুক্লা ও কৃষ্ণা কোন একাদশীই পরিত্যাজ্যা নহে। অতএব উভয় একাদশীতেই উপবাস করিবে।

যানি কানি চ বাক্যানি কৃষ্ণৈকাদশীবর্জ্জনে।
ভরণ্যাদিনিষেধে চ তানি কাম্যফলার্থিনাম্॥

(কৃষ্ণামৃতমহার্ণব ১৬১ শ্লোক)

কৃষ্ণা একাদশী এবং ভরণী প্রভৃতি নক্ষত্রযুক্তা একাদশী-বর্জ্জন-সম্বন্ধে যে-সকল বচন শুনা যায়, ঐ সমস্ত কাম্যফল-প্রার্থিগণের পক্ষে জানিবে।

বরং স্বমাতৃগমনং বরং গোমাংস-ভক্ষণম্।
বরং হত্যা সুরাপানমেকাদশ্যন্নভক্ষণাৎ॥

(কৃষ্ণামৃতমহার্ণব ১৮০ শ্লোক)

স্বমাতৃগমন, গোমাংসভক্ষণ, সুরাপান প্রভৃতি কার্য্য হইতেও একাদশী তিথিতে অন্নভোজন পাপজনক জানিবে।

রটন্তীহ পুরাণানি ভূয়ো ভূয়ো বরাননে।
ন ভোক্তব্যং ন ভোক্তব্যং সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে॥

(কৃষ্ণামৃতমহার্ণব ১৮৬ শ্লোক)

অয়ি বরাননে! একাদশী তিথি সমাগতা হইলে কোন মতেই 'ভোজন করিবে না' 'ভোজন করিবে না' একথা পুরাণসকল ঘোষণা করিতেছেন।

দ্বাদশী-ব্রত-বিচার—

একাদশীমুপোষ্যাথ দ্বাদশীমপ্যুপোষয়েৎ।
ন তত্র বিধিলোপঃ স্যাদুভয়োর্দেবতা হরিঃ॥

(কৃষ্ণামৃতমহার্ণব ১৬৮ শ্লোক)

একাদশীতে উপবাস করিয়াও তাদৃশী দ্বাদশী তিথিতে উপবাস করিবে, তাহাতে পারণবিধিলোপের আশঙ্কা নাই, কারণ শ্রীহরি এই উভয় তিথিরই অধিপতি।

অল্পায়ামপি বিপ্রেন্দ্র পারণন্তু কথং ভবেৎ।
পারয়িত্বোদকেনাপি ভুঞ্জানো নৈব দুষ্যতি।
অশিতানশিতা যস্মাদাপো বিদ্বদ্ভিরীরিতাঃ॥

(কৃষ্ণামৃতমহার্ণব ১৬৯ শ্লোক)

হে বিপ্রবর! অল্পক্ষণ তিথি থাকিলে কি প্রকারে পারণ হইবে? তাহাতে উদকদ্বারা পারণ করিয়া পশ্চাৎ ভোজন করিলে কোন দোষ হয় না, যেহেতু শাস্ত্রকারগণের মতে জল পান করিলে ভোজন ও অভোজন হয়।

অম্ভসা কেবলেনৈব করিষ্যে ব্রতপারণম্।
তদ্বিশিষ্টং মুনিপ্রোক্তমশিতানশিতঞ্চ যৎ॥

(কৃষ্ণামৃতমহার্ণব, ১৭০ শ্লোক)

কেবল জলদ্বারাই পারণ সমাপন করিবে, যেহেতু মুনিগণের মতে ঐ জল ভক্ষিত হইলেও অভক্ষিত-তুল্য জানিবে।

দ্বাদশী ন প্রমোক্তব্যা যাবদায়ুঃ প্রবর্ত্ততে।
অর্চ্চনীয়ো হৃষীকেশো বিশুদ্ধেনান্তরাত্মনা॥

(কৃষ্ণামৃতমহার্ণব ১৮৭ শ্লোক)

যে পর্য্যন্ত আয়ুঃ বর্ত্তমান থাকে, ততদিন দ্বাদশী তিথিতে উপবাস পরিত্যাগ করিবে না এবং বিশুদ্ধচিত্তে শ্রীহরির অর্চ্চনা করিবে।

ইন্দ্রিয়ের কৃত্য—

সা জিহ্বা যা হরিং স্তৌতি তচ্চিত্তং যত্তদর্পণম্।
তাবেব কেবলৌ শ্লাঘ্যৌ যৌ তৎপূজা-করৌ করৌ॥

(কৃষ্ণামৃতমহার্ণব ৭৪ শ্লোক)

সেই জিহ্বাই জিহ্বা, যে জিহ্বা হরির স্তব করে ; সেই চিত্তই চিত্ত, যে চিত্ত হরিতে অর্পিত হইয়াছে ; সেই হস্তদ্বয়ই কেবল শ্লাঘ্য, যে হস্তদ্বয় তাঁহার পূজা করিতেছে

রোগো নাম, ন সা জিহ্বা যয়া ন স্তূয়তে হরিঃ।
গর্ত্তৌ নাম, ন তৌ কর্ণৌ যাভ্যাং তৎকর্ম্ম ন শ্রুতম্॥

(কৃষ্ণামৃতমহার্ণব, ৭৯ শ্লোক)

যে জিহ্বা হরির স্তব না করে, সে জিহ্বা জিহ্বা নহে, রোগমাত্র এবং যে কর্ণ-দ্বারা হরির কর্ম্ম শ্রুত হয় নাই, সে কর্ণ কর্ণই নহে, গর্ত্তমাত্র।

নূনং তৎ কণ্ঠশালুকমথবাপ্যুপজিহ্বিকা।
রোগো নাম ন সা জিহ্বা যা ন বক্তি হরেগু‍র্ণান্॥

(কৃষ্ণামৃতমহার্ণব ৮০ শ্লোক)

নিশ্চয়ই তাহা কণ্ঠশালুক অথবা উপজিহ্বা এবং সেই জিহ্বার নাম রোগ, যে জিহ্বা হরির গুণ বলিতে পারে না।

ভারভূতৈঃ করৈঃ কার্য্যং কিং তস্য নৃপশোর্দ্বিজ।
যৈর্হি ন ক্রিয়তে বিষ্ণোগৃ‍র্হসম্মার্জ্জনাদিকম্॥

(কৃষ্ণামৃতমহার্ণব ৮১ শ্লোক)

হে দ্বিজ ! সেই নরপশুর ভারভূত হস্তাদি-দ্বারা কোন্ কার্য্য হইবে ? কারণ, সেই হস্তাদি বিষ্ণুর গৃহ সম্মার্জ্জন করে না।

চরণৌ তৌ তু সফলৌ কেশবালয়গামিনৌ।
তে চ নেত্রে মহাভাগ যাভ্যাং সংদৃশ্যতে হরিঃ॥

(কৃষ্ণামৃতমহার্ণব ৮২ শ্লোক)

হে মহাভাগ ! সেই চরণদ্বয়ই সফল, যে চরণদ্বয় কেশবালয়ে গমন করিয়া থাকে এবং তাহাই চক্ষু, যে চক্ষুর্দ্বয় হরিকে সম্যগ্রূপে দর্শন করিয়া থাকে।

রে রে মনুষ্যাঃ পুরুষোত্তমস্য করৌ ন কস্মান্মুকুলীকুরুধ্বম্।
ক্রিয়াজুষাং কো ভবতাং প্রয়াসঃ ফলং হি যত্তৎপদমচ্যুতস্য ॥

(কৃষ্ণামৃতমহার্ণব ৮৭ শ্লোক)

রে রে মনুষ্যগণ! পুরুষোত্তমের সমীপে তোমরা কি জন্য করদ্বয় কৃতাঞ্জলি করিতেছ না? ক্রিয়ানুষ্ঠানকারী তোমাদের প্রয়াস কি? অচ্যুতের পরমপদ-প্রাপ্তিই তাহার ফল।

যাবৎ স্বস্থমিদং পিণ্ডং নিরুজং করণান্বিতম্।
তাবৎ কুরুষ্বাত্মহিতং পশ্চাত্তাপেন তপ্যসে।

(কৃষ্ণামৃতমহার্ণব ১২০ শ্লোক)

যে পর্য্যন্ত এই শরীর নীরোগ, কর্ম্মক্ষম এবং ইন্দ্রিয়সকল শক্তিসম্পন্ন থাকে, তন্মধ্যে নিজের হিত চেষ্টা কর, অন্যথা পরে অনুতাপগ্রস্ত হইতে হইবে।

যাবৎ প্রলপতে জন্তুর্লোকবার্ত্তাদিভিঃ সদা।
তাবচ্চেদ্বদতে বিষ্ণুং কো ন মুচ্যতে বন্ধনাৎ॥ শ্রীসূতঃ

(কৃষ্ণামৃতমহার্ণব ১২৪ শ্লোক)

জীব যতকাল পর্য্যন্ত গ্রাম্যবার্ত্তাদির প্রলাপে রত থাকে, ততকাল বিষ্ণুকীর্ত্তন করিলে কোন্ ব্যক্তি বন্ধন-বিমুক্ত না হয়?

কর্ম্মাসক্তি ও ভগবদ্‌বহির্ম্মুখতার গর্হণ—

জীবংশ্চতুর্দ্দশাদূর্দ্ধং পুরুষো নিয়মেন তু।
দশাবরাণাং দেহানাং কারণানি করোত্যয়ম্॥
স্ত্রী বাপ্যন্যূনদশকং দেহং মানুষমর্জ্জয়েৎ।
চতুর্দ্দশোর্দ্ধ-জীবিনা সংসারশ্চাদিবর্জ্জিতঃ॥

(কৃষ্ণামৃতমহার্ণব ২১৩-২১৪ শ্লোক)

চতুর্দ্দশ বর্ষের অধিককাল জীবিত থাকিয়া পুরুষ অথবা স্ত্রী দশটি নিকৃষ্ট দেহধারণ-যোগ্য জন্মের কারণ প্রস্তুত করে এবং অন্যূন দশ জন্ম মানুষ-দেহ-ধারণের কারণ অর্জ্জন করে। ক্রমে অনাদি সংসার প্রবর্ত্তিত হয়।

দশাবরাণাং দেহানাং কারণানি করোত্যয়ম্।
অতঃ কর্ম্মক্ষয়ান্মুক্তিঃ কুত এব ভবিষ্যতি॥

(কৃষ্ণামৃতমহার্ণব ২১৬ শ্লোক)

চতুর্দ্দশবৎসরের পর হইতে পুরুষ নিয়তভাবে অবর দশজন্ম ধারণের কারণস্বরূপ কর্ম্মসমূহ সঞ্চয় করিয়া থাকে। অতএব কর্ম্মক্ষয় হইতে মুক্তি অসম্ভব।

সমানাং বিষমা পূজা বিষমানাং সমা তথা।
ক্রিয়তে যেন দেবোঽপি স্বপদাদ্ভ্রশ্যতে হি সঃ॥

(কৃষ্ণামৃতমহার্ণব ২১৭ শ্লোক)

যিনি সমব্যক্তির বিষম পূজা এবং বিষম ব্যক্তির সমান পূজা করেন, তিনি দেবতা হইলেও স্বপদভ্রষ্ট হইয়া থাকেন।

ন হ্যপুণ্যবতাং লোকে মূঢ়ানাং কুটিলাত্মনাম্।
ভক্তির্ভবতি গোবিন্দে স্মরণং কীর্ত্তনং তথা ॥

(কৃষ্ণামৃতমহার্ণব ৩৭ শ্লোক)

এই পাপপূর্ণ সংসারে কুটিলান্তঃকরণ মূঢ়ব্যক্তিরা গোবিন্দে ভক্তি প্রাপ্ত হয় না এবং তন্নাম স্মরণ ও কীর্ত্তন করিতে পারে না।

নামকীর্ত্তন—

যদভ্যর্চ্চ্য হরিং ভক্ত্যা কৃতে বর্ষশতৈরপি।
ফলং প্রাপ্নোতি বিপুলং কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবম্ ॥

(কৃষ্ণামৃতমহার্ণব ৬২ শ্লোক)

মানব সত্য যুগে শত-শত বর্ষ হরিকে ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চন করিয়া যে বিপুল ফল প্রাপ্ত হয়, কলিযুগে 'কেশব'-নাম-কীর্ত্তন-দ্বারা সেই ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

হে জিহ্বে! মম নিঃস্নেহে হরিং কিং নানুভাষসে।
হরিং বদস্ব কল্যাণি সংসারোদধিনৌর্হরিঃ ॥

(কৃষ্ণামৃতমহার্ণব ৭০ শ্লোক)

হে আমার রসশূন্য জিহ্বে! কেন তুমি হরিনাম করিতেছ না? হে কল্যাণি! হরিনাম কর; কারণ, সংসার-সমুদ্র পার হইবার নৌকা-স্বরূপ একমাত্র হরিই আছেন।

কুরুক্ষেত্রেণ কিং তস্য কিং কাশ্যা পুষ্করেণ কিম্।
জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে যস্য হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্ ॥ ব্রহ্মা

(কৃষ্ণামৃতমহার্ণব ৭২ শ্লোক)

যাঁহার জিহ্বাগ্রে "হরি" এই অক্ষরদ্বয় বর্ত্তমান আছে, তাঁহার কুরুক্ষেত্র, কাশী এবং পুষ্কর প্রভৃতি তীর্থস্থানের দ্বারা কি লাভ হইবে?

ভক্তিমানের জন্মসাফল্য—

স নাম সুকৃতী লোকে কুলং তেনাভ্যলঙ্কৃতম্।
আধারঃ সর্ব্বভূতানাং যেন বিষ্ণুঃ প্রসাদিতঃ॥

(কৃষ্ণামৃতমহার্ণব ৫ শ্লোক)

এই সংসারে যিনি ভগবান্ বিষ্ণুকে প্রসন্ন করিয়াছেন, তিনিই সুকৃতী (বিদ্বান্) এবং তৎকর্ত্তৃকই কুল অলঙ্কৃত হইয়া থাকে ও তিনিই নিখিল প্রাণিগণের আশ্রয়স্বরূপ।

হৃদি রূপং মুখে নাম নৈবেদ্যমুদরে হরেঃ।
পাদোদকঞ্চ নির্ম্মাল্যং মস্তকে যস্য সোঽচ্যুতঃ॥

(কৃষ্ণামৃতমহার্ণব ৪৪ শ্লোক)

যাঁহার হৃদয়ে হরির রূপ, মুখে হরিনাম, উদরে হরির নৈবেদ্য, মস্তকে হরির পাদোদক এবং নির্ম্মাল্য বর্ত্তমান, তিনি বিষ্ণুর অভিন্ন-স্বরূপ।

অসারে খলু সংসারে সারমেকং নিরূপিতম্।
সমস্তলোকনাথস্য সারমারাধনং হরেঃ॥

(কৃষ্ণামৃতমহার্ণব ৭৩ শ্লোক)

এই অসার সংসারে ইহাই একমাত্র সার নিরূপিত হইয়াছে যে, সকল-লোকনাথ হরির আরাধনাই শ্রেষ্ঠ কার্য্য।

যস্তু বিষ্ণুপরো নিত্যং দৃঢ়ভক্তির্জিতেন্দ্রিয়ঃ।
স্বগৃহেঽপি বসন্যাতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥ শঙ্করঃ

(কৃষ্ণামৃতমহার্ণব ৭৫ শ্লোক)

যে ব্যক্তি নিত্য বিষ্ণুপরায়ণ এবং বিষ্ণুতে দৃঢ়ভক্তি ও জিতেন্দ্রিয়, তিনি গৃহে বাস করিয়াও বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

আস্ফোটয়ন্তি পিতরঃ প্রনৃত্যন্তি পিতামহাঃ।
বৈষ্ণবোঽস্মৎকুলে জাতঃ স নঃ সন্তারয়িষ্যতি॥

(কৃষ্ণামৃতমহার্ণব ২২৮ শ্লোক)

"আমাদের বংশে বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনি আমাদিগকে উদ্ধার করিবেন" পরলোকে বৈষ্ণবের পিতৃপুরুষ এই বলিয়া আস্ফোটন এবং পিতামহগণ নৃত্য করিতে থাকেন।

হরি-স্মরণ—

কৃতে পাপেঽনুতাপো বৈ যস্য পুংসঃ প্রজায়তে।
প্রায়শ্চিত্তন্তু তস্যোক্তং হরিসংস্মরণং পরম্॥ ব্রহ্মা

(কৃষ্ণামৃতমহার্ণব ৩৬ শোক)

কৃত পাপের অনুতাপ যাহার উপস্থিত হইয়াছে, এই প্রকার পুরুষের সম্যগ্‌রূপে (শ্রবণকীর্ত্তনমুখে) হরির স্মরণ করাই সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত-রূপে বিহিত হইয়াছে।

কৃষ্ণে রতাঃ কৃষ্ণমনুস্মরন্ত তদ্ভাবিতাস্তদ্‌গতমানসাশ্চ।
ভিন্নেঽপি দেহে প্রবিশন্তি কৃষ্ণং হবির্যথা মন্ত্রহুতং হুতাশে।

(কৃষ্ণামৃতমহার্ণব ৪৭ শ্লোক)

মন্ত্রের দ্বারা সংস্কৃত হবিঃ যে-প্রকার হুতাশনে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ যাঁহারা কৃষ্ণানুরক্ত ও অনুক্ষণ কৃষ্ণচিন্তাপরায়ণ এবং তদ্‌ভাবে ভাবিত ও তদ্‌গত-চিত্তে অবস্থান করেন; তাঁহাদের দেহ কৃষ্ণ হইতে ভিন্ন হইলেও তাঁহারা কৃষ্ণে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন।

সা হানিস্তন্মহচ্ছিদ্রং সা চান্ধ-জড়মূকতা ।
যন্মুহূর্ত্তং ক্ষণং বাপি বাসুদেবো ন চিন্ত্যতে ॥

(কৃষ্ণামৃতমহার্ণব ৪৮ শ্লোক)

যে মুহূর্ত্ত অথবা যে ক্ষণে বাসুদেব-চিন্তা না করা হয়, সেই মুহূর্ত্ত ও সেই ক্ষণই অনিষ্টকর এবং সেইটাই মহচ্ছিদ্রস্বরূপ ও তাহাই অন্ধতা, জড়তা এবং মূকতা ।

মুক্তের গতি—

যথাসঙ্কল্প-ভোগাশ্চ চিদানন্দশরীরিণঃ ।
জগৎস্রষ্ট্যাদিবিষয়ে মহাসামর্থ্যমপ্যতে ।
যথেষ্টশক্তিমন্তশ্চ বিনা স্বাভাবিকোত্তমান্ ॥
অনন্যবশগাশ্চৈব বৃদ্ধিহ্রাসবিবর্জ্জিতাঃ ।
দুঃখাদিরহিতা নিত্যং মোদন্তেঽবিরতং সুখম্ ॥

(অণুভাষ্য, ৪র্থ অঃ ৪র্থ পাঃ, ৬-৭ শ্লোক)

শ্রেষ্ঠ মানব ও উত্তম দেবগণ মুক্তদশায় চিদানন্দশরীরযুক্ত হইয়া (জনার্দ্দনের সহিতই) যথাভিলষিত ভোগ-বিশিষ্ট হন; জগৎসৃষ্টি প্রভৃতি ব্যাপারে মহা-সামর্থ্য থাকিলেও তাঁহারা নিজেরাই স্বয়ং যথেষ্ট শক্তিশালীও বটেন; স্বভাবতঃই উত্তম মুক্ত পুরুষগণ ব্যতীত তাঁহারা অন্যান্য নিকৃষ্ট বা কনিষ্ঠ পুরুষগণের বশগামী নহেন এবং আনন্দ-বিষয়ক-হ্রাস-বৃদ্ধি-বিহীন ও প্রাকৃত দুঃখ-সুখ-রহিত হইয়া নিত্যকাল নিরবচ্ছিন্ন সুখ অনুভব করেন ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পরিশিষ্ট

শ্রীমদদ্বাদশ-স্তোত্রম্

প্রথমাধ্যায়ঃ

বন্দে বন্দ্যং সদানন্দং বাসুদেবং নিরঞ্জনম্ ।
ইন্দিরাপতিমাদ্যাদি-বরদেশ-বরপ্রদম্ ॥ ১ ॥
নমামি নিখিলাধীশ-কিরীটাঘৃষ্ট-পীঠবৎ ।
হৃত্তমঃশমনেঽর্কাভং শ্রীপতেঃ পাদপঙ্কজম্ ॥ ২ ॥
জাম্বুনদাম্বরাধারং নিতম্বং চিন্ত্যমীশিতুঃ ।
স্বর্ণমঞ্জরী-সংবীতমারূঢ়ং জগদম্বয়া ॥ ৩ ॥

যিনি ব্রহ্মপ্রমুখ বরদেশ্বরগণের প্রতিও বরপ্রদ এবং নিখিল লোকের বন্দনীয়, সেই কমলাপতি সদানন্দময় পরব্রহ্ম শ্রীবাসুদেবকে বন্দনা করি ॥ ১ ॥

আমি ভক্তগণের হৃদয়-তিমির-বিনাশনে সূর্য্যপ্রতিম শ্রীহরিপাদপদ্ম-যুগলকে প্রণাম করি। নিখিল-লোকপালগণ প্রণামকালে নিজ নিজ কিরীটের অগ্রভাগদ্বারা উক্ত শ্রীপাদপদ্মযুগলের পীঠ বা আসনকে সম্যগ্‌ভাবে ঘর্ষণ করেন ॥ ২ ॥

জগদীশ্বর শ্রীহরির নিতম্বদেশ সৌবর্ণবসনাবৃত, স্বর্ণমঞ্জরী-পরিবেষ্টিত এবং জগজ্জননী লক্ষ্মীদেবী-কর্ত্তৃক আরূঢ়রূপে চিন্তনীয় ॥ ৩ ॥

উদরং চিন্ত্যমীশস্য তনুত্বেঽপ্যখিলম্ভরম্।
বলিত্রয়াঙ্কিতং নিত্যমুপগূঢ়ং শ্রিয়ৈকয়া ॥ ৪ ॥
স্মরণীয়মুরো বিষ্ণোরিন্দিরাবাসমীশিতুঃ।
অনন্তমন্তবদিব ভুজয়োরন্তরং গতম্ ॥ ৫ ॥
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধরাশ্চিন্ত্যা হরের্ভুজাঃ।
পীনবৃত্তা জগদ্রক্ষা-কেবলোদ্যোগিনোঽনিশম্ ॥ ৬ ॥
সন্ততং চিন্তয়েৎ কণ্ঠং ভাস্বৎকৌস্তুভভাসকম্।
বৈকুণ্ঠস্যাখিলা বেদা উদ্গীর্য্যন্তেঽনিশং যতঃ ॥ ৭ ॥
স্মরেচ্চ যামিনীনাথ-সহস্রামিতকান্তিমৎ।
ভবতাপাপনোদীড্যং শ্রীপতের্ম্মুখপঙ্কজম্ ॥ ৮ ॥

তাঁহার উদরভাগ তনু (সূক্ষ্ম), অথচ বিশ্বম্ভর, ত্রিবলিচিহ্নযুক্ত এবং একমাত্র শ্রীদেবীকর্ত্তৃক আলিঙ্গিতরূপে ধ্যেয় ॥ ৪ ॥

শ্রীবিষ্ণুর বক্ষোদেশ ইন্দিরাদেবীর আবাসস্থলীরূপে চিন্তনীয়। উহা স্বরূপতঃ অনন্ত বা অসীম হইলেও ভুজযুগলের মধ্যবর্ত্তী হইয়া সসীমের ন্যায় প্রতীয়মান ॥ ৫ ॥

শ্রীহরির ভুজ-চতুষ্টয় শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-বিভূষিত, পীন (স্থূল) ও সুগোলাকার এবং জগতের রক্ষারূপ একমাত্র কৃত্যে নিরন্তর নিযুক্তরূপে স্মরণীয় ॥ ৬ ॥

শ্রীহরির কণ্ঠদেশ সমুজ্জ্বল কৌস্তুভমণিরও সমুদ্ভাসক এবং উহা হইতে নিরন্তর নিখিল বেদরাশি উচ্চারিত হইতেছে, ইহা সর্ব্বদা চিন্তা করিবে ॥ ৭ ॥

কমলাপতির শ্রীমুখকমল সহস্রচন্দ্রের অতুলকান্তিযুক্ত ও ভবসন্তাপ-বিনাশন এবং নিখিল-লোক-প্রশংসনীয়রূপে ধ্যান করিবে ॥ ৮ ॥

শ্রীমদ্দ্বাদশ-স্তোত্রম্—প্রথমাধ্যায়ঃ

পূর্ণানন্দ-সুখোদ্ভাসি মন্দস্মিতমধীশিতুঃ।
গোবিন্দস্য সদা চিন্ত্যং নিত্যানন্দপদপ্রদম্॥ ৯॥

স্মরামি ভবসন্তাপহানিদামৃতসাগরম্।
পূর্ণানন্দস্য রামস্য সানুরাগাবলোকনম্॥ ১০॥

ধ্যায়েদজস্রমীশস্য পদ্মজাদি-প্রতীক্ষিতম্।
ভ্রূভঙ্গং পারমেষ্ঠ্যাদি-পদদায়ি বিমুক্তিদম্॥ ১১॥

সন্ততং চিন্তয়েঽনন্তমন্তকালে বিশেষতঃ।
নৈবোদাপুর্গৃণন্তোঽন্তং যদ্গুণানামজাদয়ঃ॥ ১২॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ

ভগবান্ শ্রীগোবিন্দের মন্দহাস্য অদ্বিতীয় পূর্ণসুখের উদ্ভাসক এবং নিত্যানন্দ-ধামপ্রদ, ইহা সর্ব্বদা চিন্তা করিবে॥ ৯॥

পূর্ণানন্দ-স্বরূপ জগদভিরাম শ্রীহরির অনুরাগময় অবলোকনভঙ্গী আমি স্মরণ করিতেছি। উহা ভবসন্তাপনাশন অমৃতসিন্ধুস্বরূপ॥ ১০॥

শ্রীহরির ভ্রূভঙ্গ পারমেষ্ঠ্যাদি ভোগ ও মোক্ষ উভয়ই প্রদান করে বলিয়া ব্রহ্মাদি লোকপালগণও তাহার প্রতীক্ষা করেন। ঈদৃশ ভ্রূভঙ্গ নিরন্তর ধ্যান করিবে॥ ১১॥

ব্রহ্মাদি দেবগণও যাঁহার গুণরাশি কীর্ত্তন করিয়া শেষ করিতে পারেন নাই, আমি সেই অনন্তকে নিরন্তর, বিশেষতঃ অন্তকালে চিন্তা করি॥ ১২॥

অথ দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

সুজনোদধি-সংবৃদ্ধিপূর্ণচন্দ্রো গুণার্ণবঃ।
অমন্দানন্দসান্দ্রো নঃ প্রীয়তামিন্দিরাপতিঃ ॥ ১ ॥
রমাচকোরীবিধবে দুষ্ট-দর্পোদবহ্নয়ে।
সৎপান্থজন-গেহায় নমো নারায়ণায় তে ॥ ২ ॥
চিদচিদ্ভেদমখিলং বিধায়াধায় ভুঞ্জতে।
অব্যাকৃত-গৃহস্থায় রমাপ্রণয়িনে নমঃ ॥ ৩ ॥
অমন্দগুণসারোঽপি মন্দহাসেন বীক্ষিতঃ।
নিত্যমিন্দিরয়ানন্দসান্দ্রো যো নৌমি তং হরিম্ ॥ ৪ ॥
বশী বশে ন কস্যাপি যোঽজিতো বিজিতাখিলঃ।
সর্ব্বকর্ত্তা ন ক্রিয়তে তং নমামি রমাপতিম্ ॥ ৫ ॥

।মান্ কমলাপতি আমাদের প্রতি প্রীত হউন। তিনি সজ্জন-সমুদ্রের সম্বর্দ্ধনে পূর্ণচন্দ্র, পরমানন্দ-ঘন এবং নিখিল-সদ্গুণসিন্ধু ॥ ১ ॥

হে দেব! নারায়ণরূপী আপনাকে নমস্কার। আপনি কমলারূপিণী চকোরীর পূর্ণচন্দ্র, দুষ্টদর্পবিনাশনে বাড়বানল এবং সজ্জনরূপ পথিকগণের বিশ্রামনিলয় ॥ ২ ॥

যিনি চিদচিদ্রূপী নিখিল ভেদের সৃষ্টি করিয়া তাহা ভোগ করিতেছেন, সেই কমলা প্রণয়ী অব্যক্ত গৃহস্থকে নমস্কার ॥ ৩ ॥

যিনি পরমোত্তমগুণোৎকর্ষসমন্বিত ও আনন্দঘন এবং ইন্দিরাদেবী মন্দহাস্যসহকারে নিরন্তর যাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন, সেই শ্রীহরিকে স্তুতি করি ॥ ৪ ॥

যিনি সর্ব্বজগতের বশীকর্ত্তা, সর্ব্বলোকবিজেতা, সর্ব্বকর্ত্তা, স্বয়ং কাহারও দ্বারা বশীভূত, বিজিত বা কৃত নহেন, সেই রমাকান্তকে প্রণাম করি ॥ ৫ ॥

অগুণায় গুণোদ্রেক-স্বরূপায়াদিকারিণে।
বিদারিতারিসঙ্ঘায় বাসুদেবায় তে নমঃ ॥ ৬ ॥
আদিদেবায় দেবানাং পতয়ে সাদিতারয়ে।
অনাদ্যজ্ঞানপারায় নমো বরবরায় তে ॥ ৭ ॥
অজায় জনয়িত্রেঽস্য বিজিতাখিল-দানব।
অজাদিপূজ্যপাদায় নমস্তে গরুড়ধ্বজ ॥ ৮ ॥
ইন্দিরামন্দসান্দ্রাগ্র্যকটাক্ষপ্রেক্ষিতাত্মনে।
অস্মদিষ্টৈক-কার্য্যায় পূর্ণায় হরয়ে নমঃ ॥ ৯ ॥

ইতি দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ

হে প্রভো! বাসুদেবরূপী আপনাকে নমস্কার। আপনি স্বয়ং প্রাকৃতগুণসম্পর্কশূন্য হইলেও আপনার ঈক্ষণহেতুই প্রাকৃত গুণসমূহের বিক্ষোভ অর্থাৎ জগৎসৃষ্টির উদ্দেশে প্রবৃত্তি ঘটিতেছে। আর, আপনি দৈত্যপ্রমুখ রিপুগণের বিদারণ করিয়াছেন ॥ ৬ ॥

দেবগণেরও অধিপতি, আদিদেব, অনাদিঅজ্ঞান বা অবিদ্যার পরপারে অবস্থিত, শত্রুকুলনিসূদন এবং পরমোত্তম আপনাকে নমস্কার ॥ ৭ ॥

হে অখিল-দানববিজয়িন্! গরুড়ধ্বজ! আপনি স্বয়ং অজ, অথচ এই বিশ্বের জনক এবং ব্রহ্মাদিদেবগণের পূজ্যপাদ। আপনাকে নমস্কার ॥ ৮ ॥

যাঁহার শ্রীবিগ্রহ ইন্দিরাদেবী মনোহর পরমোত্তম নিবিড় কটাক্ষদ্বারা সর্ব্বদা নিরীক্ষণ করিতেছেন এবং যাঁহার চরিত আমাদের অভীষ্ট ও অতুলনীয়, সেই পরিপূর্ণস্বরূপ শ্রীহরিকে নমস্কার ॥ ৯ ॥

অথ তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

কুরু ভুংক্ষ্ব চ কর্ম্ম নিজং নিয়তং হরিপাদবিনম্রধিয়া সততম্।
হরিরেব পরো হরিরেব গুরুর্হরিরেব জগৎপিতৃমাতৃগতিঃ ॥ ১ ॥
ন ততোঽস্ত্যপরং জগতীড্যতমং পরমাৎ পরতঃ পুরুষোত্তমতঃ।
তদলং বহুলোক-বিচিন্তনয়া প্রবণং কুরু মানসমীশপদে ॥ ২ ॥
যততোঽপি হরেঃ পদসংস্মরণে সকলং হ্যঘমাশু লয়ং ব্রজতি।
স্মরতস্তু বিমুক্তিপদং পরমং স্ফুটমেষ্যতি তৎ কিমপাক্রিয়তে ॥ ৩ ॥
শৃণুতামলসত্যবচঃ পরমং শপথেরিতমুচ্ছ্রিত-বাহুযুগম্।
ন হরেঃ পরমো ন হরেঃ সদৃশঃ পরমঃ স তু সর্ব্বচিদাত্মগণাৎ ॥ ৪ ॥

হে জীব! শ্রীহরি-পাদপদ্মে প্রণত-চিত্ত হইয়া সর্ব্বদা স্বীয় নিয়ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং তদুচিত ফল ভোগ কর। শ্রীহরিই পরম পুরুষ, শ্রীহরিই গুরু এবং শ্রীহরিই জগতের পিতা, মাতা ও একমাত্র গতি ॥ ১ ॥

পরাৎপর পুরুষোত্তম শ্রীহরি অপেক্ষা পরমস্তুত্য আর কেহ নাই। অতএব বহু পুরুষের ধ্যানে প্রয়োজন নাই, পরন্তু ঈশ শ্রীহরির পদেই চিত্ত আসক্ত কর ॥ ২ ॥

শ্রীহরির পাদপদ্মস্মরণে যত্ন করিলেও সকল পাপ সত্বর নষ্ট হয়, আর স্মরণ করিলে পরম মুক্তিপদ নিশ্চিতরূপে লব্ধ হইয়া থাকে; অতএব কি জন্য তাহা পরিহার করিবে? ৩ ॥

আমি বাহুযুগল উন্নত করিয়া শপথ-সহকারে এই পরম বিশুদ্ধ সত্যবাক্য উচ্চারণ করিতেছি, শ্রবণ কর যে—শ্রীহরি অপেক্ষা উত্তম বা তাঁহার সমান অপর কেহ নাই; পরন্তু তিনি নিখিল জীবগণ হইতে উত্তম ॥ ৪ ॥

যদিনাম পরো ন ভবেৎ স হরিঃ কথমস্য বশে জগদেতদভূৎ।
যদিনাম ন তস্য বশে সকলং কথমেব তু নিত্যসুখং ন ভবেৎ ॥ ৫ ॥
ন চ কর্ম্ম বিমা-মল-কালগুণ-প্রভৃতীশমচিত্তনু তদ্ধি যতঃ।
চিদচিত্তনু সর্ব্বমসৌ তু হরি র্যময়েদিতি বৈদিকমস্তি বচঃ ॥ ৬ ॥
ব্যবহারভিদাপি গুরোর্জ্জগতাং ন তু চিত্তগতা স হি চোদ্যপরম্।
বহবঃ পুরুষাঃ পুরুষপ্রবরো হরিরিত্যবদৎ স্বয়মেব হরিঃ ॥ ৭ ॥
চতুরানন-পূর্ব্ববিমুক্তগণা হরিমেত্য তু পূর্ব্ববদেব সদা।
নিয়তোচ্চ-বিনীচতয়ৈব নিজাং স্থিতিমাপুরিতি স্ম পরং বচনম্ ॥ ৮ ॥

যদি সেই শ্রীহরি সর্ব্বোত্তম না হন, তাহা হইলে এই জগৎ কিরূপে তাঁহার অধীন হইল? আর যদি এই জগৎ তাঁহার বশীভূত না হয়, তাহা হইলে (স্বতন্ত্রতাবশতঃ) নিত্য সুখী হয় না কেন? ৫ ॥

কর্ম্ম, অবিদ্যা, রাগাদি দোষসমূহ, কাল বা সত্ত্বাদিগুণসমূহ—ইহারা কেহই জগতের নিয়ন্তা নহে; যেহেতু ইহারা জড় পদার্থ। অতএব শ্রীহরিই চিৎ ও অচিৎ সর্ব্বপদার্থের নিয়ন্তা, ইহাই বেদের বচন ॥ ৬ ॥

জগৎ বা জীবের সহিত ঈশ্বরের ভেদ ব্যবহারিক মাত্র, ইহা জগদ্-গুরু শ্রীব্যাসদেবের চিত্তের অভিপ্রায় নহে। পরন্তু শ্রুতিতে কোনস্থলে অভেদ-প্রায় যে উক্তি রহিয়াছে, তাহা আক্ষেপ মাত্র (পরন্তু সমাধান নহে)। বস্তুতঃ স্বয়ং শ্রীহরি (বেদব্যাস)ই বলিয়াছেন—জীব অনেক এবং শ্রীহরি পরম পুরুষ ॥ ৭ ॥

চতুর্ম্মুখ প্রমুখ মুক্তপুরুষগণ শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হইয়াও সর্ব্বদা পূর্ব্বের ন্যায় উচ্চ নীচ বিভাগানুযায়ী নিজ নিজ স্থিতিই লাভ করিয়াছেন; ইহাই শাস্ত্রের পরম বাক্য ॥ ৮ ॥

আনন্দতীর্থ-সন্নাম্না পূর্ণপ্রজ্ঞাভিধাযুজা।
কৃতং হর্য্যষ্টকং ভক্ত্যা পঠতঃ প্রীয়তে হরিঃ ॥ ৯ ॥

ইতি তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ

যিনি 'পূর্ণপ্রজ্ঞ'রূপে অভিহিত শ্রীআনন্দতীর্থ-মুনি-বিরচিত শ্রীহরির এই অষ্টক ভক্তি-সহকারে পাঠ করেন, শ্রীহরি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হন ॥ ৯ ॥

অথ চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

নিজপূর্ণসুখামিত-বোধতনুঃ পরশক্তিরনন্তগুণঃ পরমঃ।
অজরামরণঃ সকলার্ত্তিহরঃ কমলাপতিরীড্যতমোঽবতু নঃ ॥ ১ ॥
যদসুপ্তিগতোঽপি হরিঃ সুখবান্ সুখরূপিণমাহুরতো নিগমাঃ।
স্বমতিপ্রভবং জগদস্য যতঃ পরবোধতনুঞ্চ ততঃ স্বপতিম্ ॥ ২ ॥
বহুচিত্রজগদ্বহুধা-করণাৎ পরশক্তিরনন্তগুণঃ পরমঃ।
সুখরূপমমুষ্য পদং পরমং স্মরতস্তু ভবিষ্যতি তৎ সততম্ ॥ ৩ ॥
স্মরণেঽপি পরেশিতুরস্য বিভোর্মলিনানি মনাংসি কুতঃ করণম্।
বিমলং হি পদং পরমং স্মর তং তরুণার্ক-সবর্ণমজস্য হরেঃ ॥ ৪ ॥

পরমপুরুষ কমলাপতি পরিপূর্ণজ্ঞানানন্দবিগ্রহ, পরশক্তিবিশিষ্ট, অনন্তগুণ, অজরামর, সকলদুঃখহর এবং বন্দ্যপ্রবর। তিনি আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ১ ॥

যেহেতু শ্রীহরি নিরন্তর বিনিদ্র হইয়াও সুখশালী, অতএব বেদসমূহ তাঁহাকে সুখস্বরূপ বলেন এবং যেহেতু এই জগৎ শ্রীহরির বুদ্ধিপ্রসূত, অতএব শ্রুতিগণ নিজপতি শ্রীহরিকে পরমজ্ঞানমূর্ত্তিরূপে বর্ণন করেন ॥ ২ ॥

বিবিধবৈচিত্র্যশালী এই জগতের নানাভাবে রচনানিবন্ধন পরমপুরুষ শ্রীহরি অনন্তগুণ ও পরমশক্তিসম্পন্ন। আর তাঁহার ধাম পরম সুখ-স্বরূপ। যিনি সর্ব্বদা তাহা স্মরণ করেন, তাঁহার উক্ত ধামপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে ॥ ৩ ॥

পরমেশ্বর বিভু শ্রীহরির স্মরণবিষয়ে মলিন চিত্তসমূহ করণ অর্থাৎ সাধনোপকরণ হইতে পারে না। অজ শ্রীহরির পরমপদ বিশুদ্ধ ও তরুণার্কসমদ্যুতিরূপেই স্মরণ করিবে ॥ ৪ ॥

বিমলৈঃ শ্রুতিশান-নিশাততমৈঃ সুমনোঽসিভিরাশু নিহত্য দৃঢ়ম্।
বলিনং নিজবৈরিণমাত্মতমোভিদমীশমনন্তমুপাস্ব হরিম্॥ ৫ ॥
স হি বিশ্বসৃজো বিভুশম্ভুপুরন্দর-সূর্য্যমুখানপরানপরান্।
সৃজতীড্যতমোঽবতি হন্তি নিজং পদমাপয়তি প্রণতান্ সুধিয়া ॥ ৬ ॥
পরমোঽপি রমেশিতুরস্য সমো ন হি কশ্চিদভূন্ন ভবিষ্যতি চ।
ক্বচিদদ্যতনোঽপি ন পূর্ণ-সদা-গণিতেড্য-গুণানুভবৈকতনোঃ ॥ ৭ ॥
ইতি দেববরস্য হরেঃ স্তবনং কৃতবান্ মুনিরুত্ত সমাদরতঃ।
সুখতীর্থ-পদাভিহিতঃ পঠত-স্তদিদং ভবতি ধ্রুবমুচ্চসুখম্ ॥ ৮ ॥

ইতি চতুর্থাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ

শ্রুতি অর্থাৎ শাস্ত্রশ্রবণরূপ শান-প্রয়োগে সুতীক্ষ্ণীকৃত ও নির্ম্মলতাপ্রাপ্ত উত্তম চিত্তরূপ অসিসমূহদ্বারা সত্বর দৃঢ়রূপে নিজ প্রবল শত্রুকে (রাগ-দ্বেষাদি) সংহার করিয়া আত্মতমোবিনাশক অনন্তস্বরূপ ঈশ্বর শ্রীহরির উপাসনা কর ॥ ৫ ॥

তিনি বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা, শঙ্কর, ইন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি তদধীন অপর দেবগণকে সৃষ্টি, পালন ও সংহার করেন এবং তাঁহারা উত্তমবুদ্ধিযোগে প্রণত হইলে বন্দ্যপ্রবর শ্রীহরি নিজপদ প্রদান করেন ॥ ৬ ॥

এই রমাপতির সম বা তদপেক্ষা উত্তম কেহ হন নাই এবং হইবেন না। আর বর্ত্তমানকালেও পরিপূর্ণানন্তগুণশালী ও জ্ঞানময়বিগ্রহ শ্রীহরির সমান বা তদধিক কেহ নাই ॥ ৭ ॥

শ্রীমদানন্দতীর্থসংজ্ঞক মুনি এইরূপ সমাদরসহকারে পরমদেব শ্রীহরির স্তব রচনা করিয়াছেন। যিনি ইহা পাঠ করেন, তাঁহার নিশ্চিতরূপে পরম সুখলাভ হয় ॥ ৮ ॥

অথ পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

বাসুদেবাপরিমেয়-সুধামন্ শুদ্ধ সদোদিত সুন্দরীকান্ত।
ধরাধরধারণ বেধুর ধর্ত্তঃ সৌধৃতি-দীধিতি-বেধৃবিধাতঃ ॥ ১ ॥
অধিক বন্ধং রন্ধয় বোধাচ্ছিন্ধি পিধানং বন্ধুরমদ্ধা।
কেশব কেশব শাসক বন্দে পাশধরার্চ্চিত শূরবরেশ ॥ ২ ॥
নারায়ণামলকারণ বন্দে কারণ-কারণ পূর্ণ বরেণ্য।
মাধব মাধব সাধক বন্দে বাধক বোধক শুদ্ধসমাধে ॥ ৩ ॥
গোবিন্দ গোবিন্দ পুরন্দর বন্দে স্কন্দ-সুনন্দন-বন্দিতপাদ।
বিষ্ণো সৃজিষ্ণো গ্রসিষ্ণো বিবন্দে কৃষ্ণ সদুষ্ণ-বধিষ্ণো সুধৃষ্ণো ॥ ৪ ॥

হে বাসুদেব! হে অপরিমেয়দিব্যপ্রভাব! হে বিশুদ্ধস্বরূপ! হে নিত্যপ্রকাশ! হে সুন্দরীকান্ত! হে গিরিধর! হে অসুরবিদারক! হে জগদ্ধারণ! হে পরমসন্তোষপর ব্রহ্মার মূলপুরুষ ॥ ১ ॥

হে কেশব! কেশব! শাসক! বরুণ-পূজিত! শূরবরেশ্বর! আপনাকে বন্দনা করি। আপনি জ্ঞানপ্রদানদ্বারা আমাদের প্রবল সংসার-বন্ধন নাশ করুন এবং বিচিত্র মায়িক আবরণ ছেদন করুন ॥ ২ ॥

হে নারায়ণ! হে বিশুদ্ধ কারণ! হে কারণ-কারণ! হে পূর্ণ! হে বরেণ্য! আপনাকে বন্দনা করি। হে মাধব! মাধব! হে সাধক! হে জগৎপ্রলয়ঙ্কর! হে জ্ঞানপ্রদ! হে শুদ্ধধ্যানশীল! আপনাকে বন্দনা করি ॥ ৩ ॥

হে গোবিন্দ! গোবিন্দ! হে পুরন্দর! হে স্কন্দ-সুনন্দন-বন্দিত-চরণ! হে বিষ্ণো! হে সৃষ্টিশীল! হে প্রলয়শীল! হে কৃষ্ণ! হে সজ্জনপীড়ক-বিঘাতক! হে উত্তমধৃতিশীল! আপনাকে বন্দনা করি ॥ ৪ ॥

মধুসূদন দানবসাদন বন্দে দৈবতমোদিত বেদিত-পাদ।
ত্রিবিক্রম নিষ্ক্রম বিক্রম বন্দে সুক্রম সংক্রম হুংকৃতবক্ত্র ॥ ৫ ॥
বামন বামন ভামন বন্দে সামন সীমন শামন সানো।
শ্রীধর শ্রীধর শন্ধর বন্দে ভূধর বার্দ্ধর কন্ধর-ধারিন্ ॥ ৬ ॥
হৃষীকেশ সুকেশ পরেশ বিবন্দে শরণেশ কলেশ বলেশ সুখেশ।
পদ্মনাভ শুভোদ্ভব বন্দে সম্ভৃতলোক-ভরাভর ভূরে ॥ ৭ ॥

হে মধুসূদন! হে দৈত্যবিনাশন! হে দেবগণানন্দিত! হে স্বপদ-জ্ঞাপক! আপনাকে বন্দনা করি। হে ত্রিবিক্রম! হে নিষ্ক্রমণশীল! হে বিক্রমশীল! হে উত্তমক্রমশীল! হে সংক্রমণশীল! হে হুংকৃতবদন! আপনাকে বন্দনা করি ॥ ৫ ॥

হে বামন! (সজ্জনগণের শুভ ও অসজ্জনগণের অশুভপ্রদ!) হে বামনদেব! হে ভামন! (জ্ঞানাদিপ্রকাশ-প্রাপক!) হে সামন! (সাম্যভাবপ্রাপক!) হে সীমন! (মর্য্যাদারক্ষক!) হে শামন! (শমভাবপ্রাপক!) হে সানো! (সর্ব্বাধার!) আপনাকে বন্দনা করি। হে শ্রীধর! হে মঙ্গলাধার! হে ভূমিধর! হে জলধর! হে মুক্তগণের আশ্রয়! আপনাকে বন্দনা করি ॥ ৬ ॥

হে হৃষীকেশ! হে সুকেশ! হে পরেশ! হে ব্রহ্মাদি শরণ্য-দেবগণের অধীশ্বর! হে চতুঃষষ্টিকলাধিপতে! হে বলাধিপতে! হে উত্তমসুখপ্রদ! আপনাকে বন্দনা করি। হে পদ্মনাভ! হে কল্যাণাকর! হে লোকভারধারক! হে সর্ব্বধারক! হে বহুরূপ! আপনাকে বন্দনা করি ॥ ৭ ॥

দামোদর দূরতরান্তর বন্দে দারিতপারগ-পার পরস্মাৎ ॥ ৮ ॥
আনন্দতীর্থমুনীন্দ্রকৃতা হরিগীতিরিয়ং পরমাদরতঃ।
পরলোক-বিলোকন-সূর্য্যনিভা হরিভক্তি-বিবর্দ্ধন-শৌণ্ডতমা ॥ ৯ ॥

ইতি পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ

হে দামোদর! হে অসজ্জনদুর্লভ! হে ভবার্ণবপারগামি-মুক্তগণের আশ্রয়! আপনাকে বন্দনা করি ॥ ৮ ॥

আনন্দতীর্থমুনি-বিরচিতা শ্রীহরির এই স্তুতি পরম আদরে পঠিতা হইলে ইহা বৈকুণ্ঠ-লোক-প্রদর্শনে সূর্য্যসদৃশ এবং হরিভক্তিবর্দ্ধনে সুনিপুণ ॥ ৯ ॥

অথ ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

মৎস্যকরূপ লয়োদবিহারিন্ বেদবিনেতৃ-চতুর্মুখবন্দ্য
কূর্ম্মস্বরূপক মন্দরধারিন্ লোকবিধারক দেববরেণ্য ॥ ১ ॥
সূকররূপক দানবশত্রো ভূমি-বিধারক যজ্ঞ বরাঙ্গ।
দেবনৃসিংহ হিরণ্যকশত্রো সর্ব্বভয়ান্তক দৈবতবন্ধো ॥ ২ ॥
বামন বামন মানববেষ দৈত্যবরান্তক কারণরূপ।
রাম ভৃগূদ্বহ সূর্জ্জিতদীপ্তে ক্ষত্রকুলান্তক শম্ভুবরেণ্য ॥ ৩ ॥
রাঘব রাঘব রাক্ষসশত্রো মারুতিবল্লভ জানকীকান্ত।
দেবকিনন্দন সুন্দররূপ রুক্মিণীবল্লভ পাণ্ডববন্ধো ॥ ৪ ॥
দেবকিনন্দন নন্দকুমার বৃন্দাবনাঞ্চন গোকুলচন্দ্র।
কন্দফলাশন সুন্দররূপ নন্দিতগোকুল বন্দিতপাদ ॥ ৫ ॥

হে বেদোপদেশক, চতুর্ম্মুখবন্দ্য, প্রলয়সলিলবিহারিন্! মৎস্য দেব! হে মন্দরধারিন্! লোকধারক। দেববরেণ্য! কূর্ম্মদেব ॥ ১ ॥

হে ভূমি-উদ্ধারক! দানবরিপো! যজ্ঞমূর্ত্তে! বরাহদেব! হে হিরণ্য-কশিপুবিনাশন! দেবগণবন্ধো। সর্ব্বভয়ান্তক! নৃসিংহদেব ॥ ২ ॥

হে দৈত্যবররিপো! কারণরূপিন্! ব্রহ্মচারিবেশ! বামনদেব! হে শম্ভুবরেণ্য! প্রবলপ্রতাপ! ক্ষত্রকুলান্তক ভৃগুবংশধর! পরশুরাম ॥ ৩ ॥

হে মারুতিপ্রাণবল্লভ! রক্ষঃকুলরিপো! জানকীকান্ত! রাঘবদেব! হে পাণ্ডববান্ধব, রুক্মিণীবল্লভ, সুন্দরমূর্ত্তে! দেবকিনন্দন ॥ ৪ ॥

হে বৃন্দাবনবিহারিন্! গোকুলানন্দন! পূজিতচরণ! কন্দফল-ভোজিন্! সুন্দরমূর্ত্তে! গোকুলচন্দ্র! নন্দকুমার! দেবকিনন্দন ॥ ৫ ॥

ইন্দ্রসুতাবক নন্দকহস্ত চন্দনচর্চ্চিত সুন্দরীনাথ।
ইন্দীবরোদর-দল-নয়ন মন্দরধারিন্ গোবিন্দ বন্দে ॥ ৬ ॥
চন্দ্রশতানন কুন্দসুহাস নন্দিতদৈবতানন্দ সুপূর্ণ।
দৈত্যবিমোহক নিত্যসুখাদে দেবসুবোধক বুদ্ধস্বরূপ ॥ ৭ ॥
দুষ্টকুলান্তক কল্কিস্বরূপ ধর্ম্মবিবর্দ্ধন-মূল যুগাদে।
নারায়ণামল কারণমূর্ত্তে পূর্ণগুণার্ণব নিত্যবিবোধ ॥ ৮ ॥
সুখতীর্থ-মুনীন্দ্রকৃতা হরিগাথা পাপহরা শুভ-নিত্যসুখার্থা ॥ ৯ ॥

ইতি ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ

হে ইন্দ্রসুতপালক (অর্জ্জুনের রক্ষক), নন্দকহস্ত, চন্দনচর্চ্চিত, সুন্দরীগণনাথ, কমলদলবিলোচন, মন্দরধারিন্! গোবিন্দ! (আপনাকে) বন্দনা করি ॥ ৬ ॥

হে চন্দ্র-শত-সুবদন! কুন্দ-সুহাস! দেবগণানন্দন! আনন্দপরিপূর্ণ! দৈত্যবিমোহন! নিত্যসুখাদিসম্পন্ন! দেবগণজ্ঞানপ্রদ! বুদ্ধদেব ॥ ৭ ॥

হে দুষ্টকুলবিনাশন, ধর্ম্মবর্দ্ধন, সত্যযুগপ্রবর্ত্তক, কল্কিদেব! হে নিত্যজ্ঞান, পূর্ণগুণসিন্ধো! কারণরূপ! বিশুদ্ধস্বরূপ! নারায়ণ ॥ ৮ ॥

শ্রীমদানন্দতীর্থমুনিবিরচিত এই শ্রীহরিস্তোত্র পাপনাশন-ও নিত্যশুভ-সুখজনক ॥ ৯ ॥

অথ সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

বিশ্বস্থিতি-প্রলয়-সর্গ-মহাবিভূতিবৃত্তি-প্রকাশনিয়মাবৃতি-বন্ধ-মোক্ষাঃ।
যস্যা অপাঙ্গলবমাত্রত ঊর্জ্জিতা সা শ্রীর্যৎকটাক্ষ-বলবত্যজিতং
নমামি ॥ ১ ॥

ব্রহ্মেশ-শক্র-রবি-ধর্ম্ম-শশাঙ্কপূর্ব্ব-গীর্ব্বাণ-সন্ততিরিয়ং যদপাঙ্গলেশম্।
আশ্রিত্য বিশ্ববিজয়ং বিসৃজত্যচিন্ত্যা শ্রীর্যৎকটাক্ষবলবত্যজিতং
নমামি ॥ ২ ॥

ধর্ম্মার্থকাম-সুমতিপ্রচয়াদ্যশেষ-সন্মঙ্গলং বিদধতে যদপাঙ্গলেশম্।
আশ্রিত্য তৎপ্রণত-সৎপ্রণতা অপীড্যা শ্রীর্যৎকটাক্ষ-বলবত্যজিতং
নমামি ॥ ৩ ॥

যাঁহার অপাঙ্গভঙ্গীহেতু এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, মহা-বিভূতি, বৃত্তিসমূহের প্রকাশ, নিয়মন ও আবরণ এবং বন্ধ-মোক্ষ সাধিত হয়, সেই প্রবলা শ্রীদেবী যাঁহার কটাক্ষপাতে বলবতী, সেই অজিতকে নমস্কার ॥ ১ ॥

ব্রহ্মা, শম্ভু, ইন্দ্র, সূর্য্য, যম, চন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ যাঁহার অপাঙ্গ-দৃষ্টির লেশমাত্র আশ্রয় করিয়া এই বিশ্বে উৎকৃষ্টরূপে বিরাজমান, সেই অচিন্ত্যস্বরূপা শ্রীদেবী যাঁহার কটাক্ষপাতে বলবতী, সেই অজিতকে নমস্কার ॥ ২ ॥

যাঁহার অপাঙ্গভঙ্গী আশ্রয়পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি প্রণত এবং সজ্জনগণ-কর্ত্তৃক সম্মানিত পুরুষগণ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও উত্তম জ্ঞানরূপ অশেষ পরম-মঙ্গল বিধান করেন, সেই শ্রীদেবী যাঁহার কটাক্ষপাতে বলবতী, সেই অজিতকে নমস্কার ॥ ৩ ॥

ষড়্বর্গনিগ্রহ-নিরস্ত-সমস্তদোষা ধ্যায়ন্তি বিষ্ণুমৃষয়ো যদপাঙ্গলেশম্।
আশ্রিত্য যানপি সমেত্য ন যাতি দুঃখং শ্রীর্যৎকটাক্ষ-বলবত্যজিতং
নমামি ॥ ৪ ॥

শেষাহিবৈরি-শিব-শক্র-মনুপ্রধান-চিত্রোরু-কর্ম্মরচনং যদপাঙ্গলেশম্।
আশ্রিত্য বিশ্বমখিলং বিদধাতি ধাতা শ্রীর্যৎকটাক্ষ-বলবত্যজিতং
নমামি ॥ ৫

শক্রোগ্রদীধিতি-হিমাকর-সূর্য্যসূনু-পূর্ব্বং নিহত্য নিখিলং যদপাঙ্গলেশম্
আশ্রিত্য নৃত্যতি শিবঃ প্রকটোরুশক্তিঃ শ্রীর্যৎকটাক্ষ-বলবত্যজিতং
নমামি ॥ ৬ ॥

কামাদি ষড়্বর্গ-বিজয়হেতু যাঁহাদের সমস্ত দোষ নিরস্ত হইয়াছে এবং যাঁহাদের সঙ্গবশতঃ অপর লোকও দুঃখভাগী হয় না, তাদৃশ ঋষিগণ যাঁহার অপাঙ্গভঙ্গী আশ্রয় পূর্ব্বক শ্রীবিষ্ণুর ধ্যানে নিরত, সেই শ্রীদেবী যাঁহার কটাক্ষপাতে বলবতী, সেই অজিতকে নমস্কার ॥ ৪ ॥

যে শ্রীদেবীর অপাঙ্গভঙ্গী শেষ, গরুড়, শিব, ইন্দ্র ও মনুপ্রমুখ পুরুষগণের বিচিত্র মহৎকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রেরণা দান করে এবং যে অপাঙ্গভঙ্গী আশ্রয়পূর্ব্বক ব্রহ্মা নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করেন, সেই শ্রীদেবী যাঁহার কটাক্ষপাতে বলবতী, সেই অজিতকে নমস্কার ॥ ৫ ॥

যাঁহার অপাঙ্গভঙ্গী আশ্রয়পূর্ব্বক প্রকট-মহাশক্তিশালী শিব, ইন্দ্র, সূর্য্য, চন্দ্র ও শনিপ্রমুখ নিখিল বিশ্বের সংহার করিয়া তাণ্ডবরত, সেই শ্রী যাঁহার কটাক্ষপাতে বলবতী, সেই অজিতকে নমস্কার ॥ ৬ ॥

তৎপাদপঙ্কজ-মহাসনতামবাপ শর্ব্বাদি-বন্দ্যচরণো যদপাঙ্গলেশম্।
আশ্রিত্য নাগপতিরন্যসুরৈর্দুরাপাং শ্রীর্যৎকটাক্ষ-বলবত্যজিতং নমামি ॥ ৭ ॥

নাগারিরুগ্র-বলপৌরুষ আপ বিষ্ণোর্ব্বাহত্বমুত্তমজবো যদপাঙ্গলেশম্।
আশ্রিত্য শক্রমুখদেবগণৈরচিন্ত্যং শ্রীর্যৎকটাক্ষ-বলবত্যজিতং নমামি ॥ ৮ ॥

আনন্দতীর্থমুনি-সন্মুখ-পঙ্কজোত্থং সাক্ষাদ্রমাহরিমনঃপ্রিয়মুত্তমার্থম্।
ভক্ত্যা পঠত্যজিতমাত্মনি সন্নিধায় যঃ স্তোত্রমেতদভিযাতি তয়োরভীষ্টম্ ॥ ৯ ॥

ইতি সপ্তমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ

শম্ভুপ্রমুখ দেবগণেরও পূজ্যপাদ নাগরাজ যাঁহার অপাঙ্গভঙ্গী আশ্রয়পূর্ব্বক অপর দেবগণের দুর্ল্লভ, শ্রীহরিপাদপদ্মযুগলের উত্তম আসন-স্বরূপ হইয়াছেন, সেই শ্রীদেবী যাঁহার কটাক্ষপাতে বলবতী, সেই অজিতকে নমস্কার ॥ ৭ ॥

প্রবল-পৌরুষশালী মহাবেগবান্ শ্রীগরুড় যাঁহার অপাঙ্গভঙ্গী আশ্রয়পূর্ব্বক বিষ্ণুর বাহনত্ব লাভ করিয়াছেন, সেই শ্রীদেবী যাঁহার কটাক্ষপাতে বলবতী, সেই অজিতকে নমস্কার ॥ ৮ ॥

যিনি হৃদয়ে অজিত শ্রীহরির ধ্যানপূর্ব্বক আনন্দতীর্থ মুনিবরের শ্রীমুখবিনির্গত এবং শ্রীদেবী ও শ্রীহরির প্রীতিপ্রদ এই উত্তম-অর্থবিশিষ্ট স্তব পাঠ করেন, তিনি নিজ অভীষ্ট লাভ করেন ॥ ৯ ॥

অথ অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

নন্দিতাশেষ-বন্দ্যোরু-বৃন্দারকং চন্দনাচর্চ্চিতোদার-পীনাংসকম্।
ইন্দিরাচঞ্চলাপাঙ্গ-নীরাজিতং মন্দরোদ্ধারি-বৃত্তোদ্ভুজাভোগিনম্॥ ১॥
সৃষ্টি-সংহার-লীলাবিলাসাততং পুষ্টষাড়্গুণ্য-সদ্বিগ্রহোল্লাসিনম্।
দুষ্টনিঃশেষ-সংহার-কর্ম্মোদ্যতং হৃষ্টপুষ্টানুশিষ্ট-প্রজাসংশ্রয়ম্॥ ২॥
উন্নতপ্রার্থিতাশেষসংসাধকং সন্নতালৌকিকানন্দদ-শ্রীপদম্।
ভিন্ন-কর্ম্মাশয়-প্রাণিসংপ্রেরকং তন্নকিন্নেতি বিদ্বৎসুমীমাংসিতম্॥ ৩॥
বিপ্রমুখ্যৈঃ সদা বেদবাদোন্মুখৈঃ সুপ্রতাপৈঃ ক্ষিতীন্দ্রেশ্বরৈশ্চার্চ্চিতম্।
অপ্রতর্ক্যোরু-সম্বিদ্গুণং নির্ম্মলং সুপ্রকাশাজরানন্দ-রূপং পরম্॥৪॥

যিনি সর্ব্বলোকমান্য উত্তম দেবগণকেও আনন্দ প্রদান করেন, যাঁহার প্রশস্ত ও স্থূল বাহুমূলদ্বয় চন্দন-চর্চ্চিত, যিনি ইন্দিরাদেবীর চঞ্চল-কটাক্ষ-দ্বারা নীরাজিত এবং যাঁহার সুগোল, পরিপুষ্ট ও উর্দ্ধীকৃত ভুজ মন্দরগিরির উদ্ধারক॥ ১॥

যিনি সৃষ্টি ও প্রলয়রূপ লীলাবিলাসে ব্যাপৃত, ঐশ্বর্য্যাদি ষাড়্গুণ্যপরিপুষ্ট সদ্বিগ্রহের প্রকাশক, দুষ্টগণের নিঃশেষরূপে সংহার-করণে উদ্যত এবং হৃষ্ট-পুষ্ট ও অনুগত প্রজাগণের আশ্রয়॥ ২॥

যিনি অশেষ শুভকামনার পরিপূরক, প্রণতগণের অলৌকিক-আনন্দ-প্রদায়ক শ্রীপদশালী, ভিন্নকর্ম্মাশয় অর্থাৎ কর্ম্মবাসনানির্ম্মুক্ত প্রাণিগণের উত্তমগতি-প্রাপক এবং বেদান্তশাস্ত্রে "তন্ন কিং ন" ইত্যাদি বিচারক্রমে বিদ্বদ্গণকর্ত্তৃক সুমীমাংসিত॥ ৩॥

যিনি বেদবিচারে সুনিপুণ উত্তম-বিপ্রগণ ও মহাপ্রতাপশালী রাজরাজেশ্বরগণ-কর্ত্তৃক অর্চ্চিত, অচিন্ত্য-মহাজ্ঞানগুণ-সম্পন্ন, পরম-বিশুদ্ধ এবং পরম-প্রকাশশীল বৈকুণ্ঠানন্দস্বরূপ পরম-পুরুষ॥ ৪॥

অত্যয়ো যস্য কেনাপি ন ক্বাপি হি প্রত্যয়ো যদ্ গুণেষূত্তমানাং পরঃ
সত্যসঙ্কল্প একো বরেণ্যো বশী সত্যনুন্নৈঃ সদা বেদবাদোদিতঃ ॥ ৫ ॥
পশ্যতাং দুঃখসন্তান-নির্ম্মূলনং দৃশ্যতাং দৃশ্যতামিত্যজেশার্চ্চিতম্
নশ্যতাং দূরগং সর্ব্বদাপ্যাত্মগং বশ্যতাং স্বেচ্ছয়া সজ্জনেষ্বাগতম্ ॥৬॥
অগ্রজং যঃ সসর্জ্জাজমগ্র্যাকৃতিং বিগ্রহে যস্য সর্ব্বে গুণা এব হি।
উগ্র আদ্যোঽপি যস্যাত্মজাগ্র্যাত্মজঃ সদ্গৃহীতঃ সদা যঃ পরং দৈবতম্ ॥
অচ্যুতো যো গুণৈর্নিত্যমেবাখিলৈঃ প্রচ্যুতোঽশেষদোষৈঃ সদা পূর্ত্তিতঃ
উচ্যতে সর্ব্ববেদোরুবাদৈরজঃ স্বার্চ্চিতো ব্রহ্মরুদ্রেন্দ্রপূর্ব্বৈঃ সদা ॥৮॥

যাঁহার কোনকালেই কোনরূপেই বিনাশ নাই, যাঁহার গুণসমূহে উত্তম পুরুষগণের পরম বিশ্বাস, যিনি সত্যসঙ্কল্প, অদ্বিতীয়, বরেণ্য ও স্বতন্ত্র এবং সত্যপ্রেরিত পুরুষগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্বদা বেদবিচারমুখে পরিকীর্ত্তিত ॥ ৫ ॥

যিনি দর্শনকারিগণের সর্ব্বদুঃখ বিনাশ করেন, যিনি ব্রহ্মা ও শঙ্কর-কর্ত্তৃক পরমদর্শনোৎকণ্ঠাভরে অর্চ্চিত হ'ন এবং যিনি আত্মবিনাশশীল জনগণের অগোচর, নিত্যকাল স্বপ্রতিষ্ঠ ও স্বেচ্ছাক্রমে সজ্জনগণের বশ্যতাপ্রাপ্ত ॥ ৬ ॥

যিনি ব্রহ্মাণ্ডের অগ্রজাত উত্তমাকৃতি ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যাঁহার শ্রীবিগ্রহে সর্ব্বগুণই বিরাজমান, আদিদেব শ্রীরুদ্রও যাঁহার পুত্রের জ্যেষ্ঠপুত্র এবং যিনি নিরন্তর সজ্জনগণের জ্ঞাত বা লব্ধ পরমদেব ॥ ৭ ॥

অশেষদোষনির্ম্মুক্ত যিনি নিখিলগুণসমূহ-দ্বারা নিত্যকাল পরিপূর্ত্তি-নিবন্ধন সর্ব্বদা অচ্যুতস্বরূপ, যিনি নিখিলবেদগণের উত্তমবিচারে 'অজ' নামে কীর্ত্তিত এবং ব্রহ্মা, রুদ্র ও ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণ-কর্ত্তৃক নিত্য পূজিত ॥ ৮ ॥

ধার্য্যতে যেন বিশ্বং সদাজাদিকং বার্য্যতেঽশেষদুঃখং নিজধ্যায়িনাম্
পার্য্যতে সর্ব্বমন্যৈর্যদাঽপার্য্যতে কার্য্যতে চাখিলং সর্ব্বভূতৈঃ সদা ॥৯॥
সর্ব্বপাপানি যৎসংস্মৃতেঃ সংক্ষয়ং সর্ব্বদা যান্তি ভক্ত্যা বিশুদ্ধাত্মনাম্ ।
শর্ব্ব-গুর্ব্বাদি-গীর্ব্বাণ-সংস্থানদঃ কুর্ব্বতে কর্ম্ম যৎপ্রীতয়ে সজ্জনাঃ ॥
অক্ষয়ং কর্ম্ম যস্মিন্ পরে স্বর্পিতং প্রক্ষয়ং যান্তি দুঃখানি যন্নামতঃ ।
অক্ষরো যোঽজরঃ সর্ব্বদৈবামৃতঃ কুক্ষিগং যস্য বিশ্বং সদাজাদিকম্ ॥
নন্দতীর্থোরু-সন্নামিনো নন্দিনঃ সন্দধানাঃ সদানন্দদেবে মতিম্ ।
মন্দহাসারুণাপাঙ্গ-দত্তোন্নতিং নন্দতাশেষ-দেবাদিবৃন্দং সদা ॥ ১২ ॥

ইতি অষ্টমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ

যিনি চতুর্ম্মুখ-প্রমুখ সকলকে চিরকাল ধারণ করেন, নিজধ্যানরতগণের অশেষ দুঃখ বারণ করেন, অপরের পরিত্যক্ত অসাধ্য কর্ম্মের সাধন করেন এবং ভূতগণদ্বারা সর্ব্বদা বিশ্বসৃষ্টি করেন ॥ ৯ ॥

ভজনশুদ্ধচিত্ত পুরুষগণের সর্ব্ববিধ পাপরাশি যাঁহার স্মরণে সর্ব্বদা বিনষ্ট হয়, যিনি শিব-বৃহস্পতি-প্রমুখ দেবগণের স্থিতিপ্রদ এবং যাঁহার প্রীতির জন্য সজ্জনগণ সর্ব্বকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন ॥ ১০ ॥

যে পরমপুরুষে সম্যগ্‌ভাবে অর্পিত হইলে কর্ম্মসমূহ অক্ষয় হয়, যাঁহার নামোচ্চারণে দুঃখরাশি বিনষ্ট হয়, যিনি নিত্যকাল অজর অমৃত অক্ষয়বস্তু এবং চতুর্ম্মুখাদি এই বিশ্ব সর্ব্বদা যাঁহার কুক্ষিগত ॥ ১১ ॥

হে মানবগণ! আপনারা 'আনন্দতীর্থ' এই উত্তমনামধারী ব্যক্তির আনন্দদায়ক হইয়া (সেই) সদানন্দময় দেব শ্রীহরির প্রতি মতি ধারণপূর্ব্বক তদীয় মৃদুহাস্যবিমিশ্রিত অরুণ-কটাক্ষপাতদ্বারা প্রদত্ত উন্নতির অধিকারী দেবাদি অশেষ জীবগণকে সর্ব্বদা আনন্দিত করুন ॥ ১২ ॥

অথ নবমোঽধ্যায়ঃ

অতিমত তমোগিরি-সমিতিবিভেদন পিতামহভূতিদ গুণগণনিলয়।
শুভতম-কথাশ্রয় পরম সদোদিত জগদেক-কারণ রাম রমারমণ ॥১॥
বিধি-ভবমুখ-সুর-সতত-সুবন্দিত রমামনোবল্লভ ভব মম শরণম্ ॥ ২ ॥
অগণিতগুণগণময়-শরীর হে বিগত-গুণেতর ভব মম শরণম্ ॥ ৩ ॥
অপরিমিতসুখনিধি-বিমলসুদেহ হে বিগতসুখেতর ভব মম শরণম্ ॥৪॥
প্রচলিত-লয়জলবিহরণ শাশ্বত সুখময় মীন হে ভব মম শরণম্ ॥ ৫ ॥
সুর-দিতিজ-সুবলবিলুলিত-মন্দরধর পর কূর্ম্ম হে ভব মম শরণম্ ॥৬॥

হে অতিপূজিত! অজ্ঞানগিরিপক্ষ-ভেদন! চতুর্ম্মুখৈশ্বর্য্যপ্রদ! গুণগণনিলয়! পরমমঙ্গলকথাশ্রয়! নিত্যপ্রকাশ! জগদেককারণ! রমাকান্ত! পরম পুরুষ! রাম ॥ ১ ॥

হে ব্রহ্মশঙ্করাদিসুরগণ-নিত্য-বন্দিত! রমাহৃদয়বল্লভ! আপনি আমার আশ্রয় হউন ॥ ২ ॥

হে অগণিতগুণগণময়বিগ্রহ! সর্ব্বদোষবিনির্ম্মুক্ত! আপনি আমার আশ্রয় হউন ॥ ৩ ॥

হে অপরিমিত সুখাশ্রয়-বিশুদ্ধবিগ্রহ! সর্ব্বদুঃখবিনির্ম্মুক্ত! আপনি আমার আশ্রয় হউন ॥ ৪ ॥

হে তরঙ্গিত-প্রলয়সলিল-বিহারিন্! নিত্যসুখময়! মীনবর! আপনি আমার আশ্রয় হউন ॥ ৫ ॥

হে সুরাসুর-সৈন্য-কম্পিত-মন্দর-গিরিধর! পরমপুরুষ! কূর্ম্ম! আপনি আমার আশ্রয় হউন ॥ ৬ ॥

সগিরিবর-ধরাতলবহ সুসূকর পরমবিবোধ হে ভব মম শরণম্ ॥ ৭ ॥
অতিবল-দিতিসুত-হৃদয়-বিভেদন জয় নৃহরে ভব মম শরণম্ ॥ ৮ ॥
বলিমুখ-দিতিসুতবিজয়-বিনাশন জগদবনাজিত ভব মম শরণম্ ॥ ৯ ॥
অবিজিত কুনৃপতিসমিতি-বিখণ্ডন রমাবর বীরপ ভব মম শরণম্ ॥১০॥
খরতর-নিশিচর-দহন পরামৃত রঘুবর মানদ ভব মম শরণম্ ॥ ১১ ॥
সুললিত-তনুবর বরদ মহাবল যদুবর পার্থপ ভব মম শরণম্ ॥ ১২ ॥
দিতিসুতমোহন বিমলবিবোধন পরগুণ বুদ্ধ হে ভব মম শরণম্ ॥ ১৩ ॥

হে পর্ব্বত-ধরাতলোদ্ধারক ! পরমজ্ঞানময় ! মহাবরাহ ! আপনি আমার আশ্রয় হউন ॥ ৭ ॥

হে মহাবল-দৈত্যরাজ-হৃদয়বিদারক ! নৃসিংহ ! আপনার জয় হউক । আপনি আমার আশ্রয় হউন ॥ ৮ ॥

হে বলি-প্রমুখ দানববিজয়বিনাশন ! জগৎপালক ! অজিত ! (বামন !) আপনি আমার আশ্রয় হউন ॥ ৯ ॥

হে অপরাজিত ! দুষ্টক্ষত্রমণ্ডল-বিনাশন ! রমাকান্ত ! বীরপালক ! (ভৃগুরাম !) আপনি আমার আশ্রয় হউন ॥ ১০ ॥

হে প্রবলনিশাচর-বিনাশন ! পরমামৃতস্বরূপ ! মানদ ! রঘুবর ! আপনি আমার আশ্রয় হউন ॥ ১১ ॥

হে সুললিত-পরমবিগ্রহ ! বরদ ! মহাবল ! পার্থপালক ! যদুবর ! (শ্রীকৃষ্ণ) আপনি আমার আশ্রয় হউন ॥ ১২ ॥

হে অসুরবিমোহন ! বিমলবিজ্ঞানময় ! পবমগুণ ! বুদ্ধ ! আপনি আমার আশ্রয় হউন ॥ ১৩ ॥

কলিমল-হুতবহ সুভগ-মহোৎসব শরণদ কল্কীশ হে ভব মম শরণম্ ॥
অখিলজনি-বিলয় পরসুখকারণ পরপুরুষোত্তম ভব মম শরণম্ ॥১৫॥
ইতি তব নুতিবর-সততরতের্ভব সুশরণমুরুসুখতীর্থমুনের্ভগবন্ ॥ ১৬ ॥

ইতি নবমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ

হে কলিপাপদহন! সজ্জনানন্দন! শরণদায়ক! কল্কিদেব! আপনি আমার আশ্রয় হউন ॥ ১৪ ॥

হে সর্ব্বসৃষ্টিসংহারকর! পরমসুখকারণ! পরমপুরুষোত্তম! আপনি আমার আশ্রয় হউন ॥ ১৫ ॥

হে ভগবন্! আপনি আপনার ঈদৃশ উত্তমস্তুতিবিষয়ে নিত্যানুরক্ত আনন্দতীর্থমুনির পরমাশ্রয় হউন ॥ ১৬ ॥

অথ দশমোঽধ্যায়ঃ

অবন শ্রীপতিরপ্রতিরধি কেশাদিভবাদে।
করুণাপূর্ণ বরপ্রদ চরিতং জ্ঞাপয় মে তে ॥ ১ ॥
সুরবন্দ্যাধিপ সদ্বর ভরিতাশেষগুণালম্।
করুণাপূর্ণ বরপ্রদ চরিতং জ্ঞাপয় মে তে ॥ ২ ॥
সকলধ্বান্তবিনাশক পরমানন্দসুধাহো।
করুণাপূর্ণ বরপ্রদ চরিতং জ্ঞাপয় মে তে ॥ ৩ ॥
ত্রিজগৎপোত সদার্চ্চিত-চরণাশাপতিধাতো।
করুণাপূর্ণ বরপ্রদ চরিতং জ্ঞাপয় মে তে ॥ ৪ ॥

হে জগৎপালন! শঙ্করপ্রমুখ সৃষ্টির আদিকারণ! করুণাপূর্ণ! বরপ্রদ! আপনি শ্রীপতি, আপনার প্রতিযোদ্ধা কেহ নাই। আপনি আমাকে ভবদীয় চরিত জ্ঞাপন করুন ॥ ১ ॥

হে সুরগণ-বন্দনীয়! অধীশ্বর! সদুত্তম! পরিপূর্ণ-সকল-গুণালঙ্কৃত! করুণাপূর্ণ! বরপ্রদ! আপনি আমাকে ভবদীয় চরিত জ্ঞাপন করুন ॥ ২ ॥

হে নিখিলধ্বান্তবিনাশন! পরমসুখামৃতহবনকারিন্! করুণাপূর্ণ! বরপ্রদ! আপনি আমাকে ভবদীয় চরিত জ্ঞাপন করুন ॥ ৩ ॥

হে ত্রিলোকপোত (ত্রিলোকের উদ্ধারক নৌকাস্বরূপ)! নিত্যপূজিত-পদ! দিক্‌পালগণধারক! করুণাপূর্ণ! বরপ্রদ! আপনি আমাকে ভবদীয় চরিত জ্ঞাপন করুন ॥ ৪ ॥

ত্রিগুণাতীত বিধারক পরিতো দেহি সুভক্তিম্ ।
করুণাপূর্ণ বরপ্রদ চরিতং জ্ঞাপয় মে তে ॥ ৫ ॥
শরণং কারণ-ভাবন ভব মে তাত সদালম্ ।
করুণাপূর্ণ বরপ্রদ চরিতং জ্ঞাপয় মে তে ॥ ৬ ॥
মরণ প্রাণদ পালক জগদীশাব সুভক্তিম্ ।
করুণাপূর্ণ বরপ্রদ চরিতং জ্ঞাপয় মে তে ॥ ৭ ॥
তরুণাদিত্য-সবর্ণক-চরণাব্জামলকীর্ত্তে ।
করুণাপূর্ণ বরপ্রদ চরিতং জ্ঞাপয় মে তে ॥ ৮ ॥
সলিল-প্রোত্থ সরাগক-মণিবর্ণোচ্চ-নখাদে ।
করুণাপূর্ণ বরপ্রদ চরিতং জ্ঞাপয় মে তে ॥ ৯ ॥

হে ত্রিগুণাতীত ! হে পরমধারক ! আপনি সর্ব্বতোভাবে উত্তমভক্তি প্রদান করুন ! হে করুণাপূর্ণ ! বরপ্রদ ! আপনি আমাকে ভবদীয় চরিত জ্ঞাপন করুন ॥ ৫ ॥

হে প্রভো ! সর্ব্বকারণকারণ ! আপনি সর্ব্বদা আমার সুশরণ হউন। হে করুণাপূর্ণ ! বরপ্রদ ! আপনি আমাকে ভবদীয় চরিত জ্ঞাপন করুন ॥ ৬ ॥

হে মৃত্যুরূপ ! হে প্রাণদ ! হে পালক ! হে জগদীশ ! আমার উত্তমভক্তি রক্ষা করুন। হে করুণাপূর্ণ ! বরপ্রদ ! আপনি আমাকে ভবদীয় চরিত জ্ঞাপন করুন ॥ ৭ ॥

হে নবসূর্য্যারুণচরণকমল ! বিমলকীর্ত্তে ! করুণাপূর্ণ ! বরপ্রদ ! আপনি আমাকে ভবদীয় চরিত জ্ঞাপন করুন ॥ ৮ ॥

হে সলিল-ধৌত উত্তম রক্তিমাবিশিষ্ট মণির ন্যায় সমুজ্জ্বল উন্নত-নখাগ্রযুক্ত ! করুণাপূর্ণ ! বরপ্রদ ! আপনি আমাকে ভবদীয় চরিত জ্ঞাপন করুন ॥ ৯ ॥

কজতূণীনিভ-পাবন বরজঙ্ঘামিতশক্তে।
করুণাপূর্ণ বরপ্রদ চরিতং জ্ঞাপয় মে তে ॥ ১০ ॥
ইভহস্তপ্রভ-শোভন-পরমোরুস্থলমালে।
করুণাপূর্ণ বরপ্রদ চরিতং জ্ঞাপয় মে তে ॥ ১১ ॥
অসনোৎফুল্ল-সুপুষ্পক-সমবর্ণাবরণান্তে।
করুণাপূর্ণ বরপ্রদ চরিতং জ্ঞাপয় মে তে ॥ ১২ ॥
শতমোদোদ্ভব সুন্দর বরপদ্মোত্থিতনাভে।
করুণাপূর্ণ বরপ্রদ চরিতং জ্ঞাপয় মে তে ॥ ১৩ ॥
জগদম্বামলসুন্দরগৃহবক্ষোবর যোগিন্‌।
করুণাপূর্ণ বরপ্রদ চরিতং জ্ঞাপয় মে তে ॥ ১৪ ॥

হে অমিতবল! প্রভো! আপনার উত্তম জঙ্ঘাযুগল পদ্মপুষ্পের তূণযুগলাকার (আধারযুগলসদৃশ) ও পরমপাবন। হে করুণাপূর্ণ! বরপ্রদ! আপনি আমাকে ভবদীয় চরিত জ্ঞাপন করুন ॥ ১০ ॥

হে করিশুণ্ডসম-পরমমনোহর-উরুযুগলযুক্ত! করুণাপূর্ণ! বরপ্রদ! আপনি আমাকে ভবদীয় চরিত জ্ঞাপন করুন ॥ ১১ ॥

হে প্রভো! আপনার পরিহিত বসন পীতশালতরুর প্রস্ফুটিত কুসুমের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট। হে করুণাপূর্ণ! বরপ্রদ! আপনি আমাকে ভবদীয় চরিত জ্ঞাপন করুন ॥ ১২ ॥

হে প্রভো! আপনার নাভিদেশে ব্রহ্মার উৎপত্তিস্থানস্বরূপ পরম মনোহর পদ্মের উদ্ভব হইয়াছে। হে করুণাপূর্ণ! বরপ্রদ! আপনি আমাকে ভবদীয় চরিত জ্ঞাপন করুন ॥ ১৩ ॥

হে প্রভো! আপনার বক্ষোদেশ জগজ্জননী লক্ষ্মীদেবীর পরমমনোহর বাসগৃহ। হে করুণাপূর্ণ! বরপ্রদ! আপনি আমাকে ভবদীয় চরিত জ্ঞাপন করুন ॥ ১৪ ॥

জগদাগৃহক-পল্লবসম কুঞ্জে শরণাদে।
করুণাপূর্ণ বরপ্রদ চরিতং জ্ঞাপয় মে তে॥ ১৫॥
দিতিজান্তপ্রদ চক্র-দরগদাযুগ্‌বরবাহো।
করুণাপূর্ণ বরপ্রদ চরিতং জ্ঞাপয় মে তে॥ ১৬॥
পরমজ্ঞান-মহানিধিবদন শ্রীরমণেন্দো।
করুণাপূর্ণ বরপ্রদ চরিতং জ্ঞাপয় মে তে॥ ১৭॥
নিখিলাঘৌঘ-বিনাশক পরসৌখ্যপ্রদদৃষ্টে।
করুণাপূর্ণ বরপ্রদ চরিতং জ্ঞাপয় মে তে॥ ১৮॥
পরমানন্দ-সুতীর্থ-মুনিরাজো হরিগাথাঃ।
কৃতবান্নিত্যসুখপূর্ণৈক-পরমানন্দপদৈষী॥ ১৯॥

ইতি দশমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ

হে জগদাবরণপল্লব-সদৃশ! কুঞ্জে আদিশরণ! করুণাপূর্ণ! বরপ্রদ! আপনি আমাকে ভবদীয় চরিত জ্ঞাপন করুন॥ ১৫॥

হে দৈত্যবিনাশন! চক্রশঙ্খগদাযুক্ত-ভুজশালিন্! করুণাপূর্ণ! বরপ্রদ! আপনি আমাকে ভবদীয় চরিত জ্ঞাপন করুন॥ ১৬॥

হে প্রভো! আপনার শ্রীমুখ পরমজ্ঞানের উত্তম আধার (অর্থাৎ বেদ-রাশির প্রকাশক), আপনি লক্ষ্মীদেবীর আনন্দ-বর্দ্ধন-চন্দ্রমা। হে করুণাপূর্ণ! বরদ! আপনি আমাকে ভবদীয় চরিত জ্ঞাপন করুন॥ ১৭॥

হে নিখিলপাপরাশিবিনাশন! পরমসুখপ্রদ-দৃষ্টে! করুণাপূর্ণ! বরপ্রদ! আপনি আমাকে ভবদীয় চরিত জ্ঞাপন করুন॥ ১৮॥

নিত্য-সুপূর্ণ-অদ্বিতীয়-পরমানন্দ-পদপ্রাপ্তির অভিলাষী শ্রীআনন্দতীর্থ মুনিবর এই শ্রীহরিস্তুতিগাথা প্রণয়ন করিয়াছেন॥ ১৯॥

অথ একাদশোঽধ্যায়ঃ

উদীর্ণমজরং দিব্যমমৃতস্যন্দ্যধীশিতুঃ।
আনন্দস্য পদং বন্দে ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যভিবন্দিতম্ ॥ ১ ॥
সর্ব্ববেদপদোদ্‌গীতমিন্দিরাবাসমুত্তমম্।
আনন্দস্য পদং বন্দে ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যভিবন্দিতম্ ॥ ২ ॥
সর্ব্বদেবাদিদেবস্য বিদারিতমহত্তমঃ।
আনন্দস্য পদং বন্দে ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যভিবন্দিতম্ ॥ ৩ ॥
উদারমাদরান্নিত্যমনিন্দ্যং সুন্দরীপতেঃ।
আনন্দস্য পদং বন্দে ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যভিবন্দিতম্ ॥ ৪ ॥

জগদধীশ্বর আনন্দময়ের পাদপদ্ম ব্রহ্ম-পুরন্দরাদি দেবগণকর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে বন্দিত এবং অজর, দিব্য ও অমৃত-নিষ্যন্দিরূপে প্রকাশমান। আমি তাহা বন্দনা করি ॥ ১ ॥

আনন্দময়ের পাদপদ্ম ব্রহ্ম-পুরন্দরাদি দেবগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে বন্দিত এবং সমস্ত বৈদিক পদসমূহকর্ত্তৃক উদ্‌ঘোষিত ও ইন্দিরাদেবীর উত্তম আবাসস্থল। আমি তাহা বন্দনা করি ॥ ২ ॥

সর্ব্বদেবাদিদেব আনন্দময়ের পাদপদ্ম ব্রহ্ম-পুরন্দরাদি দেবগণকর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে বন্দিত এবং প্রবলতমোরাশির বিঘাতক। আমি তাহা বন্দনা করি ॥ ৩ ॥

সুন্দরীগণকান্ত আনন্দময়ের পাদপদ্ম ব্রহ্ম-পুরন্দরাদি দেবগণকর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে বন্দিত এবং উদার ও অনিন্দনীয়। আমি আদরপূর্ব্বক সর্ব্বদা তাহা বন্দনা করি ॥ ৪ ॥

ইন্দীবরোদরনিভং সুপূর্ণং বাদিমোহদম্।
আনন্দস্য পদং বন্দে ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যভিবন্দিতম্ ॥ ৫ ॥
দাতৃ সর্ব্বামরৈশ্বর্য্য বিমুক্ত্যাদেরহো বরম্।
আনন্দস্য পদং বন্দে ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যভিবন্দিতম্ ॥ ৬ ॥
দূরাদ্দূরতরং যত্তু তদেবান্তিকমন্তিকাৎ।
আনন্দস্য পদং বন্দে ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যভিবন্দিতম্ ॥ ৭ ॥
পূর্ণসর্ব্বগুণৈকার্ণমনাদ্যন্তং সুরেশিতুঃ।
আনন্দস্য পদং বন্দে ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যভিবন্দিতম্ ॥ ৮ ॥
আনন্দতীর্থমুনিনা হরেরানন্দরূপিণঃ।
কৃতং স্তোত্রমিদং পুণ্যং পঠন্নানন্দতামিয়াৎ ॥ ৯ ॥

ইতি একাদশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ

আনন্দময়ের পাদপদ্ম ব্রহ্ম-পুরন্দরাদি দেবগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে বন্দিত এবং নীলকমল-গর্ভসদৃশ মনোরম, পরিপূর্ণ ও বাদিগণের মোহপ্রদ। আমি তাহা বন্দনা করি ॥ ৫ ॥

আনন্দময়ের উত্তম পাদপদ্ম ব্রহ্ম-পুরন্দরাদি দেবগণকর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে বন্দিত এবং নিখিল দেবগণের ঐশ্বর্য্য ও বিমুক্তিপ্রদ। আমি তাহা বন্দনা করি ॥ ৬ ॥

আনন্দময়ের পাদপদ্ম ব্রহ্ম-পুরন্দরাদি দেবগণকর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে বন্দিত এবং দূর হইতেও দূরতর ও নিকট হইতেও নিকটতর। আমি তাহা বন্দনা করি ॥ ৭ ॥

সুরেশ্বর আনন্দময়ের পাদপদ্ম ব্রহ্ম-পুরন্দরাদি দেবগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে বন্দিত এবং পরিপূর্ণ-সর্ব্বগুণের অদ্বিতীয় সিন্ধু, অনাদি ও অনন্ত ॥ ৮ ॥

আনন্দতীর্থমুনিকর্ত্তৃক বিরচিত আনন্দময় শ্রীহরির এই পবিত্র স্তোত্র পাঠ করিয়া মানব আনন্দরূপতা লাভ করেন ॥ ৯ ॥

অথ দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

আনন্দ মুকুন্দারবিন্দনয়ন। আনন্দতীর্থ-পরানন্দ-বরদ ॥ ১ ॥
সুন্দরীমন্দির গোবিন্দ বন্দে। আনন্দতীর্থ-পরানন্দ-বরদ ॥ ২ ॥
চন্দ্র-সুরেন্দ্র-সুবন্দিত বন্দে। আনন্দতীর্থ-পরানন্দ-বরদ ॥ ৩ ॥
চন্দ্রকমন্দির নন্দক বন্দে। আনন্দতীর্থ-পরানন্দ-বরদ ॥ ৪ ॥
বৃন্দারকবৃন্দ-সুবন্দিত বন্দে। আনন্দতীর্থ-পরানন্দ-বরদ ॥ ৫ ॥
মন্দার-সূন-সুচর্চ্চিত বন্দে। আনন্দতীর্থ-পরানন্দ-বরদ ॥ ৬ ॥
ইন্দিরানন্দক সুন্দর বন্দে। আনন্দতীর্থ-পরানন্দ-বরদ ॥ ৭ ॥

হে আনন্দময়! মুকুন্দ! কমললয়ন! হে আনন্দতীর্থের পরমানন্দ-বরপ্রদ ॥ ১ ॥

হে সুন্দরীগণাশ্রয়! গোবিন্দ! হে আনন্দতীর্থের পরমানন্দবরপ্রদ! আপনাকে বন্দনা করি ॥ ২ ॥

হে ইন্দ্রচন্দ্র-বন্দিত! হে আনন্দতীর্থের পরমানন্দবরপ্রদ! আপনাকে বন্দনা করি ॥ ৩ ॥

হে কোটিচন্দ্র-নিবাস! হে আনন্দন! হে আনন্দতীর্থের পরমানন্দ-বরপ্রদ! আপনাকে বন্দনা করি ॥ ৪ ॥

হে দেববৃন্দবন্দিত! হে আনন্দতীর্থের পরমানন্দবরপ্রদ! আপনাকে বন্দনা করি ॥ ৫ ॥

হে মন্দার-কুসুম-সুচর্চ্চিত! হে আনন্দতীর্থের পরমানন্দবরপ্রদ! আপনাকে বন্দনা করি ॥ ৬ ॥

হে ইন্দিরানন্দদায়ক! হে সুন্দর! হে আনন্দতীর্থের পরমানন্দ-বরপ্রদ! আপনাকে বন্দনা করি ॥ ৭ ॥

মন্দির-স্যন্দনস্যন্দক বন্দে। আনন্দতীর্থ-পরানন্দ-বরদ ॥ ৮ ॥

আনন্দচন্দ্রিকা-স্যন্দক বন্দে। আনন্দতীর্থ-পরানন্দ-বরদ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমদানন্দতীর্থ-ভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে
দ্বাদশস্তোত্রে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ। গ্রন্থঃ সমাপ্তঃ ॥
শ্রীমন্মধ্বান্তর্গতো বাদরায়ণঃ প্রীয়তাম্।

ওঁ তৎসৎ

হে হৃদয়মন্দিররথচালক! হে আনন্দতীর্থের পরমানন্দবরপ্রদ! আপনাকে বন্দনা করি ॥ ৮ ॥

হে আনন্দচন্দ্রিকাবর্ষিন্! হে আনন্দতীর্থের পরমানন্দবরপ্রদ! আপনাকে বন্দনা করি ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমদানন্দতীর্থ ভগবৎপাদাচার্য্যবিরচিত শ্রীমদ্‌'দ্বাদশস্তোত্রে'র গৌড়ীয়ভাষানুবাদ সমাপ্ত।

বর্ণানুক্রমে শ্লোক-সূচী

অ

আ

ক

গ

চ

জ

ত

প

ব

স

হ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শব্দসূচী

[প্রথম সংখ্যাটি 'অধ্যায়' ও দ্বিতীয় সংখ্যাটি গ্রন্থের পত্রাঙ্ক-জ্ঞাপক]

অ

খ

গ

প

ষ

স

মঞ্জুষা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, ঢাকা ৪৮।১, ভগবৎ শঙ্খনিধি রোড্
হইতে শ্রীরমেশচন্দ্র দে সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।